মাও সে তুঙ্‌ এর নির্বাচিত রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

নবজাতক প্রকাশন

এ-৩৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭



প্রথম সংস্করণ
১লা মে, ১৯৬০

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (২)

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (২)

'গ্রামাঞ্চলীয় তথ্যানুসন্ধান'-এর ভূমিকা ও পরিশিষ্ট

মার্চ ও এপ্রিল, ১৯৪১

ভূমিকা

১৭ই মার্চ, ১৯৪১

দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময়ের নীতির মতো পার্টির বর্তমানের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কিত নীতিটি কৃষি-বিপ্লবের নীতি নয়, তা হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কিত নীতি। সমগ্র পার্টিকে কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই এবং ২৫শে ডিসেম্বরের নির্দেশাবলীকে[১] এবং আগামী সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশাবলীকে কার্যকর করতে হবে। কমরেডরা যাতে সমস্যাগুলি অধ্যয়নের একটি পদ্ধতি খুঁজে পেতে পারেন সে ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য বর্তমান লেখাগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে। আমাদের অনেক কমরেড এখনো অপরিচ্ছন্ন ও উদাসীন কর্মধারা অনুসরণ করেন, বিষয়-গুলিকে তাঁরা পুরোপুরি বুঝতে চেষ্টা করেন না, এমনকি নীচের তলার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞই থেকে যান অথচ কাজটি পরিচালনার দায়িত্বভার ওঁদের ওপরই অর্পিত হয়ে রয়েছে। এটা চূড়ান্ত বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি। চীনের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের প্রকৃত পরিস্থিতির যথার্থ বাস্তব জ্ঞান ব্যতীত সত্যিকারের ভাল নেতৃত্বদান সম্ভব নয়।

পরিস্থিতিকে জানার একমাত্র পথ হল সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করা, যথার্থ বাস্তব জীবনে প্রতিটি সামাজিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কারণ কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের হাতে থাকবে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের জানার মৌলিক পদ্ধতি হচ্ছে কয়েকটি শহর বা গ্রামের ব্যাপারে পরিকল্পনা অনুসারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, মার্কসবাদের মৌল দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ শ্রেণী-বিশ্লেষণের পদ্ধতি কাজে লাগানো এবং বেশ কয়েকটি আনুপূর্বিক অনুসন্ধানের কাজ চালানো। একমাত্র তাতে করেই চীনের সামাজিক সমস্যাবলীর একেবারে অত্যন্ত প্রাথমিক একটা জ্ঞান আমরা অর্জন করতে পারি।

তা করতে হলে, সবার আগে, আপনাদের চোখ নামাতে হতো নীচের

দিকে, মাথা উপরে তুলে আকাশের দিকে তাকালে চলবে না। যদি কেউ নীচের দিকে চোখ নামাতে আগ্রহী না হন এবং এ ব্যাপারে যদি তিনি একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন তবে তাঁর সারা জীবনেও তিনি চীনের অবস্থাকে যথার্থভাবে বুঝে উঠতে পারবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, তথ্য নিরূপণের জন্য সভা করুন। শুধু এদিকে ওদিকে চোখ বুলালেই বা গালগল্প শুনে মশগুল থাকলেই সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান জন্মে যায় না। তথ্য নিরূপণের জন্য সভা-সমিতি করে আমি হুনান প্রদেশে এবং চিংকাঙশান সম্পর্কে যেসব তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলাম তা খোয়া গেছে। যে বিষয়বস্তু এখানে ছাপা হয়েছে তা প্রধানতঃ 'সিংকুয়ো সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান', 'চ্যাঙকাঙ শহরাঞ্চল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান' এবং 'সাইসি শহরাঞ্চল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান'কে ভিত্তি করে রচিত। তথ্য নিরূপণের জন্য সভা-সমিতি করা হচ্ছে সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে বাস্তব এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি যা কাজে লাগিয়ে আমি প্রচুর লাভবান হয়েছি। যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে তা অধিকতর ভাল একটি বিদ্যালয়। যাঁরা এসব সভায় যোগ দেবেন তাঁদের হওয়া চাই মাঝারি ও নিম্নতর স্তরের যথার্থ অভিজ্ঞ কর্মী অথবা সাধারণ মানুষ। হুনান প্রদেশের পাঁচটি জেলা আর চিংকাঙশান-এর দুটি জেলার যে তথ্যানুসন্ধান আমি করেছিলাম সেক্ষেত্রে আমি মাঝারি স্তরের দায়িত্বশীল কর্মীদের কাছে গিয়েছিলাম; সুনউ তথ্যানুসন্ধানকালে মাঝারি ও নিম্নতর স্তরের কর্মীদের, একজন **সিউতসাই**[২]-এর (ক্ষুদে রাজকর্মচারীর), বণিকসভার একজন দেউলিয়া প্রাক্তন সভাপতির এবং জেলার রাজস্ব আদায়ের একদা ভারপ্রাপ্ত কর্মচ্যুত একজন কেরানীর কাছে গিয়েছিলাম। এই সব কজন লোকই আমাকে এমন প্রচুর তথ্য জুগিয়েছিলেন যার কথা আমি এর আগে কোনকালে শুনিইনি। হুনান-এর হেঙশান জেলায় তথ্যানুসন্ধানকালে আমার একজন ক্ষুদে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হয় যার কাছ থেকে আমি সর্বপ্রথম চীনের জেলখানাগুলির একান্ত ন্যক্কারজনক অবস্থার একটি পুরো চিত্র পাই। সিংকুয়ো জেলা এবং চ্যাংকাঙ ও সাইসি শহরাঞ্চলে আমার অনুসন্ধানকালে যেসব কমরেড শহর পর্যায়ে কাজকর্ম করছিলেন তাঁদের এবং সাধারণ কৃষকদের নিকট গিয়েছিলাম। এইসব কর্মীরা, এই কৃষকেরা, এই ক্ষুদে রাজকর্মচারী, ঐ জেলার, বণিক আর রাজস্ব বিভাগের কেরানী এরা সকলেই ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তাঁদের ছাত্র হিসেবে আমাকে তাঁদের প্রতি

শ্রদ্ধাবান ও শ্রমশীল হতে হয়েছিল এবং তাঁদের প্রতি কমরেড সুলভ মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল। অন্যথায় তাঁরা আমার দিকে মনোযোগই দিতেন না আর তাঁরা যা জানেন তা আমাকে বলতেন না বা যদি বলতেনও তবু তাঁরা যা জানেন তার সবটুকু আমাকে বলতেন না। তথ্য নিরূপণের জন্য আয়োজিত সভা তেমন বড় হওয়ার দরকার নেই; তিন থেকে পাঁচ বা সাত বা আটজন লোক হলেই যথেষ্ট। প্রচুর সময় দেওয়া চাই এবং অনুসন্ধানের একটা রূপরেখা তৈরী করে নেওয়া চাই। তদুপরি, আপনাকে নিজের থেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করতে হবে, নোট নিতে হবে, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সুতরাং উদ্যম না থাকলে, চোখ নীচের দিকে নামাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে এবং জ্ঞানের জন্য আকুলতা না থাকলে, সবজান্তার কুৎসিত অঙ্গরাখাটি ঝেড়ে ফেলে একেবারে অনুগত ছাত্র হতে না পারলে কেউ সুনিশ্চিতভাবেই অনুসন্ধান করতে আর ভালভাবে তা করে উঠতে পারবেন না। এ কথাটি বোঝা চাই যে জনসাধারণই হচ্ছেন আসল বীর, অন্যদিকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই একান্ত ছেলেমানুষ, নিতান্তই অজ্ঞ এবং এই উপলব্ধি না থাকলে একেবারে অত্যন্ত প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করাও অসম্ভব।

আমি পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই, এই প্রাসঙ্গিক তথ্যসংকলন প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নতর স্তরে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা খুঁজে বের করার একটি পদ্ধতির আভাস দেওয়া। নির্দিষ্ট কিছু বিষয় কমরেডদের মুখস্থ করানো এবং তা থেকে কিছু সিদ্ধান্ত টানার জন্য এটা করা হচ্ছে না। সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে, শৈশবাবস্থায় রয়েছে চীনের যে বুর্জোয়াশ্রেণী তার পক্ষে ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের বুর্জোয়াশ্রেণী যা করেছে তুলনামূলকভাবে পূর্ণাঙ্গ আকারে বা নিতান্তপক্ষে সমাজ পরিস্থিতির একেবারে প্রাথমিক বৈষয়িক ক্ষেত্রেও সেই আয়োজন করে দিতে তারা পারেনি এবং কোনকালে পারবেও না। সুতরাং নিজেদের থেকে আমাদের তা সংগ্রহ করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বাস্তব কাজকর্মে যে মানুষেরা লিপ্ত থাকবেন তাঁদের সবসময়ই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে এবং এটা এমন একটা বিষয় যে ব্যাপারে কোন দেশের কোন কমিউনিস্ট পার্টিই অন্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকতে পারে না। সুতরাং, বাস্তব কাজকর্মে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁদের নীচতলার পরিস্থিতি নিয়ে অনুসন্ধান চালাতেই হবে। এই অনুসন্ধান বিশেষ করে প্রয়োজন যাঁরা শুধু তত্ত্ব জানেন কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিকে জানেন না

তাঁদের পক্ষে ; অন্যথায় তাঁরা তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের মিলন সাধন করতে পারবেন না। 'অনুসন্ধান না করলে কথা বলার অধিকারও থাকবে না' জোর দিয়ে বলা আমার এই কথাকে নিয়ে যদিও 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ' বলে হাসিঠাট্টা করা হয়েছে, আজ অবধি এ কথা বলার জন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। যা আরও বড় কথা, আমি এখনো জোর দিয়েই বলছি, অনুসন্ধান না করলে কথা বলার কোন অধিকার না থাকাই সমীচীন। এমন অনেক লোকজন রয়েছেন যাঁরা 'সরকারী গাড়ী থেকে মাটিতে পদার্পণ করেই' এন্তার হৈ-চৈ শুরু করে দেন, মতামতের বন্যা বইয়ে দেন, এটির সমালোচনা করেন, ঐটির মুণ্ডপাত করেন ; কিন্তু এঁদের দশ জনের মধ্যে দশজনই কার্যতঃ দেখা যায় কার্যক্ষেত্রে একেবারে ব্যর্থ হয়ে পড়েন। সুগভীর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যেসব অভিমত প্রদান করা ও সমালোচনা করা হয় না সেগুলি অর্থহীন বাক্যজাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যেসব 'রাজকীয় দূতেরা' এদিকে ছুটেছেন, ওদিকে ছুটেছেন, সর্বত্র ছুটোপুটি করে ফিরেছেন তাঁদের কবলে পড়ে আমাদের পার্টিকে অসংখ্যবার ভুগতে হয়েছে। স্তালিন যথার্থভাবেই বলেছেন 'বৈপ্লবিক প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন।'[৩] একমাত্র সেই 'নেহাৎ বাস্তব কাজের লোকটি' যিনি অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফিরছেন এবং যার কোন লক্ষ্য বা দূরদৃষ্টিই নেই তাকে ছাড়া, অন্য কাউকেই 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী' বলে ছাপ মেরে দেওয়া চলে না।

আজও আমি একান্তভাবেই চীন এবং বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের সুগভীর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। চীনের এবং বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে আমার নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার সঙ্গেই তা বিজড়িত এবং তা থেকে এটা আদৌ বোঝাচ্ছে না যে আমিই সবকিছু জেনে বসে আছি আর অন্যরা নিতান্তই অজ্ঞ। আমি একজন ছাত্র হয়েই থেকে যেতে চাই, পার্টির অন্যসব কমরেডদের সঙ্গে মিলিতভাবে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেই যেতে চাই।

পরিশিষ্ট

১৯শে এপ্রিল, ১৯৪১

দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ও সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক একটি অভিজ্ঞতা। জনসাধারণের সঙ্গে আমরা নিজেদের কিভাবে সংযুক্ত করব

আর কিভাবে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত করব সেদিক থেকেই প্রাসঙ্গিক-তার কথা বলছি, রণকৌশলগত পথের দিক থেকে নয়। পার্টির বর্তমান রণকৌশলগত পথ নীতির দিক থেকে অতীতের পথের চেয়ে পৃথক। পূর্বে পার্টির রণকৌশলগত পথ ছিল জমিদার ও প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের বিরোধিতা করা; এখন পথটি হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধ করার বিরুদ্ধে যারা নয় এমন সকল জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত লোকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এমনকি দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের শেষের দিকটাতেও যে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও রাজনৈতিক দল আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছিল একদিকে এদের প্রতি এবং অন্যদিকে আমাদের শাসনাধীন পুঁজিবাদী চরিত্রসম্পন্ন সকল সামাজিক স্তরের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ না করা ভুল হয়েছিল; প্রতি-ক্রিয়াশীল সরকার ও রাজনৈতিক পার্টির মধ্যেকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি বিভিন্ন নীতি গ্রহণ না করাটাও ভুল ছিল। ঐ সময়ে কৃষকজনগণ এবং শহুরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর নীচের স্তর ছাড়া সমাজের প্রতিটি অংশের বিরুদ্ধেই 'শুধু সংগ্রামের' নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল; নিঃসন্দেহে এই নীতিটি ছিল ভ্রান্ত। কৃষিনীতির ক্ষেত্রে দশ বৎসরব্যাপী গৃহযুদ্ধের প্রথম ও মাঝামাঝি সময়ে যে সঠিক নীতি[৪] গ্রহণ করে জমিদারগণকে কৃষকদের মতো একইভাবে জমি বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে করে তারাও চাষবাস করে বাঁচতে পারে এবং বাস্তুচ্যুত হয়ে বা পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়ে দস্যু বনে না যায় ও জনশৃংখলায় বিঘ্ন না ঘটায় সেই সঠিক নীতিটি বাতিল করে দেওয়াও ভুল ছিল। পার্টির এখনকার নীতি অবশ্যই ভিন্নরকমের হবে; তা 'শুধু সংগ্রাম, ও কোন মৈত্রী নয়' হবে না কিংবা 'শুধু মৈত্রী, কোন সংগ্রাম নয়' (১৯২৭-এর চেন তু শিউবাদের মতোও) তা হবে না। বরং তা হবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী সকল সামাজিক স্তরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের অথচ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ারই নীতি; অবশ্য এই সংগ্রামের রূপ তাদের শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণের প্রতি বিরোধিতায় দোদুল্যমান অথবা প্রতিক্রিয়াশীল দিকের মাত্রার অভিব্যক্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হবে। বর্তমান নীতি হচ্ছে 'মৈত্রী' ও সংগ্রামের' ও সুসমন্বয়সাধনের একটি দ্বৈত নীতি। শ্রমিকনীতির ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতিটি হচ্ছে—যথোপযুক্তভাবে শ্রমিকদের জীবিকার উন্নতি বিধান করা। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গত বিকাশের

ক্ষতিসাধন করা নয়। কৃষিনীতির ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতিটি হচ্ছে জমিদারদের দিক থেকে খাজনা ও সুদ হ্রাস করতে হবে আর কৃষকদের দিক থেকে ধরে নেওয়া হবে যে এই হ্রাসপ্রাপ্ত খাজনা ও সুদ তারা মিটিয়ে দেবে। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতিটি হচ্ছে জাপ-বিরোধী সকল জমিদার ও পুঁজিবাদীগণকে শ্রমিক ও কৃষকদের মতো একই রকম দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার দেওয়া এবং একই রকম রাজনৈতিক ও সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার ভোগ করতে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তাদের দিক থেকে সম্ভাব্য প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সতর্কতা বজায় রাখা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও সমবায়ী অর্থনীতির বিকাশসাধন করা হবে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটি অঞ্চলে মূল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি আজ রাষ্ট্রীয় নয় ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই আওতাধীন এবং আমাদের অর্থনীতির একচেটিয়া নয় এমন পুঁজিবাদকে বিকাশের সুযোগ দিতে হবে ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করতে হবে। আজকের দিনে চীনের পক্ষে এই হচ্ছে সবচেয়ে বিপ্লবী নীতি এবং তার বিরোধিতা করা বা তা কার্যকর করাকে বিঘ্নিত করা নিঃসন্দেহে ভুল হবে। পার্টির সদস্যদের কমিউনিস্টসুলভ বিশুদ্ধতা নিষ্ঠা সহকারে ও দৃঢ়ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সমাজের অর্থনীতির পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের হিতকর ভূমিকাকে রক্ষা করা ও যথাযথভাবে তাকে বিকশিত হতে দেওয়া জাপানকে প্রতিরোধের যুগে ও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলার যুগে আমাদের পক্ষে এই দুইটিই অপরিহার্য কর্তব্যকর্ম। এই যুগে কিছু কিছু কমিউনিস্ট বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং পার্টির সদস্যদের মধ্যে পুঁজিবাদী ধ্যানধারণাও দেখা দিতে পারে, এইসব অবক্ষয়ী ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে ; কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ভুলভাবে সমাজের অর্থনীতির ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করা এবং অর্থনীতির পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের বিরোধিতা করা আমাদের উচিত হবে না। এই দুইয়ের মধ্যে একটা পরিষ্কার ভেদরেখা আমাদের টানতে হবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছে এবং প্রতিটি পার্টি-সদস্যকে ও বিশেষ করে প্রতিটি কর্মীকেই নিজেকে মার্কসীয় রণকৌশল উপলব্ধি করেছেন এমন এক-একজন সৈনিক হিসেবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। সমস্যাসমূহের প্রতি একটি একপেশে ও অতি সরলীকৃত মনোভাব কোন সময়ই বিপ্লবকে বিজয়ী করে তুলতে পারবে না।

টীকা

১। ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশটি হল 'বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির নীতি সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত।' কেন্দ্রীয় কমিটির ২৫শে ডিসেম্বরের নির্দেশ **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর** দ্বিতীয় খণ্ডে 'কর্মনীতি সম্পর্কে' শীর্ষক প্রবন্ধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২। একজন **সিউতসাই** হলেন রাজকীয় পরীক্ষাসমূহের সর্বনিম্ন উপাধিধারী ব্যক্তি।

৩। জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি', **লেনিনবাদের সমস্যা**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, মস্কো, ১৯৪৫, পৃঃ ৩১।

৪। দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের প্রথম অধ্যায় ১৯২৭ সালের শেষদিক থেকে ১৯২৮ সালের শেষদিক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সাধারণভাবে চিংকাঙশান অধ্যায় বলে তা পরিচিত; মাঝারি অধ্যায় ১৯২৯ সালের প্রথমদিক থেকে ১৯৩১ সালের শরৎকাল পর্যন্ত বিস্তৃত, কেন্দ্রীয় লাল ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা থেকে তৃতীয় 'অবরোধ ও দমনমূলক' অভিযানের বিরুদ্ধে বিজয়ী পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত; এবং তৃতীয় অধ্যায় ১৯৩১ সালের শেষদিক থেকে ১৯৩৪ সালের শেষদিক পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ তা ঐ অভিযানের বিজয়ী পরিসমাপ্তি থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক কিউচাও প্রদেশের সুনাইতে পলিটিক্যাল ব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশন পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৩৫ সালের সুনাই অধিবেশন পার্টিতে যে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী লাইন ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কর্তৃত্ব করে আসছিল তার সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় এবং পার্টিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। **পরিশিষ্ট:** 'আমাদের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে' প্রবন্ধটি এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আছে।

আমাদের শিক্ষার সংস্কারসাধন

মে, ১৯৪১

সমগ্র পার্টির মধ্যে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের আমি প্রস্তাব করছি। কারণগুলি নিম্নরূপ :

(১)

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিশ বছর হচ্ছে এমন বিশটি বছর যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অধিক থেকে অধিকতরভাবে সুসমন্বিত হয়ে উঠেছে। পার্টির শৈশব অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং চীন বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি যে কত সামান্য ও ভাসাভাসা ছিল সে-কথা স্মরণ করলে আমরা দেখতে পাব এখন তা কত গভীরতর ও সমৃদ্ধতর হয়েছে। একশ বছর ধরে বিপর্যয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ চীনা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ও তাঁদের জীবন দান করে গেছেন, একজনের মৃত্যু বরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন এসে তাঁর স্থান পূরণ করেছেন, দেশ ও জনগণের মুক্তির যথার্থ পথের সন্ধান তাঁরা করে গেছেন। তা আমাদের কণ্ঠে গান ও চোখের জল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এবং রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরেই শুধু আমরা সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্য, আমাদের জাতির মুক্তিসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে খুঁজে পেলাম এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই এই হাতিয়ারের প্রচলন করেছে, তার প্রচার করেছে ও তাকে প্রয়োগ করার সংগঠক হয়ে উঠেছে। চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে যখন তার সম্মিলন সাধিত হল

ইয়েনানে কর্মীদের সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্টটি উপস্থিত করেন। এই রিপোর্ট এবং 'পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করুন' এবং 'ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনারীতির বিরোধিতা করুন' এই দুটি প্রবন্ধ শুদ্ধিকরণ আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখিত কমরেড মাও সে-তুঙ-এর মৌলিক রচনা। এই সব রচনায় তিনি ভাবাদর্শগত স্তরে পার্টি-লাইন নিয়ে পার্টির মধ্যেকার অতীতের পার্থক্যগুলির সারসংক্ষেপ করেছেন এবং পার্টির মধ্যে প্রচলিত যে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও কর্মধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে নিজেদের চালিয়ে দিচ্ছিল ও মুখ্যতঃ যা আত্মগত ও সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক হিসেবে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল ও যার প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাধারা, তার বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের

তখনই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য চীন বিপ্লবকে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ দান করেছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের শুরু থেকেই আমাদের পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এই যুদ্ধের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে তার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে, চীন এবং বর্তমান দুনিয়ার বিচারের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে এবং চীনের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও কাজ শুরু করেছে। এই সবকটি খুবই শুভ লক্ষণ

(২)

কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি এবং বেশ বড় রকমের ত্রুটিবিচ্যুতিই এসব ক্ষেত্রে আমাদের রয়ে গেছে। এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন না করলে আমি মনে করি আমাদের কাজকর্মে এবং চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সমন্বয়সাধনের আমাদের মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে আমরা এক কদমও এগিয়ে যেতে পারব না।

প্রথমে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনার কথাই ধরা যাক। বর্তমান আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমরা খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছি কিন্তু আমাদের মতো বিরাট একটা পার্টির পক্ষে যে তথ্যাদি আমরা সংগ্রহ করেছি তা বিছিন্ন খণ্ড খণ্ড এবং রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যেদিক সম্পর্কেই হোক না কেন এই বিষয়গুলির প্রতিটি দিক থেকেই আমাদের গবেষণার কাজ অবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, গত বিশ বছরে এই দিকগুলি সম্পর্কে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও অধ্যয়নের ব্যাপারে ধারাবাহিক ও সুগভীর কাজ আমরা করিনি এবং বাস্তব পরিস্থিতির অনুসন্ধানের ও অধ্যয়নের পরিবেশের অভাব আমাদের রয়ে গেছে। 'চোখ-বাঁধা একজন মানুষের চড়ুই পাখি ধরার মতো'

ভাবাদর্শ গত মূল নীতি অনুসারে সমগ্র পার্টি জুড়ে কাজের ধারা সংশোধনের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বান অতিক্রত পার্টির ভিতরে ও বাইরে প্রলেতারীয়ও ও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মধ্যে বিরাট এক বিতর্কের সৃষ্টি করে। পার্টির ভিতরে ও বাইরে তা প্রলেতারীয় ভাবাদর্শের অবস্থাকে সুসংহত করে তুলে, ভাবাদর্শগত দিক থেকে ব্যাপক কর্মীদের একটি বিরাট অগ্রসর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে এবং পার্টিকে অভূতপূর্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে তা সমর্থ করে তোলে।

অথবা 'একজন অন্ধের হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরার মতো' আচরণ করা গোঁয়ারের মতো ও অসতর্ক হয়ে কাজ করা, বাগাড়ম্বরকে প্রশ্রয় দেওয়া, আধ খিমচি জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা—এই হচ্ছে আমাদের পার্টির অনেক কমরেডদের মধ্যে এখনো বর্তমান অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজের সেই ধারা যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার অধ্যয়ন করা প্রয়োজন এবং আত্মগত খেয়ালখুশি থেকে নয় বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকেই অগ্রসর হাওয়া প্রয়োজন ; কিন্তু আমাদের অনেক কমরেড এই সত্যকে সোজাসুজি লংঘন করেই কাজ করে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যাপারে আসা যাক। যদিও অল্প কয়েকজন পার্টিসভ্য ও দরদীই এই কাজ শুরু করেছেন, সংগঠিতভাবে এ কাজটিকে গ্রহণ করা হয়নি। অনেক পার্টি-সদস্যের কাছেই গত একশ বছরের বা প্রাচীনকালের চীনের ইতিহাস যেন গভীর তমসাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। অনেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পণ্ডিত রয়েছেন যাঁরা প্রাচীন গ্রীসের থেকে উদাহরণ না দিয়ে মুখই খুলতে পারেন না অথচ খুবই দুঃখের ব্যাপার তারা তাঁদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের বেমালুম ভুলে বসে রয়েছেন। আধুনিক পরিস্থিতি বা অতীতের ইতিহাস কোনটির ক্ষেত্রেই গুরুতর অধ্যয়নের বাতাবরণ দেখা যায় না।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের অধ্যয়নের কথাই ধরা যাক। অনেক কমরেডকেই দেখা যায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে অধ্যয়ন তাঁরা করেছেন তা বৈপ্লবিক প্রয়োগের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য নয়, শুধু অধ্যয়নের জন্যই সে অধ্যয়ন তাঁরা করছেন। ফলে অধ্যয়ন যদিও তাঁরা করেন, তাকে হজম করতে তাঁরা পারেন না। একপেশেভাবে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন স্তালিন থেকে বিভিন্ন উধৃতিই তাঁরা শুধু হাজির করেন কিন্তু মার্কস, এঙ্গেলস লেনিন ও স্তালিনের অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতিকে চীনের বর্তমান পরিস্থিতি ও তার ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বা চীন বিপ্লবের সমস্যার বাস্তব বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করতে পারেন না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি এ ধরনের মনোভাব বিশেষ করে মাঝারি ও উচ্চতর স্তরের কর্মীদের পক্ষে প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এইমাত্র সাম্প্রতিক পরিস্থিতির অধ্যয়নের ব্যাপারে অবহেলা, ইতিহাস অধ্যায়নের ব্যাপারে অবহেলা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের ব্যাপারে অবহেলার যে তিনটি দিকের উল্লেখ আমি করলাম এই সবকটি মিলে অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি কাজের ধারার সৃষ্টি করেছে। এইটির প্রসারের ফলে আমাদের অনেক কমরেডের ক্ষতি হয়েছে।

আমাদের মধ্যেকার অনেক কমরেডই এই কাজের ধারার ফলে ভ্রান্ত পথে গেছেন। দেশের, প্রদেশের, বিভাগের বা জেলার ভেতরের ও বাইরেকার বাস্তব পরিস্থিতির ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক অনুসন্ধান পরিচালনায় অনিচ্ছা-হেতু তাঁরা তাঁদের অত্যল্প জ্ঞানের ভিত্তিতেই হুকুম জারি করে চলেন এবং ভাবখানা হচ্ছে যেহেতু 'আমার কাছে এটাই ঠিক মনে হচ্ছে, এতএব এটা তা-ই হবে।' আত্মগত এই কাজের ধারা কি এখনো বহুসংখ্যক কমরেডের মধ্যে চালু থেকে যায়নি?

এমন কিছু লোকও রয়েছেন আমাদের নিজেদের ইতিহাসের কিছুই জানেন না বা অতি অল্প জানেন বলে লজ্জিত বোধ করার পরিবর্তে তাঁরা গর্বই বোধ করে থাকেন। যা সবচেয়ে বিশেষ করে তাৎপর্যপূর্ণ তা হচ্ছে অতি অল্প সংখ্যক লোকই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস জানেন এবং আফিম যুদ্ধ থেকে চীনের একশ বছরের ইতিহাস যথাযথভাবে জানেন। গত একশ বছরের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুতর রকমের অধ্যয়নের কাজ কেউ শুরু করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের নিজেদের দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ এইসব লোকেরা শুধু প্রাচীন গ্রীস ও অন্যান্য বিদেশের গল্পকাহিনীই শোনাতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রেও এঁদের জ্ঞানের নিতান্ত করুণ অবস্থা, দৌড় শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রাচীন বিদেশী কিছু বই থেকে ইতস্ততঃ কুড়ানো কিছু বিষয়।

গত কয়েক দশক ধরে বিদেশ থেকে প্রত্যাগত বহু ছাত্রের মধ্যেই এই রোগটি দেখা গেছে। ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান থেকে দেশে ফিরে তাঁরা শুধু বিদেশী জিনিস নিয়ে তোতাপাখির মতো কচকচানি করতে পারেন। তাঁরা গ্রামোফোন হয়ে দাঁড়ান এবং নিজেদের উপলব্ধির ও নতুন কিছু তৈরী করার তাঁদের দায়িত্বের কথা তাঁরা ভুলে যান। এই ব্যাধিটি কমিউনিস্ট পার্টিকেও আক্রমণ করেছে।

যদিও আমরা মার্কসবাদ অধ্যয়ন করছি তবু যে পদ্ধতিতে আমাদের

লোকজনেরা তা অধ্যয়ন করছেন সেটা মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার অর্থ হচ্ছে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে ঐক্য সাধনের যে মৌলিক নীতিটির কথা একান্তভাবে আমাদের বলে গেছেন, তাকেই তাঁরা অমান্য করছেন। এই নীতিটিকে লংঘন করার পর তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বিপরীত নীতি, তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যেকার বিচ্ছেদের নীতিটি আবিষ্কার করেছেন। শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহে ও কর্মরত কর্মীবাহিনীর শিক্ষাদানের ব্যাপারে দর্শনের শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের চীন বিপ্লবের যুক্তিবিজ্ঞানের অধ্যয়নের পথে পরিচালনা করেন না; অর্থনীতির শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের চীনের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়নের পথে পরিচালনা করেন না; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের চীন বিপ্লবের রণকৌশলের অধ্যয়নের পথে পরিচালনা করেন না; সামরিক বিজ্ঞানের শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্রদের চীনের বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রণনীতি ও রণকৌশলের অধ্যয়নের পথে পরিচালনা করেন না;—এই হচ্ছে অবস্থা। ফলে ভুলগুলি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং লোক-জনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ইয়েনানে তিনি যা শিখলেন, ফুসিয়েনে[১] তাই তিনি প্রয়োগ করতে পারছেন না। অর্থনীতির অধ্যাপকেরা সীমান্ত অঞ্চলের মুদ্রাব্যবস্থা ও কুওমিনতাঙ মুদ্রাব্যবস্থার[২] মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিতে পারেন না, স্বভাবতঃই তাঁদের ছাত্ররাও ব্যাখ্যা করতে পারেন না। ফলে অনেক ছাত্রের মধ্যে বিকৃত একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে; চীনের সমস্যাদির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনের পরিবর্তে এবং পার্টির নির্দেশাবলীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁদের শিক্ষকদের কাছ থেকে তথাকথিত সনাতন ও শাশ্বত যে শাস্ত্রবাক্য তাঁরা মুখস্থ করেছেন তা নিয়েই তাঁরা পড়ে থাকেন।

অবশ্য এইমাত্র আমি যা বললাম, তা আমাদের পার্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; একটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য ব্যাপার হিসেবে তার কথা আমি বলিনি। কিন্তু এ ধরনের লোক রয়েছে; তদুপরি তাদের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যারা যথেষ্ট ক্ষতিই সাধন করে থাকে। এই বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখলে চলবে না।

(৩)

এই বিষয়টিকে আরও খানিকটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি দুটো বিপরীত মনোভাবের মধ্যে তুলনা করতে চাই।

প্রথমে, বিষয়ীবাদী আত্মগত মনোভাবের বিষয়টির কথাই বলি।

এই মনোভাবসম্পন্ন একজন ব্যক্তি তাঁর পারিপার্শ্বিকের ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক অধ্যয়ন করেন না, বরং নেহাৎ আত্মগত উৎসাহ নিয়েই কাজকর্ম করেন এবং আজকের চীনের চেহারা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট চিত্রই পেয়ে থাকেন। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি ইতিহাসকে খণ্ডছিন্ন করে ফেলেন, শুধু প্রাচীন গ্রীসকেই জানেন, জানেন না চীনকে এবং গতকালের বা গতপরশু দিনের চীন সম্পর্কে তিনি অন্ধকারেই থেকে যান। এই মনোভাব থেকে একজন ব্যক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্ব নিয়ে বাস্তবতা-বিচ্ছিন্নভাবে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে অধ্যায়ন করে থাকেন। চীন বিপ্লবের তত্ত্বগত ও রণকৌশলগত সমস্যাদির সমাধানের জন্য একটা অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির অনুসন্ধানে তিনি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের রচনা অধ্যয়ন করেন না, তিনি শুধু তত্ত্বের জন্যই তত্ত্বের অধ্যয়ন করে থাকেন। তিনি কোন লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে তীর ছোঁড়েন না, শুধু আন্দাজে তীর ছুঁড়ে চলেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এবং তা থেকে নিয়মগুলি নির্ধারণ করে আমাদের পথের নির্দেশ হিসেবে সেগুলিকে ব্যবহার করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে মার্কস যেমন বলেছেন তদনুযায়ী আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বিস্তারিত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করা।[৩] আমাদের অনেক লোকজন এ কাজ করেন না, করেন ঠিক বিপরীতটি। তাঁদের অনেকেই গবেষণার কাজকর্ম করছেন। কিন্তু আজকের বা বিগতদিনের চীনকে নিয়ে অধ্যয়নে তাঁদের কোন আগ্রহ নেই এবং বাস্তবতা বর্জিত শূন্যগর্ভ 'তত্ত্ব' নিয়ে অধ্যয়নেই তাঁদের যা কিছু আগ্রহ। অন্য অনেকে বাস্তব কাজকর্ম করেন কিন্তু তাঁরাও বাস্তব পরিস্থিতির অধ্যয়নের প্রতি কোনই মনোনিবেশ করেন না, প্রায়ই নেহাৎ উৎসাহের ওপর নির্ভর করে তাঁরা চলেন এবং কর্মনীতির পরিবর্তে তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারাই পরিচালিত হন। এই উভয় ধরনের লোকেরাই যথার্থ বাস্তবতাকে অবহেলা করে আত্মগত বিষয়ের ওপর নির্ভর করেই চলেন। বক্তৃতা করার সময় ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদির লম্বা একটি ফিরিস্তি দিয়ে ১, ২, ৩, ৪ করে বহু বিষয়ের অবতারণা তাঁরা করেন এবং প্রবন্ধ রচনা করার সময় এন্তার গুরুগম্ভীর বাক্যজাল তাঁরা বিস্তার করে থাকেন। বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করার কোন ইচ্ছে তাঁদের নেই, শুধু নিজেদের

জ্ঞানের বহর দেখিয়ে বাহবা কুড়ানোই তাঁদের উদ্দেশ্য। ফলে তা হয়ে দাঁড়ায় সারবস্তুহীন চমকের ব্যাপার, দৃঢ়তাহীন ভঙ্গুরতায় ভরা। তাঁরা সব সময়ই সঠিক, এই দুনিয়ার একেবারে এক নম্বর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এই ভাব দেখিয়ে 'রাজকীয় দূতের' মতো সর্বত্র তাঁরা ছোটাছুটি করেন। আমাদের মধ্যেকার কিছু কমরেডের এই হচ্ছে কাজের ধারা। এই ধরনের কাজের ধারা অনুসরণ করা নিজের ক্ষতি করারই সামিল এবং কাজের ধারা অন্যকে শেখানো মানে অন্যদের ক্ষতিসাধন করা এবং বিপ্লবের পরিচালনার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার অর্থ হল বিপ্লবেরই ক্ষতিসাধন করা। এক কথায়, এই আত্মগত কর্মপদ্ধতি বিজ্ঞানের ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী এবং তা কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী, জনগণ ও জাতির তা এক বিরাট শত্রু, পার্টির চেতনার মধ্যেকার গলদেরই তা অভিব্যক্তি। বিরাট এক শত্রু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এবং তাকে উৎখাত আমাদের করে দিতেই হবে। আত্মগত মনোভাবের উচ্ছেদ-সাধন করলেই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সত্যের বিজয় সম্ভব হবে, পার্টি-চেতনাকে জোরদার করা যাবে এবং বিপ্লব বিজয়ী হয়ে উঠবে। আমরা জোর দিয়েই বলছি, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অনুপস্থিতি অর্থাৎ তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মাসর্কবাদী-লেনিনবাদী মনোভাবের অনুপস্থিতির অর্থ হচ্ছে পার্টিগত চেতনা হয় অনুপস্থিত আর নয়তো নিতান্তই অল্প।

একটি কবিতায় এই ধরনের লোকদের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। তা হচ্ছে:

দেয়ালের গায় জন্ম যে আগাছার—
সরু-মূল আর মাথা-মোটা তার,
শিঁকড়ে মাটিতে যোগ খুঁজে মেলা ভার।
পাহাড়ী বাঁশের সূচামুখ আহা,
পুরু চামড়ায় ঢাকা তার সারা দেহ,
ভেতরে তবু তা শূন্যগর্ভ, ফাঁপা।

['নবজাতক' সংস্করণের অনুবাদকৃত ভাবানুবাদ।]

বৈজ্ঞানিক মনোভাব বর্জিত যেসব লোক মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের রচনা থেকে শুধু উধৃতি দিতেই জানেন এবং যথার্থ বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়াই যাঁরা কেতাবি জাঁকজমক দেখান এটা কি তাঁদের চমৎকার বর্ণনা নয়?

যদি কেউ নিজেকে যথার্থতঃই এই ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত করতে চান, তাহলে তাঁকে এই কবিতাংশটি মুখস্থ করে নিতে বলব এবং আরও খানিকটা সাহস দেখাতে পারলে ঐটি কাগজে লিখে তার ঘরে এঁটে রাখতে বলব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটি বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞান মানেই হচ্ছে সৎ ও দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান; চালাকির কোন স্থান এখানে নেই। আমাদের তাই সৎ হওয়া চাই।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাব।

এই মনোভাব থেকে একজন ব্যক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থার ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধান ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগান। তিনি শুধু উচ্ছ্বাস থেকে কাজ করেন না বরং স্তালিন যা বলেছেন—বৈপ্লবিক ব্যাপকতার সঙ্গে বাস্তবতার মিলনসাধন করেন।[৪] এই মনোভাব থেকে ইতিহাসকে তিনি খণ্ডছিন্ন করে দেখেন না। শুধু প্রাচীন গ্রীসকে জানলেই তাঁর চলে না, তাঁর পক্ষে চীনকেও জানতে হয়; শুধুমাত্র বিদেশের বিপ্লবের ইতিহাস নয়, চীনের বিপ্লবের ইতিহাসও তাঁকে জানতে হয়; শুধু আজকের চীনকে নয়, বিগত দিনের এবং তারও আগেকার দিনের চীনকেও তাঁর জানতে হয়। এই মনোভাব থেকে একটি উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে চীন বিপ্লবের যথার্থ আন্দোলনের সঙ্গে সুসমন্বিত করে তোলেন এবং এই তত্ত্ব থেকে একটি অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি খুঁজে বের করে তা দিয়ে চীন বিপ্লবের তত্ত্বগত ও রণকৌশলগত সমস্যাগুলির সমাধান করতে প্রয়াসী হন। এই মনোভাব হচ্ছে স্থিরলক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করা। 'লক্ষ্য' হচ্ছে চীন বিপ্লব এবং 'তীর' হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। আমরা চীনের কমিউনিস্টরা এই তীরের খোঁজ করছিলাম কারণ চীন বিপ্লবের ও প্রাচ্যের বিপ্লবের লক্ষ্যেই আমরা তীর নিক্ষেপ করতে চাই। এই মনোভাব গ্রহণের অর্থ হচ্ছে বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করা। 'বাস্তব তথ্য' হচ্ছে বাস্তবে বিরাজমান সকল বিষয়বস্তু, 'সত্য' হচ্ছে তাদের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অর্থাৎ যে নিয়মগুলির দ্বারা তা পরিচালিত হয় সেগুলি এবং 'খুঁজে বের করা' বলতে অধ্যয়নকে বোঝায়। দেশ, প্রদেশ, বিভাগ বা জেলার ভেতরের ও বাইরের প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অগ্রসর হয়ে সেগুলির মধ্য থেকে মনগড়া নয় একেবারে অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি খুঁজে বের করে সেগুলির

দ্বারা আমাদের কাজকর্মকে পরিচালনা করা উচিত অর্থাৎ আমাদের উচিত চারিদিকের ঘটনাবলীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে খুঁজে বের করা। আর তা করতে গেলে আমাদের আত্মগত কল্পনাবিলাসের, সাময়িক উচ্ছ্বাসের ও প্রাণহীন পুঁথিপত্রের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, নির্ভর করতে হবে জীবন্ত বাস্তবের ওপর ; আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয় আমাদের সংগ্রহ করতে হবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ মূল নীতির দ্বারা আমাদের পরিচালিত হতে হবে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি ক্রমানুসারে সাজানো বিষয় মাত্র নয় বা গালভরা কথার বাণীবদ্ধ রূপমাত্র নয়, তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ। এই মনোভাব হচ্ছে বাস্তব তথ্য থেকে সত্য খুঁজে বের করে আনা, জ্ঞানের বহর দেখিয়ে বাহবা কুড়ানোর ব্যাপার তা নয়। পার্টিগত চেতনা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যসাধনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কাজের ধারারই তা অভিব্যক্তি। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যেরই একান্ত করে এই মনোভাবটি থাকা দরকার। যিনি এই মনোভাব গ্রহণ করবেন তিনি 'মাথা-মোটা, সরু-মূল, শিকড়ে-মাটিতে যোগহীন' হবেন না বা 'সূচী-মুখ, পুরু-চামড়া, শূন্যগর্ভ ফাঁপা'ও হবেন না।

(৪)

উপরে বর্ণিত অভিমতগুলি অনুসারে আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাখছি :

(১) আমাদের চারিদিকের পরিস্থিতির ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক অধ্যয়নের কাজটিকে সমগ্র পার্টির সামনেই আমাদের তুলে ধরতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতির ভিত্তিতে আমাদের শত্রুদের, আমাদের বন্ধুদের এবং আমাদের অর্থনৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও পার্টিগত কার্যকলাপের বিস্তারিত অনুসন্ধান ও অগ্রগতির পর্যালোচনা আমাদের করতে হবে এবং যথোপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এইসব বাস্তব বিষয়ের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের ব্যাপারে আমাদের কমরেডদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। আমাদের কমরেডদের এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের দ্বিবিধ মৌলিক কর্তব্য হচ্ছে পরিস্থিতিকে জানা এবং কর্মনীতিকে আয়ত্ত করা ; প্রথমটির অর্থ হচ্ছে—পৃথিবীকে জানা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে পৃথিবীকে

বদলে দেওয়া। আমাদের কমরেডদের এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে তথ্যানুসন্ধান না করলে, কথা বলারই অধিকার থাকে না এবং গুরুগম্ভীর কথায় খেলা ও ১, ২ ৩, ৪ করে ক্রমানুসারে বিষয়গুলি সাজিয়ে দেওয়াটাই কোন কাজের কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ প্রচারকার্যের কথাই ধরা যাক। আমরা যদি আমাদের শত্রুদের, আমাদের মিত্রদের ও আমাদের নিজেদের প্রচারকার্যের ব্যাপারে পরিস্থিতিটা না জানি তবে আমরা প্রচারকার্যের কর্মনীতি সম্পর্কে সঠিক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব না। যে-কোন দপ্তরের কাজের ক্ষেত্রেই প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে পরিস্থিতিকে জানা এবং একমাত্র তখনই ভালভাবে কাজটি করা যেতে পারে। পার্টির কাজের ধারার পরিবর্তন সাধনের মৌল যোগসূত্রই হচ্ছে তথ্যানুসন্ধানের ও অধ্যয়নের পরিকল্পনাসমূহকে সমগ্র পার্টিতে কার্যকর করে তোলা।

(২) গত একশ বছরের চীনের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কাজ হবে সুযোগ্য ব্যক্তিদের সমবেত করা এবং সহযোগিতা ও উপযুক্ত কাজকর্ম ভাগ করার মধ্য দিয়ে বর্তমানের অসংগঠিত অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেওয়া। প্রথমেই প্রয়োজন হচ্ছে অর্থনৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক রচনা প্রণয়ন করা এবং একমাত্র তখনই সামগ্রিক রচনাবলী উপস্থিত করা সম্ভবপর হবে

(৩) কর্মরত বা কর্মীদের শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত কর্মীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে চীন বিপ্লবের বাস্তব সমস্যাবলীর অধ্যয়নের ব্যাপারেই এই শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করার একটি কর্মনীতি হাজির করতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল নীতিকে পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, অনড় বিষয় হিসেবে ও বিচ্ছিন্নভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নের পদ্ধতিকে খারিজ করে দিতে হবে। তাছাড়া, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নকালে **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, (সংক্ষিপ্ত পাঠ)** কে আমাদের প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বিগত একশ বছরের বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এটা সর্বোত্তম সুসমন্বিত রূপ ও সংক্ষিপ্তসার, তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ এবং এযাবৎকালের মধ্যে তা সমগ্র বিশ্বের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ। লেনিন ও স্তালিন সোভিয়েত বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে কিভাবে সু-সমন্বিত করেছেন ও কিভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকশিত করে তুলেছেন,

তা যখন আমরা দেখি, তখন চীনে আমাদের কিভাবে কাজ করতে হবে তাও আমরা জানতে পারি।

ঘোরা পথে আমরা অনেক ঘুরেছি। কিন্তু ভুল অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক পথের পূর্বগামী। আমি এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে চীন বিপ্লব ও বিশ্ববিপ্লবের এমন একান্তভাবে জীবন্ত ও বৈচিত্রে সমৃদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অধ্যয়নের ধারায় রূপান্তর নিশ্চয়ই সুফল দান করবে।

টীকা

১। ফুসিয়েন জেলা ইয়েনানের প্রায় সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

২। সীমান্ত অঞ্চলের মুদ্রাব্যবস্থা শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত মুদ্রা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কুওমিনতাঙ মুদ্রাব্যবস্থা ১৯৩৫ সাল থেকে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তাপুষ্ট চারটি বৃহৎ কুওমিনতাঙ আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিপতিদের ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত কাগজে মুদ্রা। কমরেড মাও সে-তুঙ এই দুই মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হারের ক্ষেত্রে যে উঠতি-পড়তি হচ্ছিল তার কথাই এখানে বলছেন।

৩। দ্রষ্টব্য: কার্ল মার্কস **ক্যাপিটাল** -এর 'দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে' লিখেছিলেন—'পরবর্তীটিকে (অনুসন্ধানের এই পদ্ধতিকে) আনুপূর্বিক সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তার বিকাশের বিভিন্ন রূপকে বিশ্লেষণ করতে হবে, তাদের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রকে খুঁজে বের করতে হবে। এই কাজ সমাপ্ত হলে পরেই, যথার্থ আন্দোলনকে যথাযথভাবে বর্ণনা করা যাবে।' (**ক্যাপিটাল**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশনা সংস্থা, মস্কো, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯)।

৪। জে. ভি. স্তালিন: লেনিনবাদের ভিত্তি, **লেনিনবাদের সমস্যা**, রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫২, পৃঃ ৮০ দ্রষ্টব্য।

দূর প্রাচ্যের মিউনিক-এর চক্রান্তের মুখোস খুলে দিন

২৫শে মে, ১৯৪১

১। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চীনের স্বার্থের পরিপন্থী একটি আপোষ-রফা এবং সাম্যবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর বিরুদ্ধে প্রাচ্যের মিউনিক সৃষ্টি করা—এরকম একটি চক্রান্তই জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেক করছে। এই চক্রান্তের মুখোস আমাদের খুলে দিতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে।

২। চিয়াং কাই-শেককে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার লক্ষ্য নিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সর্বশেষ সামরিক আক্রমণের যে পর্যায়টি চালিয়েছিল তা শেষ করার পর এখন তাকে আত্মসমর্পনে প্ররোচিত করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হতে বাধ্য। লাঠি আর মিষ্ঠ কথা পর্যায়ক্রমে বা একই সঙ্গে ব্যবহার করার শত্রুর সেই পুরাতন নীতিরই তা পুনরভিনয় মাত্র।

৩। সামরিক অভিযান পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে জাপান এই গুজব রটনার অভিযান এই মর্মে শুরু করেছে যে 'অষ্টম রুট সেনাবাহিনী কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংগ্রাম করতে চায় না,' অষ্টম রুট সেনাবাহিনী প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করে নিজের এলাকা প্রসারিত করে চলেছে,' 'তা একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তুলছে,' এবং 'তা অন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করছে'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। কুওমিনতাঙ ও কমিউ-নিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এটি জাপানীদের একটি চতুর চক্রান্ত এবং এভাবে চিয়াং কাই-শেককে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার কাজটিকে তারা সহজতর করে তুলতে চায়। কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা ও কুওমিনতাঙ পত্রপত্রিকাদি এই গুজবকে নকল করছে ও চারিদিকে ছড়াচ্ছে, জাপানের কমিউনিস্ট-বিরোধী এই প্রচারণায় সুর মিলাতে তাদের বিবেকে বাঁধছে বলে মনে হয় না এবং তাদের মতলবটি খুবই সন্দেহজনক। এটির মুখোসও আমাদের খুলে দিতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে লিখেছিলেন।

৪। নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে যদিও 'বিদ্রোহে লিপ্ত' বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যদিও অষ্টম রুট সেনাবাহিনী কুওমিনতাঙ-এর কাছ থেকে একটি বুলেট বা একটি পয়সাও পায়নি, তারা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরাম দেয়নি। তদুপরি অষ্টম রুট সেনাবাহিনী দক্ষিণ শানসিতে বর্তমান অভিযানকালে[১] সংগ্রামরত কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এবং বিগত দুই সপ্তাহ ধরে তা উত্তর চীনের সকল রণক্ষেত্রে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে—আর এই মুহূর্তেই সেখানে তীব্র যুদ্ধবিগ্রহ চলছে। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণ ইতিমধ্যেই জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এইসব কুৎসা প্রচারের লক্ষ্যই হচ্ছে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং আত্মসমর্পণের পথকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর সামরিক সাফল্যকে আমাদের প্রসারিত করে যেতে হবে এবং সকল পরাজয়বাদী ও আত্মসমর্পণবাদীদের বিরোধিতা করে যেতেই হবে।

টীকা

১। দক্ষিণ শানসি অভিযান বলতে চুংতিয়াও পর্বতের অভিযানকে বোঝানো হচ্ছে। ১৯৪১ সালের মে মাসে ৫০,০০০ জাপানী সৈন্য দক্ষিণ শানসির পীত নদীর উত্তরাঞ্চলের চুংতিয়াও পার্বত্য অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে। সর্বমোট সাতটি কুওমিনতাঙ সেনাদলকে ঐ অঞ্চলে সমবেত করা হয় এবং উত্তর পূর্ব দিকে কাওপিং অঞ্চলেও অন্য চারটি বাহিনী মোতায়েন করা হয়—ফলে মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৫০,০০০। পীত নদীর উত্তর অঞ্চলের কুওমিনতাঙ সৈন্যদের প্রধান কাজই যেহেতু ছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তারা জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কোন সময়ে প্রস্তুতিই হয়নি এবং জাপানী আক্রমণকারীরা হামলা করলেও তারা অধিকংশ যুদ্ধই পরিহার করার চেষ্টা করত। সুতরাং এই অভিযানে শত্রুর বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ সৈন্যগণকে সাহায্য করার জন্য অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর জোরদার প্রয়াস সত্ত্বেও, কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়, তিন সপ্তাহে পঞ্চাশ হাজারের বেশি সৈন্য নিহত হয় এবং বাকীরা পীত নদীর দক্ষিণতীরে পালিয়ে যায়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট প্রসঙ্গে

২৩ শে জুন, ১৯৪১

২২শে জুন জার্মানির ফ্যাসিষ্ট শাসকেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে। এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিশ্বাসহন্তা অপরাধ-জনক আগ্রাসন নয়, তা সকল জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির বিরুদ্ধেই আক্রমণ। ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরোধের পবিত্র যুদ্ধ শুধু তার নিজেকে রক্ষার জন্যই পরিচালিত হচ্ছে না, তা ফ্যাসিষ্ট দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য সংগ্রামরত সকল জাতিকে রক্ষার জন্যই পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী সকল কমিউনিস্টেরই এখন কর্তব্য হচ্ছে সকল দেশের জনগণকে সমবেত ও সংগঠিত করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্য, চীনকে রক্ষা করার জন্য এবং সকল জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তিকে রক্ষা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা। বর্তমান যুগে ফ্যাসিষ্ট দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রেই সকল প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সমগ্র দেশব্যাপী করণীয় কর্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে অব্যাহতভাবে রক্ষা করা, কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাকে অব্যাহতভাবে রক্ষা করা, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চীন থেকে দূর করে দেওয়া এবং এসবের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সহায়তা করা।

(২) বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীলদের সকল সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা।

(৩) বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে—ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে যারাই জার্মানি, ইতালী ও জাপানের ফ্যাসিষ্ট শাসকদের বিরোধী সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে লিখেছিলেন।

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিনিধি পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা

২২ শে নভেম্বর, ১৯৪১।

পরিষদের সদস্যগণ! কমরেডগণ! সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পরিষদের আজ যে উদ্বোধন হল তা বিরাট এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরিষদের একটিমাত্রই লক্ষ্য, তা হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা এবং নয়া গণতন্ত্রের চীন গড়ে তোলা বা একই কথা, জনগণের বিপ্লবী তিন গণ-নীতির চীন গড়ে তোলা। আজকের দিনের চীনে অন্য কোন লক্ষ্যই থাকতে পারে না। কারণ আমাদের প্রধান শত্রুরা দেশীয় নয়, তারা হচ্ছে জাপানী, জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিস্টগণ এই মুহূর্তে সোভিয়েত লালফৌজ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছে এবং আমাদের দিক থেকে আমরাও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনকে পদানত করার জন্য তার আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য দেশের সমগ্র জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করছে, সমস্ত জাপ-বিরোধী পার্টি, শ্রেণী ও জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তুলছে; দেশদ্রোহীরা ছাড়া এই সাধারণ সংগ্রামে প্রত্যেককেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটা কমিউনিস্ট পার্টির অবিচল নীতি। চার বছরের অধিককাল ধরে চীনের জনগণ নির্ভীকতার সঙ্গে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং সকল শ্রেণী, পার্টি ও জাতিসত্তার সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সেই যুদ্ধ চালানো হচ্ছে। যুদ্ধে জয়লাভ করা এখনো সম্ভব হয়নি, যুদ্ধে জয়লাভ কতে হলে আমাদের আরও সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে এবং বিপ্লবী তিন-নীতিকে বাস্তবে কার্যকর করাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে আমাদের বাস্তবে কার্যকর করতে হবে কেন? কারণ বর্তমান সময় পর্যন্ত ডাঃ সান ইয়াৎ সেন-এর তিন গণ-নীতিকে চীনের সকল অংশে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। সমাজতন্ত্রকে এখনই কার্যকর করার দাবি আমরা করছি না কেন? অবশ্যই সমাজ-তন্ত্র একটি উন্নততর ব্যবস্থা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে তা দীর্ঘকাল ধরে

কার্যকর রয়েছে, কিন্তু চীনে এখন পর্যন্ত তার বাস্তব পরিস্থিতির অভাব রয়েছে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে বিপ্লবী তিন গণ-নীতিই কার্যকর করা হয়েছে। আমাদের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে তার বেশি আমরা অগ্রসর হইনি। এই নীতিগুলি সম্পর্কে বলা যায়, আজ জাতীয়তাবাদের মূলনীতির অর্থ হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধন এবং গণতন্ত্র ও জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিবিধানের মূলনীতিগুলির অর্থ হচ্ছে কোন একটি গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ না করে জাপানের বিরোধী সকল জনগণের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া। সারা দেশব্যাপী জনগণের দৈহিক নিরাপত্তার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি সংরক্ষণের স্বাধীনতা থাকা চাই। সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের তাদের নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকা চাই, তাদের পরবার মতো কাপড়, খাবার, কাজের এবং শিক্ষালাভের সুযোগ থাকা চাই; সংক্ষেপে বলা যায়, কিছু না কিছু ব্যবস্থা সকলের জন্যই থাকা চাই। চীনের সমাজটি মাঝামাঝি স্তরে বিরাট এবং দুটি প্রান্তভাগেই ক্ষুদ্রকায় অর্থাৎ একপ্রান্তে শ্রমিকশ্রেণী এবং অপরপ্রান্তে জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, এদের প্রতিটিই সংখ্যাগত দিক থেকে অল্প; অন্যদিকে কৃষক, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং অন্যান্য মাঝারি শ্রেণীসমূহকে নিয়ে গঠিত জনগণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। চীনের কার্যব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে এইসব শ্রেণীর স্বার্থকে হিসেবের মধ্যে না ধরে, এই সকল শ্রেণীর লোকজনদের জন্য কিছু না কিছু সুরাহার ব্যবস্থা না করে এবং এদের অভিমতকে ভাষা দেবার অধিকার অর্জন না করে নীতি নির্ধারণ করলে কোন পার্টির পক্ষেই তা করা সম্ভব হবে না। চীনের কমিউ-নিস্ট পার্টি যেসব নীতি হাজির করেছে তা জাপানের বিরোধী সকল জন-গণকেই ঐক্যবদ্ধ করতে চায় এবং এ ধরনের প্রতিটি শ্রেণীর, বিশেষ করে কৃষকজনগণের এবং শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ও অন্যান্য মাঝারি শ্রেণীসমূহের, স্বার্থকেই তা হিসেবের মধ্যে ধরে অগ্রসর হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নীতি-সমূহ জনগণের সকল অংশকেই তাদের অভিমত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে এবং তারা যাতে কাজকর্ম করতে পারে, খেতে-পরতে পারে, তার নিশ্চয়তা দান করেছে বলেই এই নীতিগুলির মধ্যে যথার্থ বিপ্লবী তিন গণ-নীতি রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একদিকে আমরা খাজনা ও সুদ হ্রাস করছি যাতে কৃষকেরা খেয়েপরে বাঁচতে পারে, অন্যদিকে এই

হ্রাসপ্রাপ্ত খাজনা ও সুদ যাতে কৃষকেরা মিটিয়ে দেয় তার ব্যবস্থাও আমরা রেখেছি যাতে জমিদাররাও বাঁচতে পারে। শ্রম ও পুঁজির সম্পর্কের ক্ষেত্রে একদিকে আমরা শ্রমিকদের সাহায্য করছি যাতে কাজকর্ম করে খেয়েপরে তাঁরা বাঁচতে পারেন, অন্যদিকে আমরা শিল্পের বিকাশের এমন একটা নীতি অনুসরণ করছি যাতে করে পুঁজিপতিরাও কিছু মুনাফা করতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সাধারণ প্রয়াসে সমগ্র দেশের জনগণকেই যাতে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। একেই আমরা বলেছি নয়া গণতন্ত্রের নীতি। আজকের দিনের চীনের পরিস্থিতির সঙ্গে যা যথার্থভাবেই খাপ খায় এইটি হচ্ছে ঠিক সেরকম একটি নীতি এবং আমরা আশা করি যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে বা শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলেই তার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমগ্র দেশব্যাপী তা প্রসারিত হবে।

আমরা সাফল্যের সঙ্গেই এই নীতি অনুসরণ করে আসছি এবং সমগ্র চীনের জনগণের অনুমোদন এতে আমরা লাভ করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুলত্রুটিও রয়েছে। কিন্তু কিছু কমিউনিস্ট এখনো রয়েছেন যাঁরা গণতান্ত্রিক-ভাবে পার্টি-বহির্ভূত লোকজনদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে জানেন না এবং আলাদা হয়ে চলার, 'রুদ্ধদ্বার' অথবা সংকীর্ণতাবাদী কাজের ধারা অনুসরণ করেন। তাঁরা এখনো এই মূলনীতিটিই উপলব্ধি করতে পারেন না যে জাপানের বিরোধী পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কমিউনিস্টরা কর্তব্যবদ্ধ এবং তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখার কোন অধিকারই তাঁদের নেই। এই মূলনীতির অর্থ হচ্ছে,—আমাদের মনোযোগ সহকারে জনসাধারণের অভিমত শুনতে হবে, তাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া চলবে না। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মসূচীতে একটি ধারা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিকভাবে সহযোগিতা করে চলতে হবে, খেয়ালখুশি মাফিক কাজ করা চলবে না অথচ সবকিছু তাঁদের নিজেদের হাতে গুটিয়ে রাখলে চলবে না। পার্টির নীতি বুঝতে এখনো যেসব কমরেডরা পারেননি ঠিক তাঁদের লক্ষ্য করেই ঐটি বলা হয়েছে। পার্টির বহির্ভূত জনগণের অভিমত কমিউনিস্টদের মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এবং তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করতে দিতে হবে। তাঁরা

যা বলছেন তা সঠিক হলে, তাকে আমাদের স্বাগত জানাতে হবে, তাঁদের বক্তব্যের ভাল দিকগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; আর যদি তা ভুল হয়, তাঁরা যা বলতে চান তা পুরোপুরি তাঁদের বলতে দিতে হবে এবং তারপর ধৈর্যসহকারে তাঁদের কাছে বিষয় গুলি ব্যাখ্যা করতে হবে। একজন কমিউনিস্ট কোন সময়ই সবজান্তা বা প্রভুত্বপ্রয়াসী হবেন না বা এ কথা ভাববেন না যে তিনি সব বিষয়েই ওস্তাদ আর অন্যরা কোনক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্র কাজের নয়; নিজের ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে তাঁর চলবে না বা গলাবাজী করা, হামবড়া ভাব দেখানো কিংবা খবরদারি করে বেড়ানো তাঁর চলবে না। গোঁড়া যে প্রতিক্রিয়াবাদীরা জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে ও দেশদ্রোহীদের সঙ্গে জোট পাকিয়েছে এবং প্রতিরোধ ও ঐক্যের ক্ষতিসাধন করছে এবং যাদের যথার্থতঃই কথা বলার কোন অধিকারই নেই তাদের ছাড়া প্রতিটি ব্যক্তিরই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এবং যদি তাঁরা যা বলছেন তা ভুলও হয়—তাতেও কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্রের কার্যব্যবস্থা গোটা জাতির জনগণের ব্যাপার, তা একক কোন একটি পার্টি বা গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সুতরাং, পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে গণতান্ত্রিকভাবে সহযোগিতা করা কমিউনিস্টদের কর্তব্য এবং তাঁদের বাদ দিয়ে দেওয়ার ও সবকিছু একচেটে করে নেওয়ার কোন অধিকারই তাঁদের নেই। কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক পার্টি যা জাতি ও জনগণের স্বার্থে কাজ করে এবং নিজের একান্ত নিজস্ব কোন লক্ষ্যসাধনের প্রশ্নই তার নেই। জনগণই পার্টিকে দেখাশোনা করবেন এবং পার্টিকে কোন সময়ই তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া চলবে না। পার্টির সদস্যদের থাকতে হবে জনগণের মধ্যে ও জনগণের সঙ্গে এবং নিজেদের তাঁদের উর্ধ্বে স্থাপন করলে চলবে না। পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও কমরেডগণ, পার্টি-বহির্ভূত জনগণ সম্পর্কে গণতান্ত্রিক সহযোগিতার কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতি অবিচল ও অপরিবর্তনীয়। যতদিন নানা পার্টি থাকবে, ততদিন পার্টিতে যতো লোক যোগ দেবেন তাঁরা সংখ্যালঘু থেকে যাবেন এবং তাঁদের তুলনায় সব সময়ই বাইরে থেকে-যাওয়া লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ট থাকবেন; তাই আমাদের পার্টি-সদস্যদের সব সময়ই পার্টি-বহিভূ ত জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে হবে এবং এই পরিষদের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই এখন তাঁদের এই কাজ শুরু করে দিতে হবে। আমাদের এই নীতি নিয়ে চললে আমি বিশ্বাস করি পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যগণ এখানে অত্যন্ত ভাল

শিক্ষাই লাভ করবেন এবং তাদের 'রুদ্ধদ্বার নীতিকে' ও সংকীর্ণতাবাদকে দূর করতে পারবেন। আমরা সবজান্তাদের একটি ক্ষুদ্র উপদল মাত্র নই এবং নিজেদের দ্বার কিভাবে খুলে দিতে হয় ও পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে কিভাবে সহযোগিতা করতে হয় আর কিভাবে অন্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হয় তা আমাদের শিখতে হবে। মনে হয়, এত সব বলার পরও এখনো পর্যন্ত এমন কিছু কমিউনিস্ট থাকতে পারেন যাঁরা বলবেন, 'অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করা এতই যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাকে ছেড়ে দিন।' কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। আমি অপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমাদের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই সুনিশ্চিত-ভাবে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনটি কার্যকর করতে সমর্থ হবেন। একই সঙ্গে আমি পার্টি-বহির্ভূত কমরেডদের আমরা কী চাই তা উপলব্ধি করার জন্য বলতে চাই' তাঁদের এ কথা বুঝতে বলব যে কমিউনিস্ট পার্টি নিজের একান্ত আপন সার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাপৃত কোন একটি ক্ষুদ্র উপদল বা গোষ্ঠীমাত্র নয়। না, তা সে নয়! কমিউনিস্ট পার্টি ঐকান্তিকভাবে ও সততার সঙ্গেই রাষ্ট্রের কার্যব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করতে চায়। কিন্তু অনেক অক্ষমতা এখনো আমাদের রয়ে গেছে। এগুলি স্বীকার করতে আমরা ভয় পাই না এবং তা দূর করে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। পার্টির মধ্যেকার শিক্ষাকে জোরদার করে তুলে এবং পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে গণতান্ত্রিকভাবে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা তা করে উঠতে পারব। আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অক্ষমতাকে এভাবে অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে আমরা ভেতর ও বাইরের দুদিক থেকেই তাদের দূর করে দিতে পারব।

পরিষদের সদস্যবৃন্দ! আপনারা অনেক কষ্ট স্বীকার করে এই সভার জন্য এখানে এসেছেন এবং আপনাদের মতো বিশিষ্টদের এই সমাবেশকে অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি খুব সুখী এবং আমি আপনাদের এই সমাবেশের সাফল্য কামনা করছি।

পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করুন

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২*

আজ থেকে পার্টি-স্কুলের উদ্বোধন হল এবং আমি তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আমাদের পার্টির কাজের ধারার সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন কী? বিপ্লবী পার্টির দরকার আছে কারণ এই পৃথিবীতে এমন শত্রুরা রয়েছে যারা জনসাধারণকে নিপীড়ন করে এবং জনগণ শত্রুর সেই নিপীড়নের অবসান করতে চান। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যুগে ঠিক কমিউনিস্ট পার্টির মতো বিপ্লবী একটি পার্টিরই প্রয়োজন। এ রকম একটা পার্টি না থাকলে জনগণের পক্ষে শত্রুর নিপীড়নের উচ্ছেদসাধন করা একেবারেই অসম্ভব। আমরা কমিউনিস্ট, শত্রুকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে আমরা জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিতে চাই এবং তাই আমরা আমাদের সদস্যবৃন্দকে সুশৃংখল রাখতে চাই, আমরা কদম মিলিয়ে এগিয়ে চলতে চাই, আমাদের সৈনিকদের হওয়া চাই একেবারে বাছাই করা সৈনিক এবং তাদের অস্ত্রপাতিগুলি হওয়া চাই একেবারে সেরা অস্ত্রপাতি। এই শর্তগুলি পূর্ণ করতে না পারলে শত্রুর উচ্ছেদসাধন করা যাবে না।

আমাদের পার্টির সামনে এখন কী কী সমস্যা রয়েছে? পার্টির সাধারণ-লাইন সঠিক এবং কোন সমস্যাই নেই আর পার্টির কাজের ভাল ফলই পাওয়া গেছে। পার্টির বহু লক্ষ সদস্য রয়েছেন এবং তাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তা সত্বেও পার্টির সামনে এখনো কোন সমস্যা রয়েছে, না কোন সমস্যাই নেই? আমি বলছি সমস্যা রয়েছে এবং একটা বিশেষ অর্থে, সমস্যা বেশ গুরুতর রকমের।

সমস্যাটা তাহলে কী? আমাদের কিছু কমরেডের মনে এমন কিছু-

*চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পার্টি ইস্কুল উদ্বোধনকালে কমরেড মাও সে তুঙ বক্তৃতাটি করেছিলেন।

ভাবনা রয়েছে যাকে যথেষ্ট সঠিক বা যথেষ্ট সংগত বলা চলে না—এটা একটা বাস্তব ঘটনা।

অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের অধ্যয়নের ধারায় এখনো কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে, পার্টির আভ্যন্তরীণ ও ব্যহ্যিক সম্পর্কের ধারার মধ্যে এবং আমাদের লেখার ধারার মধ্যে বেশ কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। অধ্যয়নের ধারায় কিছু কিছু ভুলত্রুটি বলতে আমরা আত্মগত চিন্তাধারার ব্যাধির কথাই বোঝাচ্ছি। পার্টির সম্পর্কের ধারায় আমাদের কিছু কিছু ভুলত্রুটি বলতে আমরা সংকীর্ণতাবাদের ব্যাধিকে বোঝাচ্ছি। লেখার ধারায় কিছু কিছু ভুলত্রুটি বলতে আমরা ছকে বাঁধা লেখার ব্যাধিকে বোঝাচ্ছি।[১] এই সবকটিই ভুল, এই সবকটিই দুষিত হাওয়া, কিন্তু এগুলি শীতের দিনে উত্তর থেকে সারা আকাশ জুড়ে বয়ে আসা হাওয়া নয়। আত্মগত চিন্তা, সংকীর্ণতাবাদ বা ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখা এখন আর প্রধান ধারা নয় বরং তা অনেকটা উল্টোমুখী দমকা হাওয়ার মতো, অনেকটা বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নির্মিত সুড়ঙ্গগুলি থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গন্ধ দুষিত হাওয়ার মতো। (**হাস্যরোল।**) তবু এখনো যে পার্টিতে এরকম হাওয়া বইছে তা খুবই খারাপ কথা। যেসব ছিদ্র দিয়ে এরকম হাওয়া বের হচ্ছে তা আমাদের একেবারে রুদ্ধ করে দিতে হবে। এইসব ছিদ্রগুলিকে রুদ্ধ করে দেবার কাজ আমাদের সমগ্র পার্টিকেই গ্রহণ করতে হবে এবং পার্টি-স্কুলকেও তা করতে হবে। আত্মগত চিন্তা, সংকীর্ণতাবাদ আর ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখার এই যে তিনটি দূষিত হাওয়া তার ঐতিহাসিক উৎস রয়েছে। যদিও এখন আর সমগ্র পার্টিতে তারা চূড়ান্ত প্রভাবশালী নয়, তারা তবু অবিরাম গণ্ডগোল বাধাচ্ছে এবং আমাদের আঘাত হানছে। সুতরাং, এদের প্রতিরোধ করা প্রয়োজন এবং বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

অধ্যয়নের ধারা সংশোধন করার জন্য বিষয়ীবাদী আত্মগত চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন, পার্টির সম্পর্কের ধারা সংশোধন করার জন্য সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন এবং লেখার ধারা সংশোধন করার জন্য ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন—এই হচ্ছে আমাদের সামনের কাজ।

শত্রুকে উৎখাত করার কাজ সুসম্পাদন করার জন্য পার্টির অভ্যন্তরের এই ধারাগুলির সংশোধন করার কাজটি আমাদের সুসম্পাদন করা চাই। অধ্যয়নের এই ধারা ও লেখার এই ধারা পার্টির কাজের ধারাও বটে। যখন

পার্টির কাজের ধারাকে পুরোপুরি সঠিক করে তোলা যাবে, তখন সারা দেশের জনগণই আমাদের উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। পার্টির বাইরে যাঁরা এই একই রকম খারাপ ধারা অনুসরণ করেন তাঁরা যদি ভাল এবং সৎ হন, তবে তাঁরাও আমাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেবেন এবং তাঁদের ভুল সংশোধন করে নেবেন, আর এভাবে সমগ্র জাতির ওপর তার প্রভাব পড়বে। আমাদের কমিউনিস্ট সদস্যগণ যতক্ষণ সুবিন্যস্ত হয়ে থাকবেন এবং কদম মিলিয়ে এগিয়ে যাবেন, যতক্ষণ আমাদের সৈন্যরা হবেন একেবারে বাছাই করা এবং আমাদের অস্ত্রপাতিগুলি হবে একেবারে সেরা অস্ত্রপাতি ততক্ষণ শত্রুকে উচ্ছেদ করে দেওয়া যাবেই, তা সে যত শক্তিমান শত্রুই হোক না কেন।

এবার আত্মগত চিন্তা সম্পর্কে আমি বলতে চাই।

আত্মগত চিন্তা অধ্যয়নের একটি ত্রুটিপূর্ণ ধারা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তা বিরোধী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তা অসঙ্গতপূর্ণ। আমরা চাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অধ্যয়নের ধারা। যাকে আমরা অধ্যয়নের ধারা বলছি তার কথা শুধু বিদ্যালয়সমূহের অধ্যয়নের ধারা সম্পর্কে নয়, সমগ্র পার্টির অধ্যয়নের ধারা সম্পর্কেই বলছি। আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের কমরেডদের এবং পার্টি-সদস্যদের চিন্তা-পদ্ধতির প্রশ্ন হচ্ছে এইটি, এইটি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আমাদের মনোভাবের প্রশ্ন, সকল পার্টি কমরেডদের তাদের কাজের প্রতি মনোভাবের প্রশ্ন। স্বভাবতঃই, এটি অসাধারণ, এবং বলা যায় বাস্তবিকপক্ষে প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি প্রশ্ন।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা যাক, আমাদের পার্টির তত্ত্বগত মান উঁচু না নীচু? সম্প্রতি অনেক বেশি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনা অনূদিত হয়েছে এবং অনেক বেশি লোক সেগুলি পড়ছেন। এটা খুবই ভাল জিনিস। সুতরাং এর জন্যই কি আমরা বলতে পারি যে আমাদের পার্টির তত্ত্বগত মান অনেকখানি উঁচু হয়েছে? এ কথা সত্য, মানটা পূর্বের তুলনায় এখন খানিকটা উচ্চতর হয়েছে। কিন্তু আমাদের তত্ত্বগত ক্ষেত্রটি চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর তুলনায় অনেকখানি সঙ্গতিহীন হয়ে রয়েছে এবং এই দুয়ের তুলনায় তত্ত্বগত দিকটি অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের তত্ত্ব এখনো পর্যন্ত আমাদের বৈপ্লবিক প্রয়োগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না, নেতৃত্বদানের প্রশ্ন তো দূরের কথা। অথচ তাইতো হওয়া উচিত। আমরা আমাদের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র প্রয়োগকে উপযুক্ত

তত্ত্বগত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারিনি। বৈপ্লবিক প্রয়োগের সকল সমস্যা-গুলিকে, এমনকি তার মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণগুলিকেও—আমরা এখনো পর্যন্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে উঠতে পারিনি এবং সেগুলিকে তত্ত্বগত পর্যায়ে উন্নীত করে তুলতে পারিনি। একবার ভেবে দেখুন তো, আমাদের কজন চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক ব্যাপার বা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলবার মতো কটি তত্ত্ব প্রণয়ন করেছি যে তত্ত্বগুলিকে নেহাৎ মোটা দাগের ও ভাসাভাসা বলে গণ্য না করে আমরা বৈজ্ঞানিক ও পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচনা করতে পারি? বিশেষ করে বলছি অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্র সম্পর্কে: আফিম-যুদ্ধের পর থেকে একশ বছর ধরে চীনে পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করে এসেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত চীনের অর্থ নৈতিক বিকাশের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক একটিমাত্র তাত্ত্বিক রচনাও উপস্থিত করা যায়নি। উদাহরণ হিসেবে আমরা কি এটা বলতে পারি যে চীনের অর্থ নৈতিক সমস্যাবলী অধ্যয়নের ব্যাপারে তত্ত্বগত মান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উচ্চ হয়ে উঠেছে? এটা কি আমরা বলতে পারি যে নাম করার মতো উপযুক্ত অর্থ নৈতিক তত্ত্ববিদেরা আমাদের পার্টিতে রয়েছেন? নিশ্চয়ই পারি না। অনেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বই আমরা পড়েছি, কিন্তু আমরা কি দাবি করতে পারি যে আমরা তত্ত্ববিদদের পেয়েছি? পারি না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে প্রয়োগের ভিত্তিতে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের সৃষ্ট তত্ত্ব, তাঁদের সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহে তাঁরা উপনীত হয়েছেন ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক বাস্তবতা থেকে। আমরা যদি শুধু তাঁদের রচনাবলীই পড়ি কিন্তু চীনের ইতিহাস ও বিপ্লবের বাস্তবতাকে যদি তাঁদের তত্ত্বের আলোকে অধ্যয়ন করতে অগ্রসর না হই অথবা আমরা যদি তত্ত্বের ভিত্তিতে সযত্নে চীনের বিপ্লবের প্রয়োগকে গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়াস না পাই, তাহলে নিজেদের মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ বলে অথবা গালভরা নাম না দেওয়াই আমাদের পক্ষে উচিত হবে। যদি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে আমরা চীনের সমস্যাবলীর প্রতি চোখ বুঁজে থাকি এবং মার্কসবাদী রচনাসমূহ থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত ও মূলসূত্র মুখস্থ করতে পারি তবে তত্ত্বগত ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য যথার্থতঃই নিতান্ত নগন্য বলে বিবেচিত হবে। একজন লোক যদি শেষ পর্যন্ত শুধু মার্কসবাদী অর্থ-নীতি বা দর্শন মুখস্থই করতে পারেন, প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে দশম অধ্যায়ের থেকে মনের আনন্দে উধৃতি দিতে পারেন, কিন্তু তাকে প্রয়োগ

করতে একেবারেই অসমর্থ হন—তবে তাঁকে মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ বলে গণ্য করা যায় কি? না, যায় না। আমরা কী ধরণের তত্ত্ববিদ চাই? আমরা তেমন তত্ত্ববিদই চাই যিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি, ও পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইতিহাস ও বিপ্লবের গতিপথে যে বাস্তব সমস্যাগুলি দেখা দেবে তাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, আর চীনের অর্থনীতিগত, রাজনীতিগত, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সমস্যাগুলির তত্ত্বগত বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন। এ ধরনের একজন তত্ত্ববিদ হতে গেলে একজন লোককে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থানের, দৃষ্টিভঙ্গির ও পদ্ধতির মর্মবস্তুর যথার্থ অধিকারসম্পন্ন হতে হবে এবং উপনিবেশের বিপ্লব ও চীন বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্বগুলিকে যথার্থভাবে অধিগত করতে হবে এবং তাকে চীনের বাস্তব সমস্যাবলীর সুগভীর ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রয়োগের ব্যাপারে সমর্থ হতে হবে। এবং এই সমস্যাবলীর বিকাশের নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করতে হবে। ঠিক এ ধরনের তত্ত্ববিদদেরই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সম্প্রতি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের কমরেডদের কছে আহ্বান জানিয়েছেন—কিভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদী অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিকে চীনের ইতিহাস, চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক ব্যাপার ও সাংস্কৃতির গুরুতর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তা শিক্ষা করতে এবং প্রতিটি সমস্যাকে আনুপূর্বিক তথ্যের ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং তা থেকে তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত টানতে। এই দায়িত্বই আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে।

আমাদের পার্টি-স্কুলের কমরেডরা মার্কসবাদী তত্ত্বকে প্রাণহীন শাস্ত্রবাক্য বলে যেন মনে না করেন। মার্কসবাদী তত্ত্বকে আয়ত্ত করা ও তাকে প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তাকে আয়ত্ত করতে হবে একমাত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্য নিয়েই। আপনি যদি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি-দুটি বাস্তব সমস্যার বিশদ ব্যাখ্যাকালে প্রয়োগ করতে পারেন তবে আপনাকে খানিকটা সাফল্যের কৃতিত্ব ও গৌরব দেওয়া যায়। যত বেশি সমস্যার বিশদ বিশ্লেষণ আপনি করবেন, যত বেশি পূর্ণাঙ্গভাবে এবং গভীরভাবে আপনি তা করবেন, আপনারা সাফল্য ততই বেশি হবে। আমাদের পার্টি-স্কুলকেও নিয়ম নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে ছাত্ররা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নের পর

চানের সমস্যার প্রতি তাঁরা কিভাবে তাকাচ্ছেন, সমস্যাগুলিকে তাঁরা পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পারছেন কিনা এবং আদৌ তাঁরা তা দেখতে পাচ্ছেন কিনা সেই অনুযায়ী তাঁদের ভালমন্দ এইরকম স্তরভাগের ব্যবস্থা করা যায়।

তারপর আলোচনা করা যাক 'বুদ্ধিজীবীদের' প্রশ্ন সম্পর্কে। চীন যেহেতু একটি আধা-উপনিবেশ, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ এবং তার সংস্কৃতি যেহেতু যথেষ্ট বিকশিত নয়, তার জন্য বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবেই মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। এই বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্নে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দুবছরের অধিককাল হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে[২] যে বুদ্ধিজীবীদের বিপুল অংশকে, তাঁরা যতখানি বিপ্লবী ও জাপানকে প্রতিরোধে অংশগ্রহণে যতখানি ইচ্ছুক সেই অনুযায়ী তাঁদের সপক্ষে নিয়ে আসতে হবে, তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানাতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের সম্মান প্রদর্শন আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ সঠিক কাজ হবে কারণ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের ছাড়া বিপ্লবের বিজয় সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে অনেক বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যাঁরা নিজেদের খুবই পণ্ডিত বলে মনে করেন এবং পাণ্ডিত্যের ভাবসাব দেখান ; কিন্তু তাঁরা এ কথা বোঝেন না যে এ ধরনের ভাবসাব খুবই খারাপ ও হানিকর এবং তাঁদের নিজেদের অগ্রগতিই এতে করে ব্যাহত হয়। তাঁদের এই সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কর্তব্য যে তথাকথিত অনেক বুদ্ধিজীবীই প্রকৃতপ্রস্তাবে, তুলনামূলক বিচারে বলতে গেলে, নিতান্ত অজ্ঞ এবং অনেকক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের চেয়ে বেশিই জানেন। এ কথা শুনে কেউ কেউ বলবেন, ! 'একি আপনি যে ব্যাপারটাকে একেবারে উল্টে দিচ্ছেন, আর বাজে কথা বলছেন।' (**হাস্যরোল।**) কিন্তু কমরেডগণ, উত্তেজিত হবেন না ; আমি যা বলছি, তাতে খানিকটা সত্য আছে বৈকি।

জ্ঞান কি ? শ্রেণী-সমাজের উদ্ভবের পর থেকে পৃথিবীতে মাত্র দুই ধরনের জ্ঞান রয়েছে, উৎপাদনের জন্য সংগ্রামের জ্ঞান এবং শ্রেণী-সংগ্রামের জ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এই দুধরনের জ্ঞানের নির্যাসস্বরূপ এবং দর্শন হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের সামান্যা-করণ ও সারসংক্ষেপন। অন্য কোন ধরনের জ্ঞান আছে কি ? না, নেই। এখন সমাজের বাস্তব কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন এমন স্কুলে শিক্ষা-লাভ করে এসেছে সে রকম কিছু ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করা যাক। তাদের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখছি ? এ ধরনের একটি প্রাথমিক স্কুল থেকে একই রকমের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গিয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে যখন একজন লোক বেরিয়ে

আসেন, তাঁকে তখন বেশ খানিকটা জ্ঞানের অধিকারী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাঁর যা আছে তা নিছক পুঁথিগত বিদ্যামাত্র; তিনি এখনো কোন বাস্তব কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করেননি অথবা যা শিখেছেন জীবনের কোন ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করেননি। এরকম একজন ব্যক্তিকে কি যথার্থ বিকশিত বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা চলে? আমার তো মনে হয় তা গণ্য করা যায় না, কারণ তাঁর জ্ঞান তখনো অসম্পূর্ণ। আপেক্ষিক বিচারে সম্পূর্ণ জ্ঞান তাহলে কোন্‌টি? আপেক্ষিকভাবে সকল সম্পূর্ণ জ্ঞানই দুটো স্তরে বিকাশলাভ করে; প্রথম স্তরটা হচ্ছে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রথমটিরই উচ্চতর স্তরের বিকশিত রূপ। ছাত্রদের পুঁথিগত জ্ঞান তাহলে কোন্ ধরনের জ্ঞান? যদি ধরেও নেওয়া হয় যে তাদের সকল জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তা কিন্তু তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান নয়, বরং তা হচ্ছে পূর্বসূরীদের কাজ থেকে উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার যে সারসংক্ষেপ সন্নিবদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে তাদের কাছে এসেছে সেইটুকু মাত্র। এটা একান্তভাবে প্রয়োজন যে ছাত্ররা এ ধরনের জ্ঞান যথেষ্ট আয়ত্ত করবে ঠিকই কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে একটা অর্থে তাদের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান একপেশে, তা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যা অন্যরা প্রয়োগ করেছে কিন্তু তারা নিজেরা এখনো তা প্রয়োগ করেনি। সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই জ্ঞানকে জীবনে ও বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে। সুতরাং, যাঁদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যা রয়েছে কিন্তু যাঁরা এখনো বাস্তবতার সংস্পর্শে আসেননি এবং যাঁদের অতি অল্প বাস্তব অভিজ্ঞতাই রয়েছে তাঁদের আমি এই পরামর্শই দিচ্ছি যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হোন এবং আরও একটু বিনয়-নম্র হোন।

যাঁদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যা আছে তাঁদের কিভাবে যথার্থ অর্থই বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করা যায়? তার একমাত্র পথ হচ্ছে তাঁদের বাস্তব কাজকর্মে অংশ-গ্রহণ করতে দেওয়া ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রের কর্মী করে তোলা, যাঁরা তত্ত্বগত কাজকর্মে লিপ্ত আছেন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যাসমূহের অধ্যয়নে নিযুক্ত করা। এভাবে আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

আমি যা বললাম তাতে অনেকেই সম্ভবতঃ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন। তাঁরা বলবেন, 'আপনার ব্যাখ্যা অনুসারে এমনকি মার্কসকেও তো বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা যাবে না।' আমি বলছি, তাঁদের কথা ঠিক নয়। মার্কস বাস্তব

বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বৈপ্লবিক তত্ত্বও সৃষ্টি করেছিলেন। পুঁজিবাদের সরলতম উপাদান থেকে শুরু করে তিনি পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সুগভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন পণ্যাদি দেখেছেন ও ব্যবহার করেছেন এবং তা তাঁদের এত কাছের জিনিস ছিল যে তাকে তাঁরা লক্ষ্যই করেননি। একমাত্র মার্কসই পণ্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাদের প্রকৃত বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি বিপুল গবেষণা পরিচালনা করেন এবং সর্বত্র বিরাজমান সেই বাস্তবতা থেকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতি, ইতিহাস ও প্রলেতারীয় বিপ্লবকে অধ্যয়ন করেছেন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। এভাবে মার্কস মানুষের জ্ঞানের চরম উৎকর্ষের প্রতিভূস্থানীয় সবচেয়ে পরিপূর্ণ বিকশিত একজন বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠেছিলেন। যাদের শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা রয়েছে তাদের থেকে তিনি ছিলেন মূলতঃ ভিন্ন রকমের। বাস্তব সংগ্রামের সূত্র ধরে মার্কস আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধান ও অধ্যয়ন করেছিলেন, সাধারণ সূত্র নিরূপণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচাই করেছিলেন —একেই আমরা বলেছি তত্ত্বগত কার্যকলাপ। কিভাবে এ ধরনের কাজ করতে হয় তা শিখেছেন এমন বিরাট সংখ্যক কমরেডের প্রয়োজন আমাদের পার্টির রয়েছে। আমাদের পার্টিতে এমন বহু কমরেড রয়েছেন যাঁরা এধরনের তত্ত্বগত গবেষণার কাজ করতে শিখতে পারেন; তাঁদের অধিকাংশই বুদ্ধিমান ও প্রতি—প্রতিসম্পন্ন এবং তাঁদের আমাদের মর্যাদা দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু তাঁদের সঠিক নীতি অনুসরণ করা চাই এবং অতীতের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করা তাঁদের চলবে না। গোঁড়ামি তাঁদের বর্জন করতে হবে এবং পুস্তকের তৈরী-করা বাক্যজালের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা তাঁদের চলবে না।

এই পৃথিবীতে একটি ধরনেরই যথার্থ তত্ত্ব রয়েছে, সেই তত্ত্বকে প্রকৃত বাস্তবতা থেকে আহরণ করা এবং তারপর বাস্তব অবস্থায় তা যাচাই করে নেওয়া হয়; আমরা যে অর্থে বলেছি সেই হিসেবে আর কিছুকেই তত্ত্বের নাম দেওয়া চলে না। স্তালিন বলেছেন, বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে তত্ত্ব লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে।[৩] লক্ষ্যহীন তত্ত্ব মূল্যহীন ও ভ্রান্ত এবং তাকে বাতিল করে দিতেই হবে। আমরা আমাদের নিন্দাসূচক অঙ্গুলি প্রদর্শন তাদের বিরুদ্ধেই করব যারা লক্ষ্যহীন তত্ত্বকথা নিয়ে মশগুল। যথার্থ বাস্তবতা

থেকে উদ্ভূত আর পরীক্ষিত বলেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সবচেয়ে সঠিক, সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক এবং সবচেয়ে বিপ্লবী সত্য। কিন্তু যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করেন তাঁদের অনেকেই তাকে একটি প্রাণহীন শাস্ত্রবাক্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, ফলে তত্ত্বের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং এতে করে নিজেদের ও অন্যান্য কমরেডদেরই তাঁরা ক্ষতিসাধন করেন।

অন্যদিকে আমাদের যেসব কমরেড বাস্তব কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা যদি তাঁদের অভিজ্ঞতার অপব্যবহার করেন তবে তাঁদেরকেও দুর্ভোগ ভুগতে হবে। সত্যি কথা, এই ব্যক্তিদের অনেকেরই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে যা খুবই মূল্যবান কিন্তু যদি তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকেন তবে তা হবে অতীব বিপজ্জনক। তাঁদের এ কথা উপলব্ধি করা চাই যে তাঁদের জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতালব্ধ এবং খণ্ডিত, আর তাঁদের জ্ঞানের বুদ্ধিগ্রাহ্যতা ও পূর্ণাঙ্গতার অভাব রয়েছে; অন্য কথায়, তাঁদের তত্ত্বের অভাব রয়েছে এবং তাঁদের জ্ঞানও তুলনামূলকভাবে অসম্পূর্ণ। আপেক্ষিকভাবে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ব্যতীত ভালভাবে বিপ্লবী কাজ করা অসম্ভব।

তাহলে, দুই ধরনের অসম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, একটি হচ্ছে তৈরী-করা যে জ্ঞান আমরা পুস্তকে পাচ্ছি এবং অন্যটি হচ্ছে সেই জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা অভিজ্ঞতালব্ধ ও খণ্ডিত। কিন্তু দুটোই একদেশদর্শী। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলেই এমন জ্ঞান লাভ করা যাবে যা হবে সঠিক এবং আপেক্ষিকভাবে পূর্ণাঙ্গ।

তত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনগণের থেকে আগত আমাদের কর্মীদের প্রথমেই কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষালাভ করা চাই। তা না হলে তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব শিখতে পারবেন না। প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর যে-কোন সময় তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে পারবেন। আমার বাল্যকালে কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিদ্যালয়ে যাইনি এবং যা শিখেছিলাম তা হচ্ছে এই ধরনের: 'গুরু বললেন—"শিক্ষা গ্রহণ করা আর যা শিক্ষালাভ করা গেল তার নিয়ত পর্যালোচনা কত প্রীতিপ্রদ ব্যাপার।"'[৪] যদিও পঠনীয় বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত সেকেলে, তবু তাতে করে আমার প্রচুর মঙ্গল হয়েছিল কারণ তা থেকে আমি পড়তে শিখেছিলাম। এখন আমরা আর কনফুসীয় ধ্রুপদী রচনাবলী পাঠ করি না, পড়ি আধুনিক চীনা ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রাথমিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান, একবার যা শিখে নিলে সর্বত্রই তা

কাজে লাগে। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এখন অত্যন্ত জোর দিয়েই এটা চায় যে আমাদের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনগণ থেকে আগত কর্মীরা অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করবেন কারণ তাহলে তখন তাঁরা রাজনীতি, সমর-বিজ্ঞান বা অর্থনীতির মতো যে-কোন শাখাতেই অধ্যয়ন শুরু করতে পারবেন। অন্যথায় তাঁদের সকল সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁরা তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে সমর্থ হবেন না।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে আত্মগত চিন্তাধারাকে দূর করতে হলে এই দুই ধরনের লোকদের প্রত্যেকের জন্যই এই ব্যবস্থা আমাদের করে দেওয়া চাই যাতে করে যেদিক থেকেই তাঁদের অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা তাঁরা দূর করে দিতে পারেন এবং অন্য ধরনের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন যাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা রয়েছে তাঁদের প্রয়োগের দিকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে; একমাত্র এই পথ ধরেই তাঁরা পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে তুষ্ট হয়ে থাকা থেকে বিরত হতে এবং মতান্ধতাজনিত ভুল পরিহার করতে পারবেন। যাঁরা কাজকর্মে অভিজ্ঞ তাঁদের তত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু করতে হবে, গুরুত্ব সহকারে পড়াশোনা করতে হবে; একমাত্র তাহলেই তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সুশৃংখল ও সুসমন্বিত করতে পারবেন, তাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারবেন, একমাত্র তখনই তাঁরা তাঁদের খণ্ডিত আংশিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্বজনীন সত্য বলে ভুল করবেন না এবং অভিজ্ঞতাবাদজাত ভুলভ্রান্তি করবেন না। মতান্ধতার গোঁড়ামি আর অভিজ্ঞতাবাদ এই দুটোই একই ধরনের আত্মগত চিন্তাজাত বিষয়ীবাদ। যদিও এদের প্রতেক্যটির উদ্ভব ঘটছে বিপরীত উৎসবিন্দু থেকে।

সুতরাং আমাদের পার্টিতে দুধরনে আত্মগত চিন্তাধারা রয়েছে—মতান্ধতা ও অভিজ্ঞতাবাদ। এদের প্রতিটিই শুধু অংশকে দেখে থাকে, সমগ্রকে দেখে না। যদি ঐ ব্যক্তিবর্গ সতর্কতা অবলম্বন না করেন, এই একদেশদর্শিতা যে একটি ত্রুটি তা যদি তাঁরা উপলব্ধি না করেন এবং যদি তা দূর করার জন্য প্রয়াস না পান, তবে তাঁরা বিপথগামী হতে পারেন।

কিন্তু এই দুই ধরনের আত্মগত চিন্তাধারার মধ্যে আমাদের পার্টিতে এখনো পর্যন্ত মতান্ধতাই প্রবলতর বিপদ হয়ে রয়েছে। কারণ মতান্ধরা সহজেই একটি মার্কসবাদী মুখোস এঁটে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনসাধারণ থেকে আগত যে কর্মীরা অনায়াসে এদের মতলবটি ধরে ফেলতে পারেন না তাঁদের

বাক্যজাল ছা়িয়ে বিভ্রান্ত, বন্দী ও অনুগামী করে ফেলতে পারে; তারা একই ভাবে সরলমতি যুবকদের বিভ্রান্ত ও বন্দী করে ফেলতেও পারে। যদি আমরা মতান্ধতাকে জয় করতে পারি তবে পুঁথিগত বিদ্যাসম্পন্ন কর্মীরা যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের সঙ্গে অবিলম্বে মিলিত হবেন এবং বাস্তব বিষয়ের অধ্যয়ন শুরু করবেন। এভাবে তত্ত্বকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুসমন্বিত করেছেন এমন বহু ভাল কর্মী এবং বেশ কিছু যথার্থ তত্ত্ববিদের দেখা পাওয়া যাবে। যদি আমরা আত্মগত চিন্তাধারাকে জয় করতে পারি তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কমরেডরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এবং এভাবে অভিজ্ঞতাবাদী ভুলভ্রান্তি পরিহার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করার মতো ভাল শিক্ষকদের পেয়ে যাবেন।

'তত্ত্ববিদ' ও 'বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে বিভ্রান্ত ধারণা ছাড়াও অনেক কমরেডের মধ্যে 'তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংযোগ স্থাপন' সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে— যদিও এই কথাটি হরদম তারা মুখে মুখে প্রতিদিন বলে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা সবসময় 'সংযোগ সাধনের' কথা বলেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা 'বিচ্ছেদ সাধন'ই করেন কারণ সংযোগ সাধনের কোন চেষ্টাই তাঁরা করেন না। চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে কিভাবে সংযুক্ত করা যাবে? একটা সাধারণ কথার মধ্য দিয়েই বলা চলে 'সঠিক' লক্ষ্যস্থলে তীর ছুঁড়ে।' যেমন তীর যাচ্ছে সঠিক লক্ষ্যের দিকে তেমনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রযোজ্য হচ্ছে চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রে। কিছু কিছু কমরেড কিন্তু 'লক্ষ্যহীনভাবে তীর ছুঁড়ে চলেছেন,' বেমালুম তীর ছুঁড়েছেন এবং এধরনের লোকেরা বিপ্লবেরই ক্ষতিসাধন করতে পারেন। অন্যরা শুধু মমতাভরে তীরে হাত বোলাচ্ছেন আর, বলছেন, 'বাঃ, কী সুন্দর তীর! কী চমৎকার তীর!' কিন্তু কোন সময়ই তীর ছুঁড়ছেন না। এই লোকেরা দুর্লভ দ্রব্যের সেইসব সমঝদারের মতো, বিপ্লবের ব্যাপারে কার্যতঃ এদের কিছুই করণীয় নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তীরকে চীন বিপ্লবের সঠিক লক্ষ্যে নিক্ষেপ করার কাজে লাগাতে হবে। এ কথা পরিষ্কার না হলে, আমাদের পার্টির তত্ত্বগত মানের কোন সময়ই উন্নতি সাধিত হবে না এবং চীন বিপ্লব কোন সময়ই বিজয়ী হবে না।

আমাদের কমরেডদের এ কথা বুঝতে হবে যে আমরা লোক দেখানোর জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করি না, বা এতে কোন জাদু আছে বলেও

তা করি না, তা অধ্যয়ন করি শুধু এই কারণে যে তা এমন একটি বিজ্ঞান যা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী লক্ষ্যকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাবে। এখনো এমন কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনা থেকে এলো-পাথাড়ি কিছু উধৃতি রীতিমতো মুস্কিল-আসানস্বরূপ এবং একবার আয়ত্ত করে নিলেই সকল প্রকার ব্যাধির সহজ নিরাময়ের ব্যবস্থা তাতে হয়ে যাবে। এই লোকেরা বালসুলভ অজ্ঞতাই প্রদর্শন করে, এদের সচেতন করে তুলতে হবে। ঠিক এ ধরনের অজ্ঞ লোকেরাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে একটি ধর্মীয় বিধান বলে মনে করে। তাদেরকে আমরা সোজাসুজি বলে দেব, 'তোমাদের এই শাস্ত্রবাক্য একেবারেই মূল্যহীন।'[১] মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন বার বার বলেছেন আমাদের তত্ত্ব কোন শাস্ত্রবাক্য নয়, তা হচ্ছে বাস্তব কর্মপথের নির্দেশ। কিন্তু ঐ লোকেরা এই বিবৃতিটিই ভুলে থাকতে পছন্দ করে অথচ এই বিবৃতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, এবং বলা যায়, একেবারে চরম গুরুত্বপূর্ণ। চীনের কমিউনিস্টরা একমাত্র তখনই তত্ত্বকে প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত করছেন বলা যাবে যখন তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিকে এবং চীন বিপ্লব সম্পর্কে লেনিন ও স্তালিনের শিক্ষাবলীকে ভালভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন এবং তদুপরি যখন তাঁরা চীনের ইতিহাস ও বিপ্লবের বাস্তবতাকে নিয়ে গভীর গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের প্রয়োজন মেটাবার মতো সৃজনশীল তত্ত্বগত কাজ তাঁরা করবেন তখনই শুধু বলা যাবে যে তাঁরা তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংযুক্তি সাধন করেছেন। বাস্তবে তা না করে শুধু তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংযোগ সাধনের কথা বলা কোনই কাজের নয়, তা যদি শত বছর ধরেও তা বলে যাওয়া হয় তবু তাতে কিছু কাজ হবে না। সমস্যার প্রতি বিষয়ীবাদীদের একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতার জন্য গোঁড়া বিষয়ীবাদ এবং একদেশদর্শীতাকেই আমাদের চুরমার করে ফেলতে হবে।

বিষয়ীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমগ্র পার্টি জুড়ে অধ্যয়নের ধারা সংশোধন প্রসঙ্গে আজ এইটুকু বললাম।

এখন আমি সংকীর্ণতাবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে বলব।

বিশ বছর ধরে পোড় খাওয়ার পর আমাদের পার্টি আর এখন সংকীর্ণতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। কিন্তু সংকীর্ণতাবাদের অবশেষ এখনো পর্যন্ত পার্টির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সম্পর্কের উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব থেকে পার্টির মধ্যেকার কমরেডদের প্রতি

বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় এবং এতে করে পার্টির আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব থেকে পার্টির বাইরের লোকজনের প্রতি বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দেখা দেয় এবং সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পার্টির কাজ তাতে ব্যাহত হয়। এই দুটো দিক থেকে এই আপদের মূলোৎপাটন করলেই পার্টি বাধাহীনভাবে পার্টির সকল কমরেডের মধ্যে ও দেশের সমগ্র জনগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মহান লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

অন্তঃপার্টি সংকীর্ণতাবাদের অবশেষ কী কী? মূলতঃ সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

প্রথম, 'স্বাতন্ত্র্যের' ঘোষণা। কিছু কমরেড সমগ্রের নয় শুধু অংশের স্বার্থই দেখে থাকেন; তাঁরা সবসময়ই অযথা জোর দেন কাজের সেই অংশের ওপর যার জন্য তাঁরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সবসময়ই সমগ্রের স্বার্থকে তাঁদের নিজেদের আংশিক স্বার্থের নীচে স্থান দিতে চান। তাঁরা পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যবস্থাকে বুঝাতে চান না; তাঁরা এ কথা উপলব্ধি করতে চান না যে কমিউনিস্ট পার্টির শুধু গণতন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, কেন্দ্রিকতার আরও বেশি প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা ভুলে যান গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যে ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের, নিম্নতর স্তরকে উচ্চতর স্তরের, অংশকে সমগ্রের এবং সমগ্র সদস্যবৃন্দকে কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্যকে মান্য করতে হয়। চ্যাঙ কুয়ো-তাও[৫] পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির থেকে নিজের 'স্বাতন্ত্র্যের' দাবি করেছিলেন এবং এই 'দাবির' পরিণামে দেখা গেল তিনি পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও একজন কুওমিনতাঙ গুপ্তচরে পরিণত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য যে সংকীর্ণতাবাদের কথা এখন আমরা আলোচনা করছি তা যদিও এই চরম গুরুতর পর্যায়ের নয় তবু তার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং সকল প্রকার অনৈক্যের অভিব্যক্তিকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেওয়া দরকার। সমগ্রের স্বার্থকে বিচার করে দেখার ব্যাপারে কমরেডদের উৎসাহিত করা আমাদের কর্তব্য। প্রতিটি পার্টি-সদস্য, প্রতিটি শাখা, প্রতিটি বিবৃতি ও প্রতিটি কাজকে সমগ্র পার্টির স্বার্থ সামনে রেখে চলা চাই বা করা চাই; এই নীতি লংঘন করা একান্তভাবেই অননুমোদনীয়।

এ ধরনের 'স্বাতন্ত্র্যের' যারা দাবি করে করে তারা 'সবার আগে আমি' এই নীতি নিয়েই সাধারণতঃ চলে থাকেন এবং সাধারণভাবে দেখা যায় ব্যক্তি

ও পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নে তারা ভুল পথে চলছে। যদিও কথায় তারা পার্টির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে কিন্তু প্রয়োগের বেলায় তারা প্রথমে নিজেকে এবং তারপরে পার্টিকে স্থান দেয়। কমরেড লিউ শাও-চি কিছু কিছু লোক সম্পর্কে একবার বলেছিলেন যে তাদের হাত অসাধারণ লম্বা এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তারা খুবই তৎপর, কিন্তু অন্যদের ও সমগ্র পার্টির স্বার্থের ব্যাপারে তারা অতি অল্পই মনোযোগ দিয়ে থাকে। 'আমারটা তো আমার আছেই, তোমারটাও কিছু আমার।' (**উচ্চ হাস্যরোল**।) এই লোকেরা কী চায়? তারা চায় খ্যাতি ও মর্যাদা আর একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে স্থান পেতে। যখনই তাদের কোন একটি কাজকর্মের শাখার ভার দেওয়া হল, অমনি তারা তাদের 'স্বাতন্ত্র্য' জাহির করে বসবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কিছু লোক জোটাবে, অন্যদের ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে আর আত্মম্ভরিতা শুরু করবে, কমরেডদের মধ্যে চাটুকারবৃত্তি ও ফোঁপর দালালির মনোভাব সৃষ্টি করবে এবং এভাবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টি-গুলির অমার্জিত কাজের ধারা কমিউনিস্ট পার্টিতে আমদানি করবে। তাদের এই অসততাই এদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি মনে করি, সততা নিয়েই আমাদের কাজ করা উচিত কারণ সৎ মনোভাব না থাকলে এই পৃথিবীতে কাজের কাজ কিছু করা একান্ত অসম্ভব। সৎলোক কারা? মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন হলেন সৎ, বিজ্ঞানীরা সৎ। অসৎ লোক কারা? ট্রটস্কি, বুখারিন, চেন তু-শিউ আর চ্যাঙ কুয়ো-তাওরা হচ্ছে চূড়ান্ত অসৎ লোক; এবং ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ থেকে যারা 'স্বাতন্ত্র্যের' ঘোষণা করে তারাও অসৎ। সমস্ত ধূর্ত লোক, কাজের প্রতি যাদের বৈজ্ঞানিক মনোভাব নেই অথচ যারা নিজেদের বিরাট করিৎকর্মা ও চালাকচতুর বলে মনে করে কিন্তু কার্যতঃ যারা নিতান্ত গবেট—এদেরও শেষ পর্যন্ত ভাল হয় না। আমাদের পার্টি-স্কুলের ছাত্রদের এই সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিতেই হবে। আমাদের গড়ে তুলতে হবে কেন্দ্রীভূত, ঐক্যবদ্ধ একটি পার্টি এবং নীতিবিবর্জিত উপদলীয় কোন্দলকে ঝেঁটিয়ে একেবারে নিঃশেষে দূর করে দিতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একই সাধারণ লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামে কদমে কদম মিলিয়ে সমগ্র পার্টিকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

বহিরাঞ্চল থেকে আগত এবং অঞ্চলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে এবং

সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। বহিরাঞ্চল থেকে আগত ও আঞ্চলিক কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক মনোযোগ দেওয়া চাই কারণ বহু জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী ঐখানে আসার পর এবং অঞ্চলের অনেক কাজকর্ম শুরুই হয়েছে বহিরাঞ্চলের কর্মীদের আসার পর। আমাদের কমরেডদের বুঝতে হবে যে এই পরিস্থিতিতে আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলসমূহকে সুসংহত করা এবং আমাদের পার্টির পক্ষে ঐখানে দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন এই দুধরনের কর্মীরা এক হয়ে দাঁড়াবেন এবং যখন অঞ্চল থেকে বিরাট সংখ্যক কর্মীরা এগিয়ে আসবেন এবং দায়িত্বভার বুঝে নেবেন তখনই। অন্যথায় তা করা অসম্ভব হবে। বাইরের ও অঞ্চলের কমরেডদের নিজেদের সবল ও দুর্বল দিক রয়েছে, আর যদি কোন অগ্রগতি সাধন করতে হয় তাহলে তাদের দুর্বল দিকগুলি দূর করতে হবে অন্যদের সবল দিকগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে। বহিরাঞ্চলের কর্মীরা সাধারণতঃ আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ও জনসাধারণের সংযোগের দিক থেকে সমান পর্যায়ের নন। উদাহরণ হিসেবে আমার কথাই ধরুন। যদিও আমি উত্তর শেনসিতে পাঁচ-ছয় বছর রয়েছি তবু আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ও এখানকার জনগণের সঙ্গে সংযোগের দিক থেকে আমি আঞ্চলিক কমরেডদের চেয়ে পেছনে রয়েছি। আমাদের যেসব কমরেডরা শানসি, হোপেই, শানতুং বা অন্যান্য প্রদেশের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যাচ্ছেন তাঁদের এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তদুপরি, একটি ঘাঁটি অঞ্চলেই যেহেতু কিছু কিছু জেলা অন্য জেলাগুলির তুলনায় আগে থেকেই উন্নত হয়ে উঠেছে তাই দেখা যাবে একটি জেলার আঞ্চলিক কর্মী এবং অন্য জেলা থেকে আগত কর্মীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জেলা থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জেলাতে যে কর্মীরা আসেন তাঁরাও ঐ অঞ্চলের ক্ষেত্রে বহিরাঞ্চল থেকে আগত কর্মীই বটে এবং তাঁদেরকেও আঞ্চলিক কর্মীবৃন্দকে গড়ে তুলতে এবং তাদের সহায়তা করতে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেসব জায়গায় বহিরাঞ্চলীয় কর্মীরা দায়িত্বে রয়েছেন সেখানে যদি অঞ্চলের কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ভাল না হয়ে থাকে তাঁদেরকেই প্রধান দায়িত্বভার বহন করতে হবে এবং মুখ্য কমরেডদেরই অধিকতর দায়িত্বভার বহন করতে হবে। কিছু কিছু জায়গায় এই সমস্যার প্রতি এখনো পর্যন্ত যে মনোযোগ দেওয়া হয়ে

থাকে তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। কিছু কিছু লোক আঞ্চলিক কর্মীদের হেয় জ্ঞান করে থাকেন এবং তাদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করেন, বলেন, 'এখানকার লোকগুলি কী জানে বলুন তো? নড়তে-চড়তে ন'মাস!' এ ধরনের লোকেরা আঞ্চলিক কর্মীদের গুরুত্ব বুঝতেই পারেন না, তাঁরা ওদের সবল দিকগুলি জানেন না বা নিজেদের দুর্বল দিকগুলিও দেখতে পান না এবং ভুল ও সংকীর্ণতাবাদী একটি মনোভাবই গ্রহণ করেন। বহিরাঞ্চলীয় সকল কর্মীকেই আঞ্চলিক কর্মীদের যত্ন নিতে হবে এবং সব সময় তাদের সহায়তা করতে হবে এবং কোন সময়ই তাদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করা বা আক্রমণ করা চলবে না। অবশ্য আঞ্চলিক কর্মীদের নিজেদের থেকেই বহিরাঞ্চলীয় কর্মীদের সবল দিক থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং অনুপযুক্ত, সংকীর্ণ সকল মনোভাব দূর করে তাঁরা এবং বহিরাঞ্চলীয় কর্মীরা যাতে এক হয়ে উঠতে পারেন, যাতে তাঁদের মধ্যে 'ওরা' ও 'আমরা' ইত্যাদি পার্থক্য না থাকে তা দেখতে হবে এবং এভাবে সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবকে দূর করে দিতে হবে।

এই একই কথা সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত কর্মী ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কর্মরত অন্যান্য কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাদের পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের বিরোধিতা তাদের করতেই হবে। সামরিক বাহিনীর কর্মীদের আঞ্চলিক কর্মীদের সাহায্য করতেই হবে এবং আঞ্চলিক কর্মীদের সামরিক বাহিনীর কর্মীদের সাহায্য করা চাই। যদি তাদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় তবে একে অন্যের সুবিধা মেনে নিয়ে আত্মসমালোচনা করতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যেসব জায়গায় সেনাবাহিনীর কর্মীরা প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের অবস্থানে রয়েছেন, আঞ্চলিক কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না থাকলে সেখানে তাঁদেরকেই প্রধান দায়িত্বভার বহন করতে হবে। যখন সেনাবাহিনীর কর্মীরা পদের নিজস্ব দায়িত্বভাব বুঝে নিতে পারবেন, এবং আঞ্চলিক কর্মীদের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে বিনয়ী হবেন তখন এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে যাতে করে আমাদের যুদ্ধ প্রয়াস এবং ঘাঁটি অঞ্চলে আমাদের নির্মাণকার্য স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে যেতে পারবে।

সেনাদলের বিভিন্ন বাহিনী, বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। স্বার্থপর বিভাগীয় মনোভাবের বিরোধিতা আমাদের করতে হবে কারণ এতে করে অন্যের স্বার্থের কথা না ভেবে

শুধু নিজের বাহিনীর স্বার্থের কথাই ভাবা হয়। অন্যদের অসুবিধার প্রতি যারা উদাসীন, অনুরোধ পেয়েও যারা অন্য বাহিনীতে কর্মীদের প্রেরণ করতে অস্বীকার করে বা শুধু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কর্মীদেরই প্রেরণ করে, 'প্রতিবেশীর জমিটাকে শুধু নিজের জমির বাড়তি জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে চায়' এবং অন্যান্য দপ্তরের অঞ্চলেরও লোকজনদের প্রতি সামান্যতম বিবেচনাও দেখায় না—এরকম লোকেরা হল স্বার্থপর বিভাগীয় মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি যাদের সঙ্গে সাম্যবাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র কোন সংশ্রবই নেই। সমগ্রের প্রতি বিবেচনাবোধের অভাব এবং অন্যান্য বিভাগের, অঞ্চলের ও লোকজনদের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য হচ্ছে একজন স্বার্থপর বিভাগীয় মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তির লক্ষণ। এ ধরনের লোকজনকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা আমাদের তীব্রতর করে তুলতে হবে এবং তাদের এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে স্বার্থপর বিভাগসর্বস্ব মনোভাব হচ্ছে এমন একটি সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব যাকে বেড়ে উঠতে দিলে তা খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়বে।

অন্য একটি সমস্যা হচ্ছে পুরাতন ও নতুন কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের পার্টি বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে এবং বিরাট সংখ্যক নতুন কর্মী এসেছেন। তা খুবই ভাল জিনিস। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর অষ্টাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর রিপোর্টে কমরেড স্তালিন বলেছিলেন, '…কোন সময়ই যথেষ্ট সংখ্যক পুরাতন কর্মী পাওয়া যায় না, প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় তাঁরা অনেক কম এবং তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই অংশতঃ অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন।' এখানে তিনি কর্মীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়েই কথা বলছিলেন না। আমাদের পার্টিতে যদি বিপুল সংখ্যক নতুন কর্মীবৃন্দ না থাকেন যাঁরা পুরাতন কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন, তবে আমাদের লক্ষ্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে। সুতরাং, সকল পুরাতন কর্মীকেই পরম উৎসাহ-ভরে নতুন কর্মীদের স্বাগত জানাতে হবে এবং তাঁদের প্রতি ঘনিষ্ঠতম প্রীতির মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। এটা ঠিক, নতুন কর্মীদের কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে। বিপ্লবে বেশিদিন তাঁরা আসেননি, অভিজ্ঞতা তাঁদের কম এবং অপরিহার্যভাবেই অনেকে প্রাচীন সমাজের অসুস্থ ভাবাদর্শের রেশ, পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিদের ভাবাদর্শের রেশ তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন

কিন্তু এ ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি ধীরে ধীরে দূর করে দেওয়া যাবে শিক্ষা ও বিপ্লবের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। নতুন কর্মীদের সবলতার দিকগুলি স্তালিনের বক্তব্য অনুসারে হচ্ছে এই যে নতুন কিছুর প্রতি তাঁরা খুবই অনুভূতিশীল, সুতরাং তাঁরা খুবই উৎসাহী ও উচ্চমাত্রায় কর্মচঞ্চল—ঠিক যে গুণগুলির অভাব আমাদের কিছু কিছু পুরাতন কর্মীদের মধ্যে চোখে পড়ে।[৬] নতুন ও পুরাতন কর্মীদের একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, অন্যদের সবল দিকগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করতে হবে যাতে করে সাধারণ লক্ষ্যসাধনে তাঁরা এক হয়ে দাঁড়াতে পারেন এবং সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেসব জায়গায় পুরাতন কর্মীরা প্রধানতঃ দায়িত্বে রয়েছেন সেখানে যদি নতুন কর্মীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল না হয়ে থাকে তবে সেখানে তাঁদেরকেই মুখ্য দায়িত্বভার বহন করতে হবে।

উপরের এই সমস্ত বিষয়—অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্ক, ব্যক্তি ও পার্টির সম্পর্ক, বহিরাঞ্চলীয় ও আঞ্চলিক কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক, সামরিক বাহিনীর কর্মী ও অঞ্চলে কর্মরত অন্যান্য কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক, সেনাদলের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যেকার সম্পর্ক, একটি অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সম্পর্ক, একটি বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের সম্পর্ক এবং পুরাতন ও নতুন কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক—এইগুলি পার্টির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক। এই সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্যবাদের মনোভাবের অগ্রগতি সাধন এবং সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন যাতে করে আমাদের পার্টির কর্মীবৃন্দ সুশংখল হয়ে থাকতে পারেন, কদমে কদম মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন এবং ভালভাবে লড়াই করতে পারেন। পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করার মধ্য দিয়ে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমাধান করতে হবে। সংকীর্ণতাবাদ হচ্ছে সাংগঠনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মগত চিন্তাধারার প্রকাশ। আমরা যদি আত্মগত চিন্তাধারার কবল থেকে অব্যাহতি চাই এবং বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে নেবার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাবের প্রসার সাধন করতে চাই, তবে পার্টির মধ্যে থেকে সংকীর্ণতাবাদের অবশেষকে আমাদের ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হবে এবং পার্টির স্বার্থ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের উর্ধ্বে এই নীতি থেকে অগ্রসর হতে হবে যাতে করে পার্টিতে

পরিপূর্ণ ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

পার্টির বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকেও, আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রের মতোই, সংকীর্ণতাবাদের অবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তার কারণ হচ্ছে এই: শত্রুকে আমরা শুধুমাত্র দেশব্যাপী সমগ্র পার্টিতে আমাদের কমরেডদের ঐক্যবদ্ধ করেই পরাস্ত করতে পারব না। বিশ বছর ধরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র দেশের জনগনকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে বিরাট ও দুরূহ কর্তব্য করে এসেছে এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে এই কাজের ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় অনেক বিরাট সাফল্যই অর্জিত হয়েছে। এ থেকে কিন্তু এটা বোঝায় না যে আমাদের সকল কমরেডই ইতিমধ্যে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক কাজের ধারা অনুসরণ করেছেন এবং তাঁরা সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব থেকে মুক্ত। না, তা নয়। কার্যতঃ কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব এখনো রয়েছে-এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ গুরুতর আকারেই তা রয়ে গেছে। আমাদের অনেক কমরেডই পার্টি-বহির্ভূত লোকজনদের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে খবরদারির মনোভাব দেখিয়ে থাকেন, তাদের হেয় জ্ঞান করেন, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন বা তাদের সম্মান প্রদর্শন করতে বা তাদের সবল দিকগুলির প্রশংসা করতে অস্বীকার করেন। এটা অবশ্যই একটা সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব। কটি মার্কসবাদী বই-পুস্তক পড়ে ঐ কমরেডরা বিনয়-নম্র হওয়ার পরিবর্তে আরও উদ্ধত হয়ে ওঠেন এবং অনিবার্যভাবে অন্যদের কোন কাজের নয় বলে বাতিল করে দেন কিন্তু এ কথা বোঝেন না যে প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নিজেদের জ্ঞান একেবারেই আধাসিদ্ধ মাত্র। আমাদের কমরেডদের এই সত্যটি বুঝতে হবে যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সব সময়ই পার্টি-বহির্ভূত জনগণের তুলনায় সংখ্যালঘু মাত্র। যদি ধরেও নেন প্রতি একশ জনে একজন কমিউনিস্ট রয়েছেন, তাহলেও চীনের ৪৫ কোটি লোকের মধ্যে কমিউনিস্ট হবেন ৪৫ লক্ষ। আমাদের সদস্যসংখ্যা যদি এই বিপুল পর্যায়ে পৌঁছায় তবু কমিউনিস্টরা হবেন জনসংখ্যার শতকরা একভাগ মাত্র, অন্যদিকে শতকরা ৯৯ জন থেকে যাবে পার্টি-বহির্ভূত মানুষ। তাহলে, পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা না করার আমাদের কী কারণ থাকতে পারে? যাঁরাই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান বা করতে পারেন তাঁদের ক্ষেত্রে আমাদের শুধু সহযোগিতার কর্তব্যই রয়েছে, তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখার

কোন অধিকারই আমাদের নেই। কিন্তু কিছু কিছু পার্টি-সদস্য এটা বুঝতে পারেন না এবং যাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান তাঁদের হেয় জ্ঞান করেন বা দূরে সরিয়ে রাখেন। এটা করার কোনই যুক্তি নেই। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন এক্ষেত্রে আমাদের সপক্ষে কোন যুক্তি দিয়ে গেছেন কি? না, তাঁরা তা দেননি। বরং উল্টো, তাঁরা সব সময়ই একান্তভাবে আমাদের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তুলতে এবং কোনকালেই তাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না হতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তবে কি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের এরকম কোন যুক্তি দেখিয়েছেন? না, দেখাননি। তার সকল প্রস্তাবের মধ্যে এমন একটিও পাবেন না যেখানে নিজেদেরকে জনসাধারণ থেকে পৃথক করে রাখতে বলা হয়েছে ও এভাবে বিচ্ছিন্ন করতে বলা হয়েছে। বরং ঠিক উল্টো, কেন্দ্রীয় কমিটি সব সময়ই আমাদের জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তুলতে এবং তাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করতে বলেছে। সুতরাং যে কাজ আমাদেরকে জন—সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার আদৌ কোন যুক্তি নেই এবং আমাদের কিছু কমরেড নিজেরা যে মনগড়া সংকীর্ণতাবাদী চিন্তাধারা গড়ে তুলেছেন এটি হচ্ছে তারই ক্ষতিকর কুফল। আমাদের কিছু কমরেডের মধ্যে সংকীর্ণতা-বাদ খুবই গুরুতরভাবে বর্তমান রয়েছে এবং পার্টি-লাইন কার্যকর করার পথে তা এখনো বাধা সৃষ্টি করছে, তাই এই সমস্যাই মোকাবিলার জন্য পার্টির মধ্য ব্যাপক শিক্ষার প্রচলন আমাদের করতে হবে। সবার উপরে আমাদের কর্মীদের যথার্থভাবে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে এই সমস্যা কত গুরুতর এবং পার্টি-বহির্ভূত কর্মী এবং পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে আমাদের পার্টির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ না হলে শত্রুকে উচ্ছেদ করা ও বিপ্লবের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্পূর্ণতঃই কতখানি অসম্ভব।

সকল সংকীর্ণতাবাদী ভাবধারা আত্মগত চিন্তার প্রকাশ এবং বিপ্লবের যথার্থ প্রয়োজনের দিক থেকে তা অসঙ্গতিপূর্ণ; সুতরাং সংকীর্ণতাবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং আত্মগত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে একই সঙ্গে চালাতে হবে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখার প্রশ্ন নিয়ে কথা বলার সময় আজ নেই। আমি অন্য একটি সভায় তা নিয়ে আলোচনা করব। ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখা আবর্জনা সৃষ্টির একটা মাধ্যম, আত্মগত চিন্তা ও সংকীর্ণতাবাদের অভিব্যক্তির

একটি রূপ। জনগণের তা ক্ষতিসাধন করে ও বিপ্লবের তা ক্ষতিসাধন করে এবং সম্পূর্ণভাবেই তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া চাই।

আত্মগত চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের প্রচার করতে হবে। কিন্তু আমাদের পার্টিতে অনেক কমরেড রয়েছেন যাঁরা বস্তুবাদ বা দ্বন্দ্ববাদের প্রচারের ওপর কোনই গুরুত্ব দেন না। অনেকে আত্মগত চিন্তাধারার প্রচারণাকে বরদাস্ত করেন এবং প্রশান্তবদনেই তাকে গ্রহণ করেন। তাঁরা ভাবেন তাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু বস্তুবাদ প্রচারের কোন প্রয়াসই তাঁরা করেন না এবং যখন তাঁরা কোন আত্মগত বিষয়ীবাদী রচনাদি পড়েন বা শোনেন তখন তা নিয়ে কোন চিন্তা পর্যন্ত করেন না বা কোন মতামতও দেন না। এটা একজন কমিউনিস্টের মনোভাব হতে পারে না। এতে করে আমাদের অনেক কমরেডের মন আত্মগত বিষয়ীবাদী চিন্তাধারায় বিষে জর্জর হয়ে পড়ে এবং তাঁদের অনুভূতিশীলতাই ভোঁতা হয়ে পড়ে। সুতরাং, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পার্টির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির অভিযান গড়ে তোলা যাতে করে কমরেডদের আত্মগত চিন্তাধারা ও গোঁড়ামির তমসার আবরণ থেকে মুক্ত করা যায় এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের আত্মগত ভাববাদী চিন্তাধারা, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখা বয়কট করার জন্য আহ্বান জানানো। এই অশুভ শক্তিগুলি জাপানী পণ্যের মতো কারণ একমাত্র শত্রুরাই চায় যে আমরা তার পরিপোষণ করি এবং ঐগুলি নিয়ে নিজেরা মশগুল হয়ে থাকি। তাই ঐগুলি বয়কট করার আহ্বানই আমাদের জানাতে হবে ঠিক যেমন জাপানী পণ্য বয়কট করার জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম।[৭] আত্মগত ভাববাদী চিন্তা, সংকীর্ণতাবাদ আর ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখা হিসাবে যে জিনিষ দেখা যাবে তাকেই আমাদের বয়কট করা চাই, তাদের বেচাকেনা দুরূহ করে তোলা চাই এবং পার্টির নীচু তত্ত্বগত মানের সুযোগ নিয়ে এইসব জিনিসের কারবারীদের বাণিজ্য চালাতে আমরা দেব না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের কমরেডদের ঘ্রাণশক্তিকে ভাল করে বাড়িয়ে তোলা চাই। প্রতিটি জিনিসকেই তাদের শুঁকে দেখতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে ভাল ও মন্দ বাছাই করতে হবে আর তারপরই কোন্‌টাকে স্বাগত জানাব আর কোন্‌টাকে বয়কট করব সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সব জিনিসেরই আনুপূর্বিক অনুসন্ধান কমিউনিস্টদের সব সময়ই করতে হবে, জিনিসগুলি কী এবং কোথাকার

জিনিস তা খুঁজতে হবে, কমিউনিস্টদের নিজেদের মাথা খাটাতে হবে ও সতর্কভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে জিনিসটি বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যথার্থ উত্তম ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে কিনা। কোন ক্ষেত্রেই তাঁদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা চলবে না এবং দাসত্বের মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

সর্বশেষে, আত্মগত চিন্তাধারা, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত লেখার বিরোধিতা করার সময় আমাদের দুটি উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে: প্রথম, 'অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যাতে করে ভবিষ্যতের ভুল পরিহার করতে পার' এবং দ্বিতীয়, 'রোগ দূর কর, কিন্তু রোগীকে রক্ষা কর।' অতীতের ভুলগুলিকে নির্মমভাবে উদঘাটিত করে দিতে হবে তাতে কার অনুভূতিতে কোথায় কতখানি লাগল তা নিয়ে ভাবলে চলবে না। অতীতের যা খারাপ একটি বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে তার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা প্রয়োজন যাতে করে ভবিষ্যতে কাজ অনেক সতর্কতার সঙ্গে করা যায় এবং অনেক ভালভাবে করা যায়। 'অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যাতে করে ভবিষ্যতের ভুল পরিহার করতে পার' কথাটির এই হচ্ছে অর্থ। ভুলভ্রান্তিগুলির উদঘাটনকালে এবং ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সমালোচনাকালে আমাদের লক্ষ্য হবে রোগ নিরাময়কালে একজন ডাক্তারের লক্ষ্যের মতো; ডাক্তারের একমাত্র লক্ষ্য থাকে রোগীকে বাঁচানো, রোগীকে মেরে ফেলা নয়। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বেঁচে যান যখন সার্জন তাঁর অ্যাপেনডিক্সটি অপারেশন করে কেটে বাদ দিয়ে দেন। একজন ব্যক্তি যদি চিকিৎসার ভয়ে রোগ গোপন করার মতো ভুল করেন বা অবিরাম ভুল করে চলতেই থাকেন তবে রোগ বাড়তে বাড়তে নিরাময়ের অযোগ্য হয়ে উঠবে, কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তিটি সততার সঙ্গে ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করতে চান, তাঁর চালচলন সংশোধন করেন, তবে তাঁকে আমাদের স্বাগতই জানানো উচিত এবং তার ব্যাধিটি দূর করে দেওয়াই উচিত যাতে করে তিনি একজন ভাল কমরেড হয়ে উঠতে পারেন। যদি আমরা নেহাৎ হেলাভরে এগিয়ে যাই এবং তাকে আঘাত হানি তবে কোনকালেই এক্ষেত্রে সফল আমরা হতে পারব না। মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক একটি ব্যাধির চিকিৎসা করার সময় আমাদের কোনমতেই রূঢ় এবং অবিবেচক হওয়া চলবে না; এবং রোগ দূর কর, কিন্তু রোগীকে রক্ষা কর'—এই মনোভাবই আমাদের

গ্রহণ করা উচিত। এইটিই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও কার্যকর পদ্ধতি।

পার্টি-স্কুলের উদ্বোধনকে উপলক্ষ্য করে আমি বিস্তারিতভাবে বললাম এবং আমি আশা করি কমরেডরা আমার কথাগুলি ভেবে দেখবেন। (উদ্দীপ্ত হর্ষধ্বনি।)

টীকা

১। চীনের সামন্তবাদী রাজবংশগুলির রাজত্বকালে পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রাজকর্মচারী বাছাইকালে রাজকীয় পরীক্ষা ব্যবস্থাধীনে ছকে বাঁধা লেখা 'অষ্টপদী রচনা' ছিল বিশেষভাবে নির্দেশিত এক ধরনের রচনারীতি। তাতে ছিল কথার খেলা, বিষয়বস্তুবিহীন এই কথার আঙ্গিকের ওপরই শুধু দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। অবয়বের দিক থেকে রচনার আটটি অংশ থাকত—উপস্থাপনা, সম্প্রসারণ, প্রাথমিক বিশ্লেষণ, প্রারম্ভিক যুক্তি, অন্তর্নিহিত অনুচ্ছেদ, মধ্যস্থ অনুচ্ছেদ, পশ্চাদ্বর্তী অনুচ্ছেদ এবং উপসংহারমূলক অনুচ্ছেদ, এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম অংশের প্রতিটির দুটি করে 'পদ' থাকত অর্থাৎ দুটি বিপরীতার্থক অনুচ্ছেদ থাকত—তা থেকেই নাম হল 'অষ্টপদী রচনা'। 'অষ্টপদী রচনা' এই কথাটি কালক্রমে চীনে একটি প্রচলিত বাগ্বিধি হয়ে দাঁড়ায় যা দিয়ে ছকে বাঁধা আঙ্গিকসর্বস্বতা ও অসারতাকেই বোঝানো হতো। সুতরাং 'ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা' কথাটি বিপ্লবীদের মধ্যেকার কিছু কিছু লোকের সেইসব রচনাকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হতো যারা এন্তার বিপ্লবী বুলি কপচাতেন এবং এলোপাথাড়ি কথাবার্তাগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করতেন যাতে তথ্যের বিশ্লেষণ বলে কিছুই থাকত না। 'অষ্টপদী রচনার' মতোই এদের লেখা ছিল ফাঁকা কথার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত এই সিদ্ধান্ত ছিল বুদ্ধিজীবীদের দলে টেনে আনার বিষয়ে; 'বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় দলে টেনে আনুন'—এই শিরোনাম দিয়ে মাও সে-তুঙ-এর রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়। ('নবচ' তক' সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮ দেখুন।)

৩। জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি', **লেনিনবাদের সমস্যা**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশনা সংস্থা, মস্কো' ১৯৫৪, পৃঃ ৩১ দ্রষ্টব্য।

৪। কনফুসিয়াস ও তার শিষ্যদের কথোপকথনের বিবরণমূলক গ্রন্থ কনফুসিয়াস উপদেশাবলীর এইটি হচ্ছে প্রথম বাক্যটি।

৫। চ্যাং কুয়ো-তাও চীন বিপ্লবের একজন দলত্যাগী। প্রথম জীবনে বিপ্লবের ফাটকা খেলতে নেমে সে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পার্টিতে সে এমন বহু ভুল করে যাতে করে গুরুতর অপরাধজনক ব্যাপার ঘটে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত হচ্ছে ১৯৩৫ সালে লালফৌজের উত্তরমুখী অভিযানে তার বিরোধিতা এবং পরাজয়ের মনোবৃত্তি ও আত্মবিলুপ্তির পরিণতি হিসাবে সেচুয়ান-সিকাং সীমান্তের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা অধ্যুষিত অঞ্চলে লালফৌজকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার ওকালতি, তাছাড়া, পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিশ্বাঘাতকতার কাজকর্ম চালায়, নিজের ভুয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি সে স্থাপন করে, পার্টি ও লালফৌজের ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর বিরাট ক্ষতিসাধন করে। কমরেড মাও সে-তুঙ ও কেন্দ্রীয় কমিটির ধৈর্যশীল শিক্ষামূলক অভিযানের ফলে চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য অতিশীঘ্র পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্বাধীনে ফিরে আসে এবং পরবর্তী সংগ্রামসমূহে গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। চ্যাং কুয়ো-তাও সংশোধনের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় এবং ১৯৩৮ সালের বসন্ত কালে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল থেকে সে পালিয়ে যায় এবং কুওমিনতাঙ গোয়েন্দা পুলিশ দলে যোগ দেয়।

৬। জে. ভি. স্তালিন: 'কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ (বি)র অষ্টাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট'; **লেনিনবাদের সমস্যা**, ইংরাজী সংস্করণ, এফ. এল. পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৪, পৃঃ ৭৮৪-৮৬।

৭। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জনগণ বারেবারে জাপানী পণ্য বয়কট করাকে সংগ্রামের একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন—যেমন, ১৯১৯ সালে দেশপ্রেমিক ৪ঠা মে আন্দোলনকালে; ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরবর্তীকালে এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময়ে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরোধিতা করুন

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২

কমরেড কাই-ফেঙ এইমাত্র আজকের সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। বিষয়ীবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ যে সর্ববিধ উপায়ে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাকে (বা পার্টিগত 'অষ্টপদী রচনা'কে)[১] তাদের প্রচারের হাতিয়ারে ও প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগায় আমি এখন তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা বিষয়ীবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি কিন্তু যদি আমরা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনানীতির কবল থেকে একই সঙ্গে মুক্ত হতে না পারি তবে তাদের লুকিয়ে থাকার ক্ষেত্র থেকেই যাবে। আমরা যদি তাকেও চুরমার করে দিতে পারি তবে বিষয়ীবাদ ও সংকীর্ণতাবাদকেও আমরা 'দমন করে রাখতে' পারব এবং এই দানব দুটিকেই তাদের স্বরূপে দেখিয়ে দিতে পারব আর 'রাস্তা দিয়ে ইঁদুরগুলি ছুটে বেড়ানোর সময় সকলেই যেমন চিৎকার করে বলতে থাকে: ওদের শেষ করে দাও! ওদের শেষ করে দাও!' সেরকম অতি সহজেই তাদের তখন আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব।

কোন একজন লোক যদি শুধু তার নিজের পড়ার জন্য ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা লেখেন। তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু তিনি তারপর লেখাটা যখন আরেকজনকে পড়তে দেন তখন পাঠকদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল এবং বেশ খানিকটা ক্ষতি সাধিত হয়ে গেল। তিনি যদি তা ছড়িয়ে দেন. কপি করে বিলিয়ে দেন, খবরের কাগজে ছাপান বা বই আকারে প্রকাশ করেন তবে সমস্যাটা সত্যিই বড় হয়ে দেখা দেয় কারণ তা এভাবে বহু লোককেই প্রভাবিত করতে পারে এবং ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা যারা লেখে তাঁরা সব সময়ই বহু সংখ্যক পাঠকের খোঁজে থাকেন। সুতরাং এটির মুখোস খুলে ধরা ও তাকে ধ্বংস করে দেওয়া অবশ্য করণীয় কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হচ্ছে এক ধরনের 'বিদেশী ছক', অনেক আগেই লু স্যুন তাকে আক্রমণ করেছিলেন।[২] এটিকে আমরা পার্টিগত 'অষ্টপদী রচনা' বলছি কেন? তার কারণ হচ্ছে বিদেশী আমেজ থাকলেও

ইয়েনানে কর্মীদের একটি সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেন।

এতে স্বদেশী মাদ্রির গন্ধও খানিকটা থাকে। মনে হয় এটাকেও এক ধরনের সৃজনশীল রচনা বলে গণ্য করা যেতে পারে! আমাদের লোকেরা সৃজনশীল কিছু রচনা করেননি এটা কে বলবে? এই তো একটি! (উচ্চ হাস্যরোল।)

আমাদের পার্টিতে বিশেষ করে কৃষি-বিপ্লবের সময়ে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, মাঝে মাঝে তার প্রচুর প্রাদুর্ভাবই দেখা গেছে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হচ্ছে ৪ঠা মে আন্দোলনের একটি প্রতিক্রিয়া।

৪ঠা মে আন্দোলনকালে আধুনিক-মনা ব্যক্তিরা ধ্রুপদী চীনা ভাষা ব্যবহারের বিরোধিতা করেন এবং চীনা কথ্য ভাষা ব্যবহারের কথা বলেন, ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রবাক্যের বিরোধিতা করেন এবং বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র প্রবর্তনের কথা বলেন—এইগুলি সবই সঠিক কাজ হয়েছিল। আন্দোলন তখন ছিল উদ্দাম ও প্রাণবন্ত, প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক। ঐ সময়ে শাসকশ্রেণীগুলি ছাত্রদের মধ্যে কনফুসীয় শিক্ষার প্রচার করত এবং কনফুসিয়াসের মতবাদের আনুপূর্বিক সকল বিধানকেই ধর্মীয় শাস্ত্রবাক্যজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করতে জনগণকে বাধ্য করত, সকল লেখকেরাই ধ্রুপদী ভাষায় লিখতেন। এককথায় শাসকশ্রেণী-সমূহ ও তাদের স্তাবকগণ কর্তৃক যা লিখিত হতো ও যা শিক্ষা দেওয়া হতো বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত উভয় দিক থেকেই তা ছিল ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্র-বাক্যের সমগোত্রীয়। ঐটি ছিল প্রাচীন ছক ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য। ৪ঠা মে আন্দোলনের সুবিপুল সাফল্যটি ছিল এই যে তা প্রকাশ্যে প্রাচীন ছকের ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের কদর্যতাকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল এবং ঐগুলির বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছিল। ঐ আন্দোলনের অন্য একটি মহান ও প্রাসঙ্গিক সাফল্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম, কিন্তু প্রাচীন ছক ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৪ঠা মে আন্দোলনের একটি অন্যতম মহান সাফল্য হয়েই রয়েছে। তারপরে অবশ্য বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা ও বিদেশী শাস্ত্রবাক্য আসরে এল। মার্কস-বাদের বিপরীতগামী আমাদের পার্টির মধ্যেকার কিছু লোকও বিদেশী ছক ও শাস্ত্রবাক্যকে বিষয়ীবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হিসেবে বিকশিত করে তুললেন। ঐগুলি হল নতুন ছক ও নতুন শাস্ত্রবাক্য। এইগুলি বহু কমরেডের মনে এমন গভীরভাবে দানা বেঁধেছে যে আজও ওদের ভাবমানসকে

নতুন করে গড়ে তোলা অত্যন্ত দুরূহ একটি কর্তব্য হয়েই রয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ৪ঠা মে অধ্যায়ের প্রাণবন্ত, উদ্দাম, প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক যে আন্দোলন প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তাকেই কিছু লোক ঠিক তার বিপরীত বস্তুতে পরিণত করলেন, সৃষ্টি করলেন নতুন ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্রবাক্য। ঐ পরবর্তীগুলি না রইল প্রাণবন্ত ও উদ্দাম, হয়ে দাঁড়াল মৃত আর আড়ষ্ট, প্রগতিমুখী রইল না, হল পশ্চাৎমুখী, বৈপ্লবিক হল না, হল বিপ্লবের পথে প্রতিবন্ধক। তাই বলা যায়, বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা বা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হচ্ছে ৪ঠা মে আন্দোলনের মূল প্রকৃতির একটি প্রতিক্রিয়া। ৪ঠা মে আন্দোলনের কিন্তু নিজেরই দুর্বলতা ছিল। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরই মার্কসবাদের বিচারশীলতার মনোভাব ছিল না এবং পদ্ধতি হিসেবে তাঁরা যা ব্যবহার করেছিলেন তা সাধারণভাবে ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীরই পদ্ধতি অর্থাৎ আঙ্গিকসর্বস্ব পদ্ধতি। প্রাচীন ছক ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের বিরোধিতা করে এবং বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের সপক্ষে কথা বলে তাঁরা ঠিক কাজই করেছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বাস্তব পরিস্থিতি, ইতিহাসের এবং বিদেশী বিষয়াদির বিচারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচারশীল মনোভাবের তাঁদের অভাব ছিল আর তাই যাকে তাঁরা খারাপ বলে মনে করেছেন তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণভাবেই খারাপ বলে মনে করেছেন এবং যাকে ভাল বলেছেন তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণভাবেই ভাল বলে মনে করেছেন। সমস্যাসমূহের প্রতি এই আনুষ্ঠানিকতার মনোভাব আন্দোলনের পরবর্তী গতিধারাকে প্রভাবিত করেছিল। বিকাশের পথে ৪ঠা মে আন্দোলন দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ তার বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে মার্কসবাদের ভিত্তিতে নবরূপ দান করে ; কমিউনিস্টগণ ও কিছু দল-বহির্ভূত মার্কসবাদীরা ঠিক এইটিই করেছিলেন। অন্য অংশটি বুর্জোয়াশ্রেণীর পথ ধরলেন ; এটার বিকাশ ঘটল দক্ষিণমুখী আনুষ্ঠানিকতাবাদে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও অবস্থা আশানুরূপ ছিল না ; ওখানেও কিছু সদস্যের বিচ্যুতি দেখা দিল এবং মার্কসবাদের ওপর সুদৃঢ় অধিকার না থাকার ফলে আনুষ্ঠানিকতাবাদের, যেমন বিষয়ীবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার ভুল ঘটল। এটার বিকাশ ঘটল 'বাম' অনুসারী আনুষ্ঠানিকতাবাদে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনারীতি

কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় বরং একদিকে তা ছিল ৪ঠা মে আন্দোলনের ইতিবাচক শক্তিগুলির একটি প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার এবং অন্যদিকে তা হচ্ছে নেতিবাচক শক্তিগুলির একটি উত্তরাধিকার, ধারানুসরণ বা বিকাশ। এই বিষয়টি বোঝা আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। ৪ঠা মে আন্দোলনকালে প্রাচীন ছক ও প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেমন বৈপ্লবিক ও প্রয়োজনীয় ছিল, তেমনি নতুন ছকে বাঁধা রচনা নতুন শাস্ত্রবাক্যানুগামিতাকে মার্কসবাদের সহায়তা নিয়ে সমালোচনা করাও ছিল বৈপ্লবিক ও প্রয়োজনীয়। প্রাচীন ছকের ও প্রাচীন শাস্ত্রানুগামিতার বিরুদ্ধে ৪ঠা মে আন্দোলনকালে যদি সংগ্রাম না হতো তাহলে চীনের জনগণের মন ঐগুলির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেত না এবং চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তির কোন আশাই থাকত না। ৪ঠা মের আন্দোলনের সময়ে কাজটি সবেমাত্র শুরু হয়েছিল—সমগ্র জনগণ যাতে করে প্রাচীন ছক ও শাস্ত্রবাক্যানুগামিতার প্রাধান্যের কবল থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে সমর্থ হতে পারেন তার জন্য বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের পথে বিপুল পরিমাণ কাজ ও খুবই বিরাট প্রয়াসের এখনো প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আজ যদি নতুন ছকে বাঁধা রচনারীতি ও নতুন গোঁড়ামির বিরোধিতা না করি, তবে চীনের জনগণের মন অন্য এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতাবাদের শিকলে বাঁধা পড়ে থাকবে। আমরা যদি ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনারীতির বিষ ও গোঁড়ামীর যে ভুলভ্রান্তিগুলি পার্টি কমরেডদের একটি অংশের (অবশ্যই, মাত্র একটি অংশের) মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তার কবল থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে না পারি তবে একটি শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত বৈপ্লবিক মনোভাব জাগিয়ে তোলা, মার্কসবাদের প্রতি ভ্রান্ত মনোভাব গ্রহণের বদ অভ্যাসটি দূর করা এবং যথার্থ মার্কসবাদের প্রসার ও বিকাশসাধন করা যাবে না। তদুপরি, সমগ্র জনগণের মধ্যে প্রাচীন ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্র-বাক্যের প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা ও শাস্ত্রবাক্যের যে প্রভাব বহু লোকের মধ্যে রয়েছে তার বিরুদ্ধে উদ্যমী সংগ্রাম পরিচালনা করা অসম্ভব এবং এই প্রভাবগুলিকে চুরমার করে দেওয়া ও ঝেঁটিয়ে দূর করে দেওয়ার লক্ষ্যে উপনীত হওয়াও অসম্ভব।

বিষয়ীবাদ, সঙ্কীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা—এই তিনটিই মার্কসবাদ-বিরোধী এবং এইগুলি শ্রমিকশ্রেণীর নয়, শোষকশ্রেণীসমূহেরই স্বার্থসাধন করে। আমাদের পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরই তা প্রকাশ।

চীনে বিপুল সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়ারা রয়েছে এবং আমাদের পার্টি এই বিপুল শ্রেণী কর্তৃক চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমাদের পার্টি-সদস্যদের এক বিরাট অংশ এসেছেন এই শ্রেণী থেকে এবং যখন তাঁরা পার্টিতে যোগদান করেন তখন অনিবার্যভাবেই তাঁরা তাঁদের খাটো বা দীর্ঘ, পেটি-বুর্জোয়া লেজুড়টি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। দমিত ও রূপান্তরিত না হলে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের উন্মত্ত আবেগ এবং একদেশদর্শিতা সহজেই বিষয়ীবাদ ও সঙ্কীর্ণতাবাদের জন্ম দিতে পারে—এবং বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা বা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা হচ্ছে তারই প্রকাশের একটি মাধ্যম।

এই বিষয়গুলিকে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া বা ঝেঁটিয়ে দূর করে দেওয়া সহজ কর্ম নয়। যথাযথভাবেই তা করতে হবে অর্থাৎ সেটা করতে হবে লোক-জনদের সঙ্গে যুক্তি প্রদর্শনের কষ্টকর পথ ধরে। আমরা যদি আন্তরিকভাবে ও যথাযথভাবে যুক্তি প্রদর্শন করি তবেই তা কার্যকর হবে। এই যুক্তি প্রদর্শনের প্রক্রিয়ায় প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জোরে নাড়া দিয়ে চিৎকার করে ওদেরকে বলা 'আপনারা অসুস্থ!' এবং এভাবে একটা ঘা দিয়ে তাদের রীতিমতো ঘাম ধরিয়ে দেওয়া আর তারপর খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া।

এখন ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ব্যাধিগুলি কোথায় নিহিত রয়েছে। বিষের প্রতিষেধক হিসেবে বিষ ব্যবহার করে ছকে বাঁধা অষ্টাঙ্গিক রচনার ভঙ্গীটি অনুকরণ করে আমরা নিম্নোক্ত 'অষ্টপদী' বক্তব্যটি উপস্থিত করতে পারি যাকে আটটি প্রধান অভিযোগলিপি বলা চলে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা অন্তহীনভাবে পাতার পর পাতা ফাঁকা বাক্যজাল দিয়ে ভরে তোলে। আমাদের কিছু কমরেড অন্তঃসারশূন্য লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখতে খুবই ভালবাসেন অনেকটা 'নোংরা স্ত্রীলোকের পা-ঢাকা পট্টির মতো যেমন লম্বা তেমনি দুর্গন্ধে ভরা'। তাঁরা এমন লম্বা আর এমন শূন্যগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন কেন? তার একটি মাত্র ব্যাখ্যাই রয়েছে; তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যেন জনসাধারণ তা পড়তে না পারেন। যেহেতু রচনাগুলি বেজায় লম্বা আর ফাঁপা, জনসাধারণ তা দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসেন। ঐগুলি তাঁরা পড়বেন এটা আশা করা যায়? নিতান্ত সরলমতি লোকদের চমক দেওয়া ছাড়া এইসব লেখা একেবারেই বাজে এবং ওদের মধ্যে এতে করে খারাপ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং বদ

অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। গত বছর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ করেছে এবং তা সত্ত্বেও জুলাইয়ের তিন তারিখ স্তালিনের বক্তৃতা লম্বায় আমাদের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়ের বেশি ছিল না। যদি আমাদের কোন ভদ্রলোক ঐ বক্তৃতাটি লিখতেন, তাহলে হালটা একবার শুধু আন্দাজ করে দেখুন! কম করেও কয়েক লক্ষ কথা তার জন্য প্রয়োজন হতো। আমরা যুদ্ধের মাঝখানে রয়েছি, কী করে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আর সারবান প্রবন্ধ লিখতে হয় তা আমাদের শেখা দরকার। অবশ্য ইয়েনানে এখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি, কিন্তু আমাদের সৈন্যরা রণক্ষেত্রে প্রতিদিন যুদ্ধ করছেন আর পশ্চাদ্ভাগে মানুষেরা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। রচনাগুলি যদি অনেক লম্বা লম্বা হয়, তাহলে সেগুলি কারা পড়বেন? রণক্ষেত্রের কিছু কিছু কমরেডও লম্বা লম্বা রিপোর্ট লিখতে ভালবাসেন। কষ্ট করে তাঁরা সেগুলি লেখেন এবং পড়ার জন্য আমাদের কাছে এখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেগুলি পড়বে এমন সাধ্য কার? যদি লম্বা আর ফাঁকা রচনা কোন কাজেরই না হয়, তবে কি সংক্ষিপ্ত আর ফাঁকাগুলি মন্দের ভাল? না, সেগুলিও ভাল নয়। সকল ফাঁকা কথাকেই আমাদের নিষেধ করে দিতে হবে। কিন্তু প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে লম্বা আর দুর্গন্ধে ভরা নোংরা স্ত্রীলোকদের পা-পট্টিগুলিকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, **ক্যাপিট্যাল** কি লম্বা নয়? তাকে কী করব?'

উত্তরটা খুবই সোজা, এখনই পড়তে লেগে যান। একটা প্রবাদ আছে 'যেমন খাড়াই পাহাড় তেমনি চড়া গান গাইতে হয়,' অন্য একটিতে আছে, 'খাবার বুঝে ক্ষিধে, দেহ বুঝে পোশাক।' যাই আমরা করি না কেন প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী তা হওয়া চাই, প্রবন্ধ লেখা বা বক্তৃতা করার বেলাতেও সেই একই কথা। আমরা বিরোধিতা করছি লম্বা জট পাকানো আর শূন্যগর্ভ ছকে বাঁধা লেখার, ভাল হতে গেলে প্রতিটি জিনিসকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে সেকথা আমরা বলছি না। ঠিকই যুদ্ধের সময় আমাদের ছোট ছোট রচনা দরকার কিন্তু তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সারবস্তু আছে এমন রচনাই আমাদের চাই। অন্তঃসারশূন্য রচনার পক্ষে বলার মতো একেবারেই কিছু নেই এবং তা ঘোরতর আপত্তিজনক। বক্তৃতার বেলাতেও সেই একই কথা; সকল ফাঁকা আর লম্বা কথার জাল বোনা বক্তৃতার সমাপ্তি আমাদের ঘটাতেই হবে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে লোকজনদের

ভয় দেখানোর জন্য তা একটা জাঁক দেখায়। কিছু কিছু ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা শুধু লম্বা আর ফাঁকাই নয়, তা লোকজনদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নানা ভাবভঙ্গীতে ভরা; এতে একেবারে মারাত্মক রকমের বিষ রয়েছে। লম্বা জট পাকানো আর ফাঁকা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা দায়ী হতে পারে, কিন্তু লোকজনদের ভয় দেখানো ভাবভঙ্গী দেখানো তো নিছক অপরিপক্কতা নয়, তা একেবারে সরাসারি প্রতারণায় ভরা। এই ধরনের লোকদের সমালোচনা করেই লু স্যুন একবার বলেছিলেন, 'অপমানকর উক্তি ছুঁড়ে মারা আর ভয়ভীতি প্রদর্শন করা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করা নয়।'[৩] যা বৈজ্ঞানিক তা কোন সময়ই সমালোচনাকে ভয় করে না, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে সত্য, তার খণ্ডিত হওয়ার কোন ভয়ই তার নেই। কিন্তু যারা পার্টিগত ছকের আকারে বিষয়ীবাদী, সঙ্কীর্ণতাবাদী প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি লেখে তাদের খণ্ডিত হওয়ার ভয় থাকে, তারা নিতান্ত কাপুরুষ আর তাই অন্যদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য ভাবভঙ্গীর ওপর তারা নির্ভর করে এবং ভাবে এতে করে তারা লোকজনের মুখ বন্ধ করে দিতে পারবে এবং 'বাজীমাৎ' করে দিতে পারবে। এসব ভাবভঙ্গীতে সত্যের কোন প্রকাশ থাকে না, তা সত্যের প্রতিবন্ধক হয়েই দাঁড়ায়। সত্য লোকজনদের ভড়ং দেখিয়ে ভয় ধরায় না বরং নিজের কথা বলে যায় আর সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যায়। অনেক কমরেডের রচনায় ও বক্তৃতায় দুটো কথার ব্যবহার দেখা যায়, একটি হচ্ছে 'নির্মম সংগ্রাম' আর অন্যটি হচ্ছে 'নিষ্ঠুর আঘাত'। শত্রুর বিরুদ্ধে বা শত্রু ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে এইসব ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু আমাদের নিজেদের কমরেডদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করা অন্যায়। প্রায়ই এটা দেখা যায় যে শত্রু ও শত্রুর ভাবাদর্শ পার্টিতে অনুপ্রবেশ করে, **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ**-এর উপসংহারে চতুর্থ বিষয় হিসেবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'এই শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের নিঃসন্দেহে নির্মম সংগ্রাম চালাতে হয় ও নিষ্ঠুর আঘাত হানতে হয়, কারণ ঐ বদমায়েশরা ঠিক এই ব্যবস্থাগুলিই পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে; আমরা যদি তাদের প্রতি সহনশীল হই, আমরা তাহলে ঠিক তাদের ফাঁদেই পড়ে যাব। কিন্তু এই একই ব্যবস্থাগুলির যেসব কমরেডরা মাঝেমধ্যে শুধু ভুলভ্রান্তি করে বসেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চলে না; তাঁদের ক্ষেত্রে

আমাদের প্রয়োগ করতে হবে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতি, যে পদ্ধতিটির কথা **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ** এর উপসংহারের পঞ্চম বিষয় হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। যেসব কমরেড মাঝেমধ্যে ভুলভ্রান্তি করে বসেন তাঁদের বিরুদ্ধে আগে যে কমরেডরা চিৎকার করে 'নির্মম সংগ্রাম' পরিচালনার এবং 'নিষ্ঠুর আঘাত, হানার কথা বলেছিলেন সেটা তাঁরা যার জন্য করেছিলেন তার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, যাদের নিয়ে তাঁরা কারবার করছেন সেই ব্যক্তিদের কোন বিচারই তাঁরা করতে পারেননি এবং তার অন্য কারণ হচ্ছে তাঁরা এই ভাবভঙ্গী দেখাচ্ছেন শুধু অন্যদের ভয় দেখাবার জন্য। এটা ভাল পদ্ধতি নয়, তা যার সম্বন্ধেই তাঁরা তা ব্যবহার করুন না কেন। শত্রুর বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের এই কৌশলও সম্পূর্ণতাই অকেজো এবং আমাদের কমরেডদের ক্ষেত্রে এতে শুধু ক্ষতিই সাধিত হতে পারে। এই কৌশলটি শোষকশ্রেণীসমূহ ও লুম্পেন-প্রলেতারিয়েতরাই তাদের অভ্যাসবশে ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের এর কোন প্রয়োজন নেই। প্রলেতারিয়েতের কাছে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ আর সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে গুরুতর ও জঙ্গী বৈজ্ঞানিক মনোভাব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্যের জোরেই কমিউনিস্ট পার্টি বেঁচে থাকে, বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করে তার জোরে, বিজ্ঞানের জোরেই তা বেঁচে থাকে, লোকজনকে ভয় দেখিয়ে তা বেঁচে থাকে না। বলার দরকার হয় না, নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশা থেকে ভড়ং দেখানোটা আরও অনেক ঘৃণ্য ব্যাপার। সংক্ষেপে বলা যায়, সংগঠন যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও নির্দেশ দেয় এবং কমরেডরা যখন প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা করেন তখন ব্যতিক্রমহীনভাবে তাঁদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সত্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং একটি যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তা করতে হবে। বিপ্লবের বিজয় অর্জনের এইটিই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি; আর কিছুতেই কোন কাজ হবে না।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা পাঠক বা শ্রোতাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। কয়েক বছর আগে ইয়েনানের দেয়ালে একটি শ্লোগান দেখা গেল যাতে লেখা আছে 'শ্রমিক ও কৃষকেরা, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন এবং বিজয়লাভের জন্য প্রয়াসী গোন!' এই শ্লোগানের ভাবটি আদৌ খারাপ নয়। **কিন্তু কুং জেন** অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষকে বোঝাবার জন্য যে ধরনের হরফ

ব্যবহার করা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। যে কমরেড ঐটি লিখেছেন, সন্দেহ নেই তিনি প্রাচীন পণ্ডিতদের শিষ্য, কিন্তু এটা হতবুদ্ধিকর মনে হচ্ছে, তিনি ইয়েনান শহরের দেয়ালের মতো একটা জায়গায়, প্রতিরোধ-যুদ্ধ যখন চলছে এমন একটা সময়ে কেন এ ধরনের হরফে লিখতে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে আছেন যে সাধারণ মানুষ যেন তা পড়তে না পারেন, অন্যথায় এর কোন ব্যাখ্যা মেলে না। যে কমিউনিস্টরা যথার্থভাবেই প্রচারকর্ম করতে চান তাঁদেরকে তাঁদের পাঠক ও শ্রোতাদের কথা ভাবতে হবে এবং যাঁরা তাঁদের প্রবন্ধ ও শ্লোগান পড়বেন এবং তাঁদের বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনা শুনবেন তাঁদের কথা মনে রাখবেন। অন্যথায় কার্যতঃ যা দাঁড়াবে তা হচ্ছে এই যে মনে হবে তিনি যেন প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন কেউ তাঁর লেখা পড়বে না বা তাঁর কথা শুনবে না। অনেক লোক প্রায়ই এটা ধরে নেন যে তাঁরা যা লেখেন ও বলেন তা সকলেই অতি সহজে বুঝতে পারেন, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। তাঁরা যদি ছকে বাঁধা পার্টিগত ভঙ্গীতে লেখেন বা কথা বলেন তবে লোকজনেরা তা বুঝবে কী করে? 'গরুর কাছে বীণা বাজিয়ে কী লাভ'! এই কথাটির মধ্যে শ্রোতাদের প্রতি একটি খোঁচা রয়েছে। তার জায়গায় যদি শ্রোতাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটি বসিয়ে দিই তবে খোঁচাটি বাদকের বিরুদ্ধেই ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। তাঁর শ্রোতার কথা না ভেবে তিনিই-বা কেন বাজিয়ে যাবেন? তার চেয়েও খারাপ কথা হচ্ছে তিনি কাকের মতো কর্কশ স্বরে পার্টিগত ছকে বাঁধা রব তুলছেন অথচ তিনিই জনসাধারণকে দোষ দিচ্ছেন। একটা তীর ছোঁড়ার সময় লক্ষ্যবস্তুর প্রতিই একজনের দৃষ্টি থাকা চাই; বীণা বাজাবার সময় শ্রোতাদের কথা বীণাবাদকের বিবেচনা করা চাই; তাহলে কেমন করে প্রবন্ধ লেখার সময় বা বক্তৃতা করার সময় পাঠক বা শ্রোতাদের কথা হিসেবে না ধরে পারেন? ধরুন, আমি একজন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, তিনি যে কেউই হোন না কেন, যদি আমরা একে অন্যকে ভাল করে অন্তর দিয়ে না বুঝতে পারি, একজন আরেকজনের মনের কথা না জানি, তবে কি আমরা একে অন্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠতে পারব? আমাদের প্রচারকার্যে রত কর্মীদের তথ্যানুসন্ধান না করে, অধ্যয়ন না করে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচার না করে খালি বকবক করলে কোনই ফল হবে না।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ হচ্ছে তার ব্যবহৃত

নীরস ভাষা **পীয়েসান**-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়। আমাদের ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা সাংহাইয়ে 'ক্ষুদে **পীয়েসান**' নামক যে জীবগুলি দেখা যায় তাদের মতোই শুষ্ক রসকসহীন এবং কদাকার। একটি প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় যদি বিদ্যালয় কক্ষে ব্যবহৃত সুরে কয়টি শব্দই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চারিত হতে থাকে আর তাতে যদি একবিন্দু প্রাণ বা প্রেরণা না থাকে, তবে কি তা **পীয়েসান**-এর মতো কর্কশ-কণ্ঠ ও কিম্ভূত কুৎসিত-দর্শন হয়ে দাঁড়াবে না? সাত বছরে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়ে, কৈশোরে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে, কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে যদি কেউ বেরিয়ে আসে কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনই যোগাযোগ না থাকে এবং এতে করে তার ভাষা যদি দুর্বল ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে তারজন্য তাকে কেউ দোষ দেবে না। কিন্তু আমরা বিপ্লবীরা কাজ করছি জনসাধারণের জন্য, আমরা যদি জনসাধারণের ভাষা না জানি তবে আমরা ভালভাবে কাজই করতে পারব না। আমাদের বহু কমরেড যাঁরা বর্তমানে প্রচারকার্যে লিপ্ত রয়েছেন তাঁরা ভাষা নিয়ে কোন অধ্যয়নই করেন না। তাঁদের প্রচার তাই খুবই নীরস হয়ে পড়ে এবং অতি অল্প লোকেই তাঁদের লেখা প্রবন্ধ পড়েন বা তাঁদের বক্তৃতা শোনেন। ভাষা নিয়ে অধ্যয়ন করার দরকারটা কী এবং তার চেয়েও বড় কথা তা নিয়ে এত পণ্ডশ্রমই-বা কেন? কারণ হচ্ছে ভাষার ওপর দখল অর্জন করা সহজ ব্যাপার নয় এবং তার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন! প্রথমে, জনগণের কাছ থেকে আমাদের ভাষা শিখতে হবে। জনগণের শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত, সুস্পষ্ট ও প্রকৃত জীবনের অভিব্যক্তিসূচক। যেহেতু আমাদের অনেকেই ভাষার ওপর দখল অর্জন করিনি তাই আমাদের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলিতে প্রাণবন্ত, সুস্পষ্ট ও কার্যকর অভিব্যক্তি অতি অল্পই থাকে এবং তাকে সুস্থ সবল একজন লোকের মতো দেখায় না, দেখায় বিশুষ্ক **পীয়েসান**—এর মতো, নিছক এক ঝুড়ি হাঁড়গোড়ের মতো। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী ভাষাসমূহ থেকে আমাদের যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে হবে। যান্ত্রিকভাবে বিদেশী শব্দ আমদানী করলেই চলবে না বা নির্বিচারে সেগুলি ব্যবহার করলেই চলবে না, যা হিতকর তাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং যা আমাদের প্রয়োজন মেটাবে তাই আমাদের নিতে হবে। আমাদের প্রচলিত শব্দ-ভাণ্ডারে ইতিমধ্যেই বহু বিদেশী শব্দ গৃহিত হয়ে গেছে কারণ প্রাচীন চীনা শব্দভাণ্ডার ছিল অপ্রচুর। উদাহরণস্বরূপ, আজ আমরা **কানপু** (অর্থাৎ

কর্মীদের) একটি সভা করছি এবং কান্‌পু এই শব্দটি বিদেশী একটি শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে বহু নতুন জিনিসই আমরা গ্রহণ করে যাব, শুধু প্রগতিশীল ধারণা নয় বরং নতুন শব্দও আমরা গ্রহণ করব। তৃতীয়তঃ, চীনের চিরায়ত ভাষায় যা কিছু জীবন্ত রয়েছে তা থেকেও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু ধ্রুপদী চীনা ভাষা আমরা যথেষ্ট গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিনি তার জন্য আমরা এখনো তার মধ্যেকার প্রচুর জীবন্ত যা রয়েছে তার পরিপূর্ণ ও যথার্থ ব্যবহার করিনি। অবশ্যই একথা ঠিক যে আমরা অপ্রচলিত বাগ্‌ধারা ও পরোক্ষ ইঙ্গিতময় ভাষা ব্যবহারের ঘোর বিরোধী—এটা একেবারে চূড়ান্ত কথা। কিন্তু যা ভাল এবং যা আমাদের পক্ষে এখনো হিতকর তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যারা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাধারায় একান্তভাবেই ব্যাধিগ্রস্ত তারা জনসাধারণের ভাষায়, বিদেশী ভাষায় অথবা ধ্রুপদী চীনা ভাষায় যা কিছু হিতকর তা নিয়ে অধ্যয়নের প্রয়াস চালায় না, ফলে তাদের শুষ্ক ও নীরস প্রচারকার্যকে জনগণ পছন্দ করেন না এবং তাদের মতো অকেজো ও অদক্ষ প্রচারকর্মীদের আমাদেরও কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রচারকর্মী কারা? শুধু শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক ও শিল্পীরাই তাঁদের মধ্যে নেই, আমাদের সকল কর্মীই তাদের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ হিসাবে, সামরিক হাই কম্যাণ্ডারদের কথাই ধরুন। তাঁরা যদিও কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে যান না তবু তাঁদের সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, লোকজনদের নিয়ে কাজকর্ম করতে হয়। এটা প্রচারকার্য ছাড়া আর কী? যখন একজন লোক অন্যের সঙ্গে কথা বলেন তখন তিনি তো প্রচারকার্যই করেন। তিনি যদি বোবা না হন তবে সব সময়েই তাঁর কিছু বলার মতো কথা থাকবে। সুতরাং, আমাদের সকল কমরেডকেই ভাষা নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা বিষয়-গুলিকে জটিল সব শিরোনাম দিয়ে এমনভাবে সাজায় যেন ঐ লোকেরা একটি চীনা ঔষধালয় খুলতে যাচ্ছে। যে কোন চীনা ঔষধালয়ে গিয়ে দেখুন, দেখবেন অনেক খোপ আর অসংখ্য দেরাজের প্রতিটিতে নানা ওষুধের নাম লেখা রয়েছে—টংক্যাল, ফক্সগ্লাভ, রুবার্ব, সল্টপিটার...হাঁ, যা যেমনটি থাকা দরকার তাই রয়েছে। আমাদেই কমরেডরাও ঐ পদ্ধতিই বেছে নিয়েছেন। তাঁদের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাতে, তাঁদের বই ও রিপোর্টে প্রথমে তাঁরা ব্যবহার করেন

বড় হাতের চীনা সংখ্যাগুলি, দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহার করেন ছোট হাতের চীনা সংখ্যাগুলি, তারপর তৃতীয় পর্যায়ে চীনের দশটি স্বর্গীয় রচনায় ব্যবহৃত হরফগুলি তাঁরা ব্যবহার করেন, তারপর চতুর্থ পর্যায়ে পৃথিবীর বারোটি শাখায় ব্যবহৃত হরফগুলি ব্যবহার করেন, তারপর ইংরাজী বড়হাতের অক্ষর, ছোটহাতের অক্ষর, তারপর আরবী সংখ্যাগুলি ইত্যাদি, কী নয় তাই বলুন! কপাল ভাল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ও বিদেশীয়রা আমাদের জন্য এতসব প্রতীক সৃষ্টি করে গিয়েছেন যার জন্য অতি অল্প আয়াসেই একটি চীনা ফার্মেসী খুলে দেওয়া যাচ্ছে! এন্তার বাগ্‌বিন্যাস ও এইসব প্রতীকে পরিকীর্ণ একটি প্রবন্ধ যদি সমস্যাবলীর উত্থাপন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টা না করে, কোন কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে একটা অবস্থান গ্রহণ না করে অন্তঃসার-শূন্য হয়েই থেকে যায় তবে তা একটা চীনা ফার্মেসী ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এ কথা বলছি না, পূর্বোক্ত ঐ প্রতীকগুলি ব্যবহার করা চলবে না, কিন্তু সমস্যার প্রতি এই মনোভঙ্গীটি ভ্রান্ত। চীনের ফার্মেসী থেকে ধার করা এই পদ্ধতিটিকে আমাদের অনেক কমরেডই খুব পছন্দ করেন, তা প্রকৃত-পক্ষে অত্যন্ত স্থূল, শিশুসুলভ ও বাক্যবাগীশতারই প্রকাশ। আনুষ্ঠানিক-বাদী এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়গুলিকে তাদের বাহ্যিক আদল অনুসারেই শ্রেণীভুক্ত করা হয়, তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের দিক থেকে তা করা হয় না। একগুচ্ছ ধারণাকে তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অনুসারে না বিচার করে যদি একটি প্রবন্ধে, বক্তৃতায় বা রিপোর্টে ঠেসে দেওয়া হয় শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক আদল অনুসারে, তবে তা হচ্ছে শুধু ধারণা নিয়ে খেলা করারই সামিল। তার দেখাদেখি অন্যরাও এই একই খেলা শুরু করে দিতে পারে যার ফল দাঁড়াবে এই যে তারা কেউ আর সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা খাটাবে না, বিষয়-গুলির অন্তরে প্রবেশ করবে না, শুধু বিষয়গুলিকে ক-খ-গ-ঘ ইত্যাদি ক্রমানু-সারে সাজিয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে বসে থাকবে। সমস্যা বলব কাকে? সমস্যা হচ্ছে একটি জিনিসের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। যখন একটি দ্বন্দ্ব সমাধানহীন হয়ে থাকে তখন বলা হয় একটা সমস্যা রয়েছে। যেহেতু সমস্যা রয়েছে আপনাকে হয় সমস্যার এই পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে, এবং সমস্যাটি উত্থাপন করতে হবে। সমস্যাটি উত্থাপন করার জন্য আপনাকে প্রথমেই একটি প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান করতে হবে, এবং আপনার সামনেকার সমস্যা বা দ্বন্দ্বটির দুটো মৌলিক দিককেই অনুশীলন করে দেখতে হবে, তারপরই আপনি দ্বন্দ্বটির প্রকৃতি উপলব্ধি করতে

পারবেন। সমস্যা নিরূপণের এই হচ্ছে ধারা। প্রাথমিক অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করলে সমস্যাটি নিরূপণ করা যায়, সমস্যাটি উত্থাপন করা যায়, তখনো কিন্তু আপনি তা সমাধান করতে পারেননি। সমস্যার সমাধান করতে হলে ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এটি হচ্ছে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া। সমস্যা উত্থাপনের জন্যও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। অন্যথায় বিশৃংখল ও বিক্ষিপ্ত একগাদা বিষয়ের ভীড়ের মধ্যে আপনি আন্দাজই করে উঠতে পারবেন না সমস্যা বা দ্বন্দ্বটি কোথায়। কিন্তু এখানে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া বলতে আমরা ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের একটি প্রক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছি। প্রায়ই দেখা যায় সমস্যাটি যদিও উত্থাপন করা হয়েছে তবুও তার সমাধান করা যাচ্ছে না কারণ বিষয়গুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলি তখনো উদ্‌ঘাটিত করা হয়নি, ধারাবাহিক ও আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ তখনো করা হয়নি ; ফলে সমস্যাটির গতিপথ আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই না, সংশ্লেষণ করতে পারি না এবং তাই সমস্যাটির ভালভাবে সমাধানও করতে পারি না। একটি প্রবন্ধ বা বক্তৃতা গুরুত্বপূর্ণ ও পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে থাকলে, তাতে একটি বিশেষ সমস্যা উত্থাপিত হওয়া উচিত, তারপর তার বিশ্লেষণ থাকা চাই এবং তারপর সমস্যাটির প্রকৃতি নির্দেশ করে তাতে একটি সংশ্লেষণ থাকা চাই এবং সমস্যাটির সমাধানের একটি পদ্ধতিও হাজির করা চাই ; এই সমগ্র প্রক্রিয়াতে আনুষ্ঠানিকতাবাদী পদ্ধতি নিরর্থক। যেহেতু শিশুসুলভ, স্থূল, বাকসর্বস্ব ও অলস মানসিকতাজাত আনুষ্ঠানিকতাবাদী পদ্ধতি আমাদের পার্টিতে প্রচলিত রয়েছে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া ; একমাত্র তাহলেই প্রত্যেকের পক্ষে সমস্যার পর্যবেক্ষণ, উত্থাপন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের মার্কসবাদী পদ্ধতি ব্যবহার করতে শেখা সম্ভব হবে ; একমাত্র তাহলেই আমরা ভালভাবে আমাদের কাজ করতে পারব এবং একমাত্র তাহলেই আমাদের বিপ্লবী লক্ষ্যের বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং যেখানেই আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানেই তা জনগণের পক্ষে হানিকর হয়েছে। উপরে যেসব ত্রুটির কথা বলা হয়েছে আংশিকভাবে তার কারণ অপরিপক্কতা এবং আংশিকভাবে তার কারণ দায়িত্বজ্ঞানের অভাব। মুখ ধোয়ার উদাহরণটি নেওয়া যাক বিষয়টি বোঝাবার জন্য। আমরা সবাই প্রতিদিন মুখ ধুই, অনেকে একাধিকবার মুখ ধুয়ে থাকি আর তারপর আয়নাতে

নিজেদের তাকিয়ে দেখি সব ঠিকঠাক আছে কিনা একেবারে 'অনুসন্ধান আর অধ্যয়নের' পথ ধরে (**উচ্চ হাস্যরোল**), কারণ আমাদের ভয় থাকে সব একেবারে ঠিক নাও থাকতে পারে। দেখুন তো কী বিরাট দায়িত্ববোধ! আমরা যদি একই দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রবন্ধ লিখি বা বক্তৃতা করি, তাহলে কাজটা খারাপ হয় না। যা লোকসমক্ষে হাজির করার যোগ্য নয়, তা হাজির করতে যাবেন না। সব সময় মনে রাখবেন এতে অন্যদের ভাবনা ও কাজকর্ম প্রভাবিত হতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি একদিন বা দুদিন তার মুখ না ধোন তবে তা অবশ্যই একটি খারাপ কাজ কিংবা মুখ ধোয়ার পর যদি দু-এক জায়গায় ময়লা লেগে থাকে তাও খুব একটা প্রীতিকর জিনিস হবে না, কিন্তু এতে গুরুতর বিপদাশঙ্কা নেই। প্রবন্ধ লেখা বা বক্তৃতা করার ব্যাপারে কিন্তু বিষয়টি আলাদা, তা করা মুখ্যতঃ অন্যদের প্রভাবিত করার জন্যই। তা সত্ত্বেও আমাদের কমরেডরা হাল্কা চালে এই কাজটি করে চলেন; তার অর্থ দাঁড়ায় তুচ্ছ জিনিসকে গুরুতর ব্যাপারের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে দেওয়া। আগেভাগে অধ্যয়ন বা প্রস্তুতি না করেই অনেকে প্রবন্ধ লেখেন বা বক্তৃতা করেন এবং একটি প্রবন্ধ লেখার পর মুখ ধোয়ার পর তাঁরা যেভাবে আয়নায় নিজের মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন সেভাবে প্রবন্ধটি তাঁরা বার কয়েক পড়ে দেখারও ঝামেলা পোহাতে চান না এবং যেমন খুশি করে তা প্রকাশের জন্য প্রেরণ করে দেন। ফল প্রায় ক্ষেত্রেই দাঁড়ায় 'কলম থেকে বেরিয়ে এল কথা হাজার খানেক, ভাবে ভাষায় ফারাক যে হায়, মাইল হাজার কয়েক।' এই লেখকদের প্রতিভা দীপ্ত বলে বোধ হলেও, এরা আসলে কিন্তু জনগণের ক্ষতিই সাধন করেন। এই বদ অভ্যাস, দায়িত্ববোধের এই অভাব অবশ্যই শোধরানো দরকার।

ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে সপ্তম অভিযোগ হচ্ছে এই যে তা গোটা পার্টিকে বিষাক্ত করে তোলে এবং বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করে। অষ্টম অভিযোগ হচ্ছে এই যে তার প্রচার দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ও জনগণের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে। এই দুটি অভিযোগ স্বতঃপ্রতীয়মান এবং এগুলির ব্যাখ্যার কোন দরকার পড়ে না। অন্য ভাষায় বলা যায়, ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার যদি রূপান্তর সাধন করা না হয় আর যদি তা অবাধে চলতে পারে, তবে তার পরিণাম খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। বিষয়ীবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিষ ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনায় লুকিয়ে রয়েছে এবং যদি এই বিষ ছড়াতে থাকে তবে তা পার্টি ও দেশের বিপদই ডেকে আনবে।

উপরে বর্ণিত আট দফা ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনার বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই আহ্বান।

প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে পার্টিগত ছকে বাঁধা রচনা শুধু যে বৈপ্লবিক প্রেরণায় প্রকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত তাই নয়, তা তাকে স্তব্ধই করে দেয়। বৈপ্লবিক প্রেরণাকে বিকশিত করে তোলার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাকে খারিজ করে দেওয়া এবং তার পরিবর্তে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, সতেজ ও শক্তিশালী রচনাধারা গ্রহণ করা। দীর্ঘকাল ধরে এই রচনাধারা চলে আসছে কিন্তু তাকে এখনো সমৃদ্ধ করে তোলা ও ব্যাপকভাবে আমাদের মধ্যে তার প্রচার হওয়া প্রয়োজন। যখন আমরা বিদেশী ছকে বাঁধা রচনা ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনাকে শেষ করে দেব তখনই আমরা আমাদের নতুন রচনাধারাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারব, ব্যাপকভাবে তার প্রচার করতে পারব এবং এভাবে পার্টির বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

শুধু প্রবন্ধ রচনা বা বক্তৃতার বেলাতেই পার্টিগত ছকটি সীমাবদ্ধ নয়, সভার কার্য পরিচালনাতেও তা চোখে পড়ে। '(১) উদ্বোধনী বক্তৃতা; (২) রিপোর্ট উত্থাপন; (৩) রিপোর্টের ওপর আলোচনা; (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ; (৫) সমাপ্তি ঘোষণা।' এই কঠোর অনুষ্ঠানসূচী যদি ছোট-বড় সকল সভাতে, সর্বত্র এবং সব সময় অনুসরণ করা হয় তবে তাও এক ধরনের পার্টিগত ছকের ব্যাপার নয় কি? আবার সভায় যখন 'রিপোর্ট' পেশ করা হয়, তা সাধারণতঃ এই রকম দাঁড়ায়: '(১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি; (২) আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি; (৩) সীমান্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি; এবং (৪) আমাদের বিভাগীয় পরিস্থিতি।' সভাগুলি সাধারণভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে, যাঁদের কিছু বলার নেই তাঁরাও বলতে ওঠেন, যেন তাঁদের বলতে দেওয়া না হলে রক্ষে রাখবেন না এই ভাব। এক কথায়, বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি চরম ঔদাসীন্য এবং প্রাচীন অভ্যাস ও অনড় প্রথার প্রতি জড়বৎ গতানুগতিকতাই এর মধ্যে দেখা যায়। এসব কি আমাদের শোধরাতে হবে না?

বর্তমানে অনেকে একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক এবং গণ-ধারায় রূপান্তরের আহ্বান জানাচ্ছেন খুবই ভাল কথা। কিন্তু 'রূপান্তর' মানে হচ্ছে আনুপূর্বিক পরিবর্তন, আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত, ভেতরে-বাইরে পরিবর্তন সাধন। তবু যেসব লোকেরা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সাধন করেননি তাঁরাই আবার রূপান্তরের

কথা বলছেন। আমি ঐ কমরেডদের পরামর্শ দিচ্ছি 'রূপান্তর' নিয়ে আসার আগে তাঁরা যৎসামান্য একটু পরিবর্তনই প্রথমে নিয়ে আসুন, অন্যথায় গোঁড়ামি ও পার্টিগত ছকে বাঁধা রচনার জালেই তাঁরা জড়িয়ে থাকবেন। এটাকে বর্ণনা করা চলে বিরাট আশা কিন্তু নগণ্য ক্ষমতা, বিরাট উচ্চাশা কিন্তু সামান্য প্রতিভার করুণ উদাহরণ হিসেবে এবং এতে করে কাজের কাজ হবে না কিছুই। তাই সরল বিশ্বাসে যখন কেউ বলবেন 'গণ-ধারায় রূপান্তরের' কথা কিন্তু নিজে থেকে যাবেন তাঁর ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চৌহদ্দির সীমাবদ্ধ হয়ে, তাঁরই বরং সতর্ক হওয়ার দরকার আছে ; কারণ একদিন হয়তো তিনি দেখতে পাবেন জনগণ তাঁকে পথের মধ্যে ঘিরে ধরেছেন আর জিজ্ঞেস করছেন, 'রূপান্তরের কদ্দুর হল মশাই? দয়া আমাদের একটু দেখান না?', তখন সত্যিই কিন্তু তাঁকে খুব বিপাকে পড়তে হবে। তিনি যদি খালি কথার কথা হিসেবে না বলে সত্যি সত্যিই ঐকান্তিকতার সঙ্গে গণ-ধারায় রূপান্তরিত হতে চান, তবে তাঁকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেতে হবে, তাঁদের কাজ থেকে শিখতে হবে, তা না হলে তার 'রূপান্তর' আকাশকুসুম হয়েই থাকবে। কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা গণ-ধারায় রূপান্তরের ব্যাপারে প্রচুর হৈ-হল্লা করেন কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষায় তিনটি বাক্যও উচ্চারণ করতে পারেন না। এ থেকে বোঝা যায় তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে চান না। তাঁদের মন এখনো তাঁদের নিজেদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর খোপের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

এই সভাতে **প্রচারকার্য সম্পর্কিত একটি নির্দেশ** শীর্ষক চারটি প্রবন্ধ সম্বলিত একটি পুস্তিকার কপি বিতরণ করা হয়েছে। আমি আমাদের কমরেডদের তা বারে বারে পড়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

প্রথম প্রবন্ধটি **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ** থেকে সংকলিত কিছু কিছু অংশ নিয়ে তৈরী করা এবং তাতে লেনিন কিভাবে প্রচারকার্য চালাতেন তা নিয়ে বলা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এতে লেনিন কিভাবে ইস্তাহার লিখতেন তা বর্ণনা করা হয়েছে :

> লেনিনের পরিচালনাধীনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ-এর শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামী সংঘ ছিল রাশিয়ার প্রথম সংস্থা যা **সমাজতন্ত্রকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে** শুরু করেছিল। কোন কারখানায় যখন ধর্মঘট শুরু হতো তখন ঐ সংগ্রামী সংঘটি তার অন্তর্ভুক্ত

সদস্যদের মাধ্যমে কারখানাগুলির অবস্থা সম্পর্কে খুবই ভালভাবে ওয়াকিবহাল থাকত, অবিলম্বে তারা ইস্তাহার ও সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য এনে হাজির করত। মালিকেরা শ্রমিকদের যে নিপীড়ন করছে এই ইস্তাহারসমূহে তার স্বরূপ তুলে ধরা হতো, তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকদের কিভাবে সংগ্রাম করা উচিত তা ব্যাখা করা হতো এবং শ্রমিকদের দাবিগুলি হাজির করা হতো। ঐ ইস্তাহারগুলিতে পুঁজি-বাদের দুষ্টক্ষত সম্পর্কে, শ্রমিকদের দারিদ্র্য সম্পর্কে, ১২ ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টা ব্যাপী তাদের অসহ্য কঠোর শ্রমদিবস সম্পর্কে এবং তাদের চরম অধিকারহীনতা সম্পর্কে সরল সত্য কথা লেখা থাকত। ঐগুলিতে যথোপযুক্ত রাজনৈতিক দাবিও পেশ করা হতো।

'ভালভাবে ওয়াকিবহাল' এবং 'সরল সত্য কথা লেখা থাকত' এই কথাগুলি লক্ষ্য করুন! আবার শুনুন:

শ্রমিক বাবুশকিন-এর সঙ্গে একযোগে ১৮৯৪ সালের শেষের দিকে এ ধরনের প্রচার অভিযানমূলক প্রথম ইস্তাহারটি লেনিন রচনা করেন এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সেমিয়ানিকভ কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি একটি আবেদন রচনা করেন।

একটি ইস্তাহার লিখতে হলে আপনাকে যেসব কমরেড অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এ ধরনের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের ভিত্তিতেই লেনিন লিখতেন ও কাজ করতেন।

প্রতিটি ইস্তাহারই শ্রমিকদের মনোবলকে দৃঢ়তর করতে বিরাটভাবে সাহায্য করত। তাঁরা দেখতে পেতেন সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের সহায়তা করছেন ও তাঁদের সপক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন।[৪]

আমরা কি লেনিনের সঙ্গে একমত? তাই যদি হয়, তাহলে লেনিনের মনোভাব নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। তার অর্থ হচ্ছে, লেনিন যেমনটি করেছিলেন, আমাদেরও তাই করতে হবে এবং শুধু ফাঁকা কথা দিয়ে পাতার পর পাতা ভরাট করলে চলবে না বা পাঠকদের প্রতি খেয়াল না করে বেমালুম বাক্যবাণ ছুঁড়লেই চলবে না বা আত্মম্ভরী হলে বা গুরুগম্ভীর বাক্যজাল ব্যবহার করলে চলবে না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর সপ্তম বিশ্ব কংগ্রেসে ডিমিট্রভ-

এর বিবৃতিসমূহের অংশবিশেষের একটি সংকলন। ডিমিট্রভ কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন :

> জনসাধারণের কাছ থেকে আমাদের কথা বলা শিখতে হবে, কেতাবী ঢং-এর ভাষায় নয়, জনসাধারণের হয়ে তাদের লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রামরত মানুষের ভাষাতেই আমাদের কথা বলতে হবে; যে ভাষার প্রতিটি শব্দ আর প্রতিটি ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের একান্ত চিন্তা আর অনুভূতিই ফুটে উঠবে।[৫]

আবার দেখুন :

> **...জনগণের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে না শিখলে জনগণ আমাদের সিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করতে পারবে না।**
>
> সহজ সরলভাবে, ঠিক ঠিকভাবে জনসাধারণের পরিচিত আর বোধগম্য ভাবের মাধ্যমে কী করে কথা বলতে হয় তা আমরা জানি না। আমাদের মুখস্থ করা শুষ্ক সূত্রবাঁধা কথাগুলি বাদ দিয়ে চলতে আমরা এখনো পারি না। আসলে যদি আপনি আমাদের ইস্তাহার, খবরের কাগজ, প্রস্তাব ও রচনাদিতে চোখ বুলান তাহলে দেখতে পাবেন তা প্রায়ই এমন একটা ভাষায় ও ভঙ্গিতে লেখা যে সাধারণ শ্রমিকদের কথা ছেড়েই দিন, আমাদের পার্টির কর্মীদের পক্ষেই তা বোঝা শক্ত।[৬]

আচ্ছা? ডিমিট্রভ ঠিক আমাদের দুর্বল জায়গায়ই খোঁচা দিয়েছেন দেখছি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা চীনের মতো বিদেশেও তাহলে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা সাধারণ ব্যাধি। (**হাস্যরোল।**) যাই হোক, কমরেড ডিমিট্রভ-এর নির্দেশ অনুসারে দ্রুত আমাদের নিজের ব্যাধিটি দূর করা দরকার।

> আমাদের প্রত্যেককেই এটিকে একটি নিয়ম, বলশেভিক নিয়ম, একটি প্রাথমিক নিয়ম করে তুলতে হবে :
>
> **যখন লিখবেন বা কথা বলবেন তখন সব সময় সাধারণ শ্রমিকদের কথা মনে রাখবেন, আপনার কথা তাঁদের বোঝা চাই এবং আপনাকে অনুসরণ করার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি থাকা চাই! আপনার মনে রাখতে হবে কাদের জন্য আপনি লিখছেন, কাদের কাছে আপনি কথা বলছেন।**[৭]

'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক আমাদের জন্য এই নির্দেশ রেখেছে, এই নির্দেশ আমাদের পালন করতেই হবে। এই আমাদের কাছে একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়াক!

লু স্যুন-এর সম্পূর্ণ রচনাবলী থেকে নির্বাচিত তৃতীয় প্রবন্ধটি দি 'বীপার'[৮] পত্রিকার কাছে লেখা ঐ জবাবে লু স্যুন কী করে লিখতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লু স্যুন কী বলেছেন? সব মিলিয়ে তিনি লেখার আটটি নিয়ম হাজির করেছেন, তার কয়েকটি আমি আমার মন্তব্যসহ এখানে রাখছি।

প্রথম নিয়ম: 'সকল প্রকার বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখুন; আরও বেশি করে পর্যবেক্ষণ করুন, যদি আপনার পর্যবেক্ষণ খুব অল্প হয়ে থাকে, তাহলে লিখবেন না।'

'সকল প্রকার বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখুন'—এই বলে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে এক-আধটি জিনিসের প্রতি নজর দিলেই চলবে না। তিনি বলছেন 'আরও বেশি করে পর্যবেক্ষণ করুন'—শুধু একটু-আধটু তাকিয়ে নিলেই চলবে তা বলছেন না। আমরা কী করি? আমরা কি ঠিক তার বিপরীতটাই করি না এবং শুধু খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়েই লিখতে বসে যাই না?

দ্বিতীয় নিয়ম: 'যখন আপনার বলার মতো কিছু নেই তখন অনর্থক জোর করে নিজে কিছু লিখতে যাবেন না।'

আমরা কী করি? এটা পরিষ্কার যে মাথায় কিছুই নেই অথচ আমরা কি তা সত্ত্বেও জোর করে গাদা গাদা লিখে যাই. না? অনুসন্ধান বা অধ্যয়ন না করে শুধু কালিকলম নিয়ে 'অনর্থক জোর করে নিজেদের লিখে যাওয়া' একান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ।

চতুর্থ নিয়ম: কিছু লেখার পর অন্ততঃ দুবার তা আগাগোড়া পড়ুন এবং অপ্রয়োজনীয় কথা, বাক্য ও অনুচ্ছেদগুলি বিন্দুমাত্র কোন দয়ামায়া না করে বাদ দিতে আপনার যথাসাধ্য করুন। বরং উপন্যাসোপম একটি লেখাকে রেখাচিত্রের মাপে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসুন, কিন্তু কোন সময়ই একটা রেখাচিত্রকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে একটি উপন্যাসের মতো বিশাল-আয়তন করে তুলবেন না।'

কনফুসিয়াস-এর উপদেশ হচ্ছে 'দুবার ভেবে দেখুন',[৯] আর হান য়ু বলেছেন,

'চিন্তাটা মাথায় ঢোকাতে পারলেই কাজটি হয়ে যায়'[১০] এ হচ্ছে প্রাচীনকালের কথা। বর্তমানে বিষয়গুলি খুবই জটিল হয়ে উঠেছে এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় তিন, এমনকি, চারবার চিন্তা করাটাও যথেষ্ট নয়। লু স্যুন বলেছেন 'অন্ততঃ দুবার তা আগাগোড়া পড়ুন।' আর বেশি করে হলে? তিনি কিছু বলেননি, কিন্তু আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ হলে দশবারের বেশি পড়ে দেখলে কোনই ক্ষতি নেই এবং প্রকাশিত হওয়ার আগে সুবিবেচনার সঙ্গে তাকে পরিমার্জনা করুন। প্রবন্ধাবলী হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন আর যে বাস্তব পরিস্থিতিটা জট পাকানো আর জটিল এবং তা নিয়ে ভাল করে ভাবতে হলে তার আগে বারেবারে তাকে অধ্যায়ন করা চাই। এ ব্যাপারেই আলগা ভাব থাকা হল লেখার নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়োজন সম্পর্কেই অজ্ঞ থেকে যাওয়া।

ষষ্ঠ নিয়ম: 'শুধু আপনি ছাড়া আর কেউ যা বুঝবে না এমন বিশেষণ বা অন্যবিধ শব্দ চয়ন করবেন না।'

'কেউই যা বোঝে না' এমন এন্তার শব্দ আমরা 'চয়ন' করেছি। মাঝে মাঝে এক-একটা বাক্যাংশে চল্লিশ বা পঞ্চাশটি শব্দ রয়েছে আর তা ঠাসা এমন সব 'বিশেষণ বা অন্যবিধ শব্দ দিয়ে যা আপনি ছাড়া কেউই বুঝবে না।' লু স্যুনকে অনুসরণ করার কথা ঢাক পিটিয়ে বলতে যাঁরা অনেকেই অক্লান্ত, দেখা যায় ঠিক তাঁরাই ওঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন!

সর্বশেষ বিষয়টি সংকলিত হয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত কী করে প্রচারকার্যের জাতীয় একটি ধারা বিকশিত করা যায় সেই সম্পর্কিত রিপোর্ট থেকে। ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে আমরা বলেছিলাম 'চীনের সুনির্দিষ্ট বাস্তব বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মার্কসবাদ, সম্পর্কে কোন কথা বলা হচ্ছে নিছক অবাস্তব মার্কসবাদ, হাওয়াই মার্কসবাদ।' অর্থাৎ মার্কসবাদ নিয়ে সব ফাঁকা কথাবার্তারই আমাদের বিরোধিতা করতে হবে এবং চীনে যে কমিউনিস্টরা রয়েছেন চীন বিপ্লবের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়েই মার্কসবাদ তাঁদের অধ্যয়ন করতে হবে।

ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছিল:

বিদেশী ছকের অবসান ঘটাতে হবে; ফাঁকা, অবাস্তব সুরের

আলাপনের বহর কমাতে হবে আর গোঁড়ামিকে শেষ করে দিতে হবে; তার পরিবর্তে নিয়ে আসতে হবে সতেজ জীবন্ত চীনা ধারা আর অনু-প্রেরণা যা চীনের জনগণের কাছে প্রিয়। আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তুকে জাতীয় আঙ্গিক থেকে পৃথক করা সেইসব লোকেরই অভ্যাস যারা আন্ত-র্জাতিকতা সম্পর্কে একান্ত প্রাথমিক মামুলী জিনিসই বোঝে না। বরং উল্টো, আমাদের এই দুয়ের মধ্যে নিবিড় যোগ স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে এখনো গুরুতর ভুলভ্রান্তি আমাদের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে রয়ে গেছে এবং সচেতনভাবেই তাকে দূর করে দিতে হবে।

ঐ রিপোর্টে বিদেশী ছকের অবসান দাবি করা হয়েছিল, তবু কিছু কমরেড এখনো তারই শ্রীবৃদ্ধি সাধনে লিপ্ত রয়েছেন। ফাঁকা অবাস্তব সুরের আলাপনের বহর কমানোর দাবি করা হয়েছিল, তবু কিছু কমরেড একগুঁয়ের মতো বেশি বেশি করে তা গেয়েই চলেছেন। দাবি জানানো হয়েছিল, গোঁড়ামিকে শেষ করে দিতে হবে, তবু কিছু কমরেড তাকে বিছানা থেকে নেমে চরে বেড়াতে বলেছেন। এক কথায়, অনেকেই ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত রিপোর্টকে এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছেন, মনে হচ্ছে, যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা তার বিরোধিতা করছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি এখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা, গোঁড়ামি ও ঐ ধরনের বিষয়গুলি চিরতরের মতো আমাদের খারিজ করে দিতে হবে এবং তারই জন্য আমি এসেছি এবং বেশ বিস্তারিতভাবেই এ ব্যাপারে বলেছি। আমি আশা করি আমি যা বলেছি কমরেডরা তা ভেবে দেখবেন ও তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবেন এবং প্রতিটি কমরেডই তাঁর নিজের বিশেষ ক্ষেত্রেও এটিকে বিশ্লেষণ করে দেখবেন। প্রত্যেককেই নিজেকে সতর্কভাবে বিচার করে দেখতে হবে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ও চারিপাশের কমরেডদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে এবং জানতে হবে তিনি যা বুঝেছেন তাতে করে যথার্থভাবেই তিনি তাঁর দোষত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছেন কিনা।

টীকা

১। ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা প্রসঙ্গে বর্তমান খণ্ডে 'পার্টির কাজের ধারা সংশোধন করুন' প্রবন্ধের এক নম্বর টীকাটি দেখুন, পৃঃ ৬৫।

২। নতুন বা পুরাতন ছকে বাঁধা রচনারীতির বিরোধিতা লু সুন-এর সকল রচনারই মূল ধারা। বিদেশী ছকটির প্রচলন করেন ৪ঠা মে আন্দোলনের পরে কিছু কিছু হাল্কা মেজাজের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা এবং তাদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে বিপ্লবী সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে দীর্ঘকাল তা অব্যাহত ছিল। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে লু সুন তাঁদের মধ্যেকার এই বিদেশী ছকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং ঐগুলিকে নিম্নলিখিত ভাষায় ধিক্কার জানান:

নতুন বা পুরাতন ছকে বাঁধা রচনাকে একেবারে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হবে।...উদাহরণ হিসেবে, একজন যদি শুধু 'অপমানজনক উক্তিই ছুঁড়ে মারতে জানেন', 'ভয়ভীতি দেখাতেই জানেন' বা শুধু গর্দান নিতেই জানেন' বা শুধু প্রাচীন সূত্র নকল করে এলোপাথাড়ি যে-কোন ব্যাপারেই তা ছুঁড়ে দিতে জানেন, জানেন না কি করে সুনির্দিষ্টভাবে ও বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞান থেকে আহরিত ঐ সূত্রগুলিকে ব্যবহার করে প্রতিদিন যে নতুন নতুন বাস্তব সত্য ও ব্যাপার দেখা দিচ্ছে তাকে বিশ্লেষণ করতে তবে তাও তো এক ধরনের ছকই। ('চু শিউ-শিয়ার চিঠির জবাব', 'গিভিং দি শো এ্যাওয়ে' নামক রচনার পরিশিষ্টে সংযোজিত।)

৩। 'অপমানজনক উক্তি ছুঁড়ে মারা আর ভয়ভীতি প্রদর্শন করা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করা নয়' এটি ছিল ১৯৩২ সালে লেখা লু সুন-এর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম এবং **মিক্সড ডায়লেক্ট** নামক সংকলনের তা অন্তর্ভুক্ত। (লু সুন, **সম্পূর্ণ রচনাবলী**, চীনা সংস্করণ ১৯৫৭, পঞ্চম খণ্ড।)

৪। **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,** ইংরেজী সংস্করণ বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, মস্কো, ১৯৫, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৫। জর্জি ডিমিট্রভ, 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য', **নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা,** ইংরাজী সংস্করণ, লরেন্স এ্যাণ্ড উইসার্ট, লণ্ডন, ১৯৫১, পৃঃ ১১৬-১৭।

৬। ঐ, পৃঃ ১৩২-৩৩।

৭। ঐ পৃঃ ১৩৫।

৮। **দি দীপার** (The Dipper) হচ্ছে ১৯৩১-৩২ সালে চীনের বামপন্থী লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত একটি মাসিকপত্র। '**দি দীপার**-এর উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে' লেখাটি **দুটি হৃদয়** (Two Hearts) নামক রচনা সংকলনের

অন্তর্ভুক্ত। (লু সুন, **সম্পূর্ণ রচনাবলী**, চীনা সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড।)

৯। **কনফুসীয় উপদেশাবলী** (Confucian Analects), পঞ্চম খণ্ড, 'কুংয়ে চ্যাঙ।'

১০। হান য়ু (৭৬৮-৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন তাঙ বংশের রাজত্বকালের একজন বিখ্যাত চীনা লেখক। তাঁর প্রবন্ধ 'পণ্ডিতের মার্জনা ভিক্ষা' (The Scholar's Apologia)তে তিনি লিখেছিলেন, 'চিন্তাটি মাথায় ঢোকাতে পারলেই কাজটি হয়ে যায়, আর চিন্তা মাথায় না ঢুকলে কাজটি পণ্ড হয়ে যায়।'

সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে ইয়েনানের আলোচনা-সভায় প্রদত্ত ভাষণ

মে, ১৯৪২

ভূমিকা

২রা মে ১৯৪২

কমরেডগণ! আজকের আলোচনা-সভায় আপনারা আমন্ত্রিত হয়েছেন নিজেদের ধ্যানধারণার আদান-প্রদান করার জন্য এবং সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রের কাজ এবং সাধারণভাবে বিপ্লবী কাজকর্মের মধ্যেকার সম্পর্ক বিচার-বিবেচনা করার জন্য। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, বৈপ্লবিক সাহিত্য ও শিল্প যাতে বিকাশের ক্ষেত্রে সঠিক পথ গ্রহণ করতে পারে এবং আমাদের জাতীয় শত্রুকে উচ্ছেদ করার ও জাতীয় মুক্তির কর্তব্য সম্পাদনের কাজকে সহজ করে তোলার ব্যাপারে এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক কাজকর্মের অধিকতর ভালভাবে সাহায্য প্রদান করতে পারে।

চীনের জনগণের মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রামে রয়েছে বিভিন্ন ফ্রন্ট, তার মধ্যে রয়েছে কলমের ফ্রন্ট এবং বন্দুকের ফ্রন্ট, সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ও সামরিক ফ্রন্ট। শত্রুকে পরাজিত করার জন্য আমাদের প্রথমতঃ নির্ভর করতে হয় বন্দুকধারী সেনাবাহিনীর ওপর। কিন্তু শুধু এই বাহিনীই যথেষ্ট নয়; আমাদের অবশ্যই চাই একটি সাংস্কৃতিক বাহিনী, আমাদের নিজেদের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য তা একান্ত অপরিহার্য। ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে চীনে এই ধরনের একটি বাহিনী গড়ে উঠেছে এবং তা চীন বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে; সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সহায়তাকারী চীনের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মুৎসুদ্দি সংস্কৃতির আধিপত্যের এলাকাকে ক্রমে ক্রমে কমিয়ে এনেছে এবং তাদের প্রভাবকে দুর্বলতর করেছে। নতুন সংস্কৃতির বিরোধিতা করার সময় চীনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখন শুধু 'গুণের বিরুদ্ধে পরিমাণের বহর দেখাতে পারে।' অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রতিক্রিয়াশীলদের টাকা আছে, তাই যদিও তারা ভাল কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, তবু পুরোদমে চেষ্টা করে তারা ঝুড়ি ঝুড়ি পরিমাণ লেখা হাজির

করতে পারে। ৪ঠা মে আন্দোলন থেকে শুরু করে সাহিত্য ও শিল্প আমাদের সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর অঙ্গে পরিণত হয়েছে। দশ বছরের গৃহযুদ্ধকালে বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলনের বিরাট প্রসার ঘটেছে। এ আন্দোলন ও বিপ্লবী যুদ্ধ উভয়েরই গতি ছিল একই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে, কিন্তু এই ভ্রাতৃত্বমূলক দুটি বাহিনীকে তাদের বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে একত্রে সংযুক্ত করা যায়নি কারণ প্রতিক্রিয়শীলেরা তাদের একটিকে অন্যটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এটা খুবই ভাল কথা যে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে বেশি বেশি করে বিপ্লবী সাহিত্যিক ও শিল্পীরা ইয়েনানে ও আমাদের অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় আসছেন। কিন্তু তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় এসেছেন বলেই তাঁরা ইতিমধ্যে এখানকার জন-সাধারণের সঙ্গে নিজেদের পুরোপুরি একাত্ম করে তুলতে পেরেছেন। যদি আমাদের বৈপ্লবিক কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে এই দুটিকে পুরোপুরি অভিন্ন করে তুলতেই হবে। সাহিত্য ও শিল্প যাতে সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রের উপযুক্ত অংশ হিসেবে ভালভাবে খাপ খেয়ে যেতে পারে, যাতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করে তোলার ও শত্রুকে আক্রমণ করে খতম করার ব্যাপারে তা শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে এবং একমন-একপ্রাণ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা জনগণকে সাহায্য করতে পারে ঠিক ঠিকভাবে তা সুনিশ্চিত করাই আজকের আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে আমাদের কী কী সমস্যার সমাধান করতে হবে? আমাদের মনে হয় সমস্যাগুলি হচ্ছে লেখক ও শিল্পীদের শ্রেণীগত অবস্থান, তাঁদের মনোভাব, তাঁদের পাঠক-দর্শক, তাঁদের কাজ ও তাঁদের অধ্যয়নের সমস্যা।

শ্রেণীগত অবস্থানের সমস্যা। শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের অবস্থানই হচ্ছে আমাদের অবস্থান। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কাছে এর অর্থ হচ্ছে পার্টির অবস্থান, পাটির আদর্শ ও পার্টির নীতি রক্ষা করে চলা। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পীকর্মীদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যাঁরা এখনো ভুল করছেন এবং এই সমস্যার উপলব্ধি যাঁদের কাছে স্বচ্ছ নয়? আমি মনে করি, আছেন। আমাদের বহু কমরেডই সঠিক অবস্থান থেকে বারে বারে সরে গেছেন।

মনোভাবের সমস্যা। কোন ব্যক্তির অবস্থান থেকে কোন্ জিনিষের প্রতি তার কী মনোভাব হবে তা নির্ধারিত হয়। উদাহরণ হিসেবে, কাউকে তারিফ

করব, না, তার মুখোস খুলে দেব? এটি হচ্ছে মনোভাবের প্রশ্ন। কোন্ মনোভাবটি চাই? আমি বলব— চাই দুটিই। প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপারটা কাকে নিয়ে? তিন ধরনের লোক রয়েছে, শত্রুরা রয়েছে, যুক্তফ্রণ্টের আমাদের মিত্ররা রয়েছেন এবং আমাদের নিজস্ব লোকজনেরা রয়েছেন; এই শেষোক্তরা হলেন জনসাধারণ ও তাঁদের অগ্রবাহিনী। এই তিনটির প্রতিটির প্রতি আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। শত্রুদের অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও জনগণের অন্য সকল শত্রুদের বেলায় বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের কাজ হচ্ছে তাদের কপটতা ও নৃশংসতার স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া এবং সাথে সাথে তাদের অনিবার্য পরাজয়ের কথা দেখিয়ে দেওয়া যাতে করে তা জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনী ও জনগণকে দৃঢ়তা সহকারে একমন-একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করে ওদের উচ্ছেদসাধনে উৎসাহিত করবে। যুক্তফ্রণ্টে আমাদের বিভিন্ন মিত্রদের বেলায় আমাদের মনোভাব হবে যুগপৎ মৈত্রী ও সমালোচনার, আবার সেক্ষেত্রে থাকবে বিভিন্ন ধরনের মৈত্রী ও বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা। জাপানের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমরা তাদের সমর্থন করব ও তাদের যে-কোন সাফল্যকে আমরা প্রশংসা করব। কিন্তু প্রতিরোধ-যুদ্ধে যদি তারা সক্রিয় না থাকে তবে তাদের আমরা সমালোচনা করব। যদি কেউ কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরোধিতা করে এবং প্রতিক্রিয়ার পথ ধরে অধঃপতিত হতে থাকে, আমরা দৃঢ়ভাবে তাদের বিরোধিতা করব। ব্যাপক জনসাধারণের বেলায়, তাদের শ্রম ও তাদের সংগ্রাম, তাদের সেনাবাহিনী ও তাদের পার্টিকে নিশ্চয়ই আমরা প্রশংসা করব। জনগণেরও ভুলত্রুটি রয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর অনেকের মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া ধ্যানধারণা রয়ে গেছে, অন্যদিকে কৃষক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা রয়েছে; এই বোঝাগুলি ওদের সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। ধৈর্যসহকারে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে তাদের কাঁধের এই বোঝাগুলি ঝেড়ে ফেলে দিতে এবং তাদের নিজস্ব ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে তাদের সাহায্য করতে হবে যাতে করে তারা জোর কদমে এগিয়ে যেতে পারে। সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তারা নিজেদের নতুন ছাঁচে গড়ে তুলেছে বা তুলছে এবং আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকে এই প্রক্রিয়াটিকেই রূপায়িত করে তুলতে হবে। যতক্ষণ তারা তাদের ভুলভ্রান্তিকে নাছোড়বান্দা হয়ে আকড়ে থাকছে না, ততক্ষণ আমাদের দিক থেকে তাদের নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা উচিত হবে না

এবং তার ফল হিসেবে তাদের ভুলভ্রান্তি নিয়ে তাদের বিদ্রূপ করা বা তার চেয়েও খারাপ, তাদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করা উচিত হবে না। আমাদের লেখায় তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে, প্রগতিসাধন করতে, একমন-একপ্রাণ হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে, যা কিছু পিছিয়ে-পড়া তা ঝেড়ে ফেলে দিতে, যা কিছু বৈপ্লবিক তাকে বিকশিত করে তুলতে তাদের সাহায্য করা চাই এবং নিশ্চিতভাবেই তার বিপরীত করা তার উচিত নয়।

পাঠক ও দর্শকদের সমস্যা অর্থাৎ কাদের জন্য আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম রচিত হবে? শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও উত্তর এবং মধ্য চীনের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে এই সমস্যা কুওমিনতাঙ অঞ্চলের সমস্যার চেয়ে এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের আগের সাংহাই থেকে তা আরও ভিন্ন রকমের। সাংহাই যুগে, বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পের পাঠক ও দর্শক ছিলেন প্রধানতঃ ছাত্রদের, অফিস কর্মচারী ও দোকান-কর্মচারীদের একাংশ। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কুওমিনতাঙ এলাকায় আমাদের দর্শক পাঠকদের এই পরিধি আরও খানিকটা বেড়েছে কিন্তু এখনো তা মূলতঃ একই ধরনের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে কারণ ওখানকার সরকার শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পের সংস্রবে আসতে বাধা দিচ্ছে। আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে সাহিত্য ও শিল্পকর্মের পাঠক ও দর্শক হচ্ছেন শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও বিপ্লবী কর্মীবৃন্দ। ঘাঁটি অঞ্চলে ছাত্ররাও রয়েছে কিন্তু পুরানো ধরনের ছাত্রদের থেকে এরা ভিন্ন রকমের; তারা হয় আগেকার না হয় ভবিষ্যতের কর্মীবৃন্দ। সকল ধরনের কর্মীরা, সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা, কল-কারখানার শ্রমিকেরা ও গ্রামের কৃষকেরা সকলেই অক্ষরজ্ঞান লাভের পর বই ও খবরের কাগজ পড়তে চান, যাঁদের অক্ষরজ্ঞান নেই তাঁরা নাটক ও অপেরা দেখতে চান, ছবি ও চিত্রকলা দেখতে চান, গান গাইতে চান ও সঙ্গীত শুনতে চান; এঁরাই হলেন আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার দল। শুধু কর্মীদের কথাই ধরা যাক। মনে করবেন না যে তাঁরা সামান্য কয়েকজন মাত্র; তাঁদের সংখ্যা কুওমিনতাঙ এলাকায় প্রকাশিত যে-কোন বইয়ের পাঠক সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। ওখানে সাধারণতঃ একটি বই ছাপা হয় ২০০০ কপি মাত্র; আর যদি তার তিনটি সংস্করণও প্রকাশিত হয় তবু সব মিলিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৬০০০ কপি; কিন্তু ঘাঁটি এলাকাতে শুধু ইয়েনানেই দশ হাজারেরও বেশি লোক বই পড়েন। তাছাড়া তাঁদের অনেকেই আবার দীর্ঘ

দিনের পোড়-খাওয়া বিপ্লবী, দেশের নানা প্রান্ত থেকে তাঁরা এসেছেন এবং নানা জায়গায় কাজ করতে চলে যাবেন, সুতরাং তাঁদের ভেতর শিক্ষামূলক কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীরা খুবই ভাল কাজ করতে পারেন।

যেহেতু আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের পাঠক, দর্শক ও শ্রোতারা হচ্ছেন শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও তাঁদের মধ্যেকার কর্মীরা, সমস্যাটা তাই দাঁড়াচ্ছে তাঁদের ভাল করে বোঝার ও জানার। তাঁদের ভাল করে বুঝতে হলে ও জানতে হলে, বিভিন্ন ধরণের লোকেদের এবং পার্টি ও সরকারী সংগঠনের, গ্রামের ও কলকারখানার এবং অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে—কার বিভিন্ন বিষয়কে ভাল করে বুঝতে ও জানতে হলে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। আমাদের লেখক ও শিল্পীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? আমি বলব এই জানা ও বোঝার ব্যাপারে তাঁরা পিছিয়ে রয়েছেন, 'যে বীরের বীরত্ব দেখাবার জায়গা নেই' তাঁরা সেরকম রয়েছেন। জ্ঞানের অভাব বলতে কী বোঝাচ্ছে? বোঝাচ্ছে জনগণকে ভালভাবে না জানা। লেখক ও শিল্পীরা যাদের নিয়ে লেখেন বা যাদের জন্য লেখেন, তাদের সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান তাঁদের নেই; আসলে তাঁরা ওদের আদৌ চেনেনই না। তাঁরা শ্রমিক, কৃষক বা সৈনিকদের ভাল করে জানেন না এবং কর্মীদেরও ভাল করে জানেন না। বোঝার অভাব বলতে কি বোঝায়? ভাষা না বোঝা অর্থাৎ জনগণের সমৃদ্ধি, প্রাণবন্ত ভাষার সঙ্গেই পরিচয়ের অভাব। যেহেতু বহু লেখক ও শিল্পী জনগণের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান, স্বভাবতই জনগণের ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই। সুতরাং তাঁদের লেখার ভাষা যে শুধু নীরসই হয়ে পড়ে তাই নয়, তা প্রায়ই তাঁদের নিজেদের চয়ন করা অর্থহীন এমন সব কথা দিয়ে ভরা থাকে যা সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষারীতির বিপরীত। অনেক কমরেড 'একটি গণধারার' কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু এতে করে ঠিক ঠিক কী বোঝায়? তা এটাই বোঝায় যে আমাদের লেখক ও বিপ্লবীদের ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতিকে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে দিতে হবে। এই মিলন সাধন করতে হলে তাঁদের সততার সঙ্গে জনসাধারণের ভাষা শিখতে হবে। জনসাধারণের ভাষাই যদি আপনি অনেকখানি বুঝে উঠতে না পারেন তবে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির কথা আপনি কি করে বলবেন? 'বীরত্ব প্রদর্শনের স্থান-

হীন একজন বীর' বলতে আমরা এই কথাই বোঝাতে চাইছি যে বিরাট বিরাট সত্যের যে সঞ্চয় আপনি করেছেন জনগণ তা গ্রহণ করছে না। জনগণের সামনে যত বেশি করেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ বলে নিজেকে জাহির করুন না কেন, বা 'বীর' হিসেবে জাহির করুন না কেন, আপনি যত বেশি করে এইসব মাল জনগণের কাছে ফেরি করবেন তত কম তারা তা গ্রহণ করবে। আপনি যদি চান জনগণ আপনাকে বুঝুক, যদি আপনি জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যেতে চান তাহলে একটি দীর্ঘ এমনকি কষ্টসাধ্য পোড় খাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের মন স্থির করে ফেলতে হবে। আমার নিজের অনুভূতিগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। একজন ছাত্র হিসেবে জীবন শুরু করেছিলাম এবং স্কুলে ছাত্রদের চালচলনই রপ্ত করেছিলাম। সামান্য কায়িক শ্রম করাকে যেমন আমার যে সহপাঠি ছাত্ররা কোন কিছুই বয়ে নিয়ে যেতে পারত না সেই ছাত্রদের উপস্থিতিতে নিজের মালপত্রটুকু কাঁধে বা হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়াকে আমি তখন অমর্যাদাকর বলে মনে করতাম। ঐ সময়ে আমি মনে করতাম বুদ্ধিজীবিরাই হচ্ছেন এই পৃথিবীর একমাত্র পরিচ্ছন্ন লোক, আর তাঁদের তুলনায় শ্রমিক ও কৃষক অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। তাঁরা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এই বিশ্বাস থেকে অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের পোশাক পরতে আমার মনে লাগত না কিন্তু একজন শ্রমিক বা কৃষক নোংরা এই বিশ্বাস থেকে আমি তার পোশাক পরতে পারতাম না। তারপর যখন একজন বিপ্লবী হয়ে উঠলাম এবং শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে বসবাস করলাম, ধীরে ধীরে তাঁদের আমি ভাল করে চিনলাম এবং তাঁরাও আমাকে ভাল করে চিনলেন তখন এবং একমাত্র তখনই বুর্জোয়া শিক্ষালয়ে আমার মধ্যে যে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার মৌলিক পরিবর্তন আমি সাধন করেছি। আমি এ কথা অনুভব করলাম যে শ্রমিক ও কৃষকদের তুলনায় নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেননি এমন বুদ্ধিজীবীরা মোটেই পরিচ্ছন্ন নন এবং শেষ বিচারে শ্রমিক ও কৃষকেরাই হচ্ছে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন লোক, আর যদিও তাদের হাত কাদামাখা, পায়ে লেগে রয়েছে গোবর তবু তারা বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। অনুভূতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন বলতে, একটি শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তন বলতে এইটিই বোঝায়। যদি বুদ্ধিজীবীদের থেকে আগত আমাদের লেখক ও শিল্পীরা চান যে তাঁদের রচনা জনগণ ভালভাবে

গ্রহণ করুক তবে তাঁদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে ও তাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে। এইরকম একটা পরিবর্তন ও গড়াপেটা ছাড়া আর কিছুই তাঁরা ভালভাবে করতে পারবেন না ও বেখাপ্পা হয়েই থাকবেন।

সর্বশেষ সমস্যা হচ্ছে অধ্যয়নের সমস্যা; যা বলতে আমি বোঝাচ্ছি মার্কস—বাদ-লেনিনবাদ ও সমাজ সম্বন্ধে অধ্যয়ন। যিনি নিজেকে একজন বিপ্লবী লেখক বলে মনে করেন, বিশেষ করে যে লেখকেরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তাঁদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জ্ঞান থাকা চাই। এখন কিন্তু মার্কসবাদের মৌলিক ধারণা সম্পর্কেই কিছু কিছু কমরেডের অভাব রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কসীয় একটি মৌলিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে সত্তা চেতনাকে নির্ধারণ করে অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের বাস্তব পরিস্থিতিই আমাদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে নিধারণ করছে। কিন্তু আমাদের কিছু কমরেড বিষয়টিকে একেবারে উল্টো করে ফেলেন এবং এই ধারণা পোষণ করেন যে সবকিছুরই শুরু হওয়া চাই 'প্রেম' থেকে। এখন প্রেম সম্বন্ধে বলতে গেলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তো শুধু শ্রেণীগত প্রেমই থাকতে পারে; কিন্তু ঐ কমরেডরা শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রেমের, বিশুদ্ধ প্রেমেরই অন্বেষণ করছেন এবং একইভাবে তাঁরা বিশুদ্ধ স্বাধীনতা, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মানব প্রকৃতি ইত্যাদি ইত্যাদির অন্বেষণ করে চলেছেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক একান্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে রয়েছেন। তাঁদের এই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে এবং বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে হবে। লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্য ও শিল্পকর্মের সৃষ্টিগুলি অধ্যয়ন করবেন ঠিকই কিন্তু সকল বিপ্লবীকেই, লেখক ও শিল্পীরাও তা থেকে বাদ পড়ছেন না, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেই হবে। লেখক ও শিল্পীদের সমাজকে অধ্যয়ন করতে হবে অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে অধ্যয়ন করতে হবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নিজ নিজ অবস্থা, তাদের গড়ন ও তাদের মানসিকতাকেও অধ্যয়ন করতে হবে। এই সবকিছুকে যখন আমরা পরিষ্কারভাবে আয়ত্ত করতে পারব শুধু তখনই আমরা এমন সাহিত্য পাব যা বিষয়বস্তুতে হবে সমৃদ্ধ ও যাতে সঠিক পথের ছবি ফুটে উঠবে।

আজ আমি শুধু ভূমিকা হিসেবে সমস্যাগুলি তুলে ধরলাম; আমি আশা

করি এগুলি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আপনারা সকলেই আপনাদের অভিমত প্রকাশ করবেন।

উপসংহার

২৩ মে, ১৯৪২

কমরেডগণ! এই মাসে আমাদের আলোচনা-সভায় তিনটি অধিবেশন হয়েছে। সত্যের সন্ধানে আমরা যে উৎসাহপূর্ণ বিতর্ক চালিয়েছি তাতে পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত বহু কমরেড তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন, সমস্যাগুলিকে সামনে তুলে ধরেছেন এবং সেগুলিকে অনেক সুনির্দিষ্ট করে তুলেছেন। আমার বিশ্বাস, এতে করে আমাদের সমগ্র সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলন খুবই উপকৃত হবে।

কোন সমস্যা আলোচনাকালে আমাদের শুরু করতে হয় বাস্তব অবস্থা থেকে, কোন সংজ্ঞা থেকে নয়। প্রথমেই যদি আমরা পাঠ্যপুস্তক থেকে সাহিত্য ও শিল্পের সংজ্ঞা খুঁজে বের করি আর তারপর সেগুলিকে বর্তমান সাহিত্য ও শিল্পগত আন্দোলনের পথনির্দেশক মূলনীতি নির্ধারণের জন্য ও আজ যে বিভিন্ন অভিমত ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে সেগুলির বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তবে আমরা একটি ভুল পদ্ধতিই গ্রহণ করব। আমরা মার্কস-বাদী এবং মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে কোন সমস্যার বিচার করতে হলে বিমূর্ত কোন সংজ্ঞা থেকে নয়, আমাদের শুরু করতে হবে বাস্তব সত্য থেকে এবং এই বাস্তব সত্যের বিশ্লেষণের মধ্য থেকেই আমাদের পথনির্দেশক মূলনীতি, আমাদের কর্মনীতি ও কার্যসাধনের বিভিন্ন ব্যবস্থাদি খুঁজে বের করতে হবে। সাহিত্য ও শিল্পকর্ম সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রেও আমাদের একইভাবে চলতে হবে।

আজকের বাস্তব সত্যগুলি কী কী? আজকের বাস্তব সত্য হচ্ছে: চীন পাঁচ বছর ধরে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে আসছে; বিশ্বব্যাপী চলছে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধ; প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনের বড় বড় জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর দোদুল্যমানতা এবং জনগণের বিরুদ্ধে তাদের উদ্ধত দমননীতি; ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পের আন্দোলন—গত ২৩ বছর ধরে বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার বিরাট অবদান এবং তার বহুবিধ ভুলত্রুটি; অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর জাপ-বিরোধী গণ-তান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকা এবং এইসব সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ও এই ঘাঁটি এলাকা-

সমূহের শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক সাহিত্যিক ও শিল্পীর যোগদান ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের ও কুওমিনতাঙ এলাকার বাস্তব পরিবেশ ও কাজকর্মের ব্যাপারে এই উভয় দিক থেকেই লেখক ও শিল্পীদের মধ্যেকার বিভিন্নতা; এবং ইয়েনান ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে সাহিত্য ও শিল্পের সমস্যা প্রসঙ্গে উদ্ভূত বিতর্কিত বিষয়সমূহ। এইগুলি হচ্ছে প্রকৃত, অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য যার উপর ভিত্তি করেই আমাদের সমস্যাগুলির বিচার করতে হবে।

তাহলে সমস্যাটির মূল কথা কী? আমার মতে, মূলগতভাবে তা হচ্ছে জনগণের জন্য কাজ করার সমস্যা এবং কেমন করে জনগণের জন্য কাজ করব সেই সমস্যা। এই দুটি সমস্যার সমাধান না হলে অথবা যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক সেইভাবে না হলে, আমাদের লেখক ও শিল্পীরা তাঁদের পরিবেশ ও কাজে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারবেন না এবং ভেতর ও বাইরের একটানা অজস্র অসুবিধারই সম্মুখীন হবেন। আমার সমাপ্তিসূচক মন্তব্যগুলি এই দুটি সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আমি রাখব এবং প্রাসঙ্গিক কিছু সমস্যার ব্যাপারেও আমি দু-চার কথা বলব।

(১)

প্রথম সমস্যা হচ্ছে: কাদের জন্য সাহিত্য ও শিল্প?

মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে লেনিন, এই সমস্যার সমাধান বহু আগেই করেই গেছেন। বহু পূর্বে ১৯০৫ সালেই লেনিন অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে আমাদের সাহিত্য ও শিল্প 'সেবা করবে ...লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে।'[১] জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে সাহিত্য ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত কমরেডদের কাছে মনে হতে পারে এই সমস্যার তো ইতিমধ্যেই সমাধান হয়ে গেছে এবং এ নিয়ে আর আলোচনার কোন দরকারই নেই। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। অনেক কমরেডই পরিস্কার কোন সমাধান খুঁজে পাননি। ফলে তাঁদের অনুভূতি, তাঁদের রচনা, তাঁদের কাজকর্ম এবং সাহিত্য ও শিল্পের পথপ্রদর্শক মূলনীতির ব্যাপারে তাঁদের ধ্যানধারণায় অনিবার্যভাবে জনগণের ও তাঁদের বাস্তব সংগ্রামের প্রয়োজনের সঙ্গে কমবেশি অমিল থেকেই গেছে। অবশ্য, অসংখ্য সংস্কৃতিকর্মী, লেখক, শিল্পী ও অন্যান্য যেসব সাহিত্য ও শিল্প-কর্মী কমিউনিস্ট পার্টি এবং অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে মিলিতভাবে মুক্তির জন্য বিরাট সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, তার মধ্যে

খুব কম সংখ্যকই ব্যক্তিগত উন্নতির আশায় কাজ করছেন এবং এঁরা সাময়িক ভাবেই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যেকার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সাধারণ লক্ষ্যসাধণের জন্য উৎসাহভরে কাজ করে চলেছেন। এইসব কমরেড-দের ওপর নির্ভর করে, আমরা আমাদের সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, চারুকলায় ক্ষেত্রে আমরা বিরাট অগ্রগতি লাভে সমর্থ হয়েছি। এইসব লেখক ও শিল্পীদের অনেকেই তাঁদের কাজকর্ম শুরু করেছেন প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে; অন্যরা অনেকে যুদ্ধের আগেই বেশ কিছু বিপ্লবী রচনা লিখেছেন অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন এবং ব্যাপক জনসাধারণকে তাঁদের কার্যকলাপ ও রচনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করেছেন। তাহলে একথা কেন বলছি যে এই কমরেডদের 'মধ্যেও 'এমন কেউ কেউ রয়েছেন যাঁরা কাদের জন্য সাহিত্য ও শিল্প এই সমস্যার একটি পরিষ্কার সমাধানে উপনীত হতে পারেন নি? এ কথা কি ভাবা যায় যে এখনো এমন কেউ কেউ রয়েছেন যাঁরা মনে করেন বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প জনগণের জন্য নয়, শোষক ও অত্যাচারীদের জন্য?

বটেই তো, এমন সাহিত্য ও শিল্প রয়েছে যা হচ্ছে শোষক ও অত্যাচারী-দের জন্য। জমিদারশ্রেণীর জন্য যে সাহিত্য ও শিল্প তা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য ও শিল্প। চীনের সামন্ততান্ত্রিক শাসনকালে ঐটিই ছিল শাসকশ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্প। আজ পর্যন্ত ঐ সাহিত্য ও শিল্পের চীনে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য যে সাহিত্য ও শিল্প তা হচ্ছে বুর্জোয়া সাহিত্য ও শিল্প। লু স্থন যাঁর সমালোচনা করেছিলেন সেই লিয়াং শি-চিউর[২] মতো লোকেরা শ্রেণী-নিরপেক্ষ সাহিত্য ও শিল্পের কথা বলে থাকেন কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা বুর্জোয়া শিল্প ও সাহিত্যেরই পক্ষাবলম্বন করেন এবং প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্পের বিরোধিতা করেন। তাছাড়া এমন শিল্প ও সাহিত্য রয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করে—যেমন চৌ সো-জেন, চ্যাঙ জু-পিং[৩] ও তাদের মতো অন্যান্যদের রচনা হচ্ছে তার উদাহরণ যাকে আমরা বলি বিশ্বাসঘাতকদের শিল্প ও সাহিত্য। আমাদের কাছে সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে জনগণের জন্য, ওপরে বর্ণিত কোন গোষ্ঠীর জন্য নয়। আমরা বলেছি যে চীনের নতুন সংস্কৃতি বর্তমান স্তরে হচ্ছে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন ব্যাপক জনগণের সংস্কৃতি। আজ যা কিছু যথার্থভাবে জনসাধারণের তাকে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন হতে হবে। যা বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন তা কোনমতেই জনগণের জন্য হতে পারে না। স্বভাবতঃই

একই কথা খাটে নতুন সংস্কৃতির অংশ নতুন সাহিত্য ও শিল্পের বেলাতেও। চীনের ও বিদেশের অতীত যুগগুলি থেকে সাহিত্য ও শিল্পের যে সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার ও চমৎকার ঐতিহ্যগুলি বয়ে চলে আসছে তাকে আমরা গ্রহণ করব কিন্তু তার লক্ষ্য হওয়া চাই কিন্তু ব্যাপক জনগণের সেবা করা। অতীতের সাহিত্য ও শিল্পগত আঙ্গিকের ব্যবহার করতে আমরা নারাজ নই কিন্তু আমাদের হাতে পড়ে এইসব পুরানো আঙ্গিকগুলি নতুন বিষয়বস্তুতে নবরূপে ও নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে এবং জনগণের সেবায় বৈপ্লবিক উপাদান হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যাপক জনগণ তাহলে কারা? জনগণের ব্যাপকতম অংশ আমাদের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগ শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং আমাদের সাহিত্য ও শিল্প সবার আগে হচ্ছে বিপ্লবের নেতৃত্ব করছে যে শ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর জন্য। দ্বিতীয়তঃ, তা হচ্ছে বিপ্লবে আমাদের সবচেয়ে দৃঢ় মিত্র ও সংখ্যায় বিপুল সেই কৃষকদের জন্য। তৃতীয়তঃ, তা হচ্ছে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষককের জন্য অর্থাৎ বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান বাহিনী অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং জনগণের অপরাপর সশস্ত্র বাহিনীগুলির জন্য। চতুর্থতঃ, তা হচ্ছে শহুরে পেটি-বুর্জোয়া শ্রমজীবী জনগণ ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের জন্য কারণ এরা উভয়েই বিপ্লবে আমাদের মিত্র এবং আমাদের সঙ্গে এদের দীর্ঘস্থায়ী সহযোগীতা গড়ে তোলা সম্ভব। এই চার ধরনের লোকই হচ্ছে চীনা জাতীর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ, ব্যাপকতম জনগণ।

উল্লিখিত এই চার ধরনের জনগণের জন্যই আমাদের সাহিত্য ও শিল্প। তাদের সেবা করার জন্য আমাদের পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর নয় শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি-ভঙ্গিই গ্রহণ করতে হবে। আজ যে লেখকেরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে রয়েছেন তাঁরা যথার্থভাবে বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সেবাকরতে পারবেন না! তাঁদের উৎসাহ নিবদ্ধ রয়েছে মূলতঃ অল্পসংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ওপর। এটিই হচ্ছে মূল কারণ যার জন্য আমাদের কিছু কমরেড সঠিকভাবে 'কাদের জন্য?' এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। এ কথা বলে আমি কোন তত্ত্বের কথা বলছি না। তত্ত্বে বা কথায় আমাদের মধ্যে কেউই ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। আমি

বাস্তবে, কার্যক্ষেত্রে যা ঘটে তাই বলছি। বাস্তবে, কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কি পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি? আমি মনে করি, করেন। অনেক কমরেড বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সঙ্গে যোগদান করে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠার, জনসাধারণের বাস্তব সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার, জনগণকে রূপায়িত ও শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শনের পরিবর্তে, কমরেড এই বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রচিত্রণে ও তাদের দোষত্রুটির পক্ষে ওকালতি করতে বা সাফাই গাইতে ও এই পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের অধ্যয়ন ও তাদের মানসিকতার বিশ্লেষণেই তাঁদের অধিক মনোযোগ দিয়ে থাকেন। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে নিজেরা এসেছেন এবং নিজেরা বুদ্ধিজীবী বলেই অনেক কমরেড শুধু বুদ্ধিজাবীদের মধ্যে বন্ধু খুঁজে বেড়ান এবং তাঁদের অধ্যয়ন ও চরিত্রচিত্রণেই ব্যাপৃত থাকেন। এই অধ্যয়ন ও চরিত্রচিত্রণ সঠিক হতো যদি তাঁরা প্রলেতারীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা করতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন না বা সেটা তাঁরা পুরোপুরিভাবে করেন না। তাঁরা পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন ও এমন সব রচনা হাজির করেন যা পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীরই নিজস্ব অভিব্যক্তি এবং বহু সংখ্যক সাহিত্য ও শিল্পগত রচনায়ই এটা দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি এঁদের রয়েছে আন্তরিক সহানুভূতি যা এদের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ বা এমনকি প্রশংসা জ্ঞাপন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। অন্যদিকে এই কমরেডরা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সংশ্রবে অতি অল্পই আসেন, তাদের বোঝেন না বা তাদের অধ্যয়ন করেন না, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু খুঁজে পান না এবং ভালভাবে তাদের চিত্রও আঁকতে পারেন না; যখন এঁরা তাদের ছবি আঁকেন তখন পোশাক-আশাক তাঁদের শ্রমিকের মতো হলেও মুখটি হয়ে ওঠে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মতো। কিছু কিছু দিক থেকে তাঁরা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের এবং তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত কর্মীদের পছন্দ করেন, কিন্তু কিছু কিছু সময়ে দেখা যায় ওদের তাঁরা তেমন পছন্দ করেন না বা এমন কিছু কিছু দিক আছে যেদিক থেকে ওদের তাঁরা পছন্দ করেন না: যেমন, তাদের অনুভূতি, অথবা তাদের চাল-চলন বা তাদের নব-উন্মেষিত সাহিত্য ও শিল্প (তাদের দেওয়াল পত্রিকা, প্রাচীরচিত্র, লোকসংগীত, লোককথা ইত্যাদি) ওঁদের পছন্দ নয়। কোন কোন সময়ে এই জিনিসগুলি অবশ্য ওঁদের ভাল লাগে কিন্তু তাও অনেকটা

নতুনত্বেই খোঁজে, ওগুলি দিয়ে নিজেদের রচনার অঙ্গশোভা বাড়াবার জন্য বা তাঁদের অনগ্রসরতার প্রতীক হিসেবে কাজে লাগাবার জন্য। অন্য সময়ে ওঁরা খোলাখুলিই এই জিনিসগুলিকে হেয় জ্ঞান করেন এবং পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের এমনকি বুর্জোয়াশ্রেণীর জিনিসগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই কমরেডদের পা দুখানি আঁটকে আছে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বা আরও খানিকটা সুন্দর করে বললে বলতে হয় এখনো এঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলের সিংহাসনে সমাসীন হয়ে রয়েছে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা। তাই তাঁরা 'কাদের জন্য?' এই সমস্যার সমাধান এখনো করেননি বা পরিষ্কারভাবে তার সমাধান করে উঠতে পারেননি। এটা শুধু যাঁরা ইয়েনানে নতুন এসেছেন তাঁদের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; এমনকি যেসব কমরেড রণক্ষেত্রে ছিলেন, ঘাঁটি এলাকায় ও অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছেন তাঁদের অনেকেও এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে পারেননি। এ সমস্যার পুরোপুরি সমাধানের জন্য দীর্ঘ সময়ের, অন্ততঃ আট বা দশ বছরের, দরকার। কিন্তু যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক না কেন তার সমাধান আমাদের করতেই হবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ও পুরোপুরিভাবেই তার সমাধান করতে হবে। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীদের এই কর্তব্য সম্পাদান করতেই হবে এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন নিয়ে আসতেই হবে; তাঁদেরকে ধীরে ধীরে পা দুটিকে টেনে এনে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে রাখতে হবে, একেবারে তাঁদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, নিবিড় বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং মার্কসবাদ ও সমাজকে অধ্যয়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তা করতে হবে। শুধুমাত্র এই পথেই আমরা এমন একটি সাহিত্য ও শিল্প পাব যা সত্যসত্যিই শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের এবং যথার্থভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্প হবে।

'কার জন্য?' এই প্রশ্নটি একটি মৌলিক প্রশ্ন; একটি নীতিগত প্রশ্ন। অতীতে কিছু কিছু কমরেডদের মধ্যে যে বিতর্ক ও বিভিন্নতা, বিরোধিতা ও অনৈক্য দেখা দিয়েছিল তা ঐ মৌলিক নীতিগত প্রশ্ন প্রসঙ্গে নয় বরং তা দেখা দিয়েছিল গৌণ বা এমন কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যারা সঙ্গে নীতিগত কোন প্রশ্নের সম্পর্ক ছিল না। নীতিগত এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু বিরোধীয় দুই পক্ষের মধ্যে বিভিন্নতা প্রায় কিছুই নেই এবং তাঁদের মধ্যে প্রায় পরিপূর্ণ একমত লক্ষ্যিত হয়, কতক পরিমাণে দুটো পক্ষই শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের

হেয় দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং নিজেদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। আমি 'কতক পরিমাণে' বলেছি কারণ সাধারণভাবে বলতে গেলে ঐ কমরেডরা শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের হেয় দৃষ্টিতে দেখেন না বা নিজেদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন না, বা কুওমিনতাঙ ঠিক যেভাবে তা করে থাকে তা করেন না। তা সত্ত্বেও প্রবণতাটি রয়েছে। এই মৌলিক সমস্যার সমাধান না হলে, অন্যান্য সমস্যার সমাধান সহজ হবে না। উদাহরণ হিসেবে সাহিত্য ও শিল্প মহলগুলিতে সংকীর্ণতাবাদের কথাই ধরুন। এটিও একটি নীতিগত প্রশ্ন, কিন্তু সকীর্ণতাবাদকে তখনই শুধু নির্মূল করা যাবে যখন 'শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য!' 'অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর জন্য!' এবং 'জন-গণের মধ্যে চলুন!' ইত্যাদি শ্লোগানগুলিকে তুলে ধরা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা কাজে প্রয়োগ করা যাবে। অন্যথায় সংকীর্ণতাবাদের সমস্যা কোন সময়ই সমাধান করা যাবে না। লু স্যুন একবার বলেছিলেন:

> একটা যুক্তফ্রন্টের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি অভিন্ন লক্ষ্যের।... আমাদের ফ্রন্ট যে ঐক্যবদ্ধ নয় এই বাস্তব সত্য দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হইনি এবং কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্টির জন্য বা বস্তুতঃ শুধু নিজেদের জন্যই কাজ করছেন। আমরা সকলেই যদি শ্রমিক ও কৃষকজনসাধারণের সেবা করার লক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে অবশ্যই আমাদের ফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ হবে।[৪]

তখনকার সাংহাইতে এই সমস্যা ছিল; আজ চুংকিং-এও এই সমস্যা রয়েছে। ঐসব জায়গায় এই সমস্যাকে পুরোপুরি সমাধান করার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ শাসকেরা বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের দমনপীড়ন করে এবং তাঁদের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে যাওয়ার স্বাধীনতাও নেই। কিন্তু আমাদের এখানে অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্রিয় হওয়ার জন্য উৎসাহই দিয়ে থাকি, জনসাধারণের মধ্যে যাওয়ার জন্য এবং যথার্থ একটি বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির জন্য তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকি। সুতরাং আমাদের এখানে সমস্যাটি সমাধানের কাছাকাছি আসছে। কিন্তু সমাধানের কাছাকাছি আসা আর পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন সমাধান হয়ে যাওয়া তো এক কথা নয়। আমরা যেভাবে বলে আসছি সেভাবে মার্কসবাদ ও সমাজকে অধ্যয়ন

করতে হবে পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন সমাধানে ঠিক ঠিকভাবে উপনীত হওয়ার জন্য। মার্কসবাদ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সেই জীবন্ত মার্কসবাদকে যা জনসাধারণের জীবনে ও সংগ্রামে পালন করে একটি কার্যকর ভূমিকা, শুধু শব্দবদ্ধ মার্কসবাদ তা নয়। মুখের কথা থেকে মার্কসবাদকে বাস্তব জীবনে রূপান্তরিত করলে দেখা যাবে, সংকীর্ণতাবাদের আর স্থান থাকবে না। শুধু সংকীর্ণতাবাদের সমস্যারই যে সমাধান হবে তাই নয়, অন্য বহু সমস্যারও তাতে করে সমাধান হয়ে যাবে।

(২)

কাকে সেবা করতে হবে এই সমস্যার নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পর আমরা আসছি পরবর্তী সমস্যায়, কিভাবে সেবা করতে হবে। আমাদের কিছু কিছু কমরেডদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়: আমরা কি মান উন্নয়নের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করব, না জনপ্রিয়করণের প্রচেষ্টা করব?

অতীতে কিছু কিছু কমরেড কিছুটা বা বেশ গুরুতরভাবেই জনপ্রিয়করণকে ছোট করে দেখেছেন ও অবহেলা করেছেন এবং অযথা জোর দিয়েছেন মান উন্নয়নের ওপর। মান উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া উচিত কিন্তু একতরফাভাবে, বিশেষভাবে, অতিরিক্ত রকমে তা করা ভুল হবে। 'কাদের জন্য?' এই সমস্যার যে পরিষ্কার সমাধানের অভাবের কথা আমি এর আগে উল্লেখ করেছি—সেটি এই প্রসঙ্গেও দেখা যাচ্ছে। 'কাদের জন্য?' এই সমস্যার ব্যাপারে ঐ কমরেডরা পরিষ্কার ধারণার অধিকারী নন বলেই 'মান উন্নয়নের' ও 'জনপ্রিয়করণের' যে কথা তাঁরা বলেন সে সম্পর্কে কোন যথার্থ মানদণ্ড তাঁদের নেই এবং স্বভাবতঃই এই দুয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে তাঁরা বেশি করে ব্যর্থ হয়েছেন। যেহেতু আমাদের শিল্প ও সাহিত্য মূলতঃ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্য 'জনপ্রিয়করণ' বলতে বোঝায় শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া এবং 'মান উন্নয়ন' বলতে বোঝায় তাঁদের বর্তমান স্তরের উন্নতিসাধন করা। তাঁদের মধ্যে কোন্ জিনিস আমরা জনপ্রিয় করে তুলব? সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর যা প্রয়োজন এবং তারা যা সহজেই বরণ করে নেবে তা-ই কি আমরা জনপ্রিয় করব? বুর্জোয়াশ্রেণীর যা প্রয়োজন এবং তারা যা সহজেই বরণ করে নেবে তা-ই কি আমরা জনপ্রিয় করব? পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের যা প্রয়োজন এবং সহজেই তারা যা বরণ করে নেবে

তা-ই কি আমরা জনপ্রিয় করব? না, এর কোনটা দিয়েই হবে না। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের নিজেদের যা প্রয়োজন এবং তাঁরা সহজেই যা বরণ করে নেবেন শুধু তাকেই আমরা জনপ্রিয় করব। তারই জন্য শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের শিক্ষিত করে তোলার আগে তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের কাজটি করতে হবে। মান উন্নয়নের ব্যাপারে এটা আরও বেশি সত্য। একটা ভিত্তি চাই যার ওপর ভিত্তি করে উন্নয়ন করা যাবে। উদাহরণ হিসেবে এক বালতি জলের কথাই ধরুন; মাটি থেকে না হলে কোথা থেকে তাকে উঁচুতে তুলবেন? হাওয়ার মাঝখান থেকে? কোন্ ভিত্তি থেকে তাহলে শিল্প ও সাহিত্যকে উঁচুতে তুলতে হবে? সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলির ভিত্তি থেকে? বুর্জোয়াশ্রেণীর ভিত্তি থেকে? পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ভিত্তি থেকে? না, তার কোনটা থেকেই নয়; উন্নয়ন করতে হবে একমাত্র শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক-সাধারণের ভিত্তি থেকে। এ থেকে এটাও বোঝাচ্ছে না যে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সামন্তশ্রেণীগুলির, বুর্জোয়াশ্রেণীর বা পেটি বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীদের 'উচ্চতায়' তুলতে হবে; এর অর্থ হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্পের স্তরকে এগিয়ে যেতে হবে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকেরা নিজেরা যে পথে এগোচ্ছেন, যে পথ ধরে শ্রমিক-শ্রেণী এগিয়ে চলেছেন সেই পথ ধরে। এখানেও আবার শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের কর্তব্যটি এসে পড়ছে। একমাত্র শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের থেকে শুরু করলেই আমরা জনপ্রিয়করণ ও মান উন্নয়নের একটি সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে পারি এবং এ দুয়ের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক খুঁজে পেতে পারি।

শেষ বিচারে, সকল সাহিত্য ও শিল্পের উৎসটি কি? মতাদর্শের প্রকাশ হিসেবে সাহিত্য ও শিল্প কর্ম হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত একটা বিশেষ সমাজজীবনের চিত্র। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পী-দের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত জনগণের জীবনের চিত্র। জনগণের জীবন সবসময়ই সাহিত্য ও শিল্পের কাঁচামালের, একেবারে সহজাত স্বাভাবিক আকারের নীরেট কাঁচামালের খনি, কিন্তু একান্ত জীবন্ত, সমৃদ্ধ আর মৌলিক বিষয়বস্তুতে ভরা; এর কাছে তুলনামূলকভাবে সকল সাহিত্য আর শিল্পকেই বিবর্ণ বলে মনে হয়; তা হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্পের অফুরন্ত এক উৎসস্বরূপ, তাদের একমাত্র উৎস। তা একমাত্র উৎস, কেননা তার অন্য কোন উৎসই থাকতে পারে না। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, বই পুস্তকে, প্রাচীনকালের ও বিদেশের

সাহিত্য ও শিল্পে কি অন্য একটি উৎস পাওয়া যায় না? আসলে, অতীতের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম উৎস নয় বরং একটি স্রোতোধারা; তাঁদের সময়ে ও তাঁদের চারিপাশের জনগণের জীবনে যে সাহিত্য ও শিল্পগত কাঁচামাল পেয়েছিলেন তা দিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেগুলি সৃষ্টি করে গেছেন। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পগত উত্তরাধিকারে যা কিছু চমৎকার তাকে আমরা গ্রহণ করব, তার মধ্যে যা হিতকর তাকে বিচার-বিবেচনা করে আমরা নিজের করে নেব এবং সেগুলিকে আমাদের সময়ে ও আমাদের চারিদিকে জনগণের জীবনে যে সাহিত্য ও শিল্পগত কাঁচামাল পাচ্ছি তা থেকে রচনা সৃষ্টিকালে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করব। ঐরকম উদাহরণ আমাদের সামনে থাকা না থাকার পার্থক্য রয়েছে, সে পার্থক্য হচ্ছে অমার্জিতের ও মার্জিতের মধ্যেকার, শ্রীহীনতা ও শ্রীমণ্ডিত হওয়ার মধ্যেকার নীচু ও উঁচু স্তরের এবং মন্থরতা ও দ্রুততার মধ্যেকার পার্থক্য। সুতরাং, আমরা কোনমতেই প্রাচীনদের ও বিদেশীয়দের উত্তরাধিকারকে খারিজ করে দিতে বা তাঁদের কাজ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারি না, যদিও তা সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়াশ্রেণীসমূহেরই সৃষ্টি। উত্তরাধিকার গ্রহণ করা এবং সেগুলিকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা কোনমতেই আমাদের নিজস্ব সৃজনশীল রচনার স্থান দখল করতে পারে না; কোন কিছু দিয়েই তা করা সম্ভব নয়। প্রাচীনদের বা বিদেশীয়দের কাছ থেকে বিনা বিচারে হুবহু গ্রহণ করা বা নকল করা সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বন্ধ্যা ও ক্ষতিকর অন্ধতা। চীনের বিপ্লবী লেখকেরা ও শিল্পীরা, প্রতিশ্রুতিবান লেখক ও শিল্পীরা অবশ্যই জনগণের মধ্যে যাবেন, দীর্ঘকাল ধরে দ্বিধাহীনচিত্তে ও সর্বান্তঃকরণে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকসাধারণের মধ্যে যেতে হবে, যেতে হবে তাদের সংগ্রামের উত্তপ্ত মুহূর্তগুলিতে, যেতে হবে একমাত্র উৎসে, সবচেয়ে ব্যাপক ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ উৎসে নানা ধরনের সকল মানুষ, সকল শ্রেণী, সকল জনগণ, তাদের জীবন ও সংগ্রামের সকল রূপকে, সাহিত্য ও শিল্পের এই সকল কাঁচামালকেই পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও অধ্যয়ন করতে হবে। একমাত্র তখনই তাঁরা সৃষ্টিকর্মে অগ্রসর হতে পারেন। অন্যথায় রচনা করার মতো তাঁরা কিছু পাবেন না আর তাঁরা এক-একজন নকল সাহিত্যিক বা শিল্পী হয়ে উঠবেন, যা না হওয়ার জন্যই লু স্যুন তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে তাঁর পুত্রকে একান্তভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন।[৫]

যদিও মানুষের সমাজজীবনই সাহিত্য ও শিল্পের একমাত্র উৎস এবং বিষয়-

বৈচিত্র্যে অনেক বেশি জীবন্ত ও অনেক বেশি সমৃদ্ধ তবু জনগণ কিন্তু প্রতি-দিনের জীবন নিয়ে তৃপ্ত নয় তাই তারা সাহিত্য ও শিল্পও চায়। কেন চায়? চায় এই কারণে যে যদিও দুইটিই সুন্দর তবু সাহিত্য ও শিল্পে যে জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তা উচ্চতর পর্যায়ে অধিকতর আবেগসম্পন্ন, ঘনীভূত, বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, আদর্শের নিকটতর বলে তা প্রাত্যহিক জীবনের তুলনায় অনেক বেশি সার্বজনীন হয়ে ওঠে বা হয়ে ওঠা তার উচিত। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পকে বাস্তব জীবন থেকে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে এবং ইতিহাসকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে জনগণকে সাহায্য করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে. একদিকে রয়েছে ক্ষুধার জ্বালা, অবহেলা, ও অত্যাচার আর অন্যদিকে রয়েছে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ও নিপীড়ন। এই বাস্তব সত্য সর্বত্র রয়েছে আর মানুষের কাছে তা প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনা বলেই মনে হয়। সেই প্রতিদিনের ঘটনাকে নিয়ে লেখক ও শিল্পীরা তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন তার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামকে এবং এমন রচনা সৃষ্টি করেন যা জনগণকে জাগিয়ে দেয়, তাদের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে তোলে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের পরিবেশকেই পরিবর্তন করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এ রকম সাহিত্য ও শিল্প ছাড়া এই কাজ সুসম্পন্ন করা যাবে না বা ততখানি কার্য-করভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যাবে না।

সাহিত্য ও শিল্পকর্মের জনপ্রিয়করণ ও মান উন্নয়নের অর্থ কী? এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক কী? জনপ্রিয় রচনাগুলি সহজ, সরল এবং স্বাভাবিকভাবেই তা আজকের দিনের ব্যাপক জনগণের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য বলে বোধ হয়। উচ্চতর মানের রচনাগুলি অনেক বেশি সুচারুভাবে সম্পাদিত বলে তা রচনা করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য এবং সাধারণতঃ তত সহজে ও দ্রুত তা আজকের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে না। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সামনের সমস্যাটি হচ্ছে: তারা এখন শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত এবং দীর্ঘকালের বুর্জোয়াশ্রেণীসমূহের শাসনের পরিণতি হিসেবে তারা নিরক্ষর ও শিক্ষা-বঞ্চিত হয়ে রয়েছে, তাই তারা একান্ত আগ্রহভরে এমন জ্ঞানের আলো, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং শিল্পগত রচনা চাইছে যা তাদের জরুরী প্রয়োজন মেটাবে এবং যা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সহজ হবে যাতে করে তাদের সংগ্রামের প্রেরণা বাড়বে ও বিজয় সম্পর্কে আস্থা বাড়বে এবং একমন-একপ্রাণ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ও ঐক্য জোরদার হয়ে উঠবে। তাদের

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে 'বরফের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অগ্নি-উদ্দীপক জ্বালানির', 'বুটিদার রেশমি চাদরের শোভাবর্ধনের জন্য আরও ফুলের বাহারের' নয়। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে জনপ্রিয়করণটাই অনেক বেশি জরুরী প্রয়োজন। জনপ্রিয়করণকে ছোট করে দেখা বা অবহেলা করা ভুল হবে।

কিন্তু জনপ্রিয়করণ ও মান উন্নয়নের মধ্যে কোন বাঁধাধরা সীমারেখা টেনে দেওয়া যায় না। উচ্চতর মানের কিছু রচনাকে ঠিক এখনই যে শুধু জনপ্রিয় করে তোলা যায় তাই নয়, ব্যাপক জনগণের সাংস্কৃতিক মান অবিরাম উন্নত হয়ে উঠছে। জনপ্রিয়করণ যদি চিরকাল একই স্তরে পড়ে থাকে, একই জিনিস যদি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে পরিবেশন করা হতে থাকে, সেই 'ছোট রাখাল ছেলে'[৬] এবং সেই একই 'মানুষ, হাত, মুখ, ছুরি, গরু, ছাগলই' হাজির করা হতে থাকে তবে শিক্ষাদাতা আর ছাত্ররা একপক্ষ ছয় আর অন্যপক্ষ আধ ডজন হয়েই থেকে যাবেন না কি? এ ধরনের জনপ্রিয়করণের কোন মানে হয়? জনগণ জনপ্রিয়করণ দাবি করে এবং তারপর চায় উন্নততর মান। তারা মাসে মাসে বছরে বছরে উন্নয়নের প্রত্যাশা করে। এখানে জনপ্রিয়করণ হচ্ছে জনগণের জন্য জনপ্রিয়করণ আর মান উন্নয়ন জনগণের জন্যই মান উন্নয়ন। আর এই মান উন্নয়ন তো হাওয়ার মাঝখান থেকে হতে পারে না বা দ্বারবদ্ধ করে পেছন ফিরে হতে পারে না, উন্নয়ন হতে পারে প্রকৃত জনপ্রিয়করণকে ভিত্তি করেই। তা জনপ্রিয়করণকে দিয়েই নিরূপিত হয় এবং একই সঙ্গে জনপ্রিয়করণকে পথপ্রদর্শন করে। সামগ্রিকভাবে চীনে বিপ্লবের ও বিপ্লবী সংস্কৃতির বিকাশের স্তর অসমান এবং তাদের প্রসার ঘটছে ক্রমে ক্রমে। যখন একক্ষেত্রে জনপ্রিয়করণ দেখা যাচ্ছে এবং তারপর এই জনপ্রিয়করণকে ভিত্তি করে মান উন্নয়নের কাজ চলছে দেখা যাচ্ছে, তখন অন্যান্য জায়গায় হয়তো দেখা যাবে জনপ্রিয়করণই শুরু হয়নি। সুতরাং এক অঞ্চলে জনপ্রিয়করণকে উচ্চতর মানে নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য অঞ্চলে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং জনপ্রিয়করণের পথনির্দেশের ও মান উন্নয়নের কাজে তাকে সেখানে কাজে লাগানো যায় এবং এতে করে আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার অনেক ঝামেলার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে বৈদেশিক ভাল অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশেষতঃ সোভিয়েতের অভিজ্ঞতাকে আমাদের পথ চলার নির্দেশক হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। সুতরাং আমাদের দিক থেকে মান উন্নয়নের ভিত্তি হচ্ছে জনপ্রিয়করণ এবং মান উন্নয়নই জন-

প্রিয়করণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এই কারণেই মান উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হওয়া দূরে থাক, জনপ্রিয়করণের যে কাজের কথা আমরা বলছি তাই আমাদের মান উন্নয়নের কাজের ভিত্তি হতে পারে, যে মান উন্নয়নের কাজ আজ সীমাবদ্ধভাবে করছি তার ভিত্তি হতে পারে এবং ভবিষ্যতের অনেক বেশি ব্যাপক আকারে আমাদের মান উন্নয়নের কাজের আবশ্যকীয় শর্তগুলিও তা প্রস্তুত করে দিতে পারে।

সরাসরি ব্যাপক জনগণের এ ধংণের মান. উন্নয়ণের যেভাবে প্রয়োজন মেটানো হয়, তেমনি তাদের প্রয়োজন মেটানোর আরও একটি পরোক্ষ পথ রয়েছে, তা হচ্ছে আমাদের কর্মীদের প্রয়োজনীয় মান উন্নয়নের পথটি। কর্মী-বাহিনী হচ্ছেন জনগণের অগ্রসর বাহিনী এবং সাধারণভাবে তাঁরা বেশি লেখা-পড়া করেছেন, তাঁদের জন্য উন্নততর মানের সাহিত্য ও শিল্প একান্তভাবেই প্রয়োজন। এটা অবহেলা করা ভুল হবে। কর্মীবাহিনীর জন্য যা করা হয় তা পুরোপুরি জনগণের জন্যই কারণ একমাত্র কর্মীদের মাধ্যমেই আমরা জনগণকে শিক্ষিত ও পরিচালিত করতে পারব। এই লক্ষ্যের বিরুদ্ধে গেলে অর্থাৎ কর্মীবাহিনীকে আমরা যা দিই তা দিয়ে যদি তাঁরা জনগণকে শিক্ষিত ও পরিচালিত করতে না পারেন, তবে মান উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ অন্ধকারে গুলি ছোঁড়ার মতো হয়ে দাঁড়াবে ও ব্যাপক জনগণকে সেবা করার মূলনীতি থেকেই আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ব।

মোট কথা: বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের সৃষ্টিশীল শ্রমের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের থেকে পাওয়া কাঁচামাল সাহিত্য ও শিল্পে পরিণত হয়ে মতাদর্শগতরূপ লাভ করে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়। প্রাথমিক সাহিত্য ও শিল্পের ভিত্তিতে বিকশিত আরও অগ্রসর সাহিত্য ও শিল্পকেও এর মধ্যে ধরা হয়েছে এবং যা গড়ে উঠেছে জনগণের সেইসব অংশের প্রয়োজনে যাদের মান উন্নত হয়ে উঠেছে অথবা আরও সরাসরি বললে, তার প্রয়োজন জনগণের মধ্যেকার কর্মীদের জন্য। বিপরীত দিকে এর মধ্যে প্রাথমিক সাহিত্য ও শিল্পকেও ধরা হয়েছে যা অধিকতর অগ্রসর সাহিত্য ও শিল্পের দ্বারা পরিচালিত এবং বর্তমানে বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের দিক থেকে যা প্রাথমিক প্রয়োজন। অধিকতর অগ্রসর হোক বা প্রাথমিকই হোক আমাদের সকল সাহিত্য ও শিল্পই জনগণের জন্য এবং সর্বপ্রথমেই তার প্রয়োজন শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্য, এগুলি সৃষ্ট হয়েছে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্য এবং তাদের ব্যবহারের জন্যই।

মান উন্নয়ন ও জনপ্রিয়করণের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন মীমাংসার সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ ও জনপ্রিয় যাঁরা করবেন তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নেরও মীমাংসা করা যায়। আমাদের বিশেষজ্ঞরা শুধু কর্মীদের জন্যই নন, তাঁরা জনগণের জন্যও বটে এবং মুখ্যতঃ তাঁরা জনগণের জন্যই বটে। আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা জনগণের দেওয়াল পত্রিকাগুলির প্রতি নজর দেবেন, সেনাবাহিনীতে ও গ্রামে গ্রামে যে রিপোর্টগুলি লিখিত হবে তার প্রতি নজর দেবেন। নাটক সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা সেনাবাহিনী ও গ্রামগুলির ছোট ছোট নাটকের দলগুলির প্রতি নজর দেবেন। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা জনগণের গীত গানগুলির প্রতি নজর দেবেন। আমাদের চারুকলা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞরা জনগণের চারুকলার প্রতি নজর দেবেন। এই সকল কমরেডকেই জনগণের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য ও শিল্পকে জনপ্রিয় করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হবে। একদিকে তাঁদের জনপ্রিয়করণের কাজে সাহায্য দিতে হবে ও পরিচালনা করতে হবে এবং অন্যদিকে তাঁদের এইসব কমরেড-দের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং তাঁদের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে নিজেদেরকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। যাতে করে তাঁদের বিশেষজ্ঞতা 'গজদন্ত মিনার'-এর মতো জনগণ ও বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিষয়বস্তু-বিবর্জিত ও প্রাণহীন হয়ে না পড়ে। বিশেষজ্ঞদের আমাদের সম্মান করা উচিত কারণ তাঁরা আমাদের লক্ষ্যের দিক থেকে মূল্যবান। কিন্তু তাঁদের আমাদের বলে দিতে হবে যে কোন বিপ্লবী লেখক ও শিল্পী যদি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রাখেন, তাদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে রূপ না দেন এবং তাদের অনুগত মুখপাত্র হিসেবে সেবা না করেন তবে তাঁরা সার্থক কিছুই রচনা করতে পারবেন না। একমাত্র জনগণের পক্ষে কথা বলেই তিনি জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারতেন এবং তাদের ছাত্র হওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁরা তাদের শিক্ষক হয়ে উঠতে পারবেন। যদি তিনি নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন, 'নীচের তলার' প্রতি একজন অভিজাতের মতো হাবভাব দেখাতে থাকেন তবে তিনি যত প্রতিভাবানই হোন না কেন, জনগণের কোন প্রয়োজনেই তিনি লাগবেন না এবং তাঁর রচনারও কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না।

আমাদের মনোভাব কি উপাযোগিতাবাদী? বস্তুবাদীরা উপযোগিতাবাদ হলেই সাধারণভাবে তার বিরোধিতা করেন না, তাঁরা সামন্ত, বুর্জোয়া ও পেটি-

বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির উপযোগিতাবাদেরই বিরোধিতা করেন ; তাঁরা বিরোধিতা করেন সেই কপটাচারীদের যারা মুখে উপযোগিতাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলেও কার্যতঃ সবচেয়ে স্বার্থপর ও সংকীর্ণ উপযোগিতাবাদকেই বরণ করে নেন। পৃথিবীতে কোন 'মতবাদই' নেই যা উপযোগিতাবাদী ভাবনার উর্ধ্বে ; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উপযোগিতাবাদ একটা না একটা শ্রেণীর উপযোগিতাবাদই হতে পারে। আমরা হচ্ছি প্রলেতারীয় উপযোগিতাবাদী এবং জনগণের শতকরা নব্বই জনের অধিক সংখ্যক ব্যাপকতম জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বার্থের ঐক্য থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করি ; তাই আমরা হচ্ছি বিপ্লবী উপযোগিতাবাদী, আমাদের লক্ষ্য রয়েছে ব্যাপকতম ও সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের প্রতি, শুধু আংশিক ও আশু বিষয় নিয়ে মগ্ন সংকীর্ণ উপযোগিতাবাদী আমরা নই। যেমন ধরুন, আপনারা জনগণকে তাদের উপযোগিতাবাদের জন্য গালাগাল করেন অথচ আপনি আপনার নিজের প্রয়োজন অথবা কোন সংকীর্ণ গোষ্ঠির প্রয়োজনে বাজারে এমন একটি রচনা চালু করে দেন এবং জনগণের মধ্যে প্রচার করেন যা শুধু সামান্য কিছু লোকেরই মনোরঞ্জন করে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বলে মনে হয়, তবে আপনি যে শুধু জনগণকে অপমানই করবেন তাই নয়, আপনি আপনার অজ্ঞতাও প্রকাশ করবেন। একটি জিনিসকে তখনই শুধু ভাল বলা চলে যখন তা ব্যাপক জনগণের পক্ষে প্রকৃতই হিতকর হয়। আপনার রচনাটি 'বসন্তের তুষার'-এর মতো ভাল হতে পারে কিন্তু তা সাময়িকভাবে যদি মুষ্টিমেয় কিছু লোকেরই প্রয়োজন মেটায় এবং জনসাধারণ যদি 'গ্রাম্য গরিবের গানই'[৮] গেয়ে চলতে থাকে তবে তাদের মান উন্নয়নের চেষ্টা না করে শুধু তাদের গালাগাল দিয়ে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। তাই এখন আমাদের সামনে সমস্যা হচ্ছে 'বসন্তের তুষার' ও 'গ্রাম্য গরিবের গান'-এর মধ্যে, উচ্চতর মান ও জনপ্রিয়করণের মধ্যে একটা মিলন সাধন করা। এ ধরনের মিলন ছাড়া কোন একজন বিশেষজ্ঞের সর্বোচ্চ শিল্পকলাও সংকীর্ণতম অর্থে উপযোগিতাবাদী না হয়ে পারবে না ; আপনি ঐ শিল্পকে 'বিশুদ্ধ ও উঁচুদরের' বলে অভিহিত করতে পারেন কিন্তু তাতে শুধু আপনার নাম জাহির করাই হতে পারে, জনগণ তা গ্রহণ করবে না।

মৌলিক নীতিগত সমস্যাগুলির সমাধান করে ফেলার পর অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সেবা করার ও কিভাবে তাদের সেবা করা হবে সেসব সমস্যার সমাধান করে ফেলার পর অন্য যেসব সমস্যা থাকছে, যেমন জীবনের

উজ্জ্বল না অন্ধকার দিক নিয়ে লিখব এবং ঐক্যের সমস্যার সমাধান ইত্যাদি সহজেই হয়ে যাবে। এই মৌলিক নীতির ব্যাপারে প্রত্যেকেই যদি একমত হন তাহলে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের এবং সাহিত্য ও শিল্পগত কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত আমাদের সকল কর্মী, সকল স্কুল, প্রকাশনা সংস্থা ও সংগঠনগুলিকে এই নীতির প্রতি অনুগত থেকে কাজ করতে হবে। এই নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া ভুল হবে এবং এই নীতির বিপরীত কোন কিছু থাকলে তাকে উপযুক্ত ভাবে শুধরে নিতে হবে।

(৩)

যেহেতু আমাদের শিল্প হল ব্যাপক জনগণের জন্য, তাই আমরা পার্টির আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের সমস্যাগুলি নিয়ে, যেমন পার্টির সামগ্রিক কাজের সঙ্গে পার্টির সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ক কাজের সম্পর্ক নিয়ে এবং তার সাথে সাথে পার্টির বাইরে যারা আছে, যেমন এই ক্ষেত্রে পার্টি-বহির্ভূত যেমন লোক রয়েছে তাদের সঙ্গে পার্টির সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের কাজের সম্পর্কের অর্থাৎ সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।

প্রথম সমস্যাটি নিয়ে বিবেচনা করা যাক। আজকের পৃথিবীতে সকল সংস্কৃতি, সকল সাহিত্য ও সকল শিল্পই বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তি এবং বিশেষ রাজনৈতিক লাইন প্রচার করাই তার কাজ। শিল্পের জন্য শিল্প, শ্রেণী-স্বার্থের উর্ধ্বে অবস্থিত বা রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন ও স্বাধীন শিল্প বলে আসলে কিছুই নেই। প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে সমগ্র প্রলেতারীয় বিপ্লবী লক্ষ্যেরই একটি অংশ; লেনিনের ভাষায় তা হচ্ছে সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রেরই দাঁত ও চাকা।[১] সুতরাং পার্টির সমগ্র কাজকর্মের মধ্যে কোন একটি বিশেষ বিপ্লবী যুগে পার্টি কর্তৃক নিরূপিত বৈপ্লবিক কাজকর্মের আওতার মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে পার্টির কাজের একটি' সুনির্দিষ্ট ও সুনিরূপিত অবস্থান রয়েছে। এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করলে তা সুনিশ্চিতভাবেই দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদে নিয়ে যাবে এবং মূলতঃ তা ট্রটস্কির মতো দাঁড়াবে 'রাজনীতি মার্কসবাদী, শিল্প বুর্জোয়া' এই অবস্থানে। সাহিত্য ও শিল্পের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু তাদের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাও আমরা সমর্থন করি না। সাহিত্য ও শিল্প রাজনীতির অধীন কিন্তু তারা তাদের দিক থেকে রাজনীতির ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প

সামগ্রিক বৈপ্লবিক লক্ষ্যেরই একটি অংশ, তারই দাঁত ও চাকা এবং যদিও অন্যান্য কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশের তুলনায় তারা কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম জরুরী এবং গৌণ একটা অবস্থানের অধিকারী হলেও তা সমগ্র যন্ত্রের অপরিহার্য দাঁত ও চাকা এবং সমগ্র বিপ্লবী লক্ষ্যেরই তা অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যাপকতম ও একেবারে সাধারণ অর্থে সাহিত্য ও শিল্প বলতে যা বোঝায় তা যদি আমাদের না থাকত, তাহলে আমরা বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে যেতে ও বিজয় অর্জন করতে পারতাম না। এটা বুঝতে না পারা ভুল হবে। তাছাড়া যখন আমরা বলি যে সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে রাজনীতির অধীন, আমরা তখন শ্রেণীর রাজনীতি, জনগণের রাজনীতিকেই বোঝাই, তথাকথিত মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের রাজনীতিকে বোঝাই না। বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী যাই হোক না কেন, রাজনীতি হচ্ছে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর সংগ্রাম, তা মুষ্টিমেয় কজন ব্যক্তির কার্যকলাপ নয়। মতাদর্শ ও শিল্পগত ক্ষেত্রের সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামের অধীন থাকতে হয় এই জন্য যে একমাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়েই শ্রেণী ও জনগণের প্রয়োজন কেন্দ্রীভূত আকারে প্রকাশ পায়। বিপ্লবী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ যাঁরা বিপ্লবী রাজনীতির বিজ্ঞান ও প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন তাঁরা সোজা কথায় হচ্ছেন সেটি লক্ষ্য কোটি রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের অর্থাৎ জনসাধারণের নেতা। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে এই বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের অভিমত সংগ্রহ করা, সেগুলিকে বাছাই করা এবং সেগুলিকে পরিচ্ছন্ন আকারে জনসাধারণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং জনসাধারণই তখন সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করবে। সুতরাং তাঁরা সেই অভিজাত 'রাষ্ট্রনীতিজ্ঞবৃন্দ' নন যাঁরা দ্বার বন্ধ ঘরে বসে কাজ করেন আর ভাবেন দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানের তাঁরাই একমাত্র একচেটিয়া অধিকারী। এখানেই হচ্ছে নীতিগত দিক থেকে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রনীতি ও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া' রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের মধ্যেকার পার্থক্য। ঠিক এই কারণেই আমাদের সাহিত্য ও শিল্পগত রচনার রাজনৈতিক চরিত্র ও তাদের সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের মধ্যে পুরোপুরি ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। এটা বুঝতে না পারা এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও রাজনীতিজ্ঞদের হেয় প্রতিপন্ন করা ভুল হবে।

আসুন, এবার সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করা যাক। যেহেতু সাহিত্য ও শিল্প রাজনীতির অধীন এবং যেহেতু আজকের চীনের রাজনীতির মূল সমস্যা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধ, আমাদের পার্টির লেখক ও শিল্পীদের সর্বপ্রথম জাপানকে প্রতিরোধের এই প্রশ্নে সমস্ত পার্টি-বহির্ভূত লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে (পার্টির সমর্থক ও পেটি-বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীদের থেকে শুরু করে বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সমস্ত লেখক ও শিল্পী যাঁরাই জাপানকে প্রতিরোধ করার পক্ষপাতী তাঁদের সঙ্গে) ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রের প্রশ্নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ ব্যাপারে জাপ-বিরোধী লেখক ও শিল্পীদের একটা অংশ আমাদের সঙ্গে একমত নন, তাই অপরিহার্যভাবেই ঐক্যের পরিধি-এখানে কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধই হবে। তৃতীয়তঃ, সাহিত্য ও শিল্প জগতের নিজস্ব বিশেষ সমস্যার ব্যাপারে, সাহিত্য ও শিল্পের পদ্ধতি ও রচনারীতির প্রশ্নে তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; এখানেও যেহেতু আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পক্ষপাতী অথচ কিছু লোক এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত নন, তাই এক্ষেত্রেও আমাদের ঐক্যের পরিধি আরও সংকুচিত হবে। এই বিষয়ে একদিকে যেমন ঐক্য থাকছে, অন্যদিকে তেমনি থাকছে সংগ্রাম ও সমালোচনা। বিষয়গুলি একাধারে তাই পৃথক এবং পারস্পারিক সম্পর্কযুক্তও বটে যার ফলে যেসব বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে, যেমন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্নে, সেখানেও একই সময়ে সংগ্রাম ও সমালোচনার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। একটি যুক্তফ্রন্ট 'শুধুই ঐক্য এবং কোন সংগ্রাম নয়' আর 'শুধুই সংগ্রাম এবং কোন ঐক্যই নয়' এই দুটোই হচ্ছে অতীতে কিছু কমরেডদের অনুসৃত ভুল নীতি—একটি হচ্ছে দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণবাদ ও লেজুড়বৃত্তি এবং অন্যটি হচ্ছে 'বামপন্থী' বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ। এটি শিল্প ও সাহিত্য এবং রাজনীতি এই উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য।

চীনের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের যুক্তফ্রণ্টের শক্তিগুলির মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীরা হচ্ছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। যদিও তাঁদের চিন্তাভাবনা ও রচনার মধ্যে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে তবু তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে তাঁরা বিপ্লবেরই অনুকূলে এবং শ্রমজীবি জনগণের নিকটবর্তী। সুতরাং আমাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি যাতে তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন তার জন্য তাঁদের সাহায্য করা এবং শ্রমজীবী জনগণের সেবায় নিয়োজিত যুক্তফ্রণ্টে তাঁদের নিয়ে আসা।

(৪)

সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রধানতম একটি পদ্ধতি হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা। কমরেডগণ সঠিকভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তার বিকাশসাধন করা উচিত এবং এক্ষেত্রে আমাদের অতীতের কাজকর্ম যথেষ্ট নয়। সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা একটি জটিল প্রশ্ন, তার জন্য বিশেষ ধরনের প্রচুর অধ্যয়নের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমি শুধু সমালোচনার মানদণ্ডের মূল সমস্যা সম্পর্কেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। কিছু কমরেড যে কটি বিশেষ সমস্যা উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে এবং কয়েকটি ভুল ধারণা সম্পর্কে সংক্ষেপে আমার মন্তব্য রাখব।

সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচারের দুটি মানদণ্ডে রয়েছে—একটি রাজনৈতিক মানদণ্ড, অন্যটি হচ্ছে শিল্পগত মানদণ্ড। রাজনৈতিক মানদণ্ড অনুসারে যা কিছু ঐক্যের এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সহায়ক, যা জনগণকে একজন-একপ্রাণ হয়ে উঠতে উৎসাহিত করে, পিছিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করে এবং প্রগতির সহায়তা করে তাকেই ভাল বলব; অন্যদিকে যা কিছুই ঐক্যের পক্ষে ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষে হানিকর, যা জনগণের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের সৃষ্টি করে, প্রগতির বিরোধিতা করে এবং জনগণকে পিছনে টেনে রাখে তা-ই খারাপ। কি করে আমরা ভাল ও মন্দ বিচার করব—উদ্দেশ্য (ব্যক্তির মনোগত ইচ্ছা) বা তার পরিণতি (সামাজিক ফল) দিয়ে? ভাববাদীরা মনোগত উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেন এবং পরিণতিকে অবহেলা করেন, অন্যদিকে যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা পরিণতির ওপর জোর দেন এবং মনোগত উদ্দেশ্যকে অবহেলা করেন। এই দুয়ের থেকেই স্বতন্ত্রভাবে আমরা দন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা মনোগত উদ্দেশ্য ও পরিণতি এই দুয়ের মধ্যে ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে থাকি। জনগণকে সেবার মনোগত উদ্দেশ্য তাদের সম্মতি আদায়ের পরিণতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত; এ দুয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা প্রয়োজন। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে বা কোন ব্যক্তিকে সেবা করা ভাল নয়, আবার জনগণের সম্মতি অর্জনের ও তাদের হিতসাধনের দিকে না তাকিয়ে জনগণের সেবায় মনোগত উদ্দেশ্যে কিছু করাও ভাল নয়। একজন লেখক বা শিল্পীর মনোগত অভিপ্রায় বিচার করার সময় অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যটি সঠিক ও সৎ কিনা তা বিচার করার সময় আমরা তাঁর ঘোষণার ওপর নির্ভর করি না, সমাজে জনসাধারণের ওপর

তাঁর কাজের (প্রধানতঃ তাঁর রচনার) পরিণাম দিয়েই আমরা তা বিচার করি। মনোগত অভিপ্রায়ের বা উদ্দেশ্যের বিচারের মানদণ্ড হচ্ছে সমাজিক ব্যবহার ও পরিণাম। সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনায় আমরা কোন সংকীর্ণতা-বাদ চাই না, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যাপারে সাধারণ নীতিগত ঐক্য থাকলে আমরা সাহিত্য ও শিল্পগত রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক মনোভাব সহ্য করব। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের সমালোচনায় আমরা নীতির প্রতি দৃঢ় থাকব এবং যেসব সাহিত্য ও শিল্পগত রচনা জাতি, বিজ্ঞান, জনসাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী অভিমত প্রকাশ করবে সেগুলির আমরা কঠোর সমালোচনা করব এবং কোনমতেই তা মেনে নেব না কারণ এই তথাকথিত সাহিত্য ও শিল্পগত রচনা এমন এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও তা এমন এক পরিণতি সৃষ্টি করে যা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শিল্পগত মানদণ্ড অনুসারে উচ্চতর শিল্পগুণবিশিষ্ট সকল রচনাই ভাল বা তুলনামূলকভাবে ভাল. অন্যদিকে নিম্নতর শিল্পগুণ সম্পন্ন রচনাগুলি খারাপ বা তুলনামূলকভাবে খারাপ। এখানেও অবশ্য সমাজিক পরিণামকে হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। এমন লেখক ও শিল্পী কমই আছেন যিনি তাঁর নিজের রচনাকে সুন্দর বলে মনে করেন না এবং আমাদের সমালোচনা বিভিন্ন ধরনের শিল্পগত রচনার মধ্যে স্বাধীন প্রতিযোগিতা অনুমোদন করা উচিত। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বের বিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুসারে এই রচনাবলীকে সমালোচনা করাও একান্ত প্রয়োজনীয় যাতে করে নিম্নতর মানের শিল্পকে ধীরে ধীরে উন্নততর মানে সমুন্নত করা সম্ভব হয় এবং যে শিল্প ব্যাপক জনগণের সংগ্রামের চাহিদা পূরণ করে না তাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা যাতে তা সেই চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়ে ওঠে।

একটি হল রাজনৈতিক মানদণ্ড, আরেকটি হচ্ছে শিল্পগত মানদণ্ড; এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কী? রাজনীতিকে শিল্পের সমার্থক করা চলে না এবং একটি সাধারণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে শিল্পগত সৃষ্টি ও সমালোচনার পদ্ধতির সমার্থক করে তোলা চলে না। আমরা যেমন বিমূর্ত ও একান্ত অপরিবর্তনীয় একটি রাজনৈতিক মানদণ্ড বলে কিছু আছে মনে করি না, তেমনি বিমূর্ত ও একান্ত অপরিবর্তনীয় একটি শিল্পগত মানদণ্ড আছে বলেও মানি না; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিটি শ্রেণীরই নিজস্ব রাজনৈতিক ও শিল্পগত মানদণ্ড রয়েছে। কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সকল শ্রেণীই অপরিহার্যভাবে রাজনৈতিক মানদণ্ডকে

সর্বাগ্রে স্থান দেয় আর তারপর স্থান দেয় শিল্পগত মানদণ্ডকে। বুর্জোয়াশ্রেণী সবসময়ই প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্পের শিল্পগত যত উৎকর্ষই থাক না কেন তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। শ্রমিকশ্রেণীকে একইভাবে অতীত যুগের সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে বাছাই ক'রতে হবে এবং ঐতিহাসিকভাবে তাদের কোন প্রগতিশীল তাৎপর্য আছে কিনা এবং জনসাধারণের প্রতি তাদের মনোভাব বিচার করার পরই তাদের প্রতি নিজেদের মনোভাব নির্ধারণ করবে। কিছু কিছু রচনা যা রাজনৈতিকভাবে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল তাদের কিছু শিল্পগত উৎকর্ষ থাকতে পারে। বিষয়বস্তুতে বেশি বেশি প্রতিক্রিয়াশীল অথচ শিল্পগত উৎকর্ষের দিক থেকে উন্নততর—এমন রচনা জনগণের পক্ষে অধিকতর বিষময় এবং সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা তত বেশি করে প্রয়োজন। সকল শোষকশ্রেণীর অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্য ও শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তু ও তাদের শিল্পগত আঙ্গিকের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। আমরা চাই রাজনীতি ও শিল্পের মধ্যে ঐক্য, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে ঐক্য, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এবং সর্বোচ্চ সম্ভব নিখুঁত শিল্পগত আঙ্গিকের মধ্যেকার ঐক্য। যেসব শিল্পগত রচনায় শিল্পগুণের অভাব রয়েছে তা রাজনৈতিকভাবে যত প্রগতিশীলই হোক না কেন তা হয়ে পড়ে শক্তিহীন। সুতরাং ভুল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিল্প সৃষ্টির প্রবণতার আমরা যেমন বিরোধিতা করি, তেমনি 'পোস্টার ও শ্লোগানের কায়দায়' শিল্পসৃষ্টির প্রবণতা তা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তাতে শিল্পগত শক্তির অভাব থাকলে আমরা তার বিরোধিতা করি। সাহিত্য ও শিল্পসংক্রান্ত প্রশ্নে আমাদের দুই ফ্রন্টেই সংগ্রাম চালাতে হবে।

বহু কমরেডের চিন্তাভাবনায় এই দুটো ঝোঁকই দেখা যায়। অনেক কমরেড শিল্পগত কলাকৌশলের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাই শিল্পগত মানের উন্নয়নের ব্যাপারে মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। কিন্তু আমি দেখছি রাজনৈতিক দিকটিই এখন অধিকতর সমস্যা। কিছু কমরেডের প্রাথমিক রাজনৈতিক জ্ঞানেরই অভাব রয়েছে এবং তার ফলে নানারকমের ভ্রান্ত ধারণা এসে দেখা দিচ্ছে। ইয়েনানের কয়েকটি উদাহরণ আমি তুলে ধরছি।

'মানব-প্রকৃতি বিষয়ক তত্ত্ব।' মানব-প্রকৃতি বলে কিছু আছে কি?

নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা হচ্ছে একটি মূর্ত মানব-প্রকৃতি, বিমূর্ত মানব-প্রকৃতি বলে কিছু নেই। শ্রেণীসমাজে শ্রেণীচরিত্রসম্পন্ন মানব-প্রকৃতিই শুধু রয়েছে। শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থিত কোন মানব-প্রকৃতি নেই। আমরা শ্রমিকশ্রেণীর ও ব্যাপক জনগণের মানব-প্রকৃতিই তুলে ধরি, অন্যদিকে জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণী-গুলি তাদের নিজস্ব শ্রেণীগুলির মানব-প্রকৃতিকেই তুলে ধরে, শুধু তারা এ কথা কবুল করে না এই যা এবং তাকেই তারা একমাত্র সম্ভাব্য মানব-প্রকৃতি বলে জাহির করে। কিছু কিছু পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী যে মানব-প্রকৃতি হাজির করে তাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের বিরোধী ; তারা যাকে মানব-প্রকৃতি বলে অভিহিত করে তা আসলে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তাই তাদের কাছে প্রলেতারীয় মানব-প্রকৃতি তাদের কথিত মানব-প্রকৃতির পরিপন্থী। 'মানব-প্রকৃতি বিষয়ক যে তত্ত্বকে' ইয়েনানের কিছু লোক তাদের সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক তথাকথিত তত্ত্ব হিসেবে ঠিক এভাবেই হাজির করে, তা সম্পূর্ণভাবেই ভুল।

'সাহিত্য ও শিল্পের মূল উৎসই হচ্ছে প্রেম, মানবপ্রেম।' প্রেম তো অবশ্যই একটা উৎস হতে পারে কিন্তু তারচেয়ে বেশি কিছু রয়েছে। একটা ধারণা হিসেবে প্রেম বা ভালবাসা হচ্ছে বাস্তব ব্যবহারেরই প্রকাশ। মূলগতভাবে আমরা ধারণা থেকে শুরু করি না, শুরু করি বাস্তব ব্যবহার থেকে। আমাদের যে লেখক ও শিল্পীরা বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে এসেছেন তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে ভালবাসেন কারণ সমাজ তাঁদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণী একই সাধারণ ভাগ্যের অংশীদার। আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করি কারণ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের নিপীড়ন করে। কার্যকারণহীন প্রেম বা ঘৃণা বলে এই পৃথিবীতে একান্ত-ভাবেই কিছু নেই। তথাকথিত মানবপ্রেম সম্পর্কে বলা যায় মানব সমাজ যেদিন থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সেদিন থেকে ঐ ধরনের সর্বব্যাপ্ত প্রেম বলে কিছুই নেই। অতীতের সকল শাসকশ্রেণীগুলিই ঐটির প্রচারের অনুরাগী এবং অনুরূপভাবে বহু তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসী ও জ্ঞানীরা মানবপ্রেমের প্রচার করেছেন কিন্তু নিজেরা কেউই জীবনে কোনদিন সত্যিসত্যি তা আচরণ করেননি কারণ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে তা করা অসম্ভব। সমগ্র পৃথিবীতে শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির পরই যথার্থ মানবপ্রেম সম্ভব। শ্রেণীসমূহ সমাজকে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছে ;

শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির পরই সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেম দেখা দেবে, কিন্তু এখন নয়। আমরা শত্রুকে ভালবাসতে পারি না, আমরা সামাজিক অন্যায়কে ভালবাসতে পারি না, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সেগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া। এ তো সাধারণ বুদ্ধির কথা ; এটা কি করে হতে পারে যে আমাদের কিছু লেখক ও শিল্পীরা এখনো তা বুঝতে পারেন না ?

'সাহিত্য ও শিল্পকর্মে সর্বদাই উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকের ওপর আধা-আধি-ভাবে সমান জোর দেওয়া হয়।' এই বক্তব্যের মধ্যে তালগোল পাকানো ধারণা রয়েছে। সাহিত্য ও শিল্প সবসময় তা করেছে এটা সত্য নয়। বহু পেটি-বুর্জোয়া লেখক কোনদিনই উজ্জ্বল দিকটা আবিষ্কার করতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের রচনাতে শুধু অন্ধকার দিককেই উদ্ঘাটিত করেন এবং তাঁদের সাহিত্য 'স্বরূপ প্রকাশের সাহিত্য' বলেই পরিচিত। তাঁদের কিছু রচনা শুধু নৈরাশ্যই প্রচার করে এবং এই পৃথিবী সম্পর্কে ক্লান্তি প্রচারে তা বিশেষ পটু। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের যুগের সোভিয়েত সাহিত্য প্রধানতঃ উজ্জ্বল দিককেই চিত্রিত করে। তা কাজকর্মের ভুলভ্রান্তির বর্ণনাও করে এবং নেতিবাচক চরিত্রও অঙ্কিত করে, কিন্তু সমগ্র চিত্রের উজ্জ্বলতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য শুধু বিপরীত দিক হিসেবে ব্যবহারের জন্যই তা করা হয় এবং তা কোন-ক্রমেই তথাকথিত আধা-আধি ভিত্তিতে নয়। অবক্ষয়ের যুগের বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পরা বিপ্লবী জনগণকে নিছক জনতা হিসেবে এবং নিজেদের সাধুসন্ত হিসেবে চিত্রিত করেন এবং এভাবে উজ্জ্বলতা ও অন্ধকারকে একেবারে উল্টে দিয়েছেন। একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীরাই কাকে উচ্চে তুলে ধরতে হবে, না তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে এই সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারেন। যেসব অন্ধকারের শক্তি ব্যাপক জনগণের ক্ষতিসাধন করে তাদের মুখোস খুলে দিতে হবে এবং ব্যাপক জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকেই উচ্চে তুলে ধরতে হবে ; এই হচ্ছে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের মৌলিক কর্তব্য।

'সবসময়েই সাহিত্য ও শিল্পের কাজ হচ্ছে স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেওয়া।' আগেরটির মতো এই বক্তব্যও দেখা দিয়েছে ইতিহাসবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে। আমরা দেখিয়েছি সাহিত্য ও শিল্প কোনকালেই একমাত্র স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজ করেনি। বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের কাছে জনগণ কোন সময়ই স্বরূপ প্রকাশের বিষয় হতে পারে না, হতে পারে শুধু আক্রমণকারীরা, শোষকেরা, নির্যাতনকারীরা এবং জনগণের ওপর তারা যে কুপ্রভাব সৃষ্টি করে

শুধু সেইগুলি। জনগণের নিজেরও ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে যেগুলিকে জনগণের নিজেদের মধ্যেই সমালোচনা আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে দূর করে দিতে হবে এবং এ ধরনের আলোচনা ও আত্মসমালোচনা সাহিত্য ও শিল্পের পক্ষেও অন্যতম একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু কোনমতেই ও তাকে 'জনগণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেওয়া' বলা চলে না। জনগণের দিক থেকে প্রশ্নটা হচ্ছে, মূলতঃ শিক্ষা ও মান উন্নয়নের। একমাত্র প্রতিবিপ্লবীরাই জনগণকে 'জাতবোকা' এবং বিপ্লবী জনগণকে 'অত্যাচারী জনতা' হিসেবে চিত্রিত করে।

'এখনো এটা বিদ্রূপাত্মক রচনার সময় এবং লু স্যুন-এর রচনারীতির এখনো প্রয়োজন রয়েছে।' অন্ধকার শক্তিগুলির রাজত্বে বাস করে এবং বাক-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে লু স্যুন প্রবন্ধ আকারে জ্বলন্ত বিদ্রূপ ও হাড়-কাঁপানো ব্যঙ্গোক্তির ব্যবহার করে তাঁর সংগ্রাম চালিয়েছিলেন; এবং তিনি ঠিক কাজই করেছিলেন। আমরাও ফ্যাসিষ্টদের, চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের ও জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর সবকিছুকেই তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলব কিন্তু শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ও শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে যেখানে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণ-তান্ত্রিক অধিকার রয়েছে এবং প্রতিবিপ্লবীদের তা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে সেখানে প্রবন্ধ রচনারীতি নিছক লু স্যুন-এর মতো হওয়া উচিত নয়। এখানে আমরা আমাদের বক্তব্য উচ্চকণ্ঠে হাজির করতে পারি এবং রেখে-ঢেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলার যেখানে কোনই প্রয়োজন নেই তখন জনগণের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় এমনভাবে লেখার কোনই প্রয়োজন থাকে না। তাঁর 'ব্যঙ্গ রচনার যুগেও' লু স্যুন কোনমতেই বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবী পার্টিকে উপহাস বা আক্রমণ করেননি এবং এই নিবন্ধগুলি শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করে লিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাভঙ্গীর চেয়ে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ছিল। জনসাধারণের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা দরকার এ কথা আমরা এর আগেই বলেছি, কিন্তু এটা করার সময় আমাদের যথার্থভাবে জনগণের পক্ষই অবলম্বন করতে হবে এবং জনগণকে রক্ষা করার ও শিক্ষিত করে তোলার একান্ত আন্তরিক আগ্রহ থেকেই কথা বলতে হবে। কমরেডদের প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করার অর্থ হল শত্রুর পক্ষ নেওয়া। আমরা কি তাহলে ব্যঙ্গ করা বন্ধ করে দেব? না, তা দেব না। ব্যঙ্গ সবসময়ই প্রয়োজন। কিন্তু ব্যঙ্গ রয়েছে নানাধরনের, প্রতিটিতে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের প্রকাশ ঘটে; ব্যঙ্গ রয়েছে আমাদের শত্রুর

বিরুদ্ধে প্রয়োগের মতো, ব্যঙ্গ আছে আমাদের মিত্রদের প্রতি ব্যবহারের মতো এবং ব্যঙ্গ আছে আমাদের নিজেদের লোকজনদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের মতো। সাধারণভাবে ব্যঙ্গের আমরা বিরোধী নই। আমরা ব্যঙ্গের অপব্যবহারই শুধু বন্ধ করে দিতে চাই।

'প্রশংসা করতে হবে বা জয়গান গাইতে হবে এমন কোন কথা নেই, যাঁদের রচনা উজ্জ্বলতার দিকটিই তুলে ধরে তাই যে অতি অবশ্য মহৎ রচনা হবে এমন কোন কথা নেই এবং যাঁদের রচনা অন্ধকার দিকটি তুলে ধরে তাই যে অতি অবশ্য তুচ্ছ হবে এমনও কোন কথা নেই।' আপনি যদি একজন বুর্জোয়া লেখক বা শিল্পী হন, আপনি তো আর শ্রমিকশ্রেণীর জয়গান গাইতে যাবেন না, গাইবেন বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গান; আবার আপনি যদি শ্রমিকশ্রেণীর লেখক বা শিল্পী হন, আপনি তো আর বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গান গাইতে যাবেন না, গাইবেন শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের জয়গান: হয় এইটি হবে, না হয় হবে অন্যটি। বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়গানকারীদের রচনা হলেই তা অতি অবশ্য মহৎ হবে এমন কোন কথা নেই, আবার যাঁরা দেখাতে চান বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্ধকার দিকটি তাদের রচনাই যে অতি অবশ্য তুচ্ছ বিবেচিত হবে এমনও কোন কথা নেই। শ্রমিকশ্রেণীর জয়গান কারীদের রচনা অতি অবশ্য মহৎ নাও হতে পারে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর তথাকথিত 'অন্ধকার দিকের' বর্ণনাকারীদের রচনা তুচ্ছ বলে গণ্য হতে বাধ্য—সাহিত্য ও শিল্পের দিক থেকে এগুলি কি ইতিহাসের বাস্তব সত্য নয়? মানব ইতিহাসের স্রষ্টা জনগণের জয়গান আমরা করব না কেন? কেন আমরা শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট পার্টি, নয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জয়গান করব না? এক ধরনের লোক আছেন যাঁদের জনগণের লক্ষ্যের ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই এবং তাঁরা শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনীর সংগ্রাম ও বিজয়কে এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে শীতল দৃষ্টিতে উদাসভাবে শুধু দেখেই যান; যাতে তাঁদের উৎসাহ এবং যাদের জয়গান করতে তাঁরা অক্লান্ত তাঁরা হলেন নিজেরা এবং সম্ভবতঃ তাঁদের ক্ষুদ্র গণ্ডির কয়েকজন লোকেরা। অবশ্যই এই ধরনের পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিপ্লবী জনগণের কার্যকলাপ ও গুণাবলীর জয়গান গাইতে বা সংগ্রামে তাঁদের সাহস ও জয় সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে অনিচ্ছুক। এই ধরনের লোকেরা বিপ্লবীদের মধ্যেকার ঘুন পোকার মতো; এবং বিপ্লবী জনগণের জন্য এই 'গায়কদের' কোনই প্রয়োজন নেই।

'এটা কোন অবস্থানের প্রশ্ন নয়; আমার শ্রেণীগত অবস্থানটি ঠিকই আছে, আমার উদ্দেশ্য ভাল এবং ঠিকভাবেই সব বুঝতে পারছি, কিন্তু নিজেকে ভাল-ভাবে প্রকাশ করতে পারছি না, তাই ফলটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' আমি ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী অভিমতের ব্যাপারে বলেছি। আমি এখন জিজ্ঞেস করতে চাই, পরিণামের প্রশ্নটা কি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন নয়? যে লোক শুধুমাত্র নিজের অভিপ্রায় দিয়েই পরিচালিত এবং তার কাজ কী পরিণতি সৃষ্টি করছে তার খোঁজই করে না, সে হচ্ছে সেই ডাক্তারের মতো যিনি শুধু ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখেই খালাস কিন্তু কজন রোগী মারা গেল তার কোন খোঁজ নেওয়ারই দরকার মনে করেন না; অথবা ধরুন একটা রাজ-নৈতিক পার্টির কথা যা শুধু ফরমান জারী করেই সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু তা কার্যকর হল কিনা তার খোঁজ নেওয়ারই দরকার বোধ করে না, সে হচ্ছে তারই। মতো। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে—এটা কি একটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি? উদ্দেশ্য কি এক্ষেত্রে ভাল বলা চলে? অবশ্য আগে থেকে পরিণামের কথা ভেবে নিলেও ভুলভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু বাস্তব ঘটনা থেকে যখন দেখা গেল পরিণাম খারাপ হচ্ছে তখনো যদি কেউ সেই একই পুরানো পথ আঁকড়ে পড়ে থাকে তবে কি তার উদ্দেশ্যকে ভাল বলা চলে? একটি পার্টি বা একজন ডাক্তারকে বিচার করার সময় আমাদের তাকাতে হবে তাদের বাস্তব কাজকর্মের দিকে, তাদের কাজের পরিণতির দিকে। একজন লেখকের বিচারের বেলাতেও সেই একই কথা। যে ব্যক্তিটি যথার্থই সৎ অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত তিনি তাঁর কাজের পরিণতিকে অবশ্যই বিচার করে দেখবেন, অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করবেন এবং অনুসৃত পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখবেন অথবা সৃজনশীল রচনার ব্যাপারে প্রকাশভঙ্গিকে পর্যালোচনা করে দেখবেন। যে ব্যক্তিটি যথার্থই সৎ অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত তাঁকে তাঁর কাজকর্মের ভুলত্রুটির ও বিচ্যুতির চূড়ান্ত প্রাণখোলা সমালোচনা করতে হবে এবং এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে শুধরে নিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। ঠিক এই কারণেই কমিউনিস্টগণ আত্মসমা-লোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ। একমাত্র এ ধরনের গুরুতর ও দায়িত্বশীল বাস্তব প্রয়োগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কোনটি সঠিক অবস্থান তা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে এবং ক্রমে ক্রমে সেটিকে ভালভাবে আয়ত্ত করা যাবে। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ যদি এই পথে অগ্রসর না হয়, আর যদি সেই সহজ আত্মপ্রসাদে মশগুল হয়ে শুধু বলতে থাকে

যে সে 'সবকিছু ঠিকই বুঝেছ' তাহলে বুঝতে হবে আসলে সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

'আমাদের মার্কসবাদ অধ্যয়নের জন্য আহ্বান জানানোর অর্থ হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সৃজনশীল পদ্ধতির ভুলগুলিরই পুনরাবৃত্তি করা আর এতে করে আমাদের সৃজনশীল মেজাজেরই ক্ষতিসাধন করা হবে।' মার্কসবাদ অধ্যয়নের অর্থ হচ্ছে জগতের, সমাজের ও সাহিত্য এবং শিল্পের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করা; এর অর্থ আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ব্যাপারে দার্শনিক বক্তৃতামালা রচনা করা নয়। সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে বাস্তবতাকে সরিয়ে দিয়ে মার্কসবাদ তার স্থান পূরণ করে নেয় না যদিও তা এই ব্যাপারেও নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখে, ঠিক যেমন পদার্থবিদ্যার পারমাণবিক ও ইলেকট্রনিক তত্ত্বগুলির স্থান দখল না করেও তা এ ব্যাপারে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখে। ফাঁকা, শুকনো বিচারশূন্য গোঁড়া সূত্রগুলি সত্যিসত্যিই সৃজনশীল মেজাজকে ধ্বংস করে দেয়; শুধু তাই নয়; তা সবার আগে মার্কসবাদকেই ধ্বংস করে দেয়। বিচারশূন্য গোঁড়া 'মার্কসবাদ' মার্কসবাদ নয়, তা মার্কসবাদ বিরোধী। তাহলে মার্কসবাদ সৃজনশীল মেজাজকে ধ্বংস করে দেয় না কি? হাঁ, করে। তা নিশ্চিতভাবেই সামন্তবাদী, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া, উদারনীতিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী, নৈরাজ্যবাদী, শিল্পের জন্য শিল্পবাদী, অভিজাত, অবক্ষয়ী ও নৈরাশ্যবাদী এবং অন্যান্য যেসব 'সৃজনশীল' মেজাজ ব্যাপক জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচারী সেগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। প্রলেতারীয় লেখক ও শিল্পীদের দিক থেকে বলা যায়, এই ধরণের 'সৃজনশীল' মেজাজকে ধ্বংস করাই কি উচিত হবে না? আমি মনে করি, সেগুলি ধ্বংস করাই উচিত, একেবারে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত এবং এগুলিকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই নতুন কিছু রচিত হতে পারবে।

(৫)

এখানে যে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল, তা ইয়েনানের আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীমহলে বর্তমান রয়েছে। তা থেকে কী দেখা যায়? তা থেকে দেখা যায় যে আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মহলগুলিতে কাজকর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারা এখনো গুরুতর আকারে বর্তমান রয়েছে এবং আমাদের

কমরেডদের মধ্যে এখনো ভাববাদ, বিচারশূন্য গোঁড়ামি, ফাঁকা কল্পনাবিলাস ফাঁকা কথা, বাস্তব কাজকর্মের প্রতি বিরাগ এবং জনগণ থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি রয়েছে এবং এই সবগুলির বিরুদ্ধেই কার্যকর ও গুরুতর শুদ্ধিকরণ অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন।

এমন বহু কমরেড রয়েছেন যাঁরা শ্রমিকশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে যথেষ্ট পরিষ্কার নন। এমন বহু কমরেড আছেন যাঁরা শুধু সাংগঠনিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছেন কিন্তু তাঁরা পুরোপুরি ভাবে পার্টিতে যোগ দেননি, এবং মতাদর্শগত দিক থেকে তাঁরা পার্টিতে আদৌ যোগ দেননি। মতাদর্শগত দিক থেকে যাঁরা এখনো পার্টিতে যোগই দেননি তাঁরা তাঁদের মাথায় করে শোষকশ্রেণীসমূহের বহু আবর্জনা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ বা সাম্যবাদ বা পার্টি যে কি বস্তু সে সম্পর্কে আদৌ কোন ধারণাই তাঁদের নেই। 'শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ?' তাঁদের মতে 'সেই একই পুরাতন জিনিস মাত্র। তাঁরা জানেনই না যে এই জিনিসটা আয়ত্ত করা সহজ কর্ম নয়। তাদের কেউ কেউ সারা জীবনে সাম্যবাদের সামান্যতম ছিটেফোঁটাও অর্জন করবেন না এবং শেষ পর্যন্ত পার্টি ছেড়ে দেওয়াই হবে তাদের একমাত্র পরিণতি। সুতরাং, যদিও আমাদের পার্টি ও আমাদের নিজস্ব বাহিনীর অধিকাংশই সৎ এবং পরিচ্ছন্ন, তবু যদি আমরা অধিকতর কার্যকরভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে বিকশিত করে তুলতে চাই এবং তাকে দ্রুততর বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে চাই তবে সর্বপ্রকার গুরুত্ব সহকারে মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক দুই দিক থেকেই ব্যাপারগুলিকে সঠিকভাবে সমাধান করতে হবে। ব্যাপারগুলিকে সাংগঠনিকভাবে যথাযথ করে তুলতে হলে প্রথমেই আদর্শগত দিক থেকে তা করা দরকার হবে, অ-শ্রমিকশ্রেণীসুলভ মতাদর্শের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের দিক থেকে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ইয়েনানের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মহলগুলিতে ইতিমধ্যেই একটা আদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে এবং তার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আগত বুদ্ধিজীবীরা সবসময়ই সাহিত্য ও শিল্পগত মাধ্যম সহ যত রকমভাবে সম্ভব সকলভাবেই একগুঁয়ের মতো চেষ্টা করেন নিজেদের কথা হাজির করার জন্য ও তাঁদের মতামতগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁরা চান পার্টি ও গোটা দুনিয়াটাকেই তাঁদের নিজেদের আদলে গড়ে তুলতে। এরকম একটা

পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এইসব 'কমরেডদের' বেশ করে ঝাঁকুনি দিয়ে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া যে, 'এতে কোনই সুবিধে হবে না! শ্রমিক-শ্রেণী আপনাদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না; আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হবে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছেই আত্মসমর্পণ করা এবং পার্টি ও দেশের সমূহ সর্বনাশকেই ডেকে নিয়ে আসার ঝুঁকি নেওয়া।' কার কাছে তাহলে আমরা আত্মসমর্পণ করব? আমরা পার্টি ও দুনিয়াটাকে গড়ে তুলতে পারি একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর আদল অনুসারে। আমরা আশা করি, সাহিত্য ও শিল্প মহলের আমাদের কমরেডরা এই মহান বিতর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে যোগদান করবেন যাতে করে প্রতিটি কমরেড ত্রুটিমুক্ত হয়ে উঠতে পারেন এবং আমাদের সমগ্র বাহিনী যথার্থ ঐক্যবদ্ধ এবং আদর্শগত ও সংগঠনগত দিক থেকে সুসংহত হয়ে উঠতে পারে।

তাঁদের চিন্তার বিভ্রান্তির জন্য আমাদের অনেক কমরেড আমাদের বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল ও কুওমিনতাঙ অঞ্চলের মধ্যেকার পার্থক্যের মধ্যে একটি যথার্থ সীমারেখা টানতে তেমন সক্ষম নন, ফলে বহু ভুল তাঁরা করে বসেন। অনেক কমরেড সাংহাইয়ের চিলেকোঠাগুলি থেকে এখানে এসেছেন এবং ঐ চিলে-কোঠা থেকে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় চলে আসার মধ্য দিয়ে তাঁর শুধু একটা জায়গা থেকে আরেকটি জায়গাতেই যে এলেন তাই নয়, তাঁরা এর মধ্য দিয়ে একটা ঐতিহাসিক যুগ থেকে চলে এলেন আরেকটা ঐতিহাসিক যুগে। একটা সমাজ হচ্ছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক, বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ-বুর্জোয়াদের শাসনাধীন সমাজ, আর অন্য সমাজ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বা-ধীন বিপ্লবী নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ। বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে আসার অর্থ হচ্ছে এমন একটি যুগে প্রবেশ করা চীনের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব, এমন একটা যুগ যেখানে ব্যাপক জনগণই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী। এখানে আমাদের চারিদিকের লোকজন এবং আমাদের প্রচারের দর্শক, পাঠক ও শ্রোতারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতীতের যুগটির ইতি ঘটেছে, তা আর ফিরে আসবে না। সুতরাং, আমাদের কোন দ্বিধা না রেখে এই নতুন জনগণের সঙ্গে নিজেদের এক করে তুলতে হবে। আমি আগেই বলেছি এই নতুন জনগণের সঙ্গে বসবাস করতে গিয়ে কিছু কমরেডের এখনো 'জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব রয়েছে' এবং যদি তাঁরা 'নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র-

'বিহীন বীরপুরুষ' হয়েই থেকে যান, তবে তাঁদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে ; শুধু যখন তাঁরা গ্রামে যাবেন তখনই নয়, ঠিক এই ইয়েনানেই তাঁদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে। কিছু কিছু কমরেড ভাবতে পারেন, 'বেশ তো, তাহলে আমি "বিশাল পশ্চাদ্বর্তী এলাকার"[১০] পাঠকদের জন্যই বরং লিখে চলি ; এই কাজটা আমার ভালই জানা এবং তার একটা "জাতীয় তাৎপর্যও" রয়েছে।' এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বিশাল পশ্চাদ্বর্তী এলাকাটিও পরিবর্তিত হচ্ছে। ঐখানকার পাঠকেরা প্রত্যাশা করেন বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার লেখকেরা তাঁদের নতুন মানুষ ও নতুন দুনিয়া সম্পর্কে বলবেন—সেই একই পুরানো কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের ক্লান্ত করে তুলবেন না। সুতরাং, যত বেশি করে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার জনগণের জন্য রচনা রচিত হবে, তার জাতীয় তাৎপর্য ততই বেশি হবে। ফাদায়েভ-এর **বিরাট পতন** (The Debacle)[১১] বইখানিতে ছোট একটি গেরিলা দলের কথাই বলা হয়েছে এবং পুরানো দুনিয়ার পাঠকদের মনোরঞ্জনের বিষয় বিতরণের কোন বাসনাই তার ছিল না ; তবু এই বইখানি বিশ্বব্যাপী প্রভাব সঞ্চার করেছে। অন্ততঃ চীনে তার প্রভাব খুবই বিপুল এ কথা আপনারা জানেন। চীন সামনে এগিয়ে চলেছে, পেছনে পিছিয়ে সে যাচ্ছে না, এবং কোন পশ্চাৎপদ, প্রগতিবিমুখ অঞ্চল নয়, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলই চীনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটাই হচ্ছে মূল কথা যা সবচেয়ে আগে শুদ্ধিকরণ আন্দোলনে আমাদের কমরেডদের বোঝা চাই।

যেহেতু নতুন যুগের সাথে ব্যাপক জনগণের একাত্মতা সাধন অপরিহার্য তাই ব্যক্তির সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধান হওয়া প্রয়োজন। লু স্যুন-এর এই কবিতাংশটি আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক :

হেলাভরে আমি উপেক্ষা করি হাজার অঙ্গুলি নির্দেশের,
নতমস্তকে বলদের মতো সেবা করে যাই শিশুদের।[১২]

'নির্দেশের হাজার অঙ্গুলি' বলতে আমাদের শত্রুদের বোঝানো হচ্ছে এবং তারা যত হিংস্রই হোক না কেন, কোনমতেই আমরা তাদের কাছে মাথা নত করব না। 'শিশুরা' এখানে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের প্রতীক। সকল কমিউনিস্ট, সকল বিপ্লবী ও সকল সাহিত্য ও শিল্পকর্মীকেই লু স্যুন-এর দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের কাছে

'বলদের' মতো হতে হবে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ তাঁদের জন্য কাজ করে যেতে হবে। যেসব বুদ্ধিজীবী জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে চান, জনগণের সেবা যাঁরা করতে চান, তাঁদের এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে যাতে তাঁরা এবং জনগণ একে অপরকে ভাল করে জানতে পারেন। এই প্রক্রিয়া বহু যন্ত্রণা ও নানা সংঘাতে ভরে উঠতে পারে বা একান্তভাবেই ভরে উঠবে, কিন্তু যদি আপনি সংকল্পে অবিচলিত হন তবে এই প্রয়োজন পূরণ করতে আপনি সমর্থ হবেন।

আজ আমি আমাদের সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলনের মৌলিক গতিধারা নির্ধারণের কয়েকটি সমস্যা নিয়েই শুধু আলোচনা করেছি, সুনির্দিষ্ট আরও যেসব প্রশ্ন বাকী রয়ে গেল তা নিয়ে আরও অনুশীলন প্রয়োজন। আমার স্থিরবিশ্বাস আছে যে এখানে সমবেত কমরেডরা নির্দেশিত পথ ধরে এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি, শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যয়ন ও পরবর্তী কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যে এবং আপনাদের রচনাসমূহের ক্ষেত্রে রূপান্তর নিয়ে আসবেন এবং এমন অনেক চমৎকার রচনা সৃষ্টি করবেন যা ব্যাপক জনগণের উষ্ণ সম্বর্ধনায় ধন্য হবে, বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় ও সমগ্র চীনে সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলনকে আপনারা নিশ্চয়ই গৌরবময় নতুন এক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারবেন।

টীকা

১। ভি. আই লেনিন: 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' দেখুন; ঐ লেখায় লেনিন প্রলেতারীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন:

এ হবে একটি স্বাধীন সাহিত্য, কেননা লোভ বা আত্মোন্নতি নয়, বরং সমাজতন্ত্রের ধারণা ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি নিত্যনতুন শক্তি-সমূহকে এই বাহিনীতে টেনে নিয়ে আসবে। এ হবে একটি স্বাধীন সাহিত্য কেননা তা কোন পরিতৃপ্তা বীরাঙ্গণার বা 'উপরতলার দশ হাজার' বিরক্ত, তৈল সিঞ্চিত অধঃপতিত ভুঁড়িদারদের সেবা করবে না, সেবা করবে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে—দেশের ফুলগুলিকে, দেশের শক্তি ও তার ভবিষ্যৎকে। এটা হবে একটা স্বাধীন সাহিত্য যা মানবসমাজের বিপ্লবী

চিন্তাধারাকে **সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর** অভিজ্ঞতা ও **জীবন্ত কার্যকলাপের** দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলবে (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অর্থাৎ আদিমকাল থেকে উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্রের নানাবিধ কাল্পনিক রূপগুলিকে বিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতাদানের) অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অভিজ্ঞতার (অর্থাৎ শ্রমিক কমরেডের বর্তমান সংগ্রামের অভিজ্ঞতার) মধ্যে চিরস্থায়ী পারস্পরিক প্রভাব সঞ্চারের ব্যবস্থা করবে। (লেনিন: **সংকলিত রচনাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬২, দশম খণ্ড, পৃঃ ৪৮-৪৯।)

২। লিয়াং শি-চিউ হচ্ছেন প্রতিবিপ্লবী ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট পার্টির একজন সদস্য; দীর্ঘকাল সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল আমেরিকান বুর্জোয়া ধ্যানধারণার তিনি প্রচার করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিপ্লবের বিরোধিতা করেন এবং বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পকে নিন্দা করতেন।

৩। চৌ সো-জেন ও চাঙ জু-পিং ১৯৩৭ সালে সাংহাই ও পিকিং জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পর জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিল।

৪। লু সুন: 'বামপন্থী লেখকসংঘ সম্পর্কে আমার ধারণা', **দুটি হৃদয়, সম্পূর্ণ রচনাবলী**, চীনা সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

৫। **আধা-স্বাধীন একটা অঞ্চলের কোন একটি চিলেকোঠায় বসে লিখিত প্রবন্ধাবলীর শেষ সংকলন**, চীনা সংস্করণ ৬ষ্ঠ খণ্ডের 'সং-যোজনীর' অন্তর্ভুক্ত 'মৃত্যু' নামক লু সুন-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬। 'ছোট রাখালছেলে' একটি জনপ্রিয় চীনা লোকনাট্য যাতে প্রয়োজন হয় মাত্র দুজন পাত্রপাত্রীর; একটি রাখালছেলে ও একটি গ্রাম্য বালিকার; ওরা গানে গানে প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে অভিনয় করে থাকে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম দিকে নতুন কথা ও বিষয়বস্তু ব্যবহার করে এই নাট্য-রীতিকে জাপ-বিরোধী প্রচারণার কাজে লাগানো হয় এবং দর্শকসাধারণের মধ্যে তা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

৭। এই ছয়টি শব্দ লেখার জন্য ব্যবহৃত চীনা হরফগুলি খুবই সহজে লেখা যায়, শুধু কটি রেখা টানলেই চলে এবং প্রাচীনকালের প্রথম পাঠের বইয়ে এইগুলিই সাধারণভাবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হতো।

৮। 'বসন্তের তুষারপাত' ও 'গ্রাম্য গরিবের গান' খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের চু রাজত্বের সময় এই গানগুলি গাওয়া হতো। প্রথম গানটির সুর দ্বিতীয়টির

তুলনায় উচ্চস্তরের। রাজকুমার চাও মিং-এর **গদ্য ও পদ্য সংগ্রহের** বইয়ে 'রাজা চু-এর প্রতি সুং য়ুর জবাব'—গল্পটি যেভাবে কথিত হয়েছে তা হল এই যে চু রাজ্যের রাজধানীতে যখন কেউ 'বসন্তের তুষারপাত' গানটি গাইত তখন মাত্র কয়েক জন লোক যোগ দিত কিন্তু গ্রাম্য গরিবের গান গাওয়ার সময় হাজার হাজার মানুষ যোগ দিত।

৯। ভি. আই. লেনিনের 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' দেখুন: 'সাহিত্যকে নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের একটি **অংশ** হতে হবে। তাকে হতে হবে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিকভাবে সচেতন অগ্রবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত এক অখণ্ড মহান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক যন্ত্রের "খাঁজ এবং স্ক্রু"।' (লেনিন: **সংকলিত রচনাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫২, দশম খণ্ড, পৃঃ ৪৫।)

১০। প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম চীনের কুওমিনতাঙ নিয়ন্ত্রণাধীন যে বিশাল অঞ্চল আক্রমণকারীরা দখল করে নেয়নি তাকে বলা হতো বিশাল পশ্চাদ্‌ভূমি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন শত্রুর যুদ্ধরেখার পশ্চাদ্‌বর্তী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলকে পৃথক করে বলা হতো 'ক্ষুদে পশ্চাদ্‌ভূমি'।

১১। **বিরাট পতন** (The Debacle) বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক আলেকজাণ্ডার ফাদায়েভ-এর লিখিত একটি উপন্যাস। লু সুন এই উপন্যাসটি চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই উপন্যাসে শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত একটি সশস্ত্র বাহিনী সাইবেরিয়ায় সোভিয়েত গৃহযুদ্ধের সময় কিভাবে প্রতিবিপ্লবী দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল তার বর্ণনা করা হয়েছে।

১২। এই কবিতাংশটি লু সুন-এর 'নিজেকে বিদ্রূপ করে' নামক লেখা থেকে নেওয়া; **সংগ্রহের বাইরে সংগ্রহ**-তে তা রয়েছে। **সংকলিত রচনাবলী**, চীনা সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন'[১] এই কর্মনীতিটি উপস্থাপনের সময় থেকে বহু জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলেই পার্টি সংগঠনগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে তা কাজে প্রয়োগ করছে অথবা তা কাজে প্রয়োগ করার পরিকল্পনা করছে। শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান সীমান্ত অঞ্চলে নেতৃস্থানীয় কমরেডরা এই কাজ যথার্থভাবেই হাতে নিয়েছেন এবং 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতার প্রশাসন'—এর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। কয়েকটি ঘাঁটি অঞ্চলে কিন্তু কমরেডরা তত বেশি গুরুত্ব সহকারে এ কাজের চেষ্টা করছেন না তার কারণ হচ্ছে এই কর্মনীতির গুরুত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁদের অসম্পূর্ণতা রয়েছে। তাঁরা এখনো বুঝতে পারছেন না যে এটা কিভাবে বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির অন্যান্য কর্মনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বা এটা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি তা-ই বুঝতে পারেননি। **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকাতে এর আগেও কয়েকবার এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এবং এখন আমরা তা নিয়ে আরও ব্যাখ্যা হাজির করতে চাই।

পার্টির সকল কর্মনীতির লক্ষ্য হচ্ছে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা। পঞ্চম বছরের পর থেকে প্রতিরোধ-যুদ্ধ কার্যতঃ বিজয়ের সংগ্রামের চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করেছে। এই স্তরে অবস্থাটি যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের অবস্থার চেয়ে পৃথক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের অবস্থার চেয়েও পৃথক। যুদ্ধের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বছরের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, একদিকে বিজয় নিকটবর্তী হচ্ছে, অন্যদিকে সামনে দেখা দিচ্ছে অত্যন্ত সুকঠিন বাধাবিপত্তি; অন্য কথায় বলা যায়, আমার 'ঊষালগ্নের পূর্বেকার অন্ধকারে' রয়েছি। ফ্যাসি-বিরোধী সকল দেশেই বর্তমান স্তরে এই অবস্থা বিরাজ করছে, বিরাজ করছে সমগ্র চীনেও, শুধু অষ্টম রুট সেনাবাহিনী এবং নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর ঘাঁটি

ইয়েনানের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার এই সম্পাদকীয়টি কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

অঞ্চলের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়, যদিও এখানে তা বিশেষভাবেই প্রকট। দুবছরের মধ্যেই আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে চেষ্টা করছি। ঐগুলি হবে চূড়ান্ত বাধাবিঘ্নে ভরা দুটি বছর, যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের চেয়ে বহুল পরিমাণে তা হবে স্বতন্ত্র রকমের। এই বিশেষ কথাটি বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আগে থেকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এটি করতে যদি তাঁরা ব্যর্থ হন, তবে ঘটনার তালে তালেই শুধু তাঁরা দোল খাবেন, যত চেষ্টাই তাঁরা করুন না কেন জয়লাভে তাঁরা সমর্থ হবেন না এবং বিপ্লবের লক্ষ্যকে পর্যন্ত তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত করে বসতে পারেন। যদিও শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্‌বর্তী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে অবস্থা ইতিমধ্যেই আগের চেয়ে কয়েকগুণ কঠিন হয়ে উঠেছে, তবু তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। যদি আমাদের সঠিক নীতি না থাকে, তাহলে চরম কঠিন অবস্থা আমাদের একেবারে অভিভূত করে ফেলবে! সাধারণভাবে লোকেরা অতীত ও বর্তমানের অবস্থা দেখে বিচার করতে করতে এই ভুল চিন্তা করে বসেন যে ভবিষ্যৎ অনেকটা ঠিক একই রকমের হবে। তাঁরা এটা আগে থেকে আঁচ করতে পারছেন না যে জলমগ্ন পাথরের সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লাগতে পারে বা বুঝতে চাইছেন না যে তার ভেতর দিয়ে জাহাজকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। প্রতিরোধ-যুদ্ধের জাহাজের পথে কী সেই জলমগ্ন পাথরগুলি? সেগুলি হচ্ছে যুদ্ধের চূড়ান্ত স্তরে চূড়ান্ত গুরুতর রকমের বৈষয়িক অসুবিধাগুলি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তা দেখিয়ে দিয়েছে এবং সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে ও তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী থাকতে আহ্বান জানিয়েছে। আমাদের অনেক কমরেড ইতিমধ্যেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিন্তু অনেকে তা করতে পারেননি এবং এইটিই হচ্ছে প্রথম প্রতিবন্ধক যা আমাদের দূর করা দরকার। প্রতিরোধ-যুদ্ধে ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে এবং ঐক্য হলেই সমস্যা থাকবে। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক; অতীতেও তা ঘটেছে এবং আবার ভবিষ্যতেও তা ঘটতে পারে। পাঁচ বছর ধরে আমাদের পার্টি সেগুলি ক্রমে ক্রমে, প্রচুর প্রচেষ্টা করে অতিক্রম করে এসেছে; আমাদের আহ্বান হচ্ছে ঐক্যকে শক্তিশালী করার এবং আমরা তা জানিয়েই যাব। কিন্তু অন্য ধরনের অসুবিধাও রয়েছে, সে অসুবিধা হচ্ছে বৈষয়িক। সেগুলি ক্রমেই বেশি বেশি করে বেড়ে যেতে থাকবে। আজ পর্যন্ত কিছু কমরেড সহজভাবেই একে নিচ্ছেন এবং অবস্থাটি সম্পর্কে সচেতন তাঁরা

নন, সুতরাং তাঁদেরকে আমাদের সতর্ক করে দিতে হচ্ছে। সমস্ত জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে সকল কমরেডকেই এটা বুঝতে হবে যে এখন থেকে বৈষয়িক অসুবিধাগুলি ক্রমেই অধিকতর গুরুতর আকার ধারণ করতে বাধ্য, সেগুলিকে অতিক্রম আমাদের করতে হবেই এবং তা করার একটি প্রধান উপায় হচ্ছে 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন।'

বৈষয়িক অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার জন্য উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন সংক্রান্ত কর্মনীতিটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? এটা পরিষ্কার যে বর্তমানের এবং আরও বেশি করে ভবিষ্যতের ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের যুদ্ধ-পরিস্থিতি আমাদের অতীত ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে আমাদের দেবে না। আমাদের বিশাল যুদ্ধ পরিচালন যন্ত্রটি আগেকার অবস্থার উপযোগী। তখন তা অনু-মোদনযোগ্য ও যথা প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা স্বতন্ত্র, ঘাঁটি অঞ্চল-গুলি হ্রাস পেয়েছে এবং কিছুকাল ধরে তা হ্রাস পেতেই থাকবে এবং আমরা আর আগের মতো যুদ্ধ-পরিচালন যন্ত্রটিকে বজায় রাখতে পারব না। এরই মাঝে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে যুদ্ধ পরিচালনার যন্ত্র ও যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে এবং তার সমাধান আমাদের করতে হবে। শত্রুর লক্ষ্য হচ্ছে এই দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলা, তারই জন্য তার কর্মনীতি হচ্ছে 'সব কিছু জ্বালিয়ে দাও, সবাইকে হত্যা কর, সব কিছু লুট কর।' আমরা যদি আমাদের বিশাল কাঠামোটিকে বজায় রাখি, আমরা সোজা তার সেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ব। আমরা যদি তা হ্রাস করি এবং উন্নততর সৈন্য ও সরলতর প্রশাসনের পথ ধরি তবে আমাদের যুদ্ধ পরিচালনার কাঠামোটি আকারে হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও তা শক্তিশালী হয়েই থাকবে। দ্বন্দ্বের সমাধান, 'অল্প জলে বড় মাছ থাকার, এই দ্বন্দ্বটির সমাধান করে, যুদ্ধ-পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ-পরিচালন যন্ত্রের সঙ্গতি বিধান করে, আমরা কিন্তু আরও শক্তিশালীই হয়ে উঠব এবং শত্রু কর্তৃক পরাজিত হওয়া দূরে থাক, আমরাই শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত করে দেব। তারই জন্য আমরা বলছি যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন' সংক্রান্ত কর্মনীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি।

কিন্তু মানুষের মন বাস্তব পরিস্থিতি আর অভ্যাসের শিকলে অনেক সময়ই বাঁধা হয়ে পড়ে যা থেকে বিপ্লবীরাও সবসময় নিস্তার পান না। আমরা নিজেরা এই বিশাল কাঠামোটি সৃষ্টি করেছি, তখন ভাবিইনি যে একদিন আমাদেরকেই তাকে কাটছাট করে দিতে, তাকে হ্রাসপ্রাপ্ত করতে হবে; কিন্তু এখন তা করার

সেই সময়টিই যখন এসেছে, আমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অনিচ্ছা এবং তা করা খুবই কঠিন বোধ হচ্ছে। শত্রু তার বিশাল যুদ্ধ-কাঠামোর সকল শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছে আর আমাদের বাহিনীকে কিনা কমিয়ে দিতে থাকব? তা কমিয়ে দিলে, আমরা দেখতে পাব আমাদের শক্তি শত্রুকে মোকাবিলা করার তুলনায় অনেক কম। এ ধরনের সংশয়গুলি হচ্ছে পরিস্থিতির আর অভ্যাসের শিকলে বাঁধা হয়ে পড়ার যথার্থ পরিণাম। আবহাওয়া যখন বদলায়, তখন সাজপোশাক পাল্টাতে হয়। বসন্ত শেষ হয়ে যখন গ্রীষ্ম আসে, গ্রীষ্ম থেকে শরৎ, শরৎ থেকে শীত, শীত থেকে বসন্ত—আমাদের পোশাক বদলাতেই হয়। কিন্তু অভ্যাসের বশে লোকেরা মাঝে মাঝে যথাসময়ে তা করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘাঁটি এলাকাসমূহে ইতিমধ্যেই আমাদের দরকার হয়েছে শীতের পোশাক পরিত্যাগ করার এবং গরমের দিনের পোশাক পরার যাতে করে হাল্কা গায়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমাদের গায়ে এখনো রয়ে গেছে ভারী পোশাকের বোঝা আর তা আমাদের টেনে রেখেছে বলে আমরা লড়াইয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছি। শত্রুর এই বিশাল সমরযন্ত্রের মোকাবিলা কেমন করে করব এই প্রশ্নের জবাবে আমরা **বানর রাজা কী করে লোহার পাখাধারিণী রাজকন্যাকে জব্দ করেছিল** সেই উদাহরণ থেকে শিক্ষা-গ্রহণ করতে পারি। রাজকন্যাটি ছিল আসলে একটি ভয়ানক মায়াবিনী রাক্ষসী, নিজেকে ক্ষুদ্র একটি পোকায় পরিণত করে বানর রাজা সোজা ঢুকে পড়ল রাজকুমারীর পাকস্থলীতে এবং তাকে চরম জব্দ করে ছাড়ল।[২] লিউ সুং-য়ুয়ান-এর **'কিউচাও-এর গর্দভটির'**[৩] বর্ণনাতেও মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কিউচাও-এ একটি বিরাট গর্দভ আনা হয়েছিল এবং তার বিরাট দেহটি দেখে একটি ক্ষুদ্র বাঘ তো প্রথমে ভয়ই পেয়ে গেল। কিন্তু পরে এই বাঘটিই বিরাট গর্দভকে মেরে ফেলেছিল। আমাদের অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী হল সেই বানর রাজা বা ক্ষুদ্র সেই বাঘটি। জাপানী রাক্ষস বা গর্দভের মোকাবিলা করতে তারা সম্পূর্ণ সমর্থ। আজ খানিকটা রদবদল করা আমাদের দিক থেকে একান্ত অপরিহার্য এবং আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্রতর ও দৃঢ়তর করে তুলতে হবেই, তাহলেই আমরা অপরাজেয় হয়ে থাকব।

টীকা

১। 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন' এই কথাটি এখন খুবই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এবং তা শুধু সামরিক ব্যাপারেই আর সীমাবদ্ধ নয়। এটা সংগঠনগত দিক থেকে পরিবর্তন বোঝাতে ও কর্মরত সদস্যসংখ্যা হ্রাস করার অর্থ বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়, প্রশাসনের ও কার্যপদ্ধতির সরলীকরণ সাধনের ব্যাপারেও কথাটি ব্যবহৃত হয়।

২। কিভাবে সান উ-কুং (বানর রাজা) নিজেকে একটি ক্ষুদ্র পোকায় পরিণত করে লোহার পাখাধারিণী রাজকন্যাকে পরাজিত করেছিল এই গল্প জানতে হলে চীনা উপন্যাস **সি য়ু চি (পশ্চিমে তীর্থযাত্রা)**-র ৫৯ তম অধ্যায় দেখুন।

৩। লিউ সুং-য়ুয়ান (৭৭৭-৮১৯ খ্রীঃ) হচ্ছেন তাঙ রাজবংশের সময়কার একজন বিখ্যাত চীনা লেখক। তাঁর **তিনটি উপাখ্যান**-এর একটি হচ্ছে 'কিউ-চাও-এর গর্দভটি'। কাহিনীটি হচ্ছে এই : একটি বাঘ প্রথমে গর্দভটিকে দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু বাঘটি যখন আবিষ্কার করল যে গর্দভটি শুধু চিৎকার করতে ও পা ছুঁড়তেই জানে, তখন ঐ বাঘটি গর্দভটিকে আক্রমণ করে ও হত্যা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিক-পরিবর্তনকারী মুহূর্ত

১২ই অক্টোবর, ১৯৪২

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সংবাদপত্র ভের্দুঁ-র যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছে এবং 'লাল ভের্দুঁ' এখন বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। এই তুলনাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ভের্দুঁর যুদ্ধের চেয়ে প্রকৃতির দিক থেকে ভিন্ন রকমের। কিন্তু এই দুটির মধ্যে মিল হচ্ছে এই যে এখন যেমন, তখনো, তেমনই, জার্মান আক্রমণ অভিযান দেখে বহু মানুষ এই ভুল ধারণা করেছিলেন যে জার্মানির পক্ষে তখনো যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়-লাভ করা সম্ভব। ১৯১৬ সালে জার্মান সেনাবাহিনী ভের্দুঁর ফরাসী দুর্গের ওপর বেশ কয়েকটি আক্রমণ অভিযান চালায়, ১৯১৮ সালের শীতকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার দুবছর আগের ঘটনা এটি। ভের্দুঁতে প্রধান সেনাপতি ছিলেন জার্মান যুবরাজ স্বয়ং এবং এই যুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীর বাছাই করা সেরা সৈন্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল। যুদ্ধটি ছিল নির্ধারক গুরুত্বসম্পন্ন। জার্মানদের হিংস্র আক্রমণগুলি ব্যর্থ হবার পর, সমগ্র জার্মান-অস্ট্রিয়ান-তুর্কী-বুলগেরীয় জোটের আর কোন ভবিষ্যৎ ছিল না এবং তার পর থেকে তার অসুবিধাগুলি বেড়ে যেতে শুরু করে, অনুগামীরা তাদের পরিত্যাগ করতে শুরু করে, তার ভাঙন শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের চরম পরাজয় ঘটে। কিন্তু ঐ সময়ে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী জোট এই পরিস্থিতি তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা এই বিশ্বাসই করছিল যে জার্মান বাহিনী তখনো খুবই শক্তি-শালী এবং তারা তাদের আসন্ন বিজয় সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ঐতিহাসিক-ভাবে বলতে গেলে, বিলুপ্তির উপান্তে এসে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিই অপরিহার্যভাবে বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মরীয়া হয়ে শেষ চরম সংগ্রাম শুরু করে দেয় এবং কিছু কিছু বিপ্লবীও কিছু সময়ের জন্য এই বাহ্যিক শক্তির প্রকাশ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন এবং শত্রুর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা বুঝতে না পেরে এই মূল সত্যটিই তাঁরা ধরতে পারেন না যে শত্রু নিশ্চিহ্ন

কমরেড মাও সে-তুঙ ইয়েনান-এর **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার জন্য এই সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন।

হওয়ার সন্নিকটবর্তী হচ্ছে এবং তাঁরই বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ফ্যাসিবাদের শক্তিগুলির উত্থান এবং বেশ ক'বছর ধরে যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ তারা চালাচ্ছে তা ঠিক এই মরীয়া হয়ে পরিচালিত শেষ সংগ্রামেরই প্রকাশ। বর্তমান এই যুদ্ধে স্তালিনগ্রাদের ওপর আক্রমণই ছিল ফ্যাসিবাদের শেষ মরীয়া আক্রমণের প্রকাশ। ইতিহাসের দিক-পরিবর্তনসূচক এই মুহূর্তেও দুনিয়ার ফ্যাসি বিরোধী ফ্রন্টের বহু লোক ফ্যাসিবাদের হিংস্র চেহারা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তার মূল সত্যটিই ধরতে পারেননি, ব্যর্থ হয়েছেন। আটচল্লিশটি দিন ধরে ওখানে চলে আসছে অভূতপূর্ব তীব্র তিক্ত এক সংগ্রাম, মানুষের ইতিহাসে যার কোন তুলনা মেলে না—২৩শে আগস্ট যখন গোটা জার্মান সৈন্য বাহিনী ডন নদীর বাঁকটি অতিক্রম করে স্তালিনগ্রাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে সেইদিন থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর যখন কিছু কিছু জার্মান বাহিনী নগরটির উত্তর-পশ্চিম শিল্পাঞ্চলের জেলাটির মধ্যে ঢুকে পড়ল তখন এবং ৯ই অক্টোবর যখন সোভিয়েত তথ্য দপ্তর ঘোষণা করল যে লালফৌজ ঐ জেলাতে জার্মান অবরোধ্যগহকে ভেদ করে ফেলেছে ঐ দিনটি পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছে। শেষ পর্যন্ত, সোভিয়েত বাহিনীই এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই আটচল্লিশ দিন ধরে ঐ নগরী থেকে প্রতিটি পশ্চাদপসরণ অথবা বিজয়ের সংবাদ অসংখ্য কোটি কোটি মানুষের হৃদয়কে তোলপাড় করেছে, কখনো হয়তো আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন করে তুলেছে আবার কখনো আনন্দে উদ্বেল করে তুলেছে। এই যুদ্ধ শুধু সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের বা শুধু ফ্যাসি-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধের দিক পরিবর্তনসূচক মুহূর্তই নয়, তা সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসেরই দিক-পরিবর্তন-কারী মুহূর্ত। এই আটচল্লিশটি দিন ধরে, বিশ্বের জনগণ গত অক্টোবরে মস্কোর দিকে যে উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি উদ্বেগ নিয়ে স্তালিন-গ্রাদের দিকে তাঁরা তাকিয়েছিলেন।

পশ্চিমী ফ্রন্টে জয়লাভের পূর্ব পর্যন্ত হিটলার অনেকটা সাবধান ছিল। যখন সে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, যখন নরওয়ে আক্রমণ করে, হল্যাণ্ড, বেল-জিয়াম ও ফ্রান্স আক্রমণ করে, যখন বলকান আক্রমণ করে তখন সে এক সময়ে একই লক্ষ্যে নিজের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে, তার মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে সাহস করেননি: পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর সাফল্যে তার মাথা ঘুরে গেল এবং তিন মাসের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে ফেলার সে চেষ্টা করে। এই বিশাল ও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশের

বিরুদ্ধে উত্তরে মুরমানস্ক থেকে দক্ষিণ ক্রিমিয়া পর্যন্ত সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ শুরু করে এবং এভাবে তার বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলে। গত অক্টোবরে তার মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটায় এবং হিটলারের প্রথম যুদ্ধ-পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। লালফৌজ গত বছর জার্মান আক্রমণকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং শীতকালে সকল রণাঙ্গনেই তা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল; তা হচ্ছে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়; হিটলারের পশ্চাদপসরণের এবং রক্ষণাত্মক যুদ্ধের পর্যায়ের শুরু হল। এই সময়ে তার প্রধান সেনাপতি ব্রাউচিৎশকে বরখাস্ত করে দিয়ে ও নিজে সর্বময় সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে হিটলার সিদ্ধান্ত নিল যে সর্বাত্মক আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনা সে পরিত্যাগ করবে এবং ইউরোপের সকল বাহিনীকে ঝেড়েমুছে এনে জড়ো করল চূড়ান্ত অভিযানের জন্য। শুধু দক্ষিণ রণাঙ্গনেই তাকে কেন্দ্রীভূত করে সে ভাবল এতে করে সোভিয়েত ইউনিয়নের একেবারে মূলে আঘাত হানা যাবে। যেহেতু প্রকৃতির দিক থেকে তা ছিল চূড়ান্ত অভিযান, তার ওপর ফ্যাসিজমের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। হিটলার তার সম্ভাব্য সকল শক্তিকে এনে কেন্দ্রীভূত করল, এমনকি উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গন থেকেও তার বিমান ও ট্যাঙ্কবহরের একটা অংশকে এনে এখানে জড়ো করল। এই বছরের যে মাসে কের্চ ও সেবাস্তপোলের ওপর জার্মান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল পনের লক্ষ সৈন্যের এই বিশাল বাহিনী এবং তার বিমান ও ট্যাঙ্ক বহরের সাহায্যপুষ্ট হয়ে অভূতপূর্ব প্রচণ্ড বিক্রমে হিটলার স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল। প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে সে এই দুটি লক্ষ্য হাসিল করার প্রচেষ্টা করেছিল ভল্গা জলপথকে বিছিন্ন করে দেওয়া ও বাকু দখল করার জন্য। তারপর উত্তরে অভিযান চালিয়ে মস্কোর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ভেদ করে যাওয়া; আর একই সঙ্গে সে জাপানি ফ্যাসিষ্টদের নির্দেশ দিল স্তালিনগ্রাদের পতনের পর সাইবেরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে তাদের সৈন্যবাহিনীকে মাঞ্চুরিয়াতে সমবেত করার জন্য। হিটলার এই নির্বোধ প্রত্যাশা করেছিল যে সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এমন দুর্বল করে ফেলতে পারবে যে তার পক্ষে সোভিয়েত রণক্ষেত্র থেকে মূল জার্মান বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য এবং নিকট প্রাচ্যের সম্পদ কব্জা করে নেওয়ার ও জাপানীদের সঙ্গে

বিজয় সাধনের জন্য। একই সঙ্গে এর ফলে জাপানী সৈন্যরা উত্তরাঞ্চল থেকে মুক্ত হয়ে, পেছনের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে পশ্চিমে যাবে চীনের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। ঠিক এইভাবেই হিটলার ফ্যাসিষ্ট শিবিরের বিজয়ের হিসেব-নিকেশ করেছিল। কিন্তু এই পর্যায়ে অবস্থাটি কী রকম দাঁড়াল? হিটলার সোভিয়েতের এমন রণকৌশলের মুখে পড়ল যে তার ভবিষ্যতের দফারফা হয়ে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন নীতি গ্রহণ করল যাতে করে শত্রুকে লোভ দেখিয়ে অনেকখানি গভীর পর্যন্ত এগিয়ে আসতে দিল এবং তারপর দৃঢ় প্রতিরোধ শুরু করল। পাঁচ মাসের যুদ্ধে জার্মান সৈন্যবাহিনী ককেশাসের তৈলক্ষেত্রে ঢুকতে বা স্তালিনগ্রাদ দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে; যার ফলে হিটলারকে তার সৈন্যদলকে উচ্চ পর্বতের পাদদেশে এবং দুর্ভেদ্য একটি নগরীর বাইরে থামিয়ে রাখতে হল, এগোতে পারছে না, পেছোতেও পারছে না এরকম একটা অবস্থায় পড়ে অপরিমেয় ক্ষতি তাকে স্বীকার করতে হল এবং রীতিমত একটি গাড্ডায় সে পড়ে গেল। এর মাঝে অক্টোবর এসে গেছে, শীত আসছে; শীঘ্রই যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় শেষ হবে এবং শুরু হবে চতুর্থ পর্যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক পরিকল্পনার একটিও সফল হয়নি। গত বছরের গ্রীষ্মকালের তার ব্যর্থতার কথা মনে রাখলে দেখা যায় ঐ সময়ে তার শক্তিগুলি বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই হিটলার এবার দক্ষিণ রণাঙ্গনে তার শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিল। কিন্তু এবারও পূর্বদিকে ভল্‌গা জলপথ বিছিন্ন করা ও দক্ষিণে ককেশাস এক ঝটকায় দখল করার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য—নিজের বাহিনীকে সে বিভক্ত করে ফেলল। এটা সে বুঝে উঠতে পারেনি যে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের মতো শক্তি তার নেই এবং তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার—'বহনের দণ্ডটির দুই প্রান্তই মজবুত না হলে বোঝাগুলি পিছলে পড়ে যাবে।' সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যত সে যুদ্ধ করছে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্তালিনের প্রতিভাদীপ্ত সমরাভিযান পরিচালনার ফলে উদ্যোগ পুরোপুরি এসে গেছে তাঁদের হাতে এবং সর্বত্র হিটলারকে ধ্বংসের দিকে তা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই শীতের থেকে শুরু করে যুদ্ধের যে চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়েছে তা হিটলারের আসন্ন পতনেরই সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

যুদ্ধের প্রথম ও তৃতীয় পর্যায়ে হিটলারের অবস্থার তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব যে সে তার চূড়ান্ত পরাজয়ের দোরগোড়ায় এসে উপনীত হয়েছে।

লালফৌজ স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাস এই উভয় জায়গাতেই জার্মান আক্রমণ কার্যতঃ স্তব্ধ করে দিয়েছে ; স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাসে তার আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর হিটলার এখন অবসন্ন হওয়ার সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বছরের ডিসেম্বর থেকে যে এই পুরো শীতকাল জুড়ে সে যে বাহিনী জড়ো করেছিল তা সবই নিঃশেষে কাজে লাগানো হয়ে গেছে। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে শীত পড়ে যাবে এবং হিটলারকে দ্রুত রক্ষণাত্মক অবস্থায় পিছিয়ে যেতে হবে। ডন নদীর সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চল তার পক্ষে সবচেয়ে দুর্বল এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং লালফৌজ ওখানে প্রতি-আক্রমণ শুরু করে দেবে। আসন্ন পরাজয়ের ভয়ে চালিত হয়ে হিটলার এই শীতে তার সৈন্যবাহিনীকে আরেকবার পুনর্গঠিত করবে। পূর্ব ও পশ্চিম এই উভয় রনাঙ্গনের বিপদের মোকাবিলা করার জন্য সে হয়তো তার বাহিনীর অবশেষটুকু জড়ো করে অস্ত্র-সজ্জিত করবে এবং কয়েকটি নতুন ডিভিশন তৈরী করবে এবং তাছাড়া ইতালী রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীর মতো তার ফ্যাসিষ্ট অংশীদারদের কাছেও সাহায্য চাইবে ও তাদের কাছ থেকে আরও কিছু কামানের খাদ্য সংগ্রহের জন্য তৎপর হবে। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে শীতকালীন অভিযানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি তাকে পোয়াতে হবে ও পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট-এর মোকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে ; অন্যদিকে হিটলারের দফারফা হয়ে যাচ্ছে দেখে ইতালী, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরী হতাশ হয়ে পড়বে এবং তার থেকে বেশি বেশি করে দূরে সরে যাবে। এক কথায়, ৯ই অক্টোবরের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার একমাত্র একটি পথই হিটলারের সামনে খোলা থাকছে।

এই আটচল্লিশটি দিন ধরে স্তালিনগ্রাদে লালফৌজের প্রতিরোধের সঙ্গে গত বছরের মস্কোর প্রতিরোধের কিছু মিল রয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, হিটলারের এই বছরের পরিকল্পনা ঠিক গত বছরের তার পরিকল্পনার মতোই একেবারে ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে এই দিক থেকে যে সোভিয়েত জনগণ মস্কোর প্রতিরক্ষার ধারা অনুসরণ করে চালিয়েছিলেন শীতকালীন একটি আক্রমণ অভিযান কিন্তু তাঁদের জার্মান বাহিনীর এই বছরের গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য অপেক্ষা বাকী ছিল, অংশতঃ তার কারণ হচ্ছে এই যে জার্মানি ও তার ইউরোপীয় সাঙ্গপাঙ্গদের তখনো পর্যন্ত কিছু শক্তি রয়ে গিয়েছিল এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার দিক থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে দেরী করাটাও ছিল তার আংশিক কারণ। কিন্তু স্তালিনগ্রাদের

প্রতিরক্ষার যুদ্ধের পর গত বছরের অবস্থার চেয়ে এখন অবস্থা দাঁড়াবে সম্পূর্ণ পৃথক। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপক আকারে শীতকালীন দ্বিতীয় প্রতি-আক্রমণ শুরু করবে, ব্রিটেন ও আমেরিকার পক্ষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে আর দেরী করা সম্ভব হবে না (যদিও সঠিক দিনক্ষণ আগে থেকেই বলে দেওয়া যাচ্ছে না), এবং ইউরোপের জনগণও প্রতিরোধের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে জার্মানি ও তার অপকর্মের সঙ্গীদের আর সেই শক্তি নেই যে তারা ব্যাপক আকারে বড় রকমের আক্রমণ চালাবে এবং তার সমগ্র সমরনতির ধাঁরাকেই রক্ষণাত্মক ধাঁচে দাঁড় করানো ছাড়া হিটলারের আর অন্য গতি থাকবে না। আর হিটলার যখনই একবার এই রক্ষণাত্মক সমরনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে তখনই ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ প্রায় নিধারিত হয়ে যাবে। জন্মের সময় থেকেই হিটলারের রাষ্ট্রের মতো একটি ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র তার সামরিক ও রাজনৈতিক জীবনকে আক্রমণমুখী করে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং একবার এই আক্রমণমুখীনতা স্তব্ধ হয়ে পড়লে তার প্রাণপ্রবাহই স্তব্ধ হয়ে যাবে। স্তালিন-গ্রাদের যুদ্ধ ফ্যাসিবাদের আক্রমণমুখীনতাকেই স্তব্ধ করে দেবে এবং তাই তা চূড়ান্ত নিধারক একটি যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। সমগ্র বিশ্বযুদ্ধের পক্ষেই তা চূড়ান্ত নির্ধারক হয়ে দাঁড়াবে।

তিনটি শক্তিমান শত্রু হিটলারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, এবং জার্মান-কবলিত অঞ্চলসমূহের জনগণ। পূর্ব রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে লালফৌজ প্রস্তর-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এবং সমগ্র দ্বিতীয় শীতকাল জুড়ে আর তার পরেও অব্যাহত গতিতে চলবে তার প্রতি-আক্রমণের অভিযান। এই বাহিনীই সমগ্র যুদ্ধের পরিণাম নিরূপণ করে দেবে, নির্ধারণ করবে মানবজাতির ভবিষ্যৎকে। যদিও ব্রিটেন ও আমেরিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার ও বিলম্ব করার তাদের নীতিই চালিয়ে যাচ্ছে তবু মৃত ব্যাঘ্রকে হেনস্তা করার সময়টি যখন আসবে তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় রণাঙ্গন অবশ্যই খোলা হবে। তারপর রয়েছে হিটলার-বিরোধী আভ্যন্তরীণ যুদ্ধক্ষেত্রটি—জার্মান, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে জনগণের ব্যাপক অভ্যুত্থান মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে; সোভিয়েত ইউনিয়ন যে মুহূর্তে সর্বাত্মক প্রতি-আক্রমণ শুরু করবে এবং দ্বিতীয় ফ্রন্টের কামানগুলির গর্জন শুরু হবে তখন তারা এই তৃতীয় ফ্রন্টের রণভেরী বাজিয়ে দেবে। এভাবে

হিটলারের বিরুদ্ধে তিনটি ফ্রন্টের আক্রমণের ধারা একযোগে এসে মিলিত হবে—স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের সূত্র ধরে এই বিরাট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিই শুরু হয়েছে।

নেপোলিয়নের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটেছিল ওয়াটারলুর রণ-ক্ষেত্রে, কিন্তু তার পরাজয়ের নির্ধারক দিক-পরিবর্তনের মুহূর্তটি রচিত হয়েছিল মস্কোতে তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। হিটলার আজ নেপোলিয়নের সেই একই পথের যাত্রী এবং স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধই সেই চরম পরিণতিটি রচনা করে দিয়েছে।

এই ঘটনাগুলি দূর প্রাচ্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করবে। আগামী বছরটি জাপানী ফ্যাসিবাদের জন্যও কোন সুসংবাদ বহন করে আনছে না। সময় যত যাবে ততই তার শিরঃপীড়াও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এভাবেই ঘনিয়ে আসবে কবরে যাওয়ার তার অন্তিম মুহূর্তটি।

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে যাঁরা হতাশাবাদী মনোভাব পোষণ করেন, তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করাই উচিত।

অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে

৬ই নভেম্বর, ১৯৪২

বর্তমান বছরে বিরাট আশা নিয়ে আমরা অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই বার্ষিকীটি শুধু সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের দিক-পরিবর্তন ঘটাবে তাই নয়, তা ফ্যাসিবাদী জোটের বিরুদ্ধে বিশ্বের ফ্যাসি-বিরোধী জোটের বিজয়েরও মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

এর আগে পরাজয় বরণ না করেই হিটলার আক্রমণ অভিযান চালিয়ে যেতে পেরেছিল কারণ ফ্যাসিষ্ট জার্মানি ও ইউরোপের তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রতিরোধে লালফৌজ ছিল একা। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অধিকতর বলশালী হয়ে উঠেছে এবং হিটলারের দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এরপর থেকে বিশ্বের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জোটের কর্তব্য হবে ফ্যাসিষ্ট জোটের বিরুদ্ধে অক্রমণ পরিচালনা করা এবং ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় সাধন করা।

স্তালিনগ্রাদে লালফৌজের যোদ্ধারা এমন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যা মানবজাতির ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। তাঁরা অক্টোবর বিপ্লবেরই সন্তান। অক্টোবর বিপ্লবের পতাকা অপরাজেয় এবং ফ্যাসিবাদের সমস্ত শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই।

লালফৌজের এই বিজয় উৎসব পালনের সময় আমরা চীনের জনগণ আমাদের বিজয় উৎসবই পালন করছি। জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ পাঁচ বছরের অধিককাল ধরে চলে আসছে এবং সামনে যদিও এখনো পর্যন্ত নানা বাধাবিঘ্ন রয়েছে তবু ইতিমধ্যেই বিজয়ের উষাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। জাপানী ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে বিজয় যে শুধু সুনিশ্চিত তাই নয়, তা আর বেশি দূরেও নয়।

চীনের জনগণের কর্তব্য হচ্ছে জাপানী ফ্যাসিষ্টদের পরাজিত করার ব্যাপারে সকল প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করে তোলা।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধে অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাবলী

ডিসেম্বর, ১৯৪২

অর্থনীতির বিকাশসাধন ও সরবরাহ সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাজকর্ম পরিচালনার সাধারণ নীতি। কিন্তু আমাদের অনেক কমরেড একপেশেভাবে আর্থিক রাজস্ব সংগ্রহের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির গুরুত্বটি উপলব্ধি করেন না। নিছক রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার জন্য যত জোর চেষ্টাই করুন না কেন সমস্যার তাঁরা কোন সমাধানই খুঁজে পান না। তার কারণ হচ্ছে অচল ও রক্ষণশীল ধারণাই তাঁদের মনে নানা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। তাঁরা এটা জানেন না যে ভাল বা মন্দ আর্থিক নীতি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে ঠিকই, কিন্তু অর্থনীতিই আর্থিক ব্যাপারকে নির্ধারণ করে। দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি অর্থনীতি ছাড়া আর্থিক অসুবিধাগুলির সমাধান অসম্ভব এবং একটি বিকাশশীল অর্থনীতি ছাড়া আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা অসম্ভব। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের আর্থিক সমস্যা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের ও

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রবীণ কর্মীদের একটি সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ যে রিপোর্ট দেন **অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাবলী**-র প্রথম অধ্যায় হিসেবে এই প্রবন্ধটির তখন শিরোনাম ছিল 'আমাদের অতীত কাজকর্মের একটি মৌলিক সংক্ষিপ্তসার'। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে মুক্ত অঞ্চলসমূহে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সাল ছিল সবচেয়ে কঠিন বছর। জাপানী আক্রমণকারীদের বর্বর আক্রমণ ও কুওমিনতাঙ-এর অবরোধ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার ফলে মুক্ত অঞ্চলসমূহে বিরাট আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই বাধাবিপত্তিগুলিকে দূর করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিলেন যে কৃষির ও উৎপাদনের অন্যান্য শাখার বিকাশসাধনের জন্য পার্টির পক্ষ থেকে জনগণকে নেতৃত্বদানে প্রয়াসী হওয়া প্রয়োজন। তিনি মুক্ত অঞ্চলের সরকার ও অন্যান্য সংগঠন, বিদ্যালয় ও সেনাবাহিনীকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য যথাসম্ভব উৎপাদন করতে আহ্বান জানান। কমরেড মাও সে-তুঙ-এর **অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাবলী** ও তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ 'খাজনা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ঘাঁটি অঞ্চলে "সরকারকে সমর্থন ও জনগণকে সাহায্য করুন"—এই অভিযানগুলিকে প্রসারিত করুন' ও সংগঠিত হোন!' ইত্যাদি মুক্ত অঞ্চলে উৎপাদন অভিযান পরিচালনার

বেসামরিক জনগণের জীবিকা নির্বাহের ও তাদের কর্মক্ষম রাখার জন্য আর্থিক ভাণ্ডারের সুরাহা করা অর্থাৎ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থভাণ্ডারের সরবরাহের সমস্যার সমাধান করা। এই অর্থভাণ্ডার অংশতঃ সংগৃহীত হয় জনসাধারণের প্রদত্ত করের মধ্য দিয়ে এবং অংশত তা সংগৃহীত হয় লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও বেসামরিক ব্যক্তিদের নিজেদের পরিচালিত উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। অর্থ-নীতির ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ও সমবেত মালিকানাধীন দুটো ক্ষেত্রেরই যদি আমরা বিকাশসাধন না করি তবে আমরা আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকেই শুধু অবধারিত করে তুলব। একবারে কঠোর-কঠিন বাস্তব ও কার্যকর অর্থনৈতিক বিকাশ ছাড়াই আর্থিক অসুবিধাগুলিকে দূর করা যাবে। অর্থনৈতিক বিকাশকে অবহেলা করা এবং অর্থের উৎসগুলিকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরিবর্তে অপরিহার্য ব্যয় হ্রাস করে আর্থিক অসুবিধাগুলির সমাধানের প্রত্যাশা করা হচ্ছে এমন একটি রক্ষণশীল ধারণা যা দিয়ে কোন সমস্যারই সমাধান করা যাবে না।

গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি। কুওমিনতাঙ যখন তার দুটি কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান চালিয়ে সংঘর্ষ বাঁধিয়েছিল সেই ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালেই ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশি বাধাবিঘ্ন-সংকুল সময়। একটা সময় গেছে যখন জামা-কাপড়ের, পোষাক পরিচ্ছদের, রান্নার তেলের, কাগজের, তরিতরকারীর, আমাদের সৈনিকদের জুতোর এবং আমাদের অসামরিক লোকজনদের শীতের -বিছানাপত্রের ভীষণ অভাব গেছে আমাদের। কুওমিনতাঙ আমাদের প্রাপ্য অর্থ না দিয়ে এবং অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে পার্টির মৌলিক কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায়। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের ব্যাপারেই নিজেদের আবদ্ধ রাখা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ভ্রান্ত ধারণাকে এবং জনগণকে সমবেত করা ও উৎপাদন বিকাশে ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে তাঁদের সাহায্য না করে শুধু জনগণের কাছে দাবি জানানোর ভ্রান্ত কাজের ধারাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন এবং 'অর্থনীতির বিকাশসাধনের ও সরবরাহ সুনিশ্চিত করার পার্টির সঠিক নীতি উপস্থিত করেন। এই কর্মনীতির ফল হিসেবে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ও শত্রুর লাইনের পশ্চাতে অবস্থিত মুক্ত অঞ্চলে যে উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযান শুরু হয় তাতে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়। তা যে শুধু যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন সময়টিকে সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে মুক্ত অঞ্চলের জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনীকে সমর্থ করে তোলে তাই নয়, পরবর্তী বছরগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে পার্টিকে তা অভিজ্ঞতার একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এনে দেয়।

অবরোধ সৃষ্টি করে আমাদের দম বন্ধ করে দিতে চেয়েছে; আমাদের অবস্থা সত্যিই খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা আমরা কাটিয়ে উঠেছি। সীমান্ত অঞ্চলের লোকজনেরা আমাদের শুধু খাদ্যশস্য জুগিয়েছেন তাই নয়, আমরাও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের হাতে আমাদের অর্থনীতির যৌথ মালিকানাধীন অংশটি গড়ে তুলেছি। সরকার সীমান্ত অঞ্চলের প্রয়োজন মেটাতে বহু শিল্প গড়ে তুলেছে, সৈন্যবাহিনী উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক অভিযানে ও কৃষির সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেছে, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ও বিদ্যালয়সমূহে নিজেদের চাহিদা মেটাবার মতো একই ধরনের অর্থ নৈতিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। আত্মনির্ভর এই যে অর্থনীতিটি সৈন্যবাহিনী, বিভিন্ন সংগঠন এবং বিদ্যালয়সমূহ গড়ে তুলেছে সেটা আজকের দিনের বিশেষ পরিস্থিতির একটা বিশেষ ব্যবস্থা। অন্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এটা অযৌক্তিক ও অর্থহীন বলে মনে হতো কিন্তু বর্তমানে তা সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত ও আবশ্যকীয়। এই পথেই আমরা আমাদের বাধাবিঘ্নগুলিকে দূর করে এসেছি। তর্কাতীত এই ঐতিহাসিক সত্য কি এ কথাই প্রমাণ করেনি যে একমাত্র অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়েই সরবরাহ ও জোগান অব্যাহত রাখা ও সুনিশ্চিত করা সম্ভব? এখনো অনেক অসুবিধা আমাদের সামনে রয়েছে কিন্তু আমাদের অর্থনীতির যৌথ মালিকানাধীন ক্ষেত্রটির ভিত্তি আমরা ইতিমধ্যেই স্থাপন করে ফেলেছি। আরও এক বছরে, ১৯৪৩ সাল শেষ হওয়ার আগেই এই ভিত্তিটিকে আমরা আরও দৃঢ়তর করে তুলব।

অর্থনীতির বিকাশই হচ্ছে সঠিক পথ কিন্তু বেপরোয়া, বিচার-বিবেচনা হীন বা দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রসারণই বিকাশ নয়। বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতির কথা খেয়াল না করে কিছু কিছু কমরেড বিকাশের ব্যাপারে বিস্তর ফাঁকা হৈ-চৈ করছেন; উদাহরণ হিসেবে, তাঁরা ভারী শিল্প গড়ে তোলার দাবি করছেন এবং লবণ উৎপাদনের ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য বিরাট বিরাট শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা তাঁরা হাজির করছেন—এই সবগুলিই অবাস্তব এবং গ্রহণ করার অযোগ্য। পার্টির লাইনই হচ্ছে বিকাশের সঠিক লাইন; তা একদিকে অচল ও রক্ষণশীল ধ্যানধারণার বিরোধিতা করে এবং অন্যদিকে বিরাট চোখ-ধাঁধানো ও অবাস্তব পরিকল্পনারও তা বিরোধিতা করে। আর্থিক ও অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে পার্টির দুই ফ্রন্টের সংগ্রাম।

আমাদের অর্থনীতির যৌথ মালিকানাধীন ক্ষেত্রের বিকাশের ব্যবস্থা আমরা করব কিন্তু জনগণের কাজ থেকে সাহায্যলাভের গুরুত্বকে ভুলে যাওয়া চলবে না। জনগণের কাছ থেকে আমরা ১৯৪০ সালে ৯০ হাজার তান, ১৯৪১ সালে দু' লক্ষ তান এবং ১৯৪২ সালে ১ লক্ষ ৬০ হাজার তান খাদ্যশস্য পেয়েছি।[১] এতে করে আমাদের সৈন্যবাহিনী ও অসামরিক লোকজনের খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা গেছে। ১৯৪১ সালের শেষ পর্যন্ত আমাদের যৌথ মালিকানাধীন ক্ষেত্রের কৃষির খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল নিতান্তই নগণ্য এবং জনগণের ওপরই খাদ্যের জন্য আমরা নির্ভর করেছিলাম। আমরা সেনাবাহিনীকে আরও শস্য উৎপাদন করার জন্য আহ্বান জানাব কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত জনগণের ওপরই মুখ্যতঃ আমাদের এখানে নির্ভর করতে হবে। যদিও শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগে রয়েছে, প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি তাকে পোহাতে হয়নি এবং তার লোকসংখ্যা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র, এত বিরাট এলাকার পক্ষে এটা খুবই অল্প লোকসংখ্যা এবং এত বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্যের জোগান দেওয়া সহজ কাজ নয়। তাছাড়া জনসাধারণ আমাদের লবণ সরবাহ করেন বা লবণ সরবরাহের জন্য লেভি দিয়ে থাকেন এবং ১৯৪১ সালে তাঁরা পঞ্চাশ লক্ষ য়ুয়ান মূল্যের সরকারী সার্টিফিকেট ক্রয় করেছেন; এই সব মিলিয়ে বোঝাটা মোটেই কম নয়। প্রতিরোধ যুদ্ধ ও জাতীয় পুনর্গঠনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য জনগণকে এই বোঝা বহন করতে হয় এবং তার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা ভালভাবেই বোঝেন। সরকার যখন খুবই বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন তখন জনগণকে অধিকতর বোঝা বহন করতে বলা প্রয়োজন হয় এবং তাঁরাও এ কথা বোঝেন। কিন্তু একদিকে জনগণের কাছ থেকে আমরা যেমন নেব তেমনি একই সঙ্গে তাঁদের অর্থনীতিকে জোরদার ও সম্প্রসারিত করতে সাহায্যও আমাদের করতে হবে। অর্থাৎ কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, লবণ তৈরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের ব্যাপারে জনগণকে সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার যাতে করে একদিকে তাঁরা যেমন দেবেন তেমনি পাবেনও। তারচেয়েও বেশি করা চাই, তাঁরা যা দেবেন তারচেয়ে বেশি তাঁদের পেতে হবে; একমাত্র তাহলেই জাপানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যেতে পারব।

যুদ্ধের প্রয়োজনের কথা খেয়াল না করে কিছু কমরেড জোর দিয়ে বলেই চলেছেন যে সরকারের উচিত 'জনহিতৈষণার' নীতি গ্রহণ করা। এটা ভুল

হবে। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই যদি আমরা জয়লাভ করতে না পারি তাহলে জনগণের কাছে এই 'জনহিতৈষণার' কোনই মূল্য থাকবে না এবং তা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদেরই শুধু সহায়তা করবে। অন্যদিকে, জনগণকে সাময়িকভাবে যদিও বেশ ভারী একটা বোঝাই বহন করতে হচ্ছে, সরকার ও সৈন্যবাহিনীর সামনে যেসব বাধাবিপত্তি দেখা দিয়েছে সেগুলি যখন অতিক্রম করা যাবে, প্রতিরোধ-যুদ্ধকে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং শত্রুকে পরাজিত করে দেওয়া যাবে—তখন অবস্থা অনেক ভাল হয়ে উঠবে, এবং এখানেই বিপ্লবী সরকারের প্রকৃত জনহিতৈষণার লক্ষ্য নিহিত রয়েছে।

অন্য একটি ভুল হচ্ছে 'মাছ ধরার জন্য পুকুরের জল সেঁচে ফেলে দেওয়া'—অর্থাৎ তাঁদের দুঃখকষ্টের কথা না ভেবে শুধু সরকার ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজনের কথা ভেবে জনগণের কাছে অন্তহীন দাবি জানিয়ে যাওয়া। এটা হচ্ছে কুওমিনতাঙসুলভ চিন্তাধারা, আমরা তা কোন সময়ই গ্রহণ করব না। যদিও সাময়িকভাবে আমরা জনগণের বোঝাকে বাড়িয়েছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আমাদের অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রটি গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছি। ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে সৈন্যবাহিনী, সরকার এবং অন্যান্য সংগঠন এবং বিদ্যালয়সমূহ তাদের নিজেদের চেষ্টাতেই তাদের প্রয়োজনের অনেকখানি মিটিয়ে নিতে পেরেছে। চীনের ইতিহাসে এ এক নজীরবিহীন বিস্ময়কর সাফল্য এবং এটা আমাদের অপরাজেয়তার বাস্তব ভিত্তিই গড়ে তুলেছে। আমাদের আত্মনির্ভরতার এই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যত বাড়বে তত বেশী করে আমরা জনগণের ওপর থেকে করের বোঝা লাঘব করতে সক্ষম হব। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের প্রথম পর্যায়ে আমার তাঁদের কাছ থেকে খুব কমই নিয়েছি; এই সময় আমরা প্রচুর পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হই। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের দ্বিতীয় পর্যায়টিতে জনসাধারণের ওপরে বোঝাটি বেড়েছে। তৃতীয় পর্যায় শুরু হবে ১৯৪৩ থেকে। আগামী দুবছরের অর্থাৎ ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে যদি আমাদের অর্থনীতির যৌথ ক্ষেত্রটি বেড়েই চলতে থাকে এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সমস্ত বা অন্ততঃ অধিকাংশ সৈন্যবাহিনী কৃষিককার্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তাহলে ১৯৪৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই জনসাধারণের ওপরকার বোঝা আমরা আবার লাঘব করে দিতে পারব এবং তাঁরা আবার শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হবেন। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

একদেশদর্শী অভিমতগুলিকে আমাদের বাতিল করে দিতে হবে এবং 'অর্থনীতির বিকাশসাধন করুন ও জোগান সুনিশ্চিত করুন'—আমাদের পার্টির এই সঠিক স্লোগানকে সামনে তুলে ধরতে হবে। সামগ্রিক ও একক ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের স্লোগান হল: 'সামগ্রিক ও একক এই দুটির প্রতিই নজর দিন' এবং 'সশস্ত্রবাহিনী ও অসামরিক জনসাধারণ এই দুয়ের প্রতিই নজর দিন'। আমরা শুধু এ ধরনের স্লোগানগুলিকেই সঠিক বলে মনে করি। আমাদের অর্থনীতির যৌথ ও ব্যক্তিগত এই উভয় মালিকানাধীন ক্ষেত্রকেই বাস্তব বুদ্ধিসম্মত ও কার্যকরভাবে সম্প্রসারিত করার মধ্য দিয়েই শুধু আমরা আমাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোকে সুনিশ্চিত করতে পারি। এমনকি কঠিন সময়েও করভারের সীমার প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই যাতে তা জনগণকে আঘাত না করে বসে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে এই বোঝা লাঘব করে দিয়ে জনগণকে শক্তি সঞ্চয় করতে দিতে হবে।

কুওমিনতাঙ গোঁড়াপন্থীরা সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের নির্মাণকার্যকে একটা অর্থহীন উদ্ভট পরিকল্পনা বলে মনে করে এবং এখানকার প্রতিকূলতাগুলিকে অনতিক্রম্য বলে মনে করে: যে-কোনদিন সীমান্ত অঞ্চলের পতন ঘটবে এই দুরাশাই ওরা পোষণ করে। ঐ লোকগুলোর সঙ্গে বাক্যব্যয় করা নিরর্থক; আমাদের 'পতন' ওরা কোনদিনই দেখতে পাবে না এবং আমরা নিঃসংশয়ে অগ্রগতি লাভ করব ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠব। ওরা জানে না যে কমিউনিস্ট প্যার্টির ও সীমান্ত অঞ্চলের বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বাধীনে জনগণ সব সময়ই পার্টি ও সরকারকে তাদের সমর্থন জানিয়ে যাবে এবং পার্টি ও সরকার সব সময়ই অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ খুঁজে পাবে। আসলে আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের সাম্প্রতিক নানা সমস্যা অতিক্রম করে ফেলেছি এবং অচিরেই অন্যগুলিও দূর করতে পারব। এরচেয়ে অনেকগুণে বড় বাধা-বিঘ্নকে অতীতে আমরা মোকাবিলা করেছি ও তাদের সবগুলিই অতিক্রম করে এসেছি। প্রতিদিন তীব্র যুদ্ধবিগ্রহ চলছে, উত্তর ও মধ্য চীনে আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ এখন শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন সমস্যার সম্মুখীন কিন্তু এর মাঝে সাড়ে পাঁচ বছর আমরা তা রক্ষা করে আসছি এবং বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত নিশ্চতভাবেই আমরা তা করতে পারব। আমাদের দিক থেকে হতাশার কোন ভিত্তিই নেই; আমরা যে-কোন বাধাবিপত্তিকেই জয় করে নেব।

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রবীণ কর্মীদের এই সম্মেলনের পর আমরা 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসনের'[২] নীতিটি কার্যকর করব। কঠোরভাবে তাকে কার্যকর করতে হবে, পুরোপুরি ও সকল ক্ষেত্রে তাকে কার্যকর করতে হবে, দোষ ছাড়ানোভাবে, ভাসাভাসাভাবে ও আংশিকভাবে তাকে কার্যকর করলে চলবে না। তাকে কার্যকর করার সময় আমাদের যে লক্ষ্য সামনে রাখতে হবে সেগুলি হচ্ছে—সরলীকরণ, ঐক্যসাধন, দক্ষতা অর্জন, মিতব্যয়িতা ও আমলাতান্ত্রিকতার বিরোধিতা। এই পাঁচটি লক্ষ্য আমাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাজকর্মের ওপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সঞ্চার করবে। সরলীকরণের ফলে উৎপাদনমুখী নয় এমন বাজে খরচ হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন থেকে আয় বৃদ্ধি পাবে; এর ফলে আমাদের অর্থভাণ্ডারের ওপরই যে শুধু প্রত্যক্ষ ও সুস্থ প্রভাব সৃষ্টি হবে তাই নয়, তা জনগণের বোঝাকে লাঘব করবে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের হিতসাধন করবে। আমাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা থেকে অনৈক্য, স্বতন্ত্রভাবে একলা চলা, সংহতির অভাব ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রবণতাকে দূর করে দিতে হবে এবং এমন একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা হবে সুসংহত এবং নির্দেশের প্রতি সজাগ, আর যা আমাদের কর্মনীতি ও কর্মধারার পূর্ণ প্রয়োগকে সম্ভব করে তুলবে। এ ধরনের সুসংহত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সকল সংগঠন এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাজকর্মে যাঁরা লিপ্ত রয়েছেন তাঁদের সকলকেই মিতব্যয়িতার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। মিতব্যয়িতা অনুসরণ করলে আমরা অপ্রয়োজনীয় ও বাজে বহু খরচ অনেক পরিমাণে কমিয়ে আনতে পারব যা সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ য়ুয়ান হয়ে দাঁড়াবে। সবশেষে, অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরা আমলাতান্ত্রিক ধরণ-ধারণের যে অবশেষগুলি এখনো রয়েছে তার মধ্যে দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণ, অতিরিক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা, অর্থহীন 'রীতিসিদ্ধ' কাজকর্ম ও দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি খুবই গুরুতর। আমরা যদি পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীতে এই পাঁচটি লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন করতে পারি তাহলে 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন' সম্পর্কিত আমাদের কর্মনীতি তার লক্ষ্যে উপনীত হবে, আমাদের বাধাবিপত্তিগুলি আমরা নিশ্চয়ই দূর করতে পারব এবং আমাদের আসন্ন 'পতন' বিষয়ক বাচাল উপহাসকে একেবারে স্তব্ধ করে দিতে পারব।

টীকা

১। এই সংখ্যাতত্ত্বগুলি হচ্ছে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কৃষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত মোট কৃষি করের (সরকারী শস্যকরের) হিসেব।

২। 'উন্নততর সৈন্যদল ও সরলতর প্রশাসন' বিষয়ে জানার জন্য 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মনীতি' দেখুন ; বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ১৩০-৩৪।

নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন

১লা জুন, ১৯৪৩

১। যে-কোন কাজই করি না কেন আমাদের কমিউনিস্টদের সে ক্ষেত্রে দুটো পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। একটি হচ্ছে সাধারণের সঙ্গে বিশেষের সংযোগসাধন এবং অন্যটি হচ্ছে জনগণের সঙ্গে নেতৃত্বের সংযোগসাধন।

২। যে-কোন কাজের বেলাতেই যদি সাধারণ ও ব্যাপক একটি আহ্বান না জানানো হয় তবে ব্যাপক জনগণকে কর্মক্ষেত্রে সমবেত করা যাবে না। কিন্তু নেতৃত্বের অবস্থানে আসীন ব্যক্তিবর্গ যদি নিজেদের একটি সাধারণ আহ্বানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন—যদি তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কোন-না-কোন সংগঠনের একেবারে গভীরে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট আহ্বান অনুযায়ী বাস্তব কাজে লিপ্ত না হন, কোন একটা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে না পারেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেন এবং অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য বাহিনীগুলির পরিচালনার ব্যাপারে কাজে না লাগান তবে ঐ সাধারণ আহ্বানটির সঠিকতা যাচাই করার অথবা তাকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমৃদ্ধ করার কোন উপায়ই থাকবে না এবং তার ফলে কার্যতঃ কিছুই লাভ করা যাবে না। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৪২ সালের শুদ্ধিকরণ অভিযানে যেখানেই সাধারণ আহ্বানের সঙ্গে বিশেষকে সংযুক্ত করা হয়েছে ও সুনির্দিষ্ট পরিচালনাকে কাজে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েছে সেখানেই সাফল্য অর্জিত হয়েছে কিন্তু যেখানে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়নি সেখানে কোন সাফল্যই অর্জন করা যায়নি। ১৯৪৩ সালের শুদ্ধিকরণ অভিযানে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেকটি ব্যুরো ও সাব-ব্যুরো ও প্রতিটি অঞ্চল এবং নগর পার্টি কমিটিকে একটি সাধারণ আহ্বান জানানো (সারা বছরের জন্য একটি শুদ্ধিকরণের পরিকল্পনা রচনা করা) ছাড়াও নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। খোদ ঐ সংগঠন এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের অন্যান্য সংগঠন, বিদ্যালয় অথবা সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি থেকে (বেশি সংখ্যককে নয়), দুটি বা তিনটি

নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

ইউনিটকে বাছাই করুন। ঐ ইউনিটগুলিকে গভীরভাবে যাচাই করুন, তাদের মধ্যে শুদ্ধিকরণ অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান সংগ্রহ করুন, ঐ ইউনিটগুলির অন্তর্ভুক্ত লোকজনদের মধ্য থেকে কয়েকজন (বেশি নয় কিন্তু) প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির রাজনৈতিক পূর্ব-ইতিহাস, মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্য, অধ্যয়নে উৎসাহ এবং সবল ও দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করুন। তদুপরি, ঐ সব ইউনিটগুলির সামনে যে সব বাস্তব সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে সেইগুলির যথার্থ সমাধানের ভার যাঁদের ওপর রয়েছে তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে পথ চলার নির্দেশ প্রদান করুন। প্রতিটি সংগঠন, বিদ্যালয় ও সেনাদলের ইউনিটের নেতাদের এইভাবেই চলতে হবে এবং যেহেতু এদের প্রতিটিরই অধীনস্থ ইউনিট রয়েছে তাই তাদেরও এইভাবেই চলতে হবে। তাছাড়া, এই পদ্ধতির সাহায্যে নেতারা নেতৃত্ব প্রদান ও শিক্ষাগ্রহণের মধ্যে সংযোগসাধন করতে পারেন। নেতৃত্বের পদে আসীন কেউ যদি বিশেষ কিছু অধীনস্থ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কিছু ব্যক্তির ও ঘটনার থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেন তবে সকল ইউনিটকে সাধারণ পরিচালন সম্পর্কিত নির্দেশ দানের যোগ্যতা তাঁর থাকবে না। সর্বত্র এই পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে যাতে করে সকল স্তরের নেতৃত্বকারী কর্মীরাই তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে শিখতে পারেন।

৩। ১৯৪২ সালের শুদ্ধিকরণ অভিযানের অভিজ্ঞতাও এ কথা প্রমাণ করেছে যে শুদ্ধিকরণের সাফল্যের জন্য ঐ আন্দোলনের সূত্র ধরে প্রতিটি ইউনিটেই একটি নেতৃস্থানীয় গ্রুপ অল্প কয়েকজন সক্রিয় কর্মীকে নিয়ে এবং ঐসব ইউনিটের প্রধানগণকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যাপক জনগণের সঙ্গে ঐসব নেতৃস্থানীয় গ্রুপের নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলা অপরিহার্য। নেতৃস্থানীয় গ্রুপটি যতই সক্রিয় হোক না কেন, যদি ব্যাপক জনগণের কার্যকলাপের সঙ্গে তা সংযুক্ত না হয় তবে তা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের নিষ্ফল প্রয়াস হয়েই থেকে যাবে। অন্যদিকে, জনগণ নিজেরাই যদি শুধু সক্রিয় থাকে এবং যদি তাদের কার্যকলাপকে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করার জন্য এইরকম নেতৃস্থানীয় একটি গ্রুপ না থাকে, তবে ঐ কার্যকলাপকে দীর্ঘকাল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, সঠিক পথে পরিচালনা করা যাবে না বা উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সাধারণভাবে কোন একটি জায়গায় জনসাধারণ তিনটি অংশকে নিয়ে গঠিত,—তুলনামূলকভাবে সক্রিয়

অংশ, মাঝারি অংশ এবং তুলনামূলকভাবে পশ্চাদ্‌পদ অংশ। সুতরাং এই সামান্য সংখ্যক সক্রিয় ব্যক্তিদের নেতৃত্বের চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সুদক্ষ হতে হবে এবং এদের ওপর নির্ভর করেই মাঝারি অংশের মানকে উন্নত করতে হবে ও পশ্চাদ্‌পদ অংশকে সপক্ষে নিয়ে আসতে হবে। যথার্থভাবে ঐক্যবদ্ধ ও জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত একটি নেতৃস্থানীয় গ্রুপ গণ-সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে পারে, জনগণের সংগ্রাম থেকে তা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। একটা বিরাট সংগ্রামের প্রক্রিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় গ্রুপের গড়ন প্রাথমিক, মাঝামাঝি ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে না বা থাকতে পারে না; সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যেসব সক্রিয় কর্মীরা এগিয়ে আসেন তাঁদের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নেতৃস্থানীয় গ্রুপের সাবেক যে সদস্যরা তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট বা যাদের অধঃপতন ঘটেছে তাদের স্থানে ওঁদের বসানো যায়। বিভিন্ন স্থানে ও বহু সংগঠনে কাজকর্ম যে, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না তার অন্যতম একটি মূল কারণ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত ও নিয়ত সুস্থভাবে সুরক্ষিত নেতৃস্থানীয় একটি গ্রুপের অভাব। একশ জন লোকের একটি বিদ্যালয়কে প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী গঠিত (নেহাৎ যান্ত্রিকভাবে একত্র জড়ো করা নয় এমন) কয়েক-জন লোকের দশ বা বারোজনের একটি নেতৃস্থানীয় গ্রুপ না থাকলে নিশ্চয়ই তাকে ভালভাবে পরিচালনা করা যাবে না; এবং এই গ্রুপটি অবশ্যই গঠিত হওয়া চাই শিক্ষক, অন্যান্য কর্মচারী এবং ছাত্রদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সক্রিয় সৎ ও তৎপর ব্যক্তিদের নিয়ে। ছোট হোক, বড় হোক, প্রতিটি সংগঠন, বিদ্যালয়, সেনাবাহিনীর ইউনিট, কারখানা বা গ্রাম যাই হোক—পার্টির বলশেভিকীকরণ সম্পর্কিত স্তালিনের বারোটি শর্তের মধ্যে নবম শর্তটিকে অর্থাৎ নেতৃত্বের একটি কেন্দ্র গঠন করার শর্তটিকে[১] আমাদের কার্যকর করতেই হবে! এই নেতৃত্বদানকারী গ্রুপটির মাপকাঠি হবে কর্মীদের সম্পর্কিত নীতির আলোচনাকালে ডিমিট্রভ যে চারটি মাপকাঠির নির্দেশ দান করে গেছেন সেইগুলি—লক্ষ্যের প্রতি একান্ত আনুগত্য, জনগণের সঙ্গে সংযোগ, স্বাধীনভাবে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের সক্ষমতা ও শৃংখলাপরায়ণতা।[২] কেন্দ্রীয় কর্তব্যগুলি সম্পাদনের ব্যাপারেই হোক—যুদ্ধ, উৎপাদন ও শিক্ষা (শুদ্ধিকরণ সহ সকল শিক্ষা) অথবা কাজকর্ম যাচাই করাই হোক বা কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করাই হোক এবং অন্য যে-কোন কাজই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই

নেতৃত্বপ্রদানকারী গ্রুপের জনগণের সঙ্গে যুক্ত থাকার পদ্ধতিটিকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ আহ্বানকে বিশেষ নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪। আমাদের পার্টির সকল বাস্তব কাজকর্মে সকল সঠিক নেতৃত্বই আবশ্যিকভাবে হচ্ছে 'জনগণের কাছ থেকে পাওয়া এবং জনগণকেই ফিরিয়ে দেওয়া'। এর অর্থ হচ্ছে: 'জনগণের কাছ থেকে ধারণাগুলি (বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন ধারণাগুলি) গ্রহণ করা এবং সেগুলির সারসংকলন করা (অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে সেগুলির সারসংকলন করে সেই ধারণাগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করা), তারপর সেগুলি নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া ও সেগুলি তাদের মধ্যে প্রচার ও ব্যাখ্যা করা যাতে জনগণ ঐ ধারণাগুলিকে তাদের নিজস্ব ধারণা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে সেগুলিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে এবং বাস্তব কাজকর্মে সেগুলিকে রূপায়িত করে তুলতে পারে ও ঐসব কাজের মধ্য দিয়ে ঐ ধারণাগুলির সত্যতা যাচাই করে নিতে পারে। তারপর আবার সেগুলিকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যাতে জনগণ সেগুলিকে অবিচলভাবে প্রয়োগ করে বাস্তবে সেগুলিকে কার্যকর করে তুলতে পারে। এইভাবে বারে বারে অন্তহীন ধারার মধ্য দিয়ে এই ধারণাগুলি প্রতিবারে আরও সঠিক, আরও প্রাণবন্ত ও আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। এই হচ্ছে মার্কসবাদী জ্ঞানের তত্ত্ব।

৫। একটি সংগঠনে বা একটি সংগ্রামে নেতৃত্বপ্রদানকারী গ্রুপ ও জনগণের মধ্যেকার সঠিক সম্বন্ধের প্রত্যয়, নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সঠিক ধ্যানধারণা একমাত্র 'জনগণের কাছ থেকে এনে জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়ার' মাধ্যমেই হতে পারে এই প্রত্যয় এবং নেতৃত্বের ধ্যানধারণাগুলি বাস্তবে প্রয়োগের সময় সাধারণ আহ্বানকে নির্দিষ্ট নির্দেশের সঙ্গে সম্মিলিত করতে হবে এই প্রত্যয়—এই প্রত্যয়গুলিকে বর্তমান শুদ্ধিকরণ অভিযানকালে সর্বত্র প্রচার করতে হবে যাতে করে এইসব প্রশ্নে আমাদের কর্মীদের মধ্যে যেসব ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেগুলিকে শুধরে নেওয়া যায়। আমাদের বহু কমরেড সক্রিয় কর্মীদের একত্র করে নেতৃত্ব প্রদানকারী একটি মূলকেন্দ্র গড়ে তোলার গুরুত্ব বোঝেন না বা তা গড়ে তোলার ব্যাপারে দক্ষ নন এবং নেতৃত্ব প্রদানকারী মূলকেন্দ্রকে জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করার গুরুত্ব তাঁরা বোঝেন না বা যুক্ত করার ব্যাপারে তাঁরা দক্ষ নন, তাই তাঁদের নেতৃত্ব আমলাতান্ত্রিক ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অনেক কমরেড গণ-সংগ্রামগুলির অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করার গুরুত্ব বোঝেন না বা তা বোঝার ব্যাপারে দক্ষ নন বরং তাঁরা নিজেদের খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে করেন এবং নিজেদের মনোগত ধ্যানধারণাগুলি প্রচারেই মগ্ন থাকেন, ফলে তাঁদের ধ্যানধারণাগুলি শূন্যগর্ভ ও অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। বহু কমরেড কোন কাজের ব্যাপারে একটি সাধারণ আহ্বান জানিয়েই তৃপ্ত হয়ে বসে থাকেন এবং এই সাধারণ আহ্বানের সূত্র ধরে অবিলম্বে নির্দিষ্ট ও বাস্তব নির্দেশ প্রদানের গুরুত্ব বোঝেন না বা এ ব্যাপারে দক্ষ নন ফলে তাঁদের আহ্বান তাঁদের মুখেই থেকে যায়, কাগজপত্রেই থেকে যায় অথবা সম্মেলনকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাঁদের নেতৃত্ব আমলাতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান শুদ্ধিকরণ অভিযানে আমাদের এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে হবে এবং নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে, আমাদের অধ্যয়নে সাধারণকে বিশেষের সঙ্গে, কাজকর্ম যাচাই করার ব্যাপারে এবং কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করার ব্যাপারে এই পদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করতে শিখতে হবে এবং ভবিষ্যতের সকল কাজকর্মের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিকে আমাদের প্রয়োগ করতে হবে।

৬। জনসাধারণের ধ্যানধারণাগুলি গ্রহণ করুন ও ঐগুলির সারসংকলন করুন, তারপর জনগণের কাছে যান, ঐ ধারণাগুলিকে অবিচলভাবে প্রয়োগ করুন এবং সেগুলিকে রূপায়িত করে তুলুন যাতে করে নেতৃত্ব প্রদানের সঠিক ধারণা গড়ে তোলা যায়—এই হচ্ছে নেতৃত্ব প্রদানের মৌলিক পদ্ধতি। ধ্যান-ধারণাগুলির সারসংকলন এবং সেগুলিকে অবিচলভাবে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়ার সময় সাধারণ আহ্বানকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং তা মৌলিক পদ্ধতিরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে সাধারণ ধারণা (সাধারণ আহ্বান) প্রণয়ন করুন এবং সেগুলিকে বহু বিভিন্ন ইউনিটে প্রয়োগ করে যাচাই করুন (শুধু নিজে তা করলেই চলবে না, অন্যদেরও তা করতে বলুন); তারপর নতুন ধারণার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন (সারসংক্ষেপ করুন) এবং সাধারণভাবে জনগণকে পরিচালনার জন্য নতুন নির্দেশ প্রণয়ন করুন। বর্তমান শুদ্ধিকরণ আন্দোলনে এবং অন্য সব কাজের ক্ষেত্রেও কমরেডদের এটি অনুসরণ করা উচিত। এটি যত বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা যাবে ততই উন্নততর নেতৃত্ব দেখা দেবে।

৭। অধীনস্থ ইউনিটগুলিকে যখন কোন কাজের নির্দেশ দেওয়া হবে

(সে কাজ বিপ্লবী যুদ্ধ হোক, উৎপাদন বা শিক্ষা সম্পর্কে হোক, শুদ্ধিকরণ আন্দোলন, কাজকর্ম যাচাই করা বা কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করাই হোক, প্রচারকার্য, সাংগঠনিক কাজকর্ম বা গুপ্তচরবৃত্তি-বিরোধী কাজ বা অন্য যাই হোক) তখন উচ্চতর সংগঠন ও তার বিভিন্ন দপ্তরকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নতর সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতার মাধ্যমে যাবেন যাতে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন ; এ ভাবে শ্রমবিভাজন ও ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব এই দুটিকেই কার্যকর করা যাবে। উচ্চতর স্তরের কোন দপ্তর শুধু নিজের নিম্নতর দপ্তরের কাছে গেলেই চলবে না (যেমন উদাহরণ হিসেবে, সাংগঠনিক ব্যাপারে, প্রচারকার্যে বা গুপ্তচরবৃত্তি-বিরোধী ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট একটি নিম্নতর দপ্তর), শুধু তার সংশ্লিষ্ট নিম্নতর দপ্তরে গেলেই চলবে না, নিম্নতর সংগঠনের সর্বময় দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে (যেমন সম্পাদক, সভাপতি, পরিচালক বা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে) অন্ধকারে রেখে দেওয়া বা দায়িত্ব না দেওয়াও চলবে না। সর্বময় দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই দুজনকেই ওয়াকিবহাল রাখতে হবে ও দায়িত্ব দিতে হবে। এই কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি, শ্রমবিভাজনের সঙ্গে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের সংযোগসাধন সর্বময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিরাট সংখ্যক কর্মীদের একটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়তো একটা গোটা সংগঠনের লোকজনদের সমবেত করাকে সম্ভবপর করে তুলবে এবং এভাবে বিশেষ বিশেষ দপ্তরে কর্মীদের অভাবকে কাটিয়ে ওঠা যাবে এবং হাতে যে কাজটি নেওয়া হয়েছে তা সম্পাদনের ব্যাপারে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকেই সক্রিয় কর্মীতে পরিণত করা যাবে। এটাও নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত করার একটি পথ। উদাহরণ হিসেবে কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করার ব্যাপারটাই ধরুন। যদি কাজটা বিচ্ছিন্নভাবে করা হয়, যদি ঐ কাজের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সামন্তসংখ্যক লোকই তা করেন তবে তা নিশ্চয়ই ভালভাবে করা যাবে না। কিন্তু তা যদি কোন সংগঠন বা বিদ্যালয়ের প্রধানের মাধ্যমে করা হয় যিনি অনেককে বা প্রয়োজন হলে তাঁর সকল কর্মীবৃন্দকেই বা বহু অথবা সকল ছাত্রকেই এই কাজে লাগাতে পারবেন, অন্যদিকে উচ্চতর স্তরের সাংগঠনিক দপ্তরের নেতৃত্বে সমাসীন সদস্যরা একই সঙ্গে সঠিক নির্দেশ দিতে পারবেন, নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে যুক্ত করার নীতিটি প্রয়োগ করতে পারবেন তখন দেখা যাবে কর্মীদের পূর্ব-ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখার কাজটি নিঃসন্দেহে সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করা গেছে।

৮। কোন জায়গায় একই সময়ে অনেকগুলি কেন্দ্রীয় কর্তব্য থাকতে পারে না। একটা সময়ে একটাই মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তব্য থাকতে পারে, তার সঙ্গে পরিপূরক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য কাজও থাকতে পারে। তাই সর্বময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অঞ্চলের সংগ্রামের ইতিহাস ও পরিস্থিতিকে হিসেবের মধ্যে নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্রম অনুসারে বিভিন্ন কর্তব্য নিধারণ করে দিতে হবে; তাঁর নিজের কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত না করে উচ্চতর সংগঠন থেকে প্রতিটি নির্দেশ যেমন যেমন আসবে তাকে কার্যকর করলেই চলবে না কারণ এতে করে তা একগাদা 'কেন্দ্রীয় কর্তব্য' হয়ে দেখা দেবে এবং বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলার একটি পরিস্থিতিই দেখা দেবে। অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে তাদের ওপর অর্পিত কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ না করে বা তার মধ্যে কোন্ কাজটি কেন্দ্রীয় কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে তা বলে না দিয়ে কোন উচ্চতর সংগঠন একই সঙ্গে অনেকগুলি কর্তব্য নিম্নতর সংগঠনকে করতে বললে তা নিম্নতর সংগঠনগুলির নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে সুনির্দিষ্ট কোন ফললাভ করা সম্ভব হবে না। সমগ্র পরিস্থিতিকে হিসেবের মধ্যে ধরে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও প্রতিটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে, প্রতিটি অধ্যায়ের কাজের ধারাবাহিকতা ও কেন্দ্রীয় মুল কর্তব্য সঠিকভাবে নিরূপণ করে দৃঢ়তা সহকারে অবিচলিতভাবে সিদ্ধান্ত কার্যকর করে সুনির্দিষ্ট ফললাভকে সুনিশ্চিত করা নেতৃত্ব প্রদানের কলাকৌশলের একটি অঙ্গ। নেতৃত্বপ্রদানের পদ্ধতির এটিও একটি সমস্যা এবং জনগণের সঙ্গে নেতৃত্বের এবং সাধারণের সঙ্গে বিশেষের মিলনসাধনের নীতিগুলি প্রয়োগকালে তা সমাধানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

৯। এখানে নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতির খুঁটিনাটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি; এটা আশা করা হচ্ছে যে সমস্ত অঞ্চলের কমরেডরাই এ ব্যাপারে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করবেন এবং এখানে উপস্থাপিত নীতিগুলির ভিত্তিতে তাঁদের আপন সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাবেন। সংগ্রাম যত বেশি কঠোর হবে তত বেশি করে কমিউনিস্টগণকে তাঁদের নেতৃত্বকে বিপুল জনগণের দাবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে তুলতে হবে এবং সাধারণ আহ্বানকে বিশেষ নির্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে দিতে হবে যাতে করে বিষয়ীবাদী আত্মগত চিন্তা ও নেতৃত্বের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ চুরমার করে দেওয়া সম্ভব

হয়। আমাদের পার্টির সকল নেতৃস্থানীয় কমরেডকে সব সময়ই বিষয়ীবাদী আত্মগত চিন্তা ও নেতৃত্বের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক; মার্কসবাদী নেতৃত্বের পদ্ধতিকে এনে হাজির করতে হবে এবং পরবর্তীটিকে কাজে লাগিয়ে পূর্ববর্তীটিকে দূর করে দিতে হবে। বিষয়াবাদীরা ও আমলা-তান্ত্রিকেরা নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে এবং সাধারণকে বিশেষের সঙ্গে যুক্ত করার নীতিগুলি উপলব্ধি করতে পারেন না; তাঁরা পার্টির কাজ নিদারুণভাবে প্রতিহত করেন। বিষয়ীবাদী ও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য ব্যাপক ও গভীরভাবে এই দুইদিক থেকেই নেতৃত্বের বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী পদ্ধতিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।

টীকা

১। জে ভি. স্তালিন: 'জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যের সম্ভাবনা এবং বলশেভিকীকরণের প্রশ্ন', **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৫৫ পৃঃ ৪৬ দেখুন।

২। জর্জি ডিমিট্রভ: 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর 'ঐক্য' **নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ লরেন্স এ্যাণ্ড উইসার্ট, লণ্ডন, ১৯৫১, পৃঃ ১৩৮-৩৯ দেখুন।

কুওমিনতাঙ-এর কাছে কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রশ্ন

১২ই জুলাই, ১৯৪৩

গত ক'মাস ধরে চীনের জাপ-বিরোধী শিবিরের মধ্যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও পীড়াদায়ক একটি ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে, বহু কুওমিনতাঙ পরিচালিত পার্টি, সরকার ও সৈনিকদের সংগঠন প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করা ও ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য একটি অভিযান শুরু করে দিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে তা দেখা দিলেও আসলে তা সমগ্র চীনা জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধেই পরিচালিত।

প্রথমে কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীগুলির কথা ভেবে দেখুন। সারা দেশের কুওমিনতাঙ পরিচালিত সেনাদলের মধ্য থেকে মূলবাহিনীর তিন তিনটি গ্রুপ সেনাবাহিনীকে উত্তর-পশ্চিমে রাখা হয়েছে—৩৪, ৩৭, এবং ৩৮ নম্বর গ্রুপ সেনাবাহিনীর সব কটিকেই অষ্টম যুদ্ধ এলাকার সহকারী প্রধান সেনাপতি হু স্যুং-নানএর পরিচালনাধীনে রাখা হয়েছে। তার মধ্য থেকে দুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে শেনসি-কানস্যু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল অবরোধ করার জন্য এবং শুধু একটিকে পীত নদী বরাবর—য়িচুয়ান থেকে তুঙকুয়ান পর্যন্ত জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত রাখা হয়েছে। আজ চার বছরের অধিককাল ধরে এই অবস্থাটি চলছে এবং যতদিন সামরিক সংঘর্ষ দেখা দেয়নি ততদিন জনগণ এটাকে গা-সহা করেই নিয়েছিল। কিন্তু গত কিছুদিনে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে গেছে। নদী বরাবর প্রথম, ষোড়শ এবং নবতিতম যে সৈনিকের বাহিনীগুলি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছে—তার মধ্য থেকে দুটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে—প্রথম আর্মি কোরকে পিন্‌চাও ও চুনহুয়া অঞ্চলে এবং নবতিতম কোরকে লোচুয়ান অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে এবং এই দুটি কোরই সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণের জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে অথচ জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নদীতীরবর্তী প্রতিরক্ষার বৃহত্তর অংশই অরক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েছে।

ইয়েনানের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার জন্য এই সম্পাদকীয়টি কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

এ দেখে অনিবার্যভাবে জনসাধারণ জিজ্ঞেস করছেন : এইসব কুওমিনতাঙ লোকজন ও জাপানীদের মধ্যেকার আসল সম্পর্কটি কী ?

দিনের পর দিন কুওমিনতাঙ-এর বহু লোক এই নির্লজ্জ প্রচার চালাচ্ছে যে কমিউনিস্ট পার্টি 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে' ও 'ঐক্য বিনষ্ট করছে'। নদীর প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত মূলবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়াকে কী প্রতিরোধ-যুদ্ধ জোরদার করা বলা চলে ? সীমান্ত অঞ্চলে হামলা করাকে বলা যায় কী ঐক্য জোরদার করা ?

আমরা কুওমিনতাঙকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এসব কারা করছে : জাপানীরা যখন এগিয়ে আসছে আপনারাই তো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সরে পড়ছেন। আপনাদের পেছনে যদি জাপানীরা এগিয়ে আসতে শুরু করে, তখন কী হবে ?

অন্য তীর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাপানীরা যখন সব দেখছে তখন নদীর প্রতিরক্ষার বিরাট অংশ পরিত্যাগ করে আপনাদের চলে আসার অর্থ কী ? আপনাদের ক্রমশঃ অপসৃয়মান পৃষ্ঠদেশ ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দর্শন করে পরম পুলকিত হওয়া ছাড়া তারা আর কী করতে পারে ? আপনাদের পৃষ্ঠদেশ দর্শনের জন্য জাপানীদের এমন পুলকের কারণটা কী ? এবং নদীর প্রতিরক্ষাকে প্রত্যাহার করার এবং বিরাট অঞ্চল অরক্ষিত রেখে চলে আসার পর আপনাদেরই বা এমন পরম নিশ্চিত বোধ করার কারণ কী ?

ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটা সমাজে মানুষজন রাতে ঘুমোতে যাবার আগে দরজার খিল দেন। সকলেই জানেন এটা একটা অনর্থক খেয়াল নয়, এটা হচ্ছে চোরদের বিরুদ্ধে সতর্কতার ব্যবস্থা। এখন এই যে আপনারা সদর দরজা হা করে খোলা রেখে এলেন, চোররা আসবে এই ভয় আপনারা করেন না ? আর সদর দরজা এভাবে খোলা থাকলেও চোররা যদি না আসে, তবে তারই-বা কারণটা কী ?

আপনাদের মতে, চীনে কমিউনিস্টরাই 'প্রতিরোধ যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করছে' আর আপনারাই পরম নিষ্ঠাভরে 'জাতিকে মাথায় করে রেখেছেন'। আচ্ছা, এই যে এখন আপনারা শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে আসছেন তখন কাকে আপনারা 'মাথায় করে রাখছেন ?'

আপনাদের মতে, এই কমিউনিস্টরাই 'ঐক্যকে বিনষ্ট করছে' এবং আপনারা পরম নিষ্ঠাভরে 'সর্বান্তঃকরণে ঐক্য রক্ষা করে চলেছেন'। আচ্ছা, এই যে

আপনারা (শুধু একটি আর্মি কোর বাদে) তিনটি গ্রুপ সেনাবাহিনীর বিশাল বহরকে সঙ্গীন উঁচিয়ে এবং ভারী গোলাগুলিসহ সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে পাঠালেন, এটাকে কি 'সর্বান্তঃকরণে ঐক্য রক্ষা' বলে গণ্য করা চলে ?

অথবা, আপনাদের আরেকটি জোর দাবিকেই ধরা যাক—আপনারা বলছেন আপনারা 'ঐক্যের' ব্যাপারে তত আগ্রহী নন, আপনারা চান 'ঐক্যবদ্ধ সংহতি'—তাই আপনারা চান সীমান্ত অঞ্চলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, 'সামন্তসুলভ বিচ্ছিন্নতাকে' নিশ্চিহ্ন করে দিতে ও প্রতিটি কমিউনিস্টকেই শেষ করে দিতে। খুবই ভাল কথা! কিন্তু এটা কি করে হয় যে জাপানীরা আপনাদের সহ চীনা জাতিটাকেই এমন 'ঐক্যবদ্ধ' করে দেবে যে তার অস্তিত্বের আর কোন চিহ্নই থাকবে না এ বিষয়ে তো আপনারা আদৌ ভীত নন ?

মনে করুন আপনারা এক ঝটকায় সীমন্ত অঞ্চলকে বিজয়গর্বে 'ঐক্যবদ্ধ' করে ছাড়লেন এবং কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করে দিলেন, তখন কোন্ 'ঘুম-পাড়ানি দাওয়াই' দিয়ে বা কোন্ 'জাদু' দিয়ে জাপানীদের স্তব্ধ করে রাখবেন যাতে ওদের 'ঐক্যবদ্ধ' করার কবল থেকে জাতি এবং আপনাদের উভয়েই অব্যাহতি পাবেন ? কুওমিনতাঙ-এর প্রিয় ভদ্রমহোদয়বর্গ, আপনাদের ঐ ঘুমপাড়ানি দাওয়াই বা গোপন জাদুমন্ত্রটির একটু হদিস আমাদের দিন না কেন ?

কিন্তু জাপানীদের মোকাবিলা করার মতো কোন ঘুমপাড়ানি দাওয়াই বা জাদুমন্ত্র যদি কিছু আপনাদের না থাকে, যদি আপনারা ওদের সঙ্গে গোপন কোন সমঝওতায় না এসে থাকেন তবে আপনাদের খোলাখুলি ও আনুষ্ঠানিক-ভাবে আমরা বলে দিতে চাই: সীমান্ত অঞ্চলকে আপনারা আক্রমণ করবেন না, ওটা করা উচিত কাজ হবে না। 'একে অন্যে যখন লড়াই চলবে তখন আসল শত্রুরই সুবিধা হবে', 'একজন যখন আরেকজনকে কাঠি দেবে, তখন আসল শত্রুই মজা লুটতে আসবে'—পৌরাণিক উপকথায় এমন অনেক শিক্ষণীয় নজীর রয়েছে। আপনাদের পক্ষে উচিত কাজ হবে আমাদের সঙ্গে এক হয়ে জাপানী অধিকৃত অঞ্চলকে 'ঐক্যবদ্ধ' করা ও দস্যুদের বিতাড়িত করে দেওয়া। সীমান্ত অঞ্চলের এই জায়গাটুকুকে 'ঐক্যবদ্ধ' করার জন্য আপনাদের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার কারণটা কী ? আমাদের এই সুন্দর দেশের বিরাট অঞ্চল আজ শত্রুর কবলিত, এ ব্যাপারে আপনাদের কোন উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততা দেখছি না, বরং উল্টে সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণের ব্যাপারে আপনারা উদগ্রীব

এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করার ব্যাপারেই আপনারা ব্যস্ত। কী দুঃখের কথা! কী লজ্জার কথা!

তারপর কুওমিনতাঙ পার্টির কথাই ধরুন। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য কুওমিনতাঙ গুপ্তচরদের বহুশত বাহিনী গড়ে তুলেছে আর তাতে এনে জড়ো করছে যত রাজ্যের বদমায়েশদের। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৪৩ সালের ৬ই জুলাই চীন সাধারণতন্ত্রের ৩২তম বর্ষের এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের ষষ্ঠ বার্ষিকীর প্রাক্কালে কুওমিনতাঙ সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি এই মর্মে একটি সংবাদ প্রচার করে যে শেনসি প্রদেশের সিয়ানে কয়েকটি 'সাংস্কৃতিক সংগঠন' একটি সভা করেছে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ভেঙে' দেওয়া হোক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা-বাদী সীমান্ত অঞ্চলের সরকারকে গুটিয়ে ফেলা হোক' এই মর্মে মাও সে-তুঙ-এর কাছে একটি তারবার্তা প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাঠকের কাছে এটাকে একটা 'সংবাদ' বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তা সেই একই পুরাতন কাহিনী।

দেখা যাচ্ছে, গোটা ব্যাপারটা হচ্ছে সেই কয়েকশ গুপ্ত গোয়েন্দাচক্রের একটিরই কীর্তি। সদর দপ্তরের (অর্থাৎ 'জাতীয় সরকারের মিলিটারী কাউন্সিলের অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান ব্যুরো' এবং 'কুওমিনতাঙ এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর) আদেশ অনুসারে এই বাহিনীটি ট্রট্স্কিপন্থী ও বিশ্বাসঘাতক যে চ্যাং তি-ফেই এখন সিয়ান-এর বন্দী শিবিরের পরিচালক হিসেবে কাজ করছে এবং **প্রতিরোধ ও সংস্কৃতি** নামক কুওমিনতাঙ-এর অর্থে পরিচালিত বিশ্বাসঘাতক সাময়িকপত্রে তার কমিউনিস্ট-বিরোধী লেখার জন্য কুখ্যাত, তার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে; ১২ই জুন তারিখে অর্থাৎ সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি কর্তৃক সংবাদটি প্রচার করার পঁচিশ দিন আগে এই লোকটি গোটা নয়জন লোককে দশ মিনিটের এক সভায় জড়ো করে এবং এই তথাকথিত তারবার্তার বয়ানটিকে 'অনুমোদন' করিয়ে নেয়।

আজ পর্যন্ত ইয়েনানে এই তারবার্তা এসে পৌছায়নি কিন্তু তার বিষয়বস্তু তো খুবই পরিষ্কার। আমাদের যা জানানো হচ্ছে, তাতে বলা হয়েছে যেহেতু তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাই কমিউনিস্ট পার্টিকেও একই-ভাবে 'ভেঙে দেওয়া' হোক, 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হতমান হয়ে পড়েছে' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই হচ্ছে মোদ্দা কথাটি। এ ধরনে কথাই কুওমিনতাঙ বলে বেড়াচ্ছে! এ ধরনের কুওমিনতাঙ জীবদের মুখ থেকে যা-তা কিছু বের হতে পারে এটা আমরা সব সময়ই জানি (আর রতনই তো রতনকে চেনে!) এবং ঠিকভাবেই তারা এখন এই বদ বায়ু ছেড়েছে!

চীনে এখন বহু রাজনৈতিক দল রয়েছে—এমনকি কুওমিনতাঙই দুটি রয়েছে। একটি হচ্ছে ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা নানকিং-এ অবস্থিত কুওমিনতাঙ, আর অন্যত্র রয়েছে সেই একই নীল আকাশের পটভূমিতে শ্বেতবর্ণ সূর্য খচিত পতাকা, তথাকথিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং গোপন গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর একটি দঙ্গল। আর তাছাড়া জাপানের অধিকৃত এলাকায় রয়েছে তাদের সৃষ্ট ফ্যাসিষ্ট পার্টিগুলি।

কুওমিনতাঙ-এর হে প্রিয় ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! তৃতীয় আন্তর্জাতিকের 'বিলুপ্তির' পর আপনারা যে এমন সাংঘাতিক ব্যস্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'বিলুপ্ত করে দেওয়ার' ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন, কিন্তু কৈ, আপনারা তো ঐ বিশ্বাসঘাতকদের কটি পার্টির বা জাপানের উদ্যোগে তৈরী ঐ পার্টিগুলোর বিলুপ্তির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্যও করছেন না? আপনারা যখন চ্যাং তি-ফেইকে তারবার্তাটির খসড়া তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন, কৈ তখন তো কমিউনিস্ট পার্টির বিলুপ্তি দাবি করা ছাড়া আপনারা ঘুণাক্ষরেও ঐ বিশ্বাস-ঘাতক পার্টিগুলি বা জাপানের উদ্যোগে তৈরী পার্টিগুলোর বিলুপ্তি দাবি করলেন না?

এটা কি সম্ভব যে আপনারা মনে করেন একটি কমিউনিস্ট পার্টিই বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে? সারা চীনে কমিউনিস্ট পার্টি তো একটিই রয়েছে, অন্যদিকে দু-দুটি কুওমিনতাঙ পার্টি রয়েছে। তাহলে কোন্ পার্টিটি একটি থাকলেই এতো বেশি হয়ে যাচ্ছে?

হে কুওমিনতাঙ ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! আপনারা কি কোন সময় নিম্নলিখিত বিষয়টি একটুও ভেবে দেখেছেন? আপনাদের ছাড়াও কোন জাপানীরা এবং ওয়াং চিং-ওয়েই এই উভয়ই কমিউনিস্ট পার্টিকে উৎখাত করে দেওয়ার জন্য এমন উন্মত্ত প্রয়াস চালাচ্ছে, বলে বেড়াচ্ছে একটা কমিউনিস্ট পার্টিই বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেই হবে? অথচ কী করে তারা এটা মনে করতে পারছে যে কুওমিনতাঙ বড় বেশি হয়ে যায়নি, এবং যতটি কুওমিনতাঙই হোক তা কোনদিনই বেশি হয়ে যাবে না এবং সব

জায়গাতেই তারা ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা কুওমিনতাঙকে সাজিয়ে রাখছে ও লালনপালন করছে ?

হে কুওমিনতাঙ ভদ্রমহোদয়বৃন্দ ! এটা বলতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই যে কুওমিনতাঙ-এর এবং তিন গণ-নীতির প্রতি জাপান ও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর বিশেষ একটা প্রীতি রয়েছে কেননা তারা মনে করে এই দুটিকেই তারা ভালভাবে কাজে লাগাতে পারবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে একটা সময়েই শুধু কুওমিনতাঙ-এর প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের কোন প্রীতি ছিল না এবং ভীষণ তিক্ততা নিয়ে তারা তাকে ঘৃণা করত এবং তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য তারা তাদের সাধ্যমতো চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, এটা ছিল ১৯২৪-২৭ সালে যখন ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন তাকে পুনর্গঠিত করে কমিউনিস্টদের তার সদস্যপদভুক্ত করেছিলেন এবং তা যখন কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্টদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে উঠেছিল একটি জাতীয় মৈত্রীতে। একমাত্র একটা সময়েই শুধু সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাসঘাতকেরা তিন গণ-নীতি সম্পর্কে কোন প্রীতির ভাব পোষণ করত না এবং ভীষণ তিক্ততা নিয়ে ঐ নীতিগুলিকে ঘৃণা করত এবং ঐগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে সেটাও ছিল সেই একই সময়ে যখন ঐ মূলনীতিগুলিকে রূপান্তরিত করে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন সেগুলিকে বিপ্লবী তিন গণ-নীতি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে তাকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ঐ সময়টির কথা ছেড়ে দিলে কুওমিনতাঙ যা করেছে তা হচ্ছে কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করা এবং তিন গণ-নীতি থেকে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের প্রদত্ত বিপ্লবী মর্মবস্তুকে ঝেড়ে দূর করে দেওয়া এবং এই দুটিই তাই এখন তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রীতিলাভে ধন্য হয়েছে আর ঠিক একই কারণে তা জাপানী ফ্যাসিষ্টগণ ও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর প্রীতিলাভ করেছে এবং ওরা আজ এইগুলিকে মহামূল্য সম্পদজ্ঞানে সাজিয়ে রাখছে এবং লালনপালন করছে। ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা কুওমিনতাঙ-এর পতাকার ওপরের বাঁদিকে খানিকটা হলুদ অংশ রাখা হয়েছিল অন্য কুওমিনতাঙ-এর থেকে তাদের পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু এখন ঐটুকুও সরিয়ে ফেলা হয়েছে নয়নাভিরাম করে তোলার জন্য এবং এখন দুটিই দেখতে একেবারে পুরোপুরি এক হয়ে উঠেছে। কী প্রচণ্ড প্রীতির বাহার !

ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা কুওমিনতাঙ পদার্থগুলি জাপানের অধিকৃত এলাকা-সমূহে ও তার পশ্চাদ্বর্তী সেই বিরাট অঞ্চলে ভুরিভুরি রয়েছে। শত্রুর পঞ্চম বাহিনীরূপে গোপনে তারা কেউ কেউ ছদ্মবেশ ধরে রয়েছে। অন্যরা প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দানাপানির জন্য কুওমিনতাঙ-এর ওপরই ভরসা করে রয়েছে বা পুলিশের চর হিসেবে কাজকেই তারা তাদের জীবিকা করেছে কিন্তু জাপানের প্রতিরোধের জন্য কিছুই করছে না, শুধু কমিউনিস্ট বিরোধিতার ব্যাপারে নিজেদের ব্যস্ত করে তুলছে। যদিও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর মার্কাটি ওদের গায়ে সাঁটা নেই তবু ঐ লোকগুলি আসলে ওরই আপনজন। এরাও শত্রুরই পঞ্চমবাহিনী, শুধু এদের ছদ্মবেশটা খানিকটা অন্য রকমের, তাদের স্বরূপটা ঢেকে রাখার জন্য এবং জনগণকে বোকা বানাবার জন্য।

সমস্ত ব্যাপারটা এখন নিতান্ত পরিষ্কার। যখন আপনারা চ্যাং তি-ফেইকে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ভেঙে দেওয়ার' দাবি জানিয়ে তারবার্তার খসড়া বয়ানটি রচনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন কোন পরিস্থিতির কারণেই যে জাপানের উদ্যোগে তৈরী করা ও বিশ্বাসঘাতক পার্টিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার দাবি জানাতে পারলেন না তার কারণ হচ্ছে আদর্শগত, নীতি ও সংগঠনগত দিক থেকে ওদের সঙ্গে আপনাদের অনেক মিল রয়েছে, আপনাদের সাধারণ মতাদর্শের মৌলিক দিকই হচ্ছে কমিউনিজম-বিরোধিতা ও জনগণ-বিরোধিতা।

আপনাদের কুওমিনতাঙ-এর লোকজনদের, আমরা আরও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। এটাই কি সত্য কথা যে চীনে তথা সারা দুনিয়ায় একমাত্র 'ছতমান, মতবাদটি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং আর সবগুলিই হচ্ছে পরম বরণীয় বস্তু? ওয়াং চিং-ওয়েই-মার্কা যে তিন গণ-নীতির কথা আমরা বলেছি তাকে ছেড়ে দিয়ে হিটলারের, মুসোলিনীর ও হিদেকি তোজোর ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্যটি কী? চ্যাং তি-ফেই-এর ট্রটস্কিবাদ সম্পর্কে আপনাদের কী বক্তব্য? চীনের নানা ধরনের প্রতিবিপ্লবী গোপন গোয়েন্দা চক্রের মতবাদ সম্পর্কেই-বা আপনাদের বক্তব্য কী?

কুওমিনতাঙ-এর হে প্রিয় ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! আপনারা যখন চ্যাং তি-ফেইকে তারবার্তাটির খসড়া প্রণয়নের নির্দেশ দিলেন তখন এই যেসব তথাকথিত মতবাদগুলি প্লেগ বা ছারপোকা বা কুকুরের বিষ্ঠার মতোই খাসা চীজ তাদের ব্যাপারে আপনারা তো একটি কথা বা একটি বিধানও

দিলেন না? এটাই কি তাহলে সম্ভবপর যে আপনাদের দৃষ্টিতে প্রতিবিপ্লবী এই সকল আবর্জনারাশিই ত্রুটিমুক্ত ও নিখুঁত এবং একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদই সম্পূর্ণতঃ হতমান?

খোলাখুলি বলে দেওয়াই ভাল যে আমাদের গভীর সন্দেহ হচ্ছে আপনারা জাপানীদের সৃষ্ট ও বিশ্বাসঘাতক ঐ দলগুলির সঙ্গে যোগসাজসেই কাজ করছেন এবং তারই জন্য আপনারা ও তারা 'একই নাকে নিঃশ্বাস ফেলছেন' এবং তারই জন্য আপনাদের ও ঐ বিশ্বাসঘাতকদের এমন চমৎকার মিল, এবং কার্যতঃ আপনাদের কথায় ও কাজে এমন হুবহু অভিন্নতা ও এমন সুন্দর ঐকতান। জাপানীরা ও বিশ্বাসঘাতকেরা নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হোক—এটা দাবি করেছিল এবং আপনারা তাকে ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিলেন; তারা চায় কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেওয়া হোক এবং আপনারাও তা-ই চান; তারা চায় সীমান্ত অঞ্চল তুলে নেওয়া হোক এবং আপনারাও তা-ই চান; তারা চায় না যে আপনারা পীত নদী বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখুন এবং আপনারাও তাই ঐ প্রতিরক্ষাকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন; তারা সীমান্ত অঞ্চলকে আক্রমণ করছে (গত ছয় বছর ধরে শত্রুসৈন্যরা নদীর তীর জুড়ে সুইতে, মিচি, চিয়াশিয়েন, উপাও ও চিংচিয়েন জেলার ওপর অঞ্চল থেকে অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর নদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে) এবং আপনারাও তা-ই করতে চাইছেন, তারা কমিউনিস্ট-বিরোধী, আপনারাও তাই, তারা প্রাণপণে কমিউনিজমের ও উদারনৈতিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে, আপনারাও তা-ই করছেন; যখনই তারা একজন কমিউনিস্টকে পাকড়াও করে তারা তাকে বাধ্য করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে উল্টোপাল্টা বলতে, আপনারাও তাই করেন; তারা প্রতিবিপ্লবী চরদের গোপনে বিভেদ সৃষ্টির কুমতলব নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়তে পাঠায়, আপনারাও তাই করেন। এটা কি করে হয় যে আপনারা ও তারা হুবহু ঠিক একই রকমের এবং এমন চমৎকার অভিন্ন? আপনারা এবং শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকেরা যেহেতু হুবহু ঠিক একই রকমের, বহুদিক থেকে কথায় ও কাজে এমন একান্ত অভিন্ন, তাই আপনারা যে ওদের সঙ্গে হরিহর আত্মা হয়ে কাজ করছেন এবং তাদের সঙ্গে গোপন একটা সমঝওতায় উপনীত হয়েছেন—জনসাধারণ কি

এই সন্দেহ পোষণ না করে পারেন ?

এখানে আমরা কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের কাছে এই আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি : নদীর প্রতিরক্ষার মূলবাহিনীগুলিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণের প্রস্তুতি করা এবং গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অনুমোদনের একান্ত অযোগ্য। ৬ই জুলাই আপনাদের সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সির তরফ থেকে ঐক্যের পক্ষে হানিকর ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অপমানজনক সংবাদ প্রকাশ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অনুমোদনের একান্ত অযোগ্য। এই দুটি ভুল পর্বতপ্রমাণ অপরাধ, শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের সম্পাদিত অপরাধের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ অভিন্ন। এগুলি আপনাদের শুধরে নিতে হবেই।

কুওমিনতাঙ-এর ডাইরেক্টার-জেনারেল মিঃ চিয়াং কাই-শেকের কাছে আমরা এই আনুষ্ঠানিক দাবি জানাচ্ছি : হু সুং-নান-এর সৈন্যবাহিনীকে নদীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফিরে আসতে নির্দেশ দিন, সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সিকে পথে নিয়ে আসুন এবং বিশ্বাসঘাতক চ্যাং তি-ফেইকে শাস্তি দান করুন।

কুওমিনতাঙ-এর দেশপ্রেমিক যে সদস্যবৃন্দ নদীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করাকে সমর্থন করেন না এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেওয়ার দাবি অনুমোদন করেন না তাঁদের প্রতি আমরা আবেদন জানাচ্ছি : গৃহযুদ্ধের সংকট পরিহার করার জন্য এখনই আপনারা তৎপর হোন। জাতিকে রক্ষা করার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছি।

আমরা বিশ্বাস করি, এই দাবিগুলি একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে খাজনা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 'সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সাহায্য করার' অভিযানকে প্রসারিত করুন

১লা অক্টোবর, ১৯৪৩

১। শরৎকালীন ফসল কাটার সময় এসে গেছে, ঘাঁটি এলাকাসমূহের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলি সর্বস্তরের পার্টি ও সরকারী সংগঠনগুলিকে খাজনা হ্রাস করার আমাদের নীতির প্রয়োগকে তদারক করতে বলুন। যেখানে যেখানে তা ঐকান্তিকতা সহকারে কার্যকর করা হয়নি এই বছর ব্যতিক্রমহীনভাবে সর্বত্র খাজনা হ্রাস করতে হবে। যেখানে যেখানে এই কাজটি আনুপূর্বিকভাবে করা হয়নি, এই বছর আনুপূর্বিকভাবে তা করা চাই। কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষিনীতি অনুসারে ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্টি কমিটিগুলিকে অবিলম্বে নির্দেশ প্রদান করতে হবে এবং প্রথমেই কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করে ভাল দৃষ্টান্তগুলি তাদের সংগ্রহ করতে হবে এবং এভাবে অন্যান্য স্থানের কাজকে দ্রুততর করে তুলতে হবে। একই সঙ্গে পত্রিকাগুলিতে খাজনা হ্রাসের ব্যাপারে এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলি সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করতে হবে। খাজনা হ্রাসের ব্যাপারটি যেহেতু কৃষকদেরই, একটি গণ-সংগ্রাম পার্টির নির্দেশ ও সরকারী আদেশগুলির মাধ্যমে জনগণের প্রতি হিতসাধনের প্রয়াস দেখানোর পরিবর্তে এই সংগ্রামকে পরিচালনা করা ও সাহায্য করাই লক্ষ্য হওয়া চাই। নিজেদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ না করে খাজনা হ্রাসকে হিতসাধনের প্রদর্শনী হিসেবে দেখা ভুল হবে এবং স্থায়ী কোন সুফল তাতে পাওয়া যাবে না। কৃষক সংগঠনগুলি গড়ে তুলতে হবে বা খাজনা হ্রাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেগুলিকে পুনর্গঠিত করে তুলতে হবে। সরকারের লক্ষ্য হবে নিশ্চয়তা সহকারে খাজনা হ্রাসের আদেশ কার্যকর করা এবং জমিদার ও চাষী প্রজাদের নানা স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এখন যেহেতু ঘাঁটি এলাকাগুলির আয়তন হ্রাস পেয়েছে তাই গত ছয় বছরের

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি চীনের কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

যে কোন সময়ের চেয়ে পার্টির দিক থেকে জনসাধারণকে ধৈর্যশীলভাবে, সততার সঙ্গে ও আনুপূর্বিকভাবে কাজের মধ্য দিয়ে ও তাদের সুখদুঃখ সমভাবে ভাগ করে সপক্ষে নিয়ে আসা অনেক বেশি জরুরী কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শরৎকালে কর্মনীতিকে কতখানি এযাবৎ কার্যকর করা গেছে তা যদি আমরা যাচাই করে দেখি ও খাজনা হ্রাসের কর্তব্যকে আনুপূর্বিকভাবে সম্পাদন করতে পারি তাহলে আমার কৃষকজনগণের উদ্যোগকে বিকশিত করে তুলতে পারব এবং আগামী বছরে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলতে ও উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে উৎসাহ যোগাতে আমরা সমর্থ হব।

২। শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটি অঞ্চলে অধিকাংশ কমরেডই কিভাবে পার্টি ও সরকারী সংগঠনের জন্য, সেনাবাহিনীর জন্য ও ব্যাপকভাবে উৎপাদনের কাজ চালাবার জন্য লোক সংগ্রহ করতে হয় তা জানেন না (এসবের মধ্যে নরনারী, যুবক-বৃদ্ধ, সৈনিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহে লোক নিয়োগের কথাও ধরা হয়েছে)। বর্তমান শরৎ ওশীতকালে প্রতিটি ঘাঁটি অঞ্চলে পার্টি কমিটি, সরকার ও সেনাবাহিনীকে আগামী বছর একটি বিরাট অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযান, যৌথ ও ব্যক্তিগত খামার, শিল্প, হস্তশিল্প, যানবাহন, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষির ওপর প্রধান জোর দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযান শুরু করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই অভিযান চালাতে হবে বাধাবিপত্তিগুলিকে নিজেদের চেষ্টায় দূর করার মনোভাব নিয়ে (শেনসি-কানসু- নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া 'যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও কাপড়ের ব্যবস্থা চাই' এই শ্লোগান অন্যত্র তোলা হবে না)। প্রতিটি পরিবারকে ভিত্তি করে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে ও শ্রমের ব্যাপারে পারস্পরিক সাহায্যের আয়োজন করতে হবে (এই পারস্পরিক সাহায্যদানকারী ব্যবস্থা উত্তর শেনসিতে শ্রম-বিনিময় দল বলে পরিচিত এবং অতীতের কিয়াংসির লাল অঞ্চলসমূহে একসময়ে তা পরিচিত ছিল চাষ করার দল অথবা পারস্পরিক-সাহার্য্যের কার্যকরী দল হিসেবে), শ্রমবীরদের পুরস্কৃত করতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধির আদর্শকে প্রশংসাযোগ্য অনুকরণীয় করে তুলতে হবে এবং জনগণের সেবায় নিযুক্ত সমবায়গুলির অগ্রগতি সাধন করতে হবে। আর্থিক এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অঞ্চল ও জেলা স্তরে পার্টি ও সরকারি ব্যক্তিদের তাঁদের দশ ভাগের নয় ভাগ শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের

সাহায্য করার কাজে এবং শুধু দশ ভাগের এক ভাগ শক্তি কাজে লাগাতে হবে কর সংগ্রহের ব্যাপার। প্রথম কর্তব্যে যদি সকল শক্তি নিয়োজিত হয়, তবে দ্বিতীয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সমস্ত সংগঠন, বিদ্যালয় ও সেনাবাহিনীর সকল ইউনিটকে একান্তভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে তরিতরকারি উৎপাদন, শূকর পালন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, কাঠকয়লা তৈরী, হস্তশিল্প প্রসার এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় শস্যের অন্ততঃ একটি অংশ উৎপাদন করার কাজে। সকল ইউনিটে যৌথ উৎপাদনের প্রসার ছাড়াও ছোট বা বড় প্রতিটি ইউনিট, (সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া) প্রতিটি ব্যক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে কোন-না কোন অবসর সময়ের কৃষি বা হস্তশিল্পের কাজ করতে (কিন্তু ব্যবসায়িক কাজে নয়), এই কাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ তিনি নিজের জন্যই রাখতে পারবেন। তরিতরকারি উৎপাদন, শূকর পালন ও পাচকদের অধিকতর ভাল খাদ্য প্রস্তুতের ব্যাপারে সাত থেকে দশ দিনের শিক্ষাক্রমের প্রচলন করতে হবে। সকল পার্টি, সরকার ও সেনা সংগঠনে মিতব্যয়িতার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে, অপব্যয় রোধ করতে হবে এবং দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। সকল স্তরে পার্টি, সরকার ও সৈনিক সংগঠনের এবং বিদ্যালয়সমূহের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জনগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার দক্ষতা অর্জনে তৎপর হবেন। উৎপাদনের ব্যাপার যদি কেউ সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন না করেন তবে তাঁকে একজন ভাল নেতা বলে গণ্য করা চলে না। উৎপাদনের ব্যাপারে যদি কোন সৈনিক বা অসামরিক ব্যক্তি দায়িত্বশীল মনোভাবসম্পন্ন না হয়, যে শুধু খেতেই ভালবাসে কিন্তু কাজ করতে চায় না তাকে একজন ভাল সৈনিক বা ভাল নাগরিক বলে গণ্য করা চলে না গ্রামের যে পার্টি-সদস্যদের উৎপাদনের কাজ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়নি, তাঁদের বুঝতে হবে জনগণের মধ্যে একজন আদর্শ কর্মী হতে হলে তাঁদের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে ভালভাবে কাজ করতে হবে। উৎপাদন অভিযানে রক্ষণশীল বা নিছক আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে শুধু রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশকে অবহেলা করা ভুল হবে। মুষ্টিমেয় একদল সরকারী কর্মচারী শস্য ও কর সংগ্রহ, তহবিল ও খাদ্য সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এবং পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের এবং জনগণের বিপুল শ্রমশক্তিকে একটি

ব্যাপক গণ-উৎপাদন অভিযান সংগঠনের কাজে লাগাতে অবহেলা করলে ভুল করা হবে। জনসাধারণের কাছ থেকে (কুওমিনতাঙ-এর মতো) শুধু শস্য ও অর্থ দাবি করা অথচ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদের সাহায্য করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ না করা ভুল হবে। মাত্র কয়েকটি অর্থনৈতিক দপ্তর ক্ষুদ্র সংখ্যক লোক নিয়ে উৎপাদনের জন্য কাজে লিপ্ত রইলেন অথচ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক গণ-অভিযান শুরু করার কাজকে অবহেলা করলেন—এটি ভুল হবে। গ্রামাঞ্চলে নিজেদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কমিউনিস্টদের পক্ষে পারিবারিক উৎপাদনকার্যে লিপ্ত হওয়া অমর্যাদাকর বা স্বার্থপরতার কাজ হবে এ কথা মনে করা বা সরকারী সংগঠন ও বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কমিউ-নিস্টদের পক্ষে অবসরকালীন সময় ব্যক্তিগত উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে তাদের নিজেদের জীবিকার অবস্থার উন্নতিসাধনের প্রয়াস অমর্যাদাকর বা স্বার্থপরতার কাজ হবে এ কথা মনে করা ভুল হবে কারণ ঐসব কাজই বিপ্লবী লক্ষ্যের স্বার্থের পক্ষে সহায়ক। ঘাঁটি অঞ্চলের জনগণকে শুধু তীব্র-তিক্ত সংগ্রামের পথে দুঃখকষ্ট সহ্য করার আহ্বান জানানো অথচ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে ও তাদের বৈষয়িক পরিস্থিতির উন্নতিবিধানের ব্যাপারে প্রচেষ্টা করতে তাদের উৎসাহিত না করা ভুল হবে। সমবায়গুলিকে নিছক মুষ্টিমেয় কিছু সংশ্লিষ্ট কর্মীর হিতসাধনের জন্য অর্থ রোজগারের প্রতিষ্ঠানমাত্র বা সরকার পরিচালিত বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে মনে করা এবং ঐগুলিকে জন-সাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত অর্থনৈতিক সংগঠন হিসেবে না দেখা ভুল হবে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে কাজের ক্ষেত্রে অনুকরণযোগ্য আদর্শ স্থাপনের যে পদ্ধতি (যেমন, শ্রমের ব্যাপারে পার-স্পরিক সাহায্য, পৌনঃপৌনিক চাষ, ঘন ঘন আগাছা বাছাই এবং প্রচুর সারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি) কিছু কিছু কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমবীরেরা কার্য-ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন তার প্রবর্তন এই অজুহাতে না করা যে কিছু কিছু ঘাঁটি এলাকায় এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা যাবে না—এই যুক্তিটি দেখানো ভুল হবে। উৎপাদন অভিযানের ব্যাপারে অর্থনৈতিক বিকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক দপ্তরের প্রধানদের হাতে এবং সামরিক সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত প্রধানদের বা সরকার ও অন্যান্য সংস্থার প্রশাসনিক প্রধানদের হাতে সব ছেড়ে দেওয়া এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীরা যাতে নিজেরা দায়িত্ব নিতে পারেন, ব্যক্তিগতভাবে কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন, জনগণের সঙ্গে

নেতৃস্থানীয় গ্রুপগুলি যাতে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করতে পারেন, সাধারণ আহ্বানকে বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন, অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের আয়োজন করতে পারেন, যা জরুরী প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি প্রাধান্য দিতে পারেন, নরনারী, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, এমনকি অলস বাউণ্ডুলেগণসহ প্রতিটি ব্যক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারেন এবং কর্মীদের সুশিক্ষিত এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন তার ব্যবস্থা না করা ভুল হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করাই হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির মূল সমস্যা। প্রতিটি ঘাঁটি অঞ্চলে, বর্তমানের এই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও পার্টি, সরকারী অফিসসমূহের এবং সেনাবাহিনীর হাজার হাজার নরনারীরা ও লক্ষ লক্ষ জনগণের শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো (অর্থাৎ স্বেচ্ছামূলক শ্রমের ভিত্তিতে যে সমস্ত মানুষ আংশিক বা পুরো সময় শ্রম করতে সমর্থ এমন প্রতিটি মানুষকে পরিবারভিত্তিক পরি-কল্পনার পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রম-বিনিময় টীম, যানবাহনের টীম, পারস্পরিক সাহায্যকারী কার্যকরী শ্রমকারীদের গ্রুপ বা সমবায় গড়ে তোলা এবং সমমূল্যের বিনিময়ের নীতি অনুসরণ করে) তাদের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব এবং একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করার সবকটি মূলনীতি ও পদ্ধতিকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে। সমস্ত ঘাঁটি অঞ্চলে এই বছর খাজনা হ্রাস সর্বত্র এবং পুরোপুরি কার্যকর করা হলে আগামী বছরের উৎপাদনকে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির প্রেরণা জোগাবে। এবং আগামী বছর পার্টি ও সরকার, সৈনিক ও অসামরিক নরনারী ও যুবক-বৃদ্ধ সকলে মিলে যে বিরাট উৎপাদন অভিযান গড়ে তুলবেন, শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন তা জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যোগান অব্যাহত রাখার বৈষয়িক ভিত্তিই গড়ে তুলবে। অন্যথায় আমরা অত্যন্ত গুরুতর বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হব।

৩। আগামী বছরের জাপ-বিরোধী সংগ্রামে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীকে ব্যাপক জনগণের সঙ্গে এক করে তোলার জন্য প্রতিটি ঘাঁটি অঞ্চলেই পার্টি কমিটি ও নেতৃস্থানীয় সৈনিক ও সরকারী সংস্থাসমূহকে একটি ব্যাপক আকারের গণ-অভিযান আগামী চান্দ্র

বছরের প্রথম মাসে শুরু করতে হবে 'সরকারের সমর্থন ও জনগণকে সহায়তা-দানের জন্য' 'সেনাবাহিনীকে সমর্থন ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকদের পরিবার-পরিজনকে বেশি করে সুবিধাদানের জন্য'। সৈন্যবাহিনী-সমূহকে প্রকাশ্যে নতুন করে 'সরকারকে সমর্থন ও জনগণকে সহায়তাদানের' প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে, আত্মসমালোচনার জন্য সভা করতে হবে, আঞ্চলিক মানুষদের সঙ্গে বৈঠকসভায় মিলিত হতে হবে (যেসব সভায় আঞ্চলিক পার্টি ও সরকারী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানাতে হবে) এবং জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী ও ক্ষতিকর অতীতের যে-কোন কাজকর্মের জন্য মার্জনা চাইতে হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আঞ্চলিক পার্টির নেতৃত্বাধীনে সরকার ও গণ সংগঠনসমূহ এবং তাদের পক্ষাবলম্বনকারী জনগণকে প্রকাশ্যে সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার প্রতিজ্ঞা নতুন করে গ্রহণ করতে হবে এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিকদের পরিবারকে অধিকতর ভালভাবে সুবিধা দেওয়া হবে, এবং সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি ইউনিটকেই অভিনন্দন জ্ঞাপনের ও উপহার দানের আন্তরিক একটি অভিযান শুরু করতে হবে। এই অভিযানসমূহের মধ্য দিয়ে, সেনাবাহিনী তার নিজের দিক থেকে এবং পার্টি ও সরকার তাদের নিজেদের দিক থেকে ১৯৪৩ সালের তাদের সকল ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে এবং ১৯৪৪ সালে সেগুলিকে দৃঢ়তা সহকারে সংশোধন করতে হবে। এখন থেকে, এ ধরনের অভিযান প্রতিটি চান্দ্র বছরের প্রথম মাসে সর্বত্র চালাতে হবে এবং এইসব অভিযানের সময়ে 'সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সহায়তা করার' এবং সেনাবাহিনীকে সমর্থন করার ও জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিকদের পরিবারগুলিকে সাধারণের চেয়ে অতিরিক্ত সুবিধাদানের' প্রতিজ্ঞা বারবার পাঠ করতে হবে, এবং ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের পার্টি, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বা অসামরিক জনগণের প্রতি সৈন্যবাহিনীর যে- কোন প্রকার উদ্ধত আচরণের ব্যাপারে বা সৈন্যবাহিনীর প্রতি পার্টি, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বা অসামরিক লোকজনের কোনপ্রকার অনুকূল মনোভাবের অভাবের ব্যাপারে জনগণের সামনে প্রকাশ্যে বারেবারে আত্মসমালোচনা করতে হবে (অন্য পক্ষকে নয়, প্রতিটি পক্ষই নিজেদের সমালোচনা করবেন) যাতে করে এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তিকে পুরোপুরি শুধরে নেওয়া সম্ভব হয়।

কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এবং জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দুটি অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য

৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩

৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়ে গেল এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর কুওমিনতাঙ সরকার তৃতীয় জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান করল। এই দুটি সভার সব দলিলপত্রই হাতে এসেছে, তাই এখন এ সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু মন্তব্য করা চলে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এক বিরাট পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে এবং এই প্রত্যাসন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে সব মহলই অবহিত হয়ে উঠেছেন। ইউরোপীয় অক্ষশক্তিগুলি এটা টের পেয়েছে এবং হিটলারও শেষরক্ষার চরম নীতি গ্রহণ করছে। মোটামুটি বলা চলে, সোভিয়েত ইউনিয়নই এই পরিবর্তন নিয়ে এল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অবস্থার সদ্ব্যবহার করছে—লালফৌজ ইতিমধ্যেই নীপার নদী পর্যন্ত পথের সব বাধাকে দুর্বার গতিতে অতিক্রম করে লড়াই করে এগিয়ে গেছে, এবং আরেকটি শীতকালীন আক্রমণ অভিযান তাকে সোভিয়েতের নতুন সীমান্তে না হলেও, পুরাতন সীমান্তে পৌঁছিয়ে দেবে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রও এই পরিবর্তনের সদ্ব্যবহার করছে, রুজভেল্ট ও চার্চিল হিটলারের পতনের প্রথম লক্ষণের অপেক্ষায় রয়েছেন যাতে তখনই ফ্রান্সে ঢুকে পড়তে পারেন। সংক্ষেপে জার্মান ফ্যাসিষ্ট সমরযন্ত্রটি শীঘ্রই খণ্ডছিন্ন হয়ে আলগা হয়ে পড়বে, ইউরোপে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সমস্যা চূড়ান্ত সমাধানের পূর্বমুহূর্তে উপনীত হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নই হচ্ছে ফ্যাসিবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রধান শক্তি। বিশ্বের ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুটি যেহেতু ইউরোপে রয়েছে এক বার যখন সেখানে সমস্যাটির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে তখনই দুটি বিরাট বিশ্ব-শিবিরের, ফ্যাসিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী শিবিরের

কমরেড মাও-ত্সে-তুঙ ইয়েনানের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার জন্য এই সম্পাদকীয়টি রচনা করেছিলেন।

ভাগ্য ও চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের কোণঠাসা অবস্থাটি বুঝতে পারছে এবং নীতিটিও হচ্ছে শেষরক্ষার চরম সংগ্রামের জন্য যথাসাধ্য সকল শক্তিকে সমবেত করা। চীনে তারা চেষ্টা করবে কমিউনিস্টদের 'নিশ্চিহ্ন করে দিতে' আর কুওমিনতাঙকে আত্ম-সমর্পণের লোভ দেখাতে।

কুওমিনতাঙও পরিবর্তনটি আঁচ করতে পেরেছে। এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তার আনন্দ আর ভয় দুটোই হচ্ছে। আনন্দ হচ্ছে এ কথা অনুমান করে যে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হলে, ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র তার হয়ে স্বাধীনভাবে জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তারা বিনা আয়াসে নানকিং এ ফিরে যেতে পারবে। ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে তিনটি ফ্যাসিষ্ট শক্তির এই সমূহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়ায় মুক্তির এক অভূতপূর্ব যুগ দেখা দেবে এবং কুওমিন-তাঙএর মুৎসুদ্দি-সামন্ত ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিশাল সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হয়ে পড়বে, তার ভয় হচ্ছে 'এক দল, এক নীতি ও এক নেতা'-মার্কা নিজস্ব ফ্যাসিবাদটিও সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে।

প্রথমদিকে কুওমিনতাঙ ভেবেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এককভাবে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক আর জাপানীদের তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণে উত্তেজিত করবে যাতে করে সমাজতন্ত্রের দেশটি ধ্বংস হয়ে যাবে বা ভীষণভাবে মার খেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে; তারা এই আশাও করেছিল যে ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমস্ত শক্তিকে প্রাচ্যে নিয়ে আসবে ও প্রথমে জাপানকে চুরমার করে ফেলবে এবং ইউরোপে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফ্রণ্ট নিয়ে দুর্ভাবনা না ভেবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই আসল মতলব থেকেই কুওমিনতাঙ প্রথমে 'ইউরোপের আগে এশিয়া' এবং তারপর 'ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতি সমান নজর দেওয়া' সংক্রান্ত রণনীতি নিয়ে এমন হৈ-চৈ শুরু করেছিল। বর্তমান বছরের আগস্ট মাসে কুইবেক সম্মেলন শেষ হওয়ার সময়ে, কুওমিনতাঙ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি. ভি. সুংকে রুজভেল্ট ও চার্চিল ডেকে পাঠালেন এবং তার সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বললেন; তারপরই কুওমিনতাঙ চিৎকার জুড়ে দিল 'রুজভেল্ট ও চার্চিল প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন', "এশিয়ার আগে ইউরোপ" এই পরিকল্পনাটি পরিবর্তিত হচ্ছে' এবং 'কুইবেক সম্মেলন ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও

চীন এই তিনটি বিরাট শক্তির সম্মেলন'—ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং পরমানন্দে আত্মপ্রচারের জয়ঢাক তারা পিটাতে শুরু করেছে। কিন্তু ঐটিই ছিল কুওমিনতাঙ-এর আনন্দ প্রকাশের অন্তিম মুহূর্তটি। তারপর থেকেই মনোভাবে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; 'ইউরোপের আগে এশিয়া' ও 'ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া' ইত্যাদিকে ইতিহাসের যাদুঘরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং কুওমিনতাঙ সম্ভবতঃ নতুন মতলব ভাঁজছে। মনে হয়, এই নতুন মতলবগুলির প্রাথমিক রূপায়ণই কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং কুওমিনতাঙ নিয়ন্ত্রিত জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবেচ্য বিষয়।

কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই কুৎসামূলক অভিযোগ করেছে যে তা নাকি 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করছে এবং রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলছে,' আবার একই সঙ্গে তা এই ঘোষণাও করেছে যে কুওমিনতাঙ 'রাজনৈতিক সমাধানে' এবং 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতির পক্ষপাতী।' কুওমিনতাঙ-এর সংখ্যা-গরিষ্ঠের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত তৃতীয় জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশনেও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মোটামুটি একই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তদুপরি, কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন চিয়াং কাই-শেককে কুওমিনতাঙ সরকারের সভাপতি 'নির্বাচিত' করেছে যাতে করে তাদের একনায়কতন্ত্রী শাসনের যন্ত্রটিকে জোরদার করে তোলা যায়।

একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর কুওমিনতাঙ এখন কী করার পরিকল্পনা করতে পারে? এক্ষেত্রে শুধু তিনটি সম্ভাবনাই রয়েছে:

(১) জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা;

(২) পুরানো পথ ধরে চলা; এবং

(৩) রাজনৈতিক লাইনে পরিবর্তন নিয়ে আসা।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের 'কমিউনিস্টদের আঘাত হানার এবং কুওমিন-তাঙকে খাতির করার' উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ করার জন্য কুওমিনতাঙ-এর আভ্যন্তরীণ পরাজয়বাদী ও আত্মসমর্পণপন্থীরা সব সময়ই আত্মসমর্পণের পক্ষে ওকালতি করে এসেছে। তারা সব সময় কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধ অবিচলিতভাবে বাধিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে এবং তারা এ কথা জানে যে একবার যদি গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যায় তবে জাপানের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং একমাত্র আত্মসমর্পণের পথই খোলা থাকবে। কুওমিনতাঙ চার লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ সৈন্য উত্তর-পশ্চিম চীনে সমবেত করছে এবং গোপনে গোপনে অন্যান্য ফ্রন্ট থেকে আরও অধিকতর সৈন্যকে ওখানে সরিয়ে আনছে। শোনা যাচ্ছে, সেনাপতিরা খুবই খোশমেজাজে রয়েছে এবং বলে বেড়াচ্ছে, ইয়েনান দখল করে নেওয়া কোন সমস্যাই নয়।' একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যে বক্তৃতায় চিয়াং-কাই শেক কমিউনিস্ট সমস্যাকে 'একটি রাজনৈতিক সমস্যা' হিসেবে বর্ণনা করে 'রাজনৈতিকভাবেই তার সমাধান হওয়া উচিত' এই মর্মে বক্তৃতা করেছেন এবং রাজনৈতিক পর্ষদের অধিবেশনেও অনুরূপ মর্মে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তার পর থেকেই তারা এভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করছে। কুওমিনতাঙ এর-কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের গত বছরের দশম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনেও অনুরূপ প্রস্তাবই নেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রস্তাবের কালি শুকোতে না শুকোতেই সেনাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সীমান্ত অঞ্চলসমূহ নিশ্চিহ্ন করার জন্য সামরিক পরিকল্পনা রচনা করতে; বর্তমান বছরের জুন ও জুলাই মাসে সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে তড়িৎ আক্রমণ চালাবার জন্য সৈন্যসজ্জা করা হল এবং দেশ-বিদেশে জনমত তার বিরুদ্ধে ছিল বলেই এই দুরভিসন্ধিটি পরিত্যক্ত হল। এখন আবার একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহ কাগজেপত্রে লিখিত হতে না হতেই সেনাপতিদের বাগাড়ম্বর ও সৈন্য মোতায়েনের রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। 'ইয়েনান দখল করা কোন সমস্যাই নয়'—এ কথার অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। 'ইয়েনান দখল করার' পক্ষপাতী সকল কুওমিনতাঙ সদস্যরাই অবশ্য সচেতন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আত্মসমর্পণ পন্থী নন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারেন 'কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়লেও আমরা জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কিন্তু চালিয়েই যাব।' ওহাম-পোয়া চক্রের[১] বহু অফিসারই সম্ভবতঃ এ কথা ভাবছেন। ঐসব ভদ্রলোকের কাছে আমরা কমিনিস্টরা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি রাখতে চাই। দশ বছরের গৃহযুদ্ধের শিক্ষা কি আপনারা ভুলে গেছেন? আবার যদি একটা গৃহযুদ্ধ বাধে তাহলে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞরা কি আপনাদের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দেবে? জাপানীরা এবং ওয়াং চিং-ওয়েই কি জাপানের বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দেবে? আপনারা কি যথার্থই এমন শক্তিশালী যে একদিকে একটা গৃহযুদ্ধ চালিয়েও আপনারা একই সঙ্গে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধেও

যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন? আপনারা বলছেন, আপনাদের ত্রিশ লক্ষ সৈন্য রয়েছে, কিন্তু আপনাদের সৈন্যদলের মনোবল এতই দুর্বল যে সাধারণ মানুষ তাদের তুলনা করেছে একটি বহনদণ্ডের একটি প্রান্তে বাহিত দুই ঝুড়ি ডিমের সঙ্গে—একবার সংঘাত বাধলেই সব শেষ হয়ে যাবে। চুংতিয়াও পর্বতে তাই-হাং পর্বতে, চেকিয়াং এবং কিয়াংসিতে, পশ্চিম হুপে এবং তাপাইয়ে পরিচালিত আপনাদের সব অভিযানেই এটা ঘটেছে। এই পরিণতির সোজা কারণ হচ্ছে 'কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সক্রিয়তার' এবং 'জাপানের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার' আপনাদের আত্মঘাতী নীতিটি। একটি জাতীয় শত্রু আমাদের দেশের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং যত বেশি সক্রিয়ভাবে আপনারা কমিউ-নিস্টদের বিরুদ্ধে লড়বেন এবং যত বেশি করে জাপানীদের প্রতিরোধের ব্যাপারে আপনারা নিষ্ক্রিয় থাকবেন, আপনাদের সৈন্যবাহিনীর মনোবল ততই বেশি করে ভেঙে পড়বে। যদি বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনাদের এমন অসহায় হাল হয়, তাহলে কি আপনারা আশা করেন যে হঠাৎ করে আপনাদের সৈন্যরা কমিউনিস্ট ও জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে একেবারে জবরদস্ত হয়ে উঠবে? তার কোন সম্ভাবনাই নেই। গৃহযুদ্ধ একবার যখন শুরু করবেন, তখন তার প্রতি আপনাদের অখণ্ড মনোযোগ দিতে হবে এবং 'একই সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার' সকল চিন্তাই অনিবার্যভাবে আপনাদের জলাঞ্জলি দিতে হবে; শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবেন জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আপনারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করতে অনিবার্যভাবে বাধ্য হচ্ছেন এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোন পথই আপনাদের সামনে খোলা নেই। কুওমিনতাঙ এর মধ্যে আপনারা যাঁরা প্রকৃতপক্ষেই আত্মসমর্পণ করতে চান না, যদি আপনারা গৃহযুদ্ধে উস্কানি দেন এবং তা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন তবে দেখতে পাবেন আপনারা অনিবার্যভাবে আত্মসমর্পণে এসে শেষ করেছেন। যদি আপনারা আত্মসমর্পণবাদী চক্রের ছলাকলার শিকার হয়ে পড়েন এবং একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ও জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের প্রস্তাবাবলীকে জনমত সংগ্রহের এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন তবে নিশ্চিন্তভাবেই এটা ঘটবে। যদি আপনারা প্রথমে আত্মসমর্পণ করতে নাও চান অথচ যদি আপনারা আত্মসমর্পণবাদী চক্রের ছলাকলার শিকার হয়ে পড়েন এবং ভুল পথ গ্রহণ করেন তবে আপনারা আত্মসমর্পণবাদী

চক্রটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই শেষ করবেন। একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরে এই হচ্ছে প্রথম সম্ভাব্য যে পথ কুওমিনতাঙ গ্রহণ করতে পারে এবং এটা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠার চূড়ান্ত গুরুতর রকমের বিপদ রয়েছে। আত্মসমর্পণপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে 'রাজনৈতিক সমাধান' ও 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতি' নিয়ে কথা বলা হচ্ছে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিকে অর্থাৎ আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতিকে গোপন রাখার সবচেয়ে ভাল পথ। সকল কমিউনিস্ট, কুওমিনতাঙ-এর সকল দেশপ্রেমিক সদস্য, সকল জাপ-বিরোধী পার্টি এবং আমাদের সমস্ত দেশবাসী যাঁরাই জাপানের বিরোধী তাঁদের সকলকেই এই চূড়ান্ত গুরুতর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং কোনমতেই এইসব ছলাকলায় বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এটা বোঝা চাই যে কুওনিমতাঙ-এর একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর এখনকার এই সময়ের মতো গৃহযুদ্ধের বিপদ আর কোন সময়েই এত বেশি ছিল না।

এইসব প্রস্তাব অন্য আরেকটি দিকে অবস্থাকে নিয়ে যেতে পারে, তা হচ্ছে 'খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক, আর গৃহযুদ্ধ কিছুকাল পরেই শুরু করা যেতে পারে।' আত্মসমর্পণবাদী চক্রের প্রস্তাবিত পথের চেয়ে এটা খানিকটা ভিন্ন ধরনের এবং এই পথ সেইসব লোকেরাই নিতে চাইবেন যাঁরা এখনো জাপানের বিরুদ্ধে লোকদেখানো একটা প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে চান, কিন্তু কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও তাঁদের একনায়কতন্ত্রী শাসন আদৌ বর্জন করতে চান না। তাঁরা এই পথে যেতে চাইবেন, কেননা তারা দেখছেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন অনিবার্য এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার; গৃহযুদ্ধের অর্থ হবে আত্মসমর্পণ এবং সমগ্র দেশের জনগণই গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধের পক্ষপাতী; কুওমিনতাঙ গুরুতর সংকটের আবর্তে পড়েছে, সাধারণ মানুষের থেকে নিজেকে তা দূরে সরিয়ে নিয়েছে, জনগণের সমর্থন হারিয়ে ফেলেছে এবং অতীতের যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; তাঁরা আরও দেখছেন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এরা সবাই চীন সরকার কর্তৃক গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার বিরোধী। এই সবকিছু মিলে গৃহযুদ্ধ বাধানোর পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখতে তাঁদের বাধ্য করবে এবং কিছু সময় ধরে 'রাজনৈতিক সমাধান' ও 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতির' ফাঁকা কথার কারবার চালাতে তাঁদের বাধ্য করবে। এইসব লোকেরা প্রতারণা ও বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে একেবারে ওস্তাদ। তাঁরা স্বপ্নেও 'ইয়েনান

দখল করার' ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করার' বাসনাটি ভুলতে পারেন না। ৮
এই বিষয়ে আত্মসমর্পণপন্থী চক্রটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তা সত্ত্বেও তাঁরা জাপানের বিরুদ্ধে লোকদেখানো প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে চায়, কুওমিনতাঙ তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা খুইয়ে বসুক তা তাঁরা চান না এবং আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী জনমতের নিন্দাকে মাঝে মাঝে তাঁরা খুবই ভয় করেন; তাই তাঁরা 'রাজনৈতিক সমাধান' ও 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতির' ধূম্রজালের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চান এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক পরিস্থিতি অপেক্ষায় থাকতে চান। একটা 'রাজনৈতিক সমাধান' বা 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের কোন ঐকান্তিক বাসনাই তাঁদের নেই, অন্ততঃ এই মুহূর্তে যে নেই সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। গত বছর কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের দশম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কাছাকাছি সময়ে কমরেড লিন পিয়াওকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মিঃ চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলার জন্য চুংকিং-এ পাঠিয়েছিলেন। তিনি চুং কিং-এ দশটি মাস অপেক্ষা করলেন, কিন্তু মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তাঁর সঙ্গে একটি বাস্তব বিষয় নিয়ে আলোচনার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি। বর্তমান বছরের মার্চ মাসে চিয়াং কাই-শেক তাঁর বই **চীনের ভবিষ্যৎ** প্রকাশ করে তাতে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ও উদারনৈতিক ধ্যানধারণার ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতার কথা সজোরে বলেছেন, দশ বছরের গৃহযুদ্ধের দায় কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে 'নতুন ধরনের যুদ্ধবাজ' ও 'নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে কুৎসা করেছেন এবং বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন দু'বছরের মধ্যেই তিনি কউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বেন। এই বছরের ২৮শে জুন, মিঃ চিয়াং কাই-শেক চৌ এন-লাই, লিন পিয়াও এবং অন্যান্য কমরেডদের ইয়েনানে ফিরে আসতে অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু একই সময়ে তিনি পীত নদীর তীরবর্তী তার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সীমান্ত অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন এবং সারাদেশের আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে তিনি আদেশ দিয়েছেন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তির সুযোগ গ্রহণ করে তথাকথিত গণ-সংগঠনের নামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিলুপ্তি দাবি করার জন্য। এই পরিস্থিতিতে আমরা কমিউনিস্টরা কুওমিনতাঙ ও সমগ্র জাতির কাছে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং প্রতি-

রোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করা ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তোলার কুওমিনতাঙ-এর সকল জঘন্য দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যাবে যে আমাদের ধৈর্যকে শেষ সীমায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। উহানের পতনের সময় থেকে উত্তর ও মধ্য চীনে কমিউনিস্ট-বিরোধী ছোট-বড় যুদ্ধবিগ্রহের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আজ দু'বছর হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হয়েছে আর এই পুরো সময়টা কুওমিনতাঙ মধ্য ও উত্তর চীনে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করেই চলেছে, ওখানে শুরুতে যা সৈন্য মোতায়েন ছিল তা ছাড়াও ওয়াং চুং-লিয়েন ও লি সিয়েন চৌ এর অধীনে গ্রুপ সৈন্যবাহিনীকে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করার জন্য কিয়াংসু ও শানতুং এ পাঠানো হয়েছে। তাইহাং পর্বত অঞ্চলে পাং পিং-সুন-এর গ্রুপ সৈন্যকে আদেশ দেওয়া হয়েছে একমাত্র কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য; একই আদেশ গেছে আনওয়েই ও হুপের কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর কাছে। দীর্ঘকাল এই বাস্তব ঘটনাবলীকেও আমরা জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি। কুওমিনতাঙ সংবাদ ও সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি এক মুহূর্তের জন্যও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচারে ক্ষান্ত দেয়নি, কিন্তু দীর্ঘকাল প্রত্যুত্তরে একটি কথাও আমরা বলিনি। একেবারে অযৌক্তিকভাবে কুওমিনতাঙ নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে ভেঙে দিল অথচ তা জাপানের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিল; শুধু তাই নয়, কুওমিনতাঙ দক্ষিণ আনহুইয়ে এই বাহিনীর নয় হাজার সৈন্যকে হত্যা করেছে, ইয়ে তিংকে গ্রেপ্তার করেছে, সিয়াং য়িংকে[২] হত্যা করেছে এবং ঐ বাহিনীর শত শত সৈন্যকে গ্রেপ্তার করেছে; যদিও এটা ছিল জাতি ও জনগণের প্রতি একটি দানবীয় বিশ্বাসঘাতকতা, আমরা দেশের কথা ভেবে আমাদের সহ্যশক্তি বজায় রেখেছিলাম, শুধু প্রতিকার দাবি করে একটি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। ১৯৩৭ সালের জুন-জুলাই মাসে মিঃ চিয়াং কাই-শেক যখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি কমরেড চৌ এন-লাই-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখন চিয়াং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে একটি বিশেষ আদেশ বলে জাতীয় সরকারের শাসন বিভাগীয় য়ুয়ান-এর প্রত্যক্ষ এলাকাধীন একটি প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং তার পদাধিকারী কর্মচারীরা আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র পাবেন। এখন মিঃ চিয়াং কাই-শেক শুধু যে তাঁর কথাগুলি গিলে খেয়েছেন তাই নয়, তিনি চার

থেকে পাঁচ লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েছেন সীমান্ত অঞ্চলকে সামরিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে ঘিরে ধরার জন্য ; সীমান্ত অঞ্চলের জনগণ এবং অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী সদর দপ্তরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে আনন্দের কোন অবকাশই নেই। এটা সবিশেষ কুখ্যাতির কথা যে অষ্টম রুট সেনাবাহিনীকে প্রতিশ্রুত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, অথচ কমিউনিস্ট পার্টিকেই 'বিশ্বাসঘাতক পার্টি' বলে নিন্দা করা হয়েছে, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে 'বিদ্রোহী সেনাবাহিনী' বলে কুৎসা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং অষ্টম রুট সেনাবাহিনীকে 'বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এক কথায় কুওমিনতাঙ-এর যেসব লোকজনেরা এভাবে চলছেন তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁদের শত্রু বলে মনে করেন। কুওমিনতাঙ-এর কাছে কমিউনিস্ট পার্টি জাপানীদের চেয়ে দশ বা একশ গুণ বেশি ঘৃণার বস্তু। কুওমিনতাঙ-এর যত ঘৃণা সবই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি, জাপানীদের প্রতি ঘৃণা তাদের আদৌ নেই বা থাকলেও তা নামমাত্র। কুওমিনতাঙ ও কমিউ-নিস্ট পার্টিকে যারা আলাদা করে দেখে এটা হচ্ছে জাপানী ফ্যাসিষ্টদের সেই আচরণেরই অনুরূপ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাদের ঘৃণা থেকে জাপানী ফ্যাসিষ্টরা ক্রমেই বেশি বেশি করে কুওমিনতাঙ-এর প্রতি ভদ্রভব্য হয়ে উঠেছে ; 'কমিউনিস্টদের বিরোধিতা কর' এবং 'কুওমিনতাঙকে ধ্বংস কর' তাদের এই দুটি শ্লোগানের মধ্যে এখন শুধু প্রথমটিই বহাল আছে। জাপানীরা ও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর কর্তৃত্বাধীন পত্রপত্রিকায় এখন আর কুওমিনতাঙ ধ্বংস হোক' বা 'চিয়াং কাই-শেককে খতম কর' ইত্যাদি শ্লোগান ছাপা হয় না। চীনে জাপানীরা তাদের সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৫৮ ভাগ নিয়োজিত করেছে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এবং শতকরা ৪২ ভাগকে নিয়োগ করেছে কুওমিন-তাঙ-এর ওপর নজর রাখার জন্য ; সম্প্রতি এই নজর রাখার কাজটিও তারা শিথিল করেছে এবং চেকিয়াং ও হুপে থেকে তাদের অনেক সৈন্যকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে কুওমিনতাঙ-এর আত্মসমর্পণের বাসনাকে উৎসাহিত করে তোলার জন্য। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা কমিউনিস্টদের আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার ব্যাপারে কোন সময়ে একটা কথা উচ্চারণ করতেও সাহস পায়নি কিন্তু কুও-মিনতাঙকে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার জন্য অন্তহীন বাক্যব্যয় করতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের প্রতিই কুও-মিনতাঙ-এর যত প্রচণ্ড বিক্রম কিন্তু জাপানীদের কাছে এলে তাদের সকল

বিক্রমই একেবারে মিইয়ে যায়। যথার্থ যুদ্ধবিগ্রহের দিক থেকে যুদ্ধের প্রকৃত অংশীদারের ভূমিকা থেকে সরে এসে কুওমিনতাঙ নিছক দর্শন হয়ে উঠেছে কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অপমানজনক উক্তি ও অবজ্ঞার একটা কড়া জবাব মুখের কথায় দেবার হিম্মৎও আজ তাদের নেই। জাপানীরা বলেছে, 'চীনের ভবিষ্যৎ-এ উপস্থাপিত চিয়াং কাই-শেকের যুক্তিধারার ভুল কিছুই নেই'। মিঃ চিয়াং বা তাঁর পার্টির কোন সদস্য এটাকে খণ্ডন করেছেন কি? না, এখনো তা করার সাহস তাঁদের হয়নি। জাপানীরা যখন দেখছে যে মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ-এর যত সামরিক ও সরকারী নির্দেশ' এবং 'যা কিছু শৃঙ্খলা বিধানের তৎপরতা' সবই ব্যবহৃত হচ্ছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কিন্তু কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের যে বিশজন সদস্য ও আটান্ন জন সেনাপতি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সেগুলি ব্যবহার করার কোন ইচ্ছা বা সাহসই তার নেই—সেই কুওমিনতাঙকে জাপানীরা ঘৃণাভরে অবজ্ঞা না দেখিয়ে পারে কী? দেশব্যাপী সকল মানুষ এবং বিশ্বব্যাপী মিত্র দেশসমূহ দেখছে মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ কিভাবে নতুন চতুর্থ সেনা-বাহিনীকে ভেঙে দিয়েছে, অষ্টম রুট সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেছে, সীমান্ত অঞ্চলকে অবরোধ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকদের পার্টি' 'বিশ্বাসহন্তা সেনাবাহিনী', নতুন ধরনের যুদ্ধবাজদের দল', নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজত্ব', 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারী'এবং 'রাষ্ট্রকে বিপন্ন করার যত সব অপবাদ ছড়াচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অনবরত 'সামরিক ও সরকারী নির্দেশ জারী করে' চলেছে আর 'শৃঙ্খলা বিধানে তৎপর রয়েছে। তারা কোন সময় এটা দেখেনি যে মিঃ চিয়াং ও কুওমিনতাঙ শত্রুপক্ষে যোগদান-কারী কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বিশজন সদস্য এবং আটান্ন জন সেনাপতির বিরুদ্ধে কোন সামরিক আদেশ, সরকারী হুকুমনামা জারী করেছেন বা তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলাবিধানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। একইভাবে, সম্প্রতি কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের সভায় যা কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার সব কটিই কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত কিন্তু কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বহু সংখ্যক যে সদস্যগণ এবং বহু সংখ্যক যেসব সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হয়নি। সারা দেশের জনগণ ও সারা বিশ্বের

বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলি কুওমিনতাঙ সম্পর্কে কী ভাবছে? একান্ত প্রত্যাশিত-ভাবেই তাই আবার 'রাজনৈতিক সমাধান' ও নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রস্তুতির কথা একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বলা হয়েছে। খুবই ভাল কথা, আমরা এইসব কথাবার্তাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সাম্প্রতিক এই কয় বছর ধরে কুওমিনতাঙ যে রাজনৈতিক লাইন একটানা অনুসরণ করে আসছে তা থেকে আমরা মনে করি এই কথাগুলি নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা কথা, যার লক্ষ হচ্ছে জনগণকে ধোঁকা দেওয়া এবং আসল মতলব হচ্ছে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য খানিকটা সময় করে নেওয়া, যাতে তাদের নিজেদের একনায়ক-তন্ত্রী রাজত্ব জনগণের ওপর তারা চিরস্থায়ীভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতি কি তৃতীয় একটি দিকে মোড় নিতে পারে? হাঁ, তা পারে। বেশ কিছু সংখ্যক কুওমিনতাঙ সদস্য, সমগ্র জনগণ এবং আমরা কমিউনিস্টরা এই আশাই করছি। এই তৃতীয় ধারাটি কী? তা হচ্ছে, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান, যথার্থ গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা 'এক দল এক নীতি, এক নেতা' বিশিষ্ট ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্বের অবসান এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ চলাকালে জনগণ কর্তৃক যথার্থভাবে নির্বাচিত একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা। আমরা কমিউনিস্টরা একেবারে প্রথম থেকে এই পথে কথা বলে আসছি। বেশ কিছু সংখ্যক কুওমিনতাঙ সদস্যও এ বিষয়ে একমত। দীর্ঘকাল ধরে আমরা আশা করে আসছি যে মিঃ চিয়াং কাই-শেক এবং তার নিজস্ব কুওমিনতাঙ উপদলও এই পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু গত ক'বছর ধরে যা ঘটেছে এবং এখন যা ঘটেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে মিং চিয়াং এবং ক্ষমতাসীন কুওমিনতাঙ ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই এই পথ অনুসরণ করতে রাজী নন।

এই পথ গ্রহণ করার আগে বেশকিছু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে (ইউরোপে ফ্যাসিবাদ যখন সম্পূর্ণ পতনের দ্বার-প্রান্তে উপনীত) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তখন চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের অনুকূল কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই আত্মসমর্পণকারীরা বিশেষ আগ্রহভরে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে বসতে পারে এবং জাপানীরা ও ওয়াং চিং-ওয়েই প্রভৃতিও আত্মসমর্পণকে সহজ করে তোলার জন্য গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। 'ডোমেই নিউজ

'এজেন্সির' ১লা অক্টোবরের সংবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ওয়াং চিং-ওয়েই বলেছেন : 'অনুরক্ত ভাইয়েরা সর্বদা অনুরক্ত ভাই হয়েই থাকবেন, এবং চুংকিং নিশ্চিতভাবেই আমাদের পথ ধরে চলবে, আর আমরা আশা করছি তা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল।' কী প্রীতি, কী আস্থা আর কী আগ্রহ! তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে কুওমিনতাঙ-এর কাছ থেকে সবচেয়ে ভাল যা প্রত্যাশা করা চলে তা হচ্ছে স্থিতাবস্থা, তবে হঠাৎ করে অবস্থার অবনতির বিপদ প্রকৃত-পক্ষেই গুরুতর। তৃতীয় পথের অনুকূল সব প্রয়োজনীয় শর্তই এখনো পর্যন্ত বিরাজ করছে না এবং সমগ্র চীনব্যাপী সকল দলের দেশপ্রেমিক ও জনগণকে নানাদিক থেকে তাকে বাস্তব করে তোলার জন্য প্রয়াস চালাতেই হবে।

একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মিঃ চিয়াং কাই-শেক ঘোষণা করেছেন :

> এটা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী শাসন পরিত্যাগ করা, জাতীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের হঠাৎ আক্রমণের ফলে প্রতিরোধ-যুদ্ধে যে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি হচ্ছে তা বন্ধ করা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আর কোন দাবিই করছে না ; এটা আশা করা চলে যে সাধারণতন্ত্রের ২৬ তম বর্ষে (১৯৩৭ সালে) জাতিকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাবার যে আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং ঐ ঘোষণায় যে চারটি প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার কথা বলা হয়েছিল সেই ঘোষনাকে কমিউনিস্ট পার্টি কার্যকর করবে।

'জাতীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হঠাৎ আক্রমণে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত করার সৃষ্টির' যে কথা মিঃ চিয়াং বলেছেন তা কুওমিনতাঙ-এর নিজের বিরুদ্ধেই প্রয়োজ্য হওয়া উচিত এবং এটা খুবই পরিতাপের কথা যে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এইসব ভিত্তিহীন ও অভিসন্ধি প্রসূত কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। উহানের পতনের সময় থেকে, কুওমিনতাঙ তিন-তিনটি আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেছে এবং বাস্তব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এর প্রত্যেকটির বেলাতেই কুওমিনতাঙ সৈন্যরাই কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়েছে। প্রথম অভিযানের সময়ে ১৯৩৯-এর শীতকাল থেকে ১৯৪০-এর বসন্তকাল পর্যন্ত সময়ে, কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী তাদের আকস্মিক আক্রমণের মধ্য দিয়ে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর অধ্যুষিত চুনহুয়া, সুনাই, চেংনিং, নিংসিয়েন ও চেনয়ুয়ান—এই পাঁচটি আঞ্চলিক শহর দখল করে নিয়েছিল এবং এইসব অভিযানকালে বিমান

বাহিনীকেও ব্যবহার করেছিল। উত্তর চীনে চু হুয়াই-পিং- এর সৈন্যবাহিনীকে তাইহাং পার্বত্য অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়েছিল অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণ চালাবার জন্য এবং অষ্টম রুট বাহিনী একমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় ১৯৪১ সালে জানুয়ারিতে। তার আগে হো য়িং-চিন ও পাই চুং-সি ১৯৪০-এর অক্টোবরে চু তে, পেং তে-হুয়াই, ইয়ে' তিং ও শিয়াং ইংকে তারযোগে এই দ্ব্যর্থহীন আদেশ পাঠায় যে পীত নদীর দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত তাদের পরিচালনাধীন সকল বাহিনীকে একমাসের মধ্যে নদীর উত্তরতীরে নিয়ে যেতে হবে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আনহুই-এর দক্ষিণের আমাদে সৈন্যদের উত্তরে সরিয়ে নেওয়া হবে; অন্যান্য বাহিনীর ব্যাপারে যদিও এই পরিস্থিতিতে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল, আমরা তবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের পর তারা ঐ নির্দিষ্ট অবস্থানে সরে যাবে। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ আনহুই-এর আমাদের নয় হাজার সৈন্য ঐ আদেশ অনুসারে ৫ই জানুয়ারি সরে যেতে শুরু করার আগেই, চিয়াং কাই শেক অন্য একটি আদেশ জারী করে 'ওদের সবাইকে জালে জড়িয়ে ফেলার' নির্দেশ দেন। ৬ই জানুয়ারী থেকে ১০ই জানুয়ারির মধ্যে কুওমিনতাঙ সৈন্যদল সত্যিসত্যিই নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর ঐ ইউনিটগুলিকে জালে জড়িয়ে ফেলল। তারপর ১৭ই জানুয়ারী, মিঃ চিয়াং কাই শেক সমগ্র নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকেই ভেঙে দেবার এবং ইয়ে তিংকে কোর্ট মার্শাল করার আদেশ দিলেন। তারপর থেকে মধ্য ও উত্তর চীনের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যেখানে যেখানেই কুওমিনতাঙ সৈন্য রয়েছে তারা সবাই অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেছে এবং ওরা একমাত্র বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে। তৃতীয় অভিযান শুরু হয়েছে বর্তমান বছরের মার্চ মাস থেকে এবং তা এখনো চলছে। মধ্য ও উত্তর চীনে কুওমিনতাঙ বাহিনী অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মিঃ চিয়াং কাই-শেক তাঁর লেখা **চীনের ভবিষ্যৎ** নামক যে বইখানি প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে কমিউনিজম ও জনগণের বিরুদ্ধে তাঁর সুতীব্র নিন্দাসূচক এক সুদীর্ঘ ফিরিস্তি। পীত নদী থেকে তাঁর বহু প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অপসারণ করে তিনি নিয়ে গেছেন সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আচমকা আক্রমণ চালাবার জন্য। তিনি সারা দেশ জুড়ে তথাকথিত জনগণের সংগঠনসমূহকে উত্তেজিত করে

তুলছেন কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেবার দাবি জানাবার জন্য। জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের কুওমিনতাঙ সংখ্যাগরিষ্ঠকে তিনি জড়ো করেছেন অষ্টম রুট সেনাবাহিনীকে কুৎসা করে আনীত হো য়িং-চিনের সামরিক রিপোর্টটি অনুমোদন করার জন্য এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য। তিনি পর্ষদকে এভাবে তৈরী করে ফেলেছেন গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে কমিউনিস্ট-বিরোধী জনমত বানানোর জন্য কুওমিনতাঙ-এর একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে অথচ তার হওয়া উচিত ছিল জাপ-বিরোধী ঐক্যেরই একটি প্রতীক এবং এই জন্যই পর্ষদের কমিউনিস্ট প্রতিনিধি কমরেড তুং পি-উ প্রতিবাদে ওয়াক আউট করে চলে এসেছেন। এই তিনটি কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান কুওমিনতাঙ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রণয়ন করেছে এবং পরিচালনা করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি এইসব কার্যকলাপ 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি' না করে থাকে তবে আর কিসের থেকে তা হয়েছে?

সাধারণতন্ত্রের ২৬তম বছরের (১৯৩৭ সালে) ২২ শে সেপ্টেম্বর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জাতিকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাবার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে একটি ঘোষণা করেছিল। তাতে বলা হয়:

> শত্রুকে ছলাকলার কুট চক্রান্ত বিস্তারের যে-কোন সুযোগ থেকে নিরস্ত করার জন্য এবং সরল বিশ্বাস থেকে যথার্থ যে সন্দেহ নানাজনের মনে রয়েছে সে রকম যে-কোন ভুল ধারণা দূর করে দেওয়ার জন্য, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য সম্পর্কে তার একান্ত আন্তরিক অনুরক্তির কথা ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করে। সুতরাং, আর একবার তা একান্ত গুরুত্বসহকারে সমগ্র জাতির কাছে ঘোষণা করছে: (১) ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের যে তিন গণ-নীতির আজ চীনের প্রয়োজন রয়েছে, আমাদের পার্টি তার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত; (২) কুওমিনতাঙ শাসন উচ্ছেদের জন্য অভ্যুত্থানের নীতি এবং জমিদারদের জমি বলপূর্বক দখল করার নীতি আমরা পরিত্যাগ করব; (৩) আমরা বর্তমান লাল সরকারকে এই প্রত্যাশা নিয়ে এমনভাবে পুনর্গঠিত করব যাতে তা গণতান্ত্রিক সরকারের একটা বিশেষ অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়ে সমগ্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে, এবং (৪) লালফৌজ তার নাম ও পরিচয়চিহ্ন বদল করবে,

জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ হিসেবে পুনর্গঠিত হবে এবং জাতীয় সরকারের সামরিক পর্ষদের অধীনস্থ হবে ও আদেশ পাওয়ামাত্র জাপ-বিরোধী রণক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে ও নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে প্রস্তুত থাকবে।

আমরা পরিপূর্ণভাবে এই চারটি প্রতিশ্রুতি পালন করছি; মিঃ চিয়াং-কাই-শেক বা কুওমিনতাঙ এর কেউই এদের একটিও লংঘন করার দায়ে আমাদের অভিযুক্ত করতে পারবেন না। প্রথমেই, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে এবং শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্ভাগের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যেসব নীতি কমিউনিস্ট পার্টি অনুসরণ করছে তা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের তিন গণ-নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং একটিও তার পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়তঃ, কুওমিনতাঙ যতক্ষণ জাতীয় শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ না করছে, কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট সহযোগিতাকে ভেঙে না দিচ্ছে অথবা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু না করছে, আমরা কুওমিনতাঙ শাসনকে উচ্ছেদ না করার অথবা জমিদারদের জমি বলপূর্বক দখল না করার ব্যাপারে প্রদত্ত আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা সব সময় পালন করব। অতীতে আমরা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এসেছি, এখনো তা রক্ষা করছি এবং ভবিষ্যতেও তা করে যাব। তার অর্থ হচ্ছে, কুওমিনতাঙ যখন শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, সহযোগিতাকে ভেঙে দেবে এবং গৃহযুদ্ধ শুরু করবে একমাত্র তখনই আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি বাতিল করে দিতে বাধ্য হব, কারণ একমাত্র ঐ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা অসম্ভব হবে, তৃতীয়তঃ, প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম বছরেই মূল লাল সরকারকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং দীর্ঘকাল ধরেই গণতান্ত্রিক সরকারের 'তিনটি এক তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা' কার্যকর রয়েছে কিন্তু শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি কুওমিনতাঙ আজ পর্যন্ত পূরণ করেনি এবং আরও অতিরিক্ত ব্যাপার হচ্ছে তা আমাদের 'সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার' দায়ে অভিযুক্ত করছে। মিঃ চিয়াং কাই-শেক এবং কুওমিনতাঙ এর অপরাপর সদস্যবৃন্দ! 'বিচ্ছিন্নতা' বলতে আপনারা কী বোঝাচ্ছেন তা আপনাদের জানা উচিত—শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এবং অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলের যে পরিস্থিতিকে কুওমিনতাঙ সরকার স্বীকার করে না—তা তো আমরা চেয়ে আনিনি বরং পুরোপুরি আপনারাই আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সীমান্ত অঞ্চলের

স্বীকৃতিদানের আপনাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে আপনারা অমান্য করলেন, ওখানকার গণতান্ত্রিক সরকারকে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন, আর এখন আমাদের বিরুদ্ধে 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' অভিযোগ করছেন—তার কী কারণ থাকতে পারে বলতে পারেন? দিনের পর দিন আমরা স্বীকৃতির জন্য বলে এসেছি, আপনারা অস্বীকার করেছেন—তাহলে কে দায়ী বলুন? যদিও তিনি নিজেই কুওমিনতাঙ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল এবং ঐ সরকারের প্রধান তবু এই বিষয়ে তাঁর নিজের বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ না দেখিয়ে মিঃ চিয়াং তাঁর **চীনের ভবিষ্যৎ** বইটিতে 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' বিরুদ্ধে এমন যে আক্রমণ করেছেন তার কী যুক্তি আছে বলুন তো? একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মিঃ চিয়াং কাই-শেক আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি পালনের যে দাবি জানিয়েছেন তার সুযোগ নিয়ে আমরা তার কাছে দাবি জানাচ্ছি, যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে গণতন্ত্রের মূলনীতি দীর্ঘকাল ধরে বাস্তবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে তাকে এবং শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চলসমূহকেও তিনি আইনসঙ্গত স্বীকৃতি প্রদান করুন। আপনি যদি আপনার স্বীকৃতি না দেবার নীতি আঁকড়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনি চান আমরা এই 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' চালিয়ে যাই এবং তাতে অতীতের মতোই পুরো বদনাম বর্তাবে আপনার ওপর, আমাদের ওপর নয়। চতুর্থতঃ, আজ দীর্ঘকাল হয় লালফৌজ তার 'নাম ও পরিচয়' বদল করেছে, 'জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ হিসেবে পুনর্গঠিত হয়েছে' এবং 'জাতীয় সরকারের সামরিক পর্ষদের অধীনে স্থাপন করা হয়েছে', এই প্রতিশ্রুতি অনেক আগেই পূরণ করা হয়েছে। জাতীয় সরকারের সামরিক পর্ষদের অধীনে নয়, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একমাত্র যে বাহিনীটি রয়েছে, তা হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীটি; তারও কারণ হচ্ছে এই যে সামরিক পর্ষৎ প্রতিবিপ্লবী একটি আদেশ বলে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলে ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি এই বাহিনীকে 'বিদ্রোহী সেনাদল' বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ করে দেয় এবং তাকে 'ভেঙে দেওয়া হয়', আর তাছাড়াও কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী প্রতিদিন তার বিরুদ্ধে একটানা আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। অথচ এই নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী অবিচলিতভাবে মধ্য চীনে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে এবং চারটি প্রতিশ্রুতির প্রথম তিনটিকে পুরোপুরি

পালন করেছে; তদুপরি তা জাতীয় সরকারের সামরিক পর্ষদের অধীনে' আবার চলে আসার তার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে এবং মিঃ চিয়াং কাই-শেককে ঐ বাহিনী ভেঙে দেওয়ার আদেশটি বাতিল করে দিতে বলেছে এবং চতুর্থ প্রতিশ্রুতিটিও তা যাতে পালন করতে পারে তারজন্য তার পরিচয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞানটি আবার ফিরিয়ে দিতে বলেছে।

একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত কমিউনিস্ট পার্টি সংক্রান্ত দলিলে এ কথাও বলা হয়েছে:

> অন্যান্য সমস্যাদি সম্পর্কে বলা যায় জাতীয় বিধানসভায় সেগুলি আলোচনার ও সমাধানের জন্য উত্থাপন করা যেতে পারে এবং যেহেতু বর্তমান অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা হবে, একটি সংবিধান রচনা করা হবে এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তা ঘোষণা করা হবে—তাই ওখানেই তার বিহিত করা যাবে।

এখানে উল্লিখিত 'অন্যান্য সমস্যাদি' হচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর একনায়কত্বের অবসান, ফ্যাসিষ্ট গোয়েন্দা ব্যবস্থার অবসান, সমগ্র দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের, বিভিন্ন ধরনের লেভির ও গুরুতর করভারের অবসান, জাতিজোড়া পর্যায়ে খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কৃষিনীতি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহায়তা দান ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ। ১৯৩৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর জাতিকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বানের ঘোষণায় আমাদের পার্টি বলেছিল:

> গণতন্ত্রকে কার্যকর করে তুলতে হবে, একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করতে হবে এবং একটি সংবিধান গ্রহণ করতে হবে এবং জাতীয় মুক্তির একটি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। চীনের জনগণ যাতে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য প্রথমেই দুর্ভিক্ষত্রাণের, জীবিকা নির্বাহে নিশ্চয়তা বিধানের প্রতিরক্ষা শিল্প বিকাশের, জনগণকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিদানের ও তাদের জীবিকার অবস্থার উন্নতি বিধানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঠিক পরের দিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) মিঃ চিয়াং কাই-শেক একটি

বিবৃতিতে এই ঘোষণাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আজ শুধু কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রদত্ত চারটি প্রতিশ্রুতি পালনের নিছক আহ্বান জানালেই চলবে কেন, তাঁর নিজেকে, কুওমিনতাঙ ও কুওমিনতাঙ সরকারকেও ওপরে উধৃত ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার জন্য বলতে হবে। মিঃ চিয়াং কাই-শেক শুধু কুওমিনতাঙ এর ডাইরেক্টার জেনারেল নন, তিনি কুওমিনতাঙ সরকারের (নামের দিক থেকে জাতীয় সরকারের) সভাপতিও বটেন। তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সততা সহকারে গণতন্ত্রের ও জনগণের জীবনযাত্রার উন্নয়নের এই সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকর করা, তিনি স্বয়ং আমাদের কমিউনিস্টদের কাছে, সমগ্র দেশের জনগণের কাছে যে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা মান্য করা, তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং জবরদস্তিমূলক কাজকর্ম করা, মুখে এক কথা বলা ও কাজে অন্যটি করা বন্ধ করা। সমগ্র জনগণের সঙ্গে একত্রে আমরা কমিউনিস্টরাও নেহাৎ ফাঁকা, প্রতারণাপূর্ণ কথা আর চাই না, চাই কাজ। যদি কাজ হতে থাকে, আমরা খুশি হব; কাজে রূপায়িত না করে শুধু ফাঁকা কথা দিয়ে জনগণকে আর বেশি সময় ঠকানো যাবে না। মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ এর কাছে আমরা যা চাইছি তা হচ্ছে: প্রতিরোধ যুদ্ধকে একেবারে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে চলুন, আত্মসমর্পণের বিপদ পরিহার করুন; সহযোগিতা অব্যাহত রাখুন, গৃহযুদ্ধের বিপদ পরিহার করুন; সীমান্ত অঞ্চলের এবং শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী জাপ বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলের গণতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকার করুন, চতুর্থ সেনাবাহিনীকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন, কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান বন্ধ করুন, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া অঞ্চল অবরোধকারী চার লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ সৈন্য প্রত্যাহার করুন, জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদকে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিমত জাগিয়ে তোলার কুওমিনতাঙ-এর একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা বন্ধ করুন, বাকস্বাধীনতার, সভা ও সমাবেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিন, কুওমিনতাঙ এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান করুন; খাজনা ও সুদ হ্রাস করুন, শ্রমিকদের জীবিকা ও কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান করুন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের শিল্পকে সহায়তা করুন; গোয়েন্দা ব্যবস্থা বাতিল করুন, ফ্যাসিষ্ট শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করুন এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রচলন করুন। আপনারা নিজেরাই এসবের অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনারা যদি এইসব দাবি ও প্রতিশ্রুতি পালন করেন আমরা

আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমরাও আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করে যাব। মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ রাজী থাকলে আমরা যে-কোন সময়ে দুই পার্টির মধ্যেকার আলাপ আলোচনা শুরু করতে সম্মত আছি।

সংক্ষেপে, কুওমিনতাঙ সম্ভাব্য যে তিনটি পথ নিতে পারে তার প্রথমটি হল আত্মসমর্পণ ও গৃহযুদ্ধের পথ, মিঃ চিয়াং কাই শেক ও কুওমিনতাঙ-এর ধ্বংসের পথ। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রতারণাপূর্ণ বাক্‌চাতুরী দিয়ে একদিকে কিছুটা সময় করে নেওয়া এবং অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট একনায়ত্ব আঁকড়ে থেকে গোপনে গোপনে সক্রিয়ভাবে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার পথটিও অনুরূপভাবে মিঃ চিয়াং কুওমিনতাঙ-এর জন্য কোন মুক্তির সন্ধান নিয়ে আসছে না। একমাত্র তৃতীয় পথ, ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব ও গৃহযুদ্ধের ভ্রান্ত পথ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করলে এবং গণতন্ত্র ও সহযোগিতার সঠিক পথ অনুসরণ করলেই মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ মুক্তিপথের সন্ধান পেতে পারেন। কিন্তু এ যাবৎ জনগণকে আশ্বস্ত করার মতো এমন কিছুই মিঃ চিয়াং ও কুওমিনতাঙ করেননি যাতে মনে হতে পারে যে তাঁরা তৃতীয় পথেই চলতে চান; সুতরাং সারা দেশের জনগণকে আত্মসমর্পণ ও গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত গুরুতর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতেই হবে।

কুওমিনতাঙ এর সকল দেশপ্রেমিক সদস্যই ঐক্যবদ্ধ হোন এবং প্রথম পথ ধরে এগিয়ে যেতে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষকে নিষেধ করুন, দ্বিতীয় পথ আঁকড়ে থাকা থেকে ওদের নিবৃত্ত করুন এবং তৃতীয় পথ গ্রহণ করার দাবি জানান!

জাপ-বিরোধী সকল দেশপ্রেমিক পার্টি ও জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোন এবং কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষকে প্রথম পথ গ্রহণ করতে নিষেধ করুন, দ্বিতীয় পথ আঁকড়ে থাকা থেকে ওদের নিবৃত্ত করুন এবং তৃতীয় পথ গ্রহণ করার দাবি জানান!

বিশ্বে এক অতুলনীয় পরিবর্তন আসন্ন। আমরা আশা করি, মিঃ চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ আমাদের যুগের এই মহাসন্ধিক্ষণে নিজেদেরকে দক্ষভাবেই পরিচালনা করবেন। আমরা আশা করি, সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও দেশপ্রেমিক জনগণ আমাদের যুগের এই মহাসন্ধিক্ষণে দক্ষভাবেই নিজেদের পরিচালনা করবেন।

টীকা

১। ওহামপোয়া চক্র বলতে এখানে কুওমিনতাঙ-এর সেইসব সেনাপতি ও অফিসারদেরই বোঝানো হচ্ছে যারা এক সময়ে ওহামপোয়া সামরিক একাডেমিতে শিক্ষক বা সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত ছিল। কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীতে এরা ছিল চিয়াং কাই-শেক-এর ঘনিষ্ঠতম অনুগামী।

২। ইয়ে তিং এবং সিয়াং য়িং ছিলেন নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর যথাক্রমে সৈনাধ্যক্ষ ও উপ-সৈনাধ্যক্ষ।

সংগঠিত হোন !

২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম, কল-কারখানা, সেনাবাহিনী, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠন এবং বিদ্যালয়গুলি থেকে আগত শ্রমবীর ও বীরাঙ্গনা এবং উৎপাদনকার্যে আদর্শ কর্মী হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত এই সম্বর্ধনা সভায় আমি কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি যা বলতে চাই তাকে সংক্ষেপে বলা যায় 'সংগঠিত হোন!' বর্তমান বছরে সীমান্ত অঞ্চলের জনসাধারণ ও সৈন্য বাহিনীর লোকেরা, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠন, বিদ্যালয় ও কল-কারখানাসমূহের লোকজনেরা গত শীতকালে কেন্দ্রীয় কমিটির উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রীয় ব্যুরোর আহুত প্রবীণ কর্মীদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে উৎপাদন অভিযান পরিচালনা করে এসেছেন: বর্তমান বছরে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট সাফল্য ও অগ্রগতি লাভ করা গেছে এবং সীমান্ত অঞ্চলের নতুন একটি চেহারাই দেখা যাচ্ছে। প্রবীণ কর্মীদের সম্মেলনে গৃহীত নীতির সঠিকতা বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। এই নীতির সার কথা ছিল জনসাধারণকে সংগঠিত করা, জনগণ, সৈন্যবাহিনী, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠন ও বিদ্যালয়সমূহ থেকে ব্যতিক্রমহীনভাবে সম্ভাব্য সকল শক্তিকে—সকল নরনারী, তরুণ ও বৃদ্ধ সকলেই যাঁরা আংশিক বা পুরো সময়ের ভিত্তিতে তাঁদের শ্রমশক্তি নিয়োজিত করতে পারবেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে একটি বিশাল শ্রমবাহিনী গড়ে তোলা ও তাঁদের সবাইকে এই কাজে সমবেত করা। যুদ্ধ করার জন্য যেমন আমাদের একটি সৈন্যবাহিনী আছে, তেমনি শ্রম করার জন্যও আমাদের একটি সৈন্যবাহিনী রয়েছে। যুদ্ধ করার জন্য আমাদের রয়েছে অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী; কিন্তু তাঁরাও দ্বিবিধ কাজ করেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেন আর উৎপাদনের কাজ করেন। এই দুই ধরনের সৈন্যবাহিনী এবং এই দুইটি কাজে ও জনগণের কাজে সুদক্ষ একটি সংগ্রামী সৈন্যবাহিনী

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের শ্রমবীরদের সম্মানে আয়োজিত অভ্যর্থনা সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

থাকলে আমরা আমাদের বাধাবিপত্তিগুলি দূর করতে পারব এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারব। সীমান্ত অঞ্চলের সাম্প্রতিক কয়েক বছরের উৎপাদন অভিযানের সাফল্য যদিও চূড়ান্তভাবে এ কথা প্রমাণ করে দেওয়ার মতো বিরাট ও উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি, বর্তমান বছরে আমাদের সাফল্য প্রকৃতপক্ষেই তা সপ্রমাণ করেছে এবং আমরা সকলেই আমাদের চোখের সামনে তা দেখতে পাচ্ছি।

সীমান্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল ইউনিটকে এবার জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে তাতে করে সৈনিকদের গড়ে জনপ্রতি আঠারো মু করে চাষের জমি পড়েছে; এবং তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই, উৎপাদন করতে বা তৈরী করে নিতে পারবেন—তাঁরা তাঁদের খাদ্য (তরি-তরকারি, মাংস, রান্নার তৈল), পোশাক (তুলোর পট্টি লাগানো পোশাক, উলের পোশাক এবং জুতো), বাসস্থান (গুহাবাস, ঘরবাড়ি এবং সভা-সমিতির জন্য কক্ষ), দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র (টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ও মনোহারি দ্রব্যাদি) এবং জ্বালানি (কাঠ, কাঠকয়লা ও কয়লা) ইত্যাদি পেয়ে যাবেন। আমরা আমাদের নিজের হাত দিয়েই 'যথেষ্ট খাদ্য ও কাপড়-চোপড়ের' লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেছি। প্রতিটি সৈন্যকে বছরে মাত্র তিনটি মাস উৎপাদনের জন্য ব্যয় করতে হবে বাকী নয় মাস ট্রেনিং ও যুদ্ধের কাজে তিনি নিয়োজিত করতে পারবেন। আমাদের সৈন্যরা তাঁদের মাইনের জন্য কুও-মিনতাঙ সরকার, সীমান্ত অঞ্চলের সরকার বা জনগণ কারও ওপরই নির্ভর করে থাকেন না এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পুরো ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। আমাদের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে কী অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ নতুন ব্যবস্থা প্রচলিত হল! প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিগত সাড়ে ছয় বছরের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলি শত্রুর 'সব কিছু পুড়িয়ে ফেল, সবাইকে হত্যা কর ও সবকিছু লুঠ করে নাও' এই নীতির শিকার হয়েছে, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল কুওমিনতাঙ কর্তৃক নিশ্ছিদ্রভাবে অবরুদ্ধ হয়ে আছে এবং আর্থিক ও অর্থ-নৈতিকভাবে আমরা চরম দুর্দশায় উপনীত হয়েছি। আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই করতে না পারতেন তবে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারতাম না। এখন সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের সৈন্যরা উৎপাদন করতে শিখেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যরাও তা শিখেছেন, আর অন্যরাও তা শিখছেন। আমাদের বীর অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ

বাহিনীর সংগ্রাম-সমর্থ প্রত্যেকটি সৈনিক যদি শুধু যুদ্ধ করতে ও জনগণের কাজ করতে নয়, উৎপাদনের কাজও করতে পারেন তবে কোন বাধা-বিপত্তিকেই ভয় করার আমাদের কিছু নেই এবং মেনসিয়াস এর কথায় বলতে পারা যায় 'এই পৃথিবীতে আমরা অপরাজেয়'[১] হয়েই থাকব। আমাদের সংগঠন ও বিদ্যালয়গুলি এ বছর বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে; তাদের খরচের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশই সরকারের কাছ থেকে এসেছে, অধিকাংশটুকুই তারা তাদের উৎপাদন থেকে পুষিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় তরিতরকারির শতকরা একশ ভাগই তারা উৎপাদন করেছে, গত বছর শতকরা মাত্র পঞ্চাশ ভাগ তারা উৎপাদন করতে পেরেছিল; শূকর ও মেষ পালন করে তারা তাদের মাংসের ব্যবহার অনেক পরিমাণে বাড়াতে পেরেছে এবং সাধারণ নিত্যব্যবহার্য নানা জিনিসের বহু কারখানা তারা স্থাপন করেছে। যেহেতু সৈন্যবাহিনী নানা সংগঠন ও বিদ্যালয়সমূহ এখন তাদের বৈষয়িক জিনিসপত্রের প্রয়োজন পুরোপুরি বা অনেকাংশে নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারছে তাই কর হিসেবে জনগণের কাছ থেকে অনেক কম আদায় করতে হচ্ছে, যার ফলে জনগণও তাদের নিজেদের শ্রমের ফল বেশি করে ভোগ করতে পারছে। যেহেতু সৈনিক ও অসামরিক জনগণ সকলেই উৎপাদন বাড়াচ্ছেন সকলেরই তাই যথেষ্ট খাবার ও কাপড়-চোপড় রয়েছে এবং সকলেই তাতে খুশি। আমাদের কারখানাগুলিতেও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, গুপ্তচরদের ছেঁকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে উৎপাদন বিরাটভাবে বেড়ে গেছে। সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে শ্রমবীররা বিরাট সংখ্যায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে, বিভিন্ন সংগঠনে ও বিদ্যালয়ে এবং সেনা-বাহিনীতে এগিয়ে এসেছেন। আমরা এ কথা বলতে পারি যে সীমান্ত অঞ্চলে উৎপাদনকে সঠিক পথে স্থাপন করা গেছে। জনসাধারণের শক্তিকে সংগঠিত করার ফলেই তা সম্ভবপর হয়েছে।

জনসাধারণের শক্তিকে সংগঠিত করা হল একটা কর্মনীতি। তার বিপরীত একটা কর্মনীতি আছে কি? হাঁ, আছে। এই কর্মনীতিতে গণ-দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে, জনগণের ওপর আস্থা রাখতে বা তাদের সংগঠিত করতে তা ব্যর্থ হয় এবং আর্থিক ব্যাপার, সরবরাহ অথবা ব্যবসায়িক সংগঠনে কর্মরত ক্ষুদ্রসংখ্যক লোককে সংগঠিত করার প্রতিই তা একান্ত মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে, সৈন্যবাহিনীতে, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনে, বিদ্যালয়সমূহে এবং কল-কারখানাতে জনগণকে সংগঠিত করার প্রতি তা

কোনই মনোযোগ প্রদান করে না ; অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে তা ব্যাপক আন্দোলন বা একটি সুবিস্তৃত ফ্রন্টের কাজ হিসেবে দেখে না, দেখে নিছক আর্থিক ঘাটতি পূরণের কাজ চালাবার একটি সহজ পন্থা হিসেবে। এই হচ্ছে অন্য কর্মনীতিটি, একটি ভ্রান্ত কর্মনীতি। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে এরকম একটি কর্মনীতি প্রচলিত ছিল কিন্তু বিগত কয় বছরের সঠিক পরিচালনার পরিণামে এবং বিশেষ করে গত বছরের প্রবীণ কর্মীদের সম্মেলনের পর ও বর্তমান বছরের গণ-আন্দোলনের পর, এখনো এইরকম চিন্তা করার মতো লোকের সংখ্যা সম্ভবতঃ খুবই অল্প। উত্তর ও মধ্য চীনের যেসব ঘাঁটি অঞ্চলে তীব্র লড়াই চলছে এবং নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেনি, সেখানে জনগণের উৎপাদন অভিযান যথেষ্ট ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই বছরের কেন্দ্রীয় কমিটির ১লা অক্টোবরের নির্দেশাবলীর[২] পর, সর্বত্র আগামী বছরের উৎপাদন অভিযানের প্রস্তুতি চলছে। সীমান্ত অঞ্চলের চেয়ে যুদ্ধের ফ্রন্ট অঞ্চলের অবস্থা আরও অনেক বেশি অসুবিধাজনক ; শুধু যে কঠিন লড়াই চলছে তাই নয়, কোন কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সমগ্র পার্টি, সরকার ও সৈন্যবাহিনী এবং অসামরিক জনগণকে আমাদের সমবেত করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এবং উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যাতে করে যুদ্ধকে সহায়তা করা যায়, 'সবকিছু পুড়িয়ে দেওয়ার, সবাইকে হত্যা করার আর সবকিছু লুণ্ঠন করার' শত্রুর এই নীতিকে মোকাবিলা করা যায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে গত কয় বছরে ইতিমধ্যেই যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেছে, এই শীতকালে যে মতাদর্শগত, সাংগঠনিক এবং বৈষয়িক প্রস্তুতি করা গেছে তাতে পরবর্তী বছরে একটি ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করা যায় এবং তা পরিচালনা করতেই হবে। রণক্ষেত্রের যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে সেইসব জায়গায় 'যথেষ্ট খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু 'আমাদের নিজের হাতকে কাজে লাগাও ও বাধাবিপত্তি দূর কর'—এটা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব এই বলতে গেলে একেবারে অবশ্যকরণীয় একটি কর্তব্য।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায়গুলি গণ-সংগঠন হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমাদের সেনাবাহিনীতে, আমাদের সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনে এবং আমাদের বিদ্যালয়সমূহে জনগণের উৎপাদনী কাজকর্মের গায়ে সমবায়ের তকমা

এঁটে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা অপ্রয়োজনীয়, তবু এই কার্যকলাপগুলি সমবায়ী প্রকৃতির, কেননা কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বাধীনে তা পরিচালনা করা হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরের, ইউনিটের এবং ব্যক্তিবর্গের বৈষয়িক প্রয়োজন পারস্পরিক সাহায্য ও যৌথ শ্রমকর্মের মাধ্যমে মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে। এগুলি এক ধরনের সমবায়ই বটে।

হাজার হাজার বছর ধরে কৃষকজনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনীতির একটি ধারা চলে আসছে, এককভাবে প্রতিটি পরিবার উৎপাদনী ইউনিট হিসেবে এক্ষেত্রে গণ্য হয়। বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই উৎপাদনের রূপ হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং তা কৃষকদের চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে; একে পরিবর্তন করার একমাত্র পথ হচ্ছে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে তার যৌথীকরণ করা এবং এই যৌথীকরণের একমাত্র পথ হচ্ছে, লেনিনের মতে, সমবায়ের মধ্য দিয়ে।[৩] সীমান্ত অঞ্চলে ইতিমধ্যে আমরা বহু কৃষি-সমবায় গড়ে তুলেছি কিন্তু বর্তমানে তা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এবং সোভিয়েত ধরনের যৌথ খামার হিসেবে পরিচিত সমবায় হতে গেলে তাদের আরও বেশ কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আমাদের অর্থনীতি হচ্ছে নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং আমাদের সমবায়গুলি এখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনীতির (অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির) ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যৌথ শ্রম-সংগঠন মাত্র। তাছাড়া, এগুলি আবার নানা ধরনের। এক ধরনের সংগঠন হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য কৃষিগত শ্রমের সংস্থা, যেমন, 'শ্রম বিনিময়কারী টীম' এবং 'শ্রম ও ক্ষেতের কাজে নিয়োজিত মজুর বিনিময়কারী টীম'[৪]; কিয়াংসির লাল অঞ্চলে এই ধরনের সংগঠন 'পারস্পরিক সহায়তাকারী শ্রমকারী গোষ্ঠী' বা 'জমিচাষকারী টীম'[৫] বলে পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটবর্তী কোন কোন জায়গায় তাদের পারস্পরিক সাহায্যকারী গোষ্ঠী' বলা হয়। যেহেতু এইগুলি হচ্ছে যৌথ পারস্পরিক সাহায্যকারী সংগঠন, জনসাধারণ এইগুলিতে স্বেচ্ছামূলকভাবেই যোগ দেবেন (কোন সময়ই জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করে বাধ্য করা চলবে না)—এবং এইসব সংস্থাগুলির যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তাতে যত কম লোকই থাকুক না কেন, কয়েক কুড়ি থেকে কয়েক শ যাই সদস্যসংখ্যা হোক না কেন অথবা সদস্যরা সকলেই পুরো সময় শ্রম তাতে বিনিয়োগ করুন বা আংশিক সময় কাজ করুন না কেন, সদস্যরা সকলেই শ্রমকারী লোকজন, চাষবাসের জন্য বলদ বা যন্ত্রপাতি দিয়ে

পারস্পরিক সাহায্য করতে পারুন কি না পারুন, বা চাষবাসের পুরোদমে কাজের সময়ে একত্রে খাওয়াদাওয়া করুন কি না করুন এবং সংগঠনগুলি অস্থায়ী বা স্থায়ী যাই হোক—এই সংগঠনগুলি খুবই হিতকর সংস্থা। যৌথ শ্রমের এই পারস্পরিক সাহায্যের পদ্ধতিগুলি জনগণের নিজেদেরই উদ্ভাবিত। অতীতে কিয়াংসিতে জনগণের মধ্যেকার এইসব অভিজ্ঞতায় একটা মূল্যায়ন আমরা করেছিলাম এবং এখন উত্তর শেনসির প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলির আমরা মূল্যায়ন করছি। সীমান্ত অঞ্চলে শ্রমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যাপারটিকে অনেক বেশি সুবিন্যস্ত ও বিকশিত করে তোলা গেছে, গত বছর প্রবীণ কর্মীদের সভায় তার প্রতি উৎসাহ জ্ঞাপনের পর থেকে এবং চলতি সারা বছর ধরে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা গেছে। সীমান্ত অঞ্চলে বহু শ্রম-বিনিময়কারী টীম যৌথভাবে তাদের চাষবাস করেছে, চারা পুঁতেছে, নিড়ানি দিয়েছে আর ফসল কেটেছে এবং বর্তমান বছরের ফসল হয়েছে গত বছরের দ্বিগুণ। জনগণ এখন নিজেরাই এই উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখতে পেয়েছেন, তাই বেশি বেশি করে জনগণ আগামী বছরে নিঃসন্দেহে এই পথ গ্রহণ করবেন, সীমান্ত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরাই পুরো সময় বা আংশিক সময়ের জন্য শ্রমদান করতে পারবেন তাঁদের সবাইকেই এক বছরে সমবায়ে সংগঠিত করে ফেলার প্রত্যাশা আমরা করি না; কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণ করা যাবে। অন্ততঃ কিছু পরিমাণ উৎপাদনকার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য সকল মহিলাকেই সমবেত করতে হবে। উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সকল অকর্মণ্য বাউণ্ডুলেকে সৎ নাগরিক করে তুলতে হবে। পারস্পরিক সাহায্যকারী যৌথ উৎপাদকদের এই সমবায় ব্যাপকভাবে ও স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে উত্তর ও মধ্য চীনের জাপ-বিরোধী সকল ঘাঁটি অঞ্চলেই গড়ে তুলতে হবে।

পারস্পরিক সাহায্যকারী যৌথ কৃষি উৎপাদনের এই সমবায় ছাড়াও অন্য তিন ধরনের সমবায় রয়েছে: ইয়েনানের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা সমবায়ের মতো বহুমুখী সমবায় যাতে উৎপাদক, ভোক্তা, পরিবহনকারী (লবণ পরিবহন) এবং ঋণদানকারী সমবায়; পরিবহন সমবায় (লবণ পরিবহন টীম); এবং হস্তশিল্প সমবায়।

জনগণের মধ্যেকার এই চার ধরনের সমবায় এবং সৈন্যবাহিনী, বিদ্যালয় এবং সরকারী সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠনের যৌথ শ্রমকারী সমবায়ের মাধ্যমে

আমরা জনগণের মধ্যেকার সকল শক্তিকে একটি বিশাল শ্রম-বাহিনীতে সংগঠিত করে তুলতে পারব। এই হচ্ছে জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ, একমাত্র এই পথই দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধিতে উপনীত হওয়ার পথ এবং একমাত্র এইটিই হচ্ছে প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয়ের পথ। প্রত্যেকটি কমিউনিস্টকে জনগণের শ্রম-শক্তিকে সংগঠিত করতে শিখতে হবে। বুদ্ধিজীবীসুলভ অতীত পটভূমি-বিশিষ্ট কমিউনিস্টদেরও এটা শিখতে হবে; একবার মন স্থির করার পর ছ'মাস বা একবছরের মধ্যে তাঁরা তা রপ্ত করে নিতে পারবেন। তাঁরা জন-সাধারণকে উৎপাদন সংগঠন করার ব্যাপারে এবং অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবেন। আমাদের কমরেডরা যখন অন্যান্য দক্ষতার সঙ্গে জনগণের শ্রম সংগঠনের দক্ষতাও অর্জন করতে পারবেন, কৃষকদের তাদের পারিবারিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সাহায্য করতে পারবেন, শ্রম-বিনিময়কারী টীম গড়ে তুলতে, লবণ পরিবহন টীম গড়ে তুলতে, বহুমুখী সমবায় গড়ে তুলতে, সৈন্যবাহিনী, বিদ্যালয়, সরকারী ও অন্যান্য সংস্থায় উৎপাদন সংগঠন করতে, কল-কারখানায় উৎপাদন সংগঠন করতে, উৎপাদনে অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করতে, শ্রমবীরদের উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করতে এবং উৎপাদন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে সাহায্যদান করতে পারবেন—তখন বোঝা যাবে আমাদের কমরেডরা জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতা ও উদ্যোগকে অবারিত করে তুলতে শিখে নিয়েছেন, তখন আমরা নিশ্চিতভাবেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করে দিতে পারব এবং সমগ্র জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি নতুন চীন গড়ে তুলতে পারব।

সমস্ত ব্যাপারেই জনগণের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে যাওয়া আমাদের কমিউনিস্টদের দরকার। আমাদের পার্টির সদস্যরা যদি তাঁদের সারা জীবন রুদ্ধদ্বার কক্ষেই কাটিয়ে দেন, বাইরের দুনিয়ার মুখোমুখি না হন এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হন, তাহলে চীনের জনগণের কী কল্যাণ তাঁরা করবেন? তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না এবং পার্টি-সদস্য হিসেবে এ ধরনের লোকের আমাদের কোন দরকারও নেই। আমাদের কমিউনিস্টদের দুনিয়ার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে, যেতে হবে ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে, যেতে হবে গণ-সংগ্রামের মহান জগতের মধ্য দিয়ে আর গণ-সংগ্রামের প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে। 'তিনজন মুচি তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনা একত্র করে চুকে লিয়াং-এর মতো ওস্তাদের সমান হয়ে উঠেছিলেন।'[৬] অন্য কথায়, জনগণের রয়েছে মহান

সৃজন ক্ষমতা। আসলে চীনের জনগণের মধ্যে হাজার হাজার চুকে লিয়াং রয়েছেন; তাঁরা রয়েছেন চীনের প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি শহরে। জনগণের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, তাদের অভিজ্ঞতাকে সুসমন্বিত করে সেগুলিকে উন্নততর, সুস্পষ্ট কর্মনীতি ও কর্ম-প্রণালীতে রূপায়িত করে তুলতে হবে, তারপর জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতে হবে ঐ মূলনীতিগুলিকে ও পদ্ধতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য তাদের আহ্বান জানাতে হবে যাতে তারা তাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে এবং নিজেদের মুক্তি ও সুখী জীবন গড়ে তুলতে পারে। আঞ্চলিক কাজকর্মে নিযুক্ত আমাদের কমরেডরা যদি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন, তাদের ভাবনা-চিন্তা উপলব্ধি করতে ও তাদের উৎপাদন সংগঠিত করতে এবং তাদের জীবিকার উন্নতিবিধানে ব্যর্থ হন এবং যদি তাঁরা 'জাতীয় মুক্তির জন্য সমবেত শস্য সংগ্রহেই' নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন, যদি এ কথা ভুলে যান যে এর জন্য তাঁদের শতকরা দশভাগ শক্তি নিয়োজিত করলেই যথেষ্ট এবং তাঁদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের বাকী শতকরা নব্বইভাগ শক্তি কাজে লাগিয়ে 'জনগণ যাতে তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত শস্য সংগ্রহের' সমস্যার সমাধান করতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করা — তা না করলে বুঝতে হবে ঐ কমরেডরা কুওমিনতাঙ-এর কাজের ধারায় দূষিত হয়ে পড়েছেন এবং আমলাতন্ত্রের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। কুওমিনতাঙ জনগণের কাছ থেকে শুধু চায়ই, বিনিময়ে তাদের কিছুই দেয় না। আমাদের কোন কমরেড যদি এভাবে কাজ করেন, তাহলে তাঁর কাজের ধারা হবে কুওমিনতাঙ-এর কাজের ধারার মতনই এবং তাঁর মুখ আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে আমলাতান্ত্রিকতার এমন ধুলোয় যে গরম জলের একটি পাত্রে আচ্ছা করে মুখ ধোওয়ার তাঁর দরকার হবে। আমাদের মনে হয়, আমাদের জাপ-বিরোধী সকল ঘাঁটি অঞ্চলের স্থানীয় কাজকর্মেই এই আমলাতান্ত্রিক কাজের ধারা দেখতে পাওয়া যাবে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন সব কমরেড যে রয়েছেন তার কারণ হচ্ছে তাঁদের গণ-দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে। জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তুলতে হলে এই কাজের ধারাকে একেবারে দৃঢ়ভাবে দূর করে দিতে হবে।

তাছাড়া, আমাদের সৈন্যবাহিনীর কাজের মধ্যে ও যুদ্ধবাজসুলভ একটি কাজের ধারা দেখা যায় যে ধারাটি কুওমিনতাঙ-এর যে সৈন্যবাহিনী জনগণ

থেকে বিচ্ছিন্ন তারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমাদের সৈন্যবাহিনীকে জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার, সৈন্যবাহিনী ও সরকারের মধ্যেকার, সৈন্যবাহিনী ও পার্টির মধ্যেকার, অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেকার, সামরিক কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যেকার, সৈনিক-কর্মীদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারক সঠিক নীতিই অনুসরণ করতে হবে এবং কোন সময়ই যুদ্ধবাজসুলভ ভুল করা চলবে না। অফিসারগণকে তাঁদের সৈনিকদের যত্ন নিতে হবে এবং তাঁদের কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন থাকলে চলবে না বা শারীরিক শাস্তিদান করলে চলবে না; সৈন্যবাহিনীকে জনগণের যত্ন নিতে হবে, কোন সময়ই তাদের স্বার্থের হানি করলে চলবে না; সৈন্যবাহিনীকে সরকারকে ও পার্টিকে মান্য করতে হবে এবং কোন সময়ই 'স্বাধীনতা জাহির করা' তার চলবে না। আমাদের অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী হচ্ছেন জনগণের সেনাবাহিনী; তাঁরা সব সময়ই খুব চমৎকার বাহিনী হয়ে আছেন এবং বস্তুতঃ দেশের মধ্যে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী। কিন্তু এটাও সত্য যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এক বিশেষ ধরনের যুদ্ধবাজসুলভ আচরণ তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে এবং সৈন্যবাহিনীর কিছু কমরেড সৈনিকদের প্রতি, জনগণের প্রতি, সরকার ও পার্টির প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে উদ্ধত ও জবরদস্তির মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন, সব সময় আঞ্চলিক কাজকর্মে নিযুক্ত কমরেডদের দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু কোন সময়ই নিজেদের দায়ী করছেন না, সব সময় খালি নিজেদের সাফল্যই দেখছেন কিন্তু কোন সময়ই নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছেন না, সব সময়ই তোষামোদকে আস্কারা দিচ্ছেন কিন্তু কোন সময়ই সমালোচনাকে সহ্য করছেন না। দৃষ্টান্ত হিসেবে, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে এসব ব্যাপার নজরে পড়বে। গত বছরে প্রবীণ কমরেডদের সম্মেলন এবং সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভার পর এবং 'সরকারকে সমর্থন করুন ও জনগণের যত্ন নিন' ও এই বছরের বসন্তকালীন উৎসবের সময়[৭] 'সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করুন' এই অভিযানগুলির পর এই মনোভাবকে মূলগতভাবে দূর করা গেছে; কিন্তু এখনো এমন কিছু অবশেষ জঞ্জাল হিসেবে রয়ে গেছে যেগুলি একেবারে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য আমাদের আরও প্রয়াস চালাতে হবে। উত্তর ও মধ্য চীনের ঘাঁটি অঞ্চলে, পার্টি সংগঠনে ও সৈন্যবাহিনীতেও এসব দোষত্রুটি চোখে পড়ে এবং এগুলিকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য আরও প্রয়াস চালাতে হবে।

আঞ্চলিক কাজকর্মে আমলাতান্ত্রিকতার প্রতি ঝোঁক হোক বা সৈন্য-বাহিনীর কাজে যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাবই হোক, দোষত্রুটির প্রকৃতি কিন্তু একই অর্থাৎ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা। কমরেডদের মধ্যেকার ব্যাপক সংখ্যা-গরিষ্ঠরাই হচ্ছেন ভাল কমরেড্। সমালোচনা করার পর এবং তাঁদের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা তাঁদের ভুলত্রুটিগুলি শুধরে নেন। কিন্তু আত্ম-সমালোচনা একেবারে অবশ্য করণীয় কর্তব্য এবং ভ্রান্ত মনোভাবগুলিকে পুরোপুরি মোকাবিলা করতে হবে এবং সততার সঙ্গে শুধরে নিতে হবে। আঞ্চলিক কাজের প্রতি আমলাতান্ত্রিকতার এই ঝোঁক এবং সৈন্যবাহিনীর কাজের ক্ষেত্রে যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাবের সমালোচনা করতে যদি কেউ ব্যর্থ হন, তাহলে বুঝতে হবে যে কুওমিনতাঙসুলভ কাজের ধারাই তিনি বজায় রাখতে চান এবং অন্যদিক থেকে তার এমন পরিচ্ছন্ন মুখে আমলাতান্ত্রিকতা ও যুদ্ধবাজসুলভ মানসিকতার ধুলোই তিনি লাগিয়ে রেখে দিতে চান, আর তিনি একজন ভাল কমিউনিস্টই নন। এই দুই মনোভাবকে যদি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় তবে উৎপাদন অভিযানের কাজ সহ আমাদের সকল কাজই অবাধে এগিয়ে যেতে পারবে।

কৃষকজনগণের মধ্যে বা সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনে, বিদ্যালয়ে, সৈন্য-বাহিনীতে ও কলে-কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করা গেছে তার ফলে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের গোটা চেহারাটাই পুরোপুরি বদলে গেছে এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছে। এসব কিছু থেকে বোঝা যায় যে আমাদের কমরেডদের অনেক জোরদার একটি গণদৃষ্টিভঙ্গিই রয়েছে এবং জনগণের সঙ্গেই এক হয়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁরা প্রচুর অগ্রগতি সাধন করেছেন। তা সত্বেও আমাদের আত্মসন্তুষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না এবং আত্মসমালোচনা আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে ও আরও অগ্রগতির জন্য প্রয়াস চালাতে হবে। উৎপাদন ক্ষেত্রেও আরও অগ্রগতি-লাভের জন্য আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের মুখমণ্ডল যেহেতু ময়লা হয়ে যেতে পারে তাই আমাদেরই প্রতিদিনই তা ধুতে হবে; মেঝেটাতে তো প্রতিদিনই ধুলো জমতে পারে, তাই প্রতিদিনই তাকে ঝাঁট দিতে হবে। যদিও আঞ্চলিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতার মনোভাব এবং সৈন্যবাহিনীর কাজকর্মে যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাব মূলতঃ দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ঐ খারাপ প্রবণতাগুলি কিন্তু আবার দেখা দিতে পারে। জাপানী

সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের ঘিরে ধরেছে এবং আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে বিশৃংখল পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে, আর স্বাভাবিকভাবেই আমলাতান্ত্রিকতা ও যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাবের ধুলো-ময়লা প্রতিদিন আমাদের মুখমণ্ডলে উড়ে এসে পড়বে। সুতরাং, প্রতিটি সাফল্যেই আমাদের আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়লে চলবে না। ঠিক যেমন ধুলো-ময়লা দূর করে তা পরিষ্কার রাখার জন্য আমরা প্রতিদিন আমাদের মুখ ধুই বা প্রতিদিন আমরা যেমন ঘরের মেঝে ঝাঁট দিই তেমনি আমাদের আত্মতৃপ্তিকে সব সময় যাচাই করে দেখতে হবে এবং আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি-গুলিকে অনবরত সমালোচনা করতে হবে।

উৎপাদন ক্ষেত্রের শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীরা! আপনারা জনগণের নেতা, আপনারা আপনাদের কাজে খুবই সাফল্য অর্জন করেছেন; কিন্তু আমি আশা করি আপনারা আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়বেন না। আমি আশা করছি, যখন আপনারা কুয়ানচুং, লুংতাং, সানপিয়েন, সুইতে এবং ইয়েনান উপ বিভাগীয় অঞ্চলে[৮] ফিরে যাবেন, আপনাদের সংগঠন, বিদ্যালয়, সেনাবাহিনীর ইউনিট ও কল-কারখানায় ফিরে যাবেন, আপনারা জনগণকে সেখানে নেতৃত্ব দেবেন, জনসাধারণকে পথ দেখাবেন এবং আরও ভালভাবে কাজ করবেন এবং সবার আগে জনসাধারণকে স্বেচ্ছামূলকভাবে সমবায়ে সংগঠিত করে তুলবেন, তাদের আরও ভালভাবে এবং আরও অনেক বেশি সংখ্যায় সংগঠিত করে তুলবেন। আমি আশা করছি, আপনারা যখন কর্মস্থলে ফিরে যাবেন তখন এই কাজই আপনারা করবেন এবং তা প্রচার করবেন, যাতে করে আগামী বছরের শ্রমবীরদের সম্মেলনের আগে আমরা আরও বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারি।

টীকা

১। **মেনসিয়াস**, তৃতীয় খণ্ড, 'কুঙসুন চৌ', প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায় থেকে।

২। 'ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে খাজনা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং "সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সাহায্য করার" অভিযানকে প্রসারিত করুন' এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির ১লা অক্টোবরের নির্দেশাবলী। (বর্তমান খণ্ডের ১৬৮-৭২ পৃষ্ঠা দেখুন।)

৩। 'সমবায় প্রসঙ্গে': ভি. আই. লেনিন, **নির্বাচিত রচনাবলী,** ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, মস্কো, ১৯৫২, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৭১৫-৭২৩।

৪। 'শ্রম বিনিময়কারী টীম' এবং 'শ্রম ও ক্ষেতের কাজের নিয়োজিত মজুর বিনিময়কারী টীম' এই দুটোই ছিল শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে কৃষিকাজে, যৌথভাবে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য গঠিত শ্রম-সংগঠন। শ্রম-বিনিময় হচ্ছে একটা মাধ্যম যার সাহায্যে কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে শ্রম-শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করে নেন। মানুষের শ্রমদিবসকে মানুষের শ্রমদিবসের সঙ্গে, বলদের-শ্রমদিবসকে বলদের-শ্রমদিবসের সঙ্গে এবং মানুষের-শ্রমদিবসকে বলদের-শ্রমদিবসের সঙ্গে ইত্যাকারে বিনিময় করা হয়। যেসব কৃষকেরা শ্রম বিনিময়কারী টীমে যোগ দেন তাঁরা তাঁদের শ্রমশক্তি বা তাঁদের প্রতি-পালিত পশুদের শক্তি প্রত্যেকটি সদস্য-পরিবারের জমি যৌথভাবে চাষ করার জন্য পালাক্রমে দান করেন। হিসেব-নিকেশ করার সময় শ্রমদিবসকে বিনিময়ের একক হিসেবে ধরা হয়; যারা বেশি মানুষ-শ্রমদিবস বা পশু-শ্রমদিবস দান করবেন তাঁদের পাওনা বাড়তিটুকু যাঁরা কম শ্রমদিবস দান করেছেন তাঁরা মিটিয়ে দেন। 'শ্রম ও কৃষিকাজে নিয়োজিত মজুর বিনিময়কারী টীম' সাধারণতঃ কম জমির মালিক কৃষকেরা গড়ে থাকেন। পারস্পরিক সাহায্যের জন্য নিজেদের মধ্যে কাজ বিনিময় ছাড়াও ঐ টীমগুলির সদস্যরা নিজেরা মিলিতভাবে যাঁদের শ্রমশক্তির অভাব রয়েছে সেইসব পরিবারগুলির জন্য মজুর খেটে দেন।

৫। ব্যক্তিগত কৃষিকার্যের ওপর ভিত্তি করে পারস্পরিক সাহায্যকারী শ্রমদানকারী গোষ্ঠী ও চাষবাসকারী টীম লাল এলাকার কৃষকেরা গড়ে তুলেছিলেন শ্রমশক্তির উন্নততর সংগঠনের মধ্য দিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার জন্য। স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক হিতের জন্য সদস্যরা একে অন্যের জন্য সমান পরিমাণ কাজ করে দিতেন বা একজন যদি আরেকজনকে ঠিক সমান পরিমাণ সাহায্য ফিরিয়ে দিতে না পারতেন তবে নগদ পয়সায় সেই ব্যবধানটুকু পুষিয়ে দিতেন। একে অন্যকে সাহায্য করা ছাড়াও, এই টীমগুলি লালফৌজের সৈন্যদের পরিবারের প্রতি সুবিধাজনক সহায়তা দান করত এবং শুধুমাত্র কাজের সময়কার খাবারের বিনিময়ে দুর্দশা-গ্রস্ত বৃদ্ধদের জন্য বিনা মজুরিতে কাজ করে দিত। পারস্পরিক সাহায্যের

এই ব্যবস্থাগুলি যেহেতু উৎপাদনের পক্ষে খুবই সহায়ক ছিল এবং যেহেতু সেগুলি বাস্তববুদ্ধিসম্মতভাবে পরিচালনা করা হতো, তাই ঐগুলি জনসাধারণের উষ্ণ সমর্থন লাভ করে।

৬। চুকে লিয়াং ছিলেন 'তিন রাজ্যের' সময়কার (২২১-২৬৫ খ্রীঃ) একজন রাষ্ট্র নীতিবিদ ও রণনীতি বিশারদ। চীনের লোককাহিনীতে তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রতীকস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

৭। বসন্ত উৎসব হচ্ছে চীনের চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী নববর্ষ দিবসের উৎসব।

৮। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে এই পাঁচটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪

(১)

গত শীতকাল থেকে পার্টির প্রবীণ কমরেডরা পার্টির ইতিহাসে যে দুটি লাইন চলে আসছে সেই প্রশ্নটি নিয়ে অধ্যয়ন করে আসছেন। বিপুল সংখ্যক প্রবীণ কমরেডের রাজনৈতিক মান তার ফলে খুবই বিরাটভাবে উন্নতিলাভ করেছে। এই অধ্যয়নকালে কমরেডরা বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো তাদের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অধ্যয়নকালে আমরা কী মনোভাব গ্রহণ করব সেই প্রশ্ন সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে পার্টির ইতিহাসে যে প্রশ্নগুলি দেখা দিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কর্মীদের মতাদর্শগত দিক থেকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে বুঝে নিতে সাহায্য করতে হবে এবং একই সঙ্গে যেসব কমরেড অতীতে ভুলভ্রান্তি করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় আমাদের নমনীয় একটি নীতিই গ্রহণ করতে হবে যাতে করে একদিকে কর্মীরা আমদের পার্টির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রবীণ কর্মীরা পার্টির ইতিহাস নিয়ে, বিশেষ করে ১৯৩১ সালের শুরু থেকে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত সময়টুকুর পার্টির ইতিহাস নিয়ে, আলোচনা করেন। এইসব আলোচনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে পার্টিতে মতাদর্শগত ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে বিরাটভাবে সাহায্য করে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কিউচৌ-এর সুনাইতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত সভায় ১৯৩১ সালের শুরু থেকে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত যে 'বামপন্থী' ভ্রান্ত লাইন অনুসৃত হচ্ছিল তা সংশোধন করে, কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থার গঠনে পরিবর্তন নিয়ে আসে, কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং পার্টির লাইনকে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথে পুনরায় স্থাপন করে। তা সত্ত্বেও বহু কর্মীদের পক্ষে অতীতের ভ্রান্ত লাইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া তখনো সম্ভব হয়নি। পার্টি-কর্মীদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শগত মান আরও উন্নততর করে তোলার জন্য ১৯৪২-৪৩ সালে

পরিহার করতে পারবেন, আবার অন্যদিকে সাধারণ প্রয়াসে সকল কমরেডগণ-কেই ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। আমাদের পার্টির ইতিহাসে চেন তু-শিউ[১] এবং লি লি-সানের ভুল লাইনগুলির বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল এবং সেগুলি একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু যে পদ্ধতিগুলি গৃহীত হয়েছিল তাতে ত্রুটি ছিল। প্রথম কথা হচ্ছে, ভুলগুলির কারণ; কী পরিস্থিতিতে ভুলগুলি হয়েছিল এবং এইগুলি শোধরানোর বিস্তারিত পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মীদের পরিপূর্ণ মতাদর্শগত উপলব্ধি জাগিয়ে তোলা হয়নি, যাতে করে একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভবপর হয়নি; এবং অন্য কথাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বের ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়ে গিয়েছিল যার ফলে যত বেশি সংখ্যক মানুষকে আমাদের সাধারণ প্রয়াসে ঐক্যবদ্ধ করা যেত তা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। এই দুটি ত্রুটি থেকে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমানে পার্টির ইতিহাসের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনাকালে আমাদের কিছু কিছু কমরেডকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করলেই চলবে না, যে পরিস্থিতিতে এই ভুলগুলি হয়েছিল তার বিশ্লেষণের ওপর, ভুলগুলির বিষয়বস্তুর ওপর এবং তাদের সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং ভাবাদর্শগত মূলের ওপর জোর দিতে হবে এবং তা করতে হবে 'অতীত ভুলগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ ভুলগুলি পরিহার করার জন্য' এবং 'রোগ দূর করা কিন্তু রোগীকে রক্ষা করার' মনোভাব থেকে যাতে মতাদর্শের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা ও কমরেডদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বিবিধ লক্ষ্য অর্জন

পলিটব্যুরো পার্টির ইতিহাস নিয়ে অনেকগুলি আলোচনার আয়োজন করে এবং তারপর ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র পার্টির প্রবীণ কমরেডদের মধ্যে অনুরূপ আলোচনা পরিচালনার ব্যবস্থা করে। এই আলোচনাগুলি ১৯৫৫ সালে পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতির এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হয়ে দাঁড়ায় যাতে করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে অতুলনীয় মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ঐক্য পার্টির পক্ষে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়েই ১৯৪৪ সালের ১২ই এপ্রিল ইয়েনানে প্রবীণ কর্মীদের একটি সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ যে বক্তৃতা করেন তাই হচ্ছে 'আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি'। ১৯৩১ সালের শুরু থেকে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী যে লাইন অনুসৃত হয় তার ভুলগুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি যে আনুপূর্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তারজন্য 'আমাদের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত' দেখুন। এই সিদ্ধান্তটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত হয়; বর্তমান প্রবন্ধটির পরিশিষ্ট হিসেবে তা তারপরই মুদ্রিত হয়েছে।

করা সম্ভবপর হয়। ব্যক্তিগতভাবে কমরেডদের ব্যাপারগুলি বিচার করার সময় সতর্ক মনোভাব গ্রহণ করা, যেমন নানা বিষয়কে পাশ কাটিয়ে না যাওয়া, তেমনি কমরেডদের ক্ষতিও না করা—এই মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বোঝা যায় আমাদের পার্টি প্রাণবন্ত এবং তার শ্রীবৃদ্ধিই ঘটছে।

২। সমস্ত প্রশ্নগুলিকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে গ্রহণ করুন; কোন কিছুকেই খারিজ করে দেবেন না। উদাহরণ হিসেবে, চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন[২] থেকে সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা[৩] পর্যন্ত সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লাইনকে এই দুই দিক থেকেই বিচার করতে হবে। এটা দেখিয়ে দেওয়া চাই যে একদিকে রাজনৈতিক রণকৌশল, সামরিক রণকৌশল ও কর্মী সংক্রান্ত যে কর্মনীতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদানকারী সংস্থা ঐ সময়ে গ্রহণ করেছিলেন, তা প্রধান প্রধান দিক থেকে ভুল থাকলেও, অন্যদিক থেকে, চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করা ও কৃষি-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং লালফৌজের সংগ্রামের মৌলিক প্রশ্নে আমাদের ও যেসব কমরেড ভুল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। এমনকি ঐ রণকৌশলগত দিককেও বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, জমি সংক্রান্ত প্রশ্নে অতি-বামপন্থী নীতি অনুযায়ী তাঁরা জমিদারদের কোনই জমি বরাদ্দ করেননি এবং ধনী কৃষকদের অনুর্বর জমিই শুধু বরাদ্দ করেছিলেন—তাঁদের ভুল হয়েছিল সেখানেই, কিন্তু জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে জমিহীন বা নামমাত্র অল্পজমির মালিক কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেওয়ার ব্যাপারে ঐ কমরেডদের সঙ্গে আমরা একমতই ছিলাম। বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণই 'মার্কসবাদের একান্ত আসল সার কথা, মার্কসবাদের একেবারে জীবন্ত মর্মবস্তু'[৪]—এই হচ্ছে লেনিনের কথা। বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব না থাকার ফলে আমাদের অনেক কমরেডই কোন জটিল বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেন না, সেগুলিকে বারে বারে বিচার ও অধ্যয়ন করেন না, শুধু সরল সিদ্ধান্ত টানতে চান যেগুলি হয় চূড়ান্ত সমর্থক বা একেবারে চূড়ান্ত নেতিবাচক। আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে বিশ্লেষণাত্মক রচনার অভাবের বাস্তব সত্য এবং বিশ্লেষণের অভ্যাস এখনো পার্টিতে যে পুরোপুরি রপ্ত হয়নি তা থেকেই দেখা যায় এ ধরণের ত্রুটিবিচ্যুতি এখনো রয়ে গেছে। এখন থেকে এই অবস্থার সংশোধন আমাদের করতেই হবে।

৩। ষষ্ঠ জাতীয় পার্টি কংগ্রেসের দলিলগুলির আলোচনা সম্পর্কে

এ কথা বলতে হবে যে ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের লাইন ছিল মূলতঃ সঠিক কেননা ঐ কংগ্রেস বর্তমান বিপ্লবের চরিত্রকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক হিসেবে নিরূপণ করেছিল, ঐ সময়ের পরিস্থিতিকে দু'টি উচ্চ বৈপ্লবিক জোয়ারের অন্তর্বর্তী অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, সুবিধাবাদকে এবং আচমকা জোর করে ক্ষমতা দখলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং দশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল।[৫] এইসবই ছিল সঠিক। কংগ্রেসের ত্রুটিও ছিল। উদাহরণ হিসেবে, অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলের মধ্যে ছিল তা চীনের বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি এবং বিপ্লবে গ্রামীন ঘাঁটি এলাকার অত্যন্ত বিপুল গুরুত্বকে দেখিয়ে দিতে তা ব্যর্থ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস আমাদের পার্টির ইতিহাসে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল।

৪। ১৯৩১ সালে সাংহাইয়ে যে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে যে পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন[৬] আহূত হয়েছিল ঐগুলি বিধিসঙ্গত ছিল কিনা এই প্রশ্ন সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে, ঐ দুটিই বিধিসঙ্গত ছিল কিন্তু এটাও বলা দরকার যে নির্বাচনের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা যথেষ্ট ছিল না এবং এই ঘটনাটিকে একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা হিসেবেই গ্রহণ করা দরকার।

৫। পার্টির ইতিহাসে উপদলের প্রশ্ন সম্পর্কে। এটা বলতে হবে যে সুনাইয়ে অনুষ্ঠিত সভার পর থেকে ধারাবাহিক যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ফলে আগে যে উপদলগুলি ছিল এবং যারা আমাদের পার্টির ইতিহাসে একটি অস্বাস্থ্যকর ভূমিকা পালন করত তাদের আর অস্তিত্ব নেই। পার্টির ভেতরে দুটি লাইন সম্পর্কে আমাদের বর্তমান অধ্যয়নে এই উপদলগুলির অস্তিত্ব যে ছিল এবং তারা যে অস্বাস্থ্যকর একটি ভূমিকা পালন করত তা দেখিয়ে দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু ঐ একই ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইন ও সাংগঠনিক পদ্ধতি সহ উপদলগুলি এখনো পার্টিতে রয়েছে এ কথা ভাবা ভুল হবে;—১৯৩৫ সালের জানুয়ারীতে সুনাইয়ে অনুষ্ঠিত সভা, ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে পলিটব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশন,[৭] ১৯৪২ সালে সমগ্র পার্টি জুড়ে শুদ্ধিকরণ আন্দোলন এবং ১৯৪৩ সালের শীতকাল থেকে পার্টির মধ্যে দুটি লাইনের ভেতর অতীতের সংগ্রামগুলি নিয়ে যে অধ্যয়নের অভিযান শুরু হয়েছে— এতগুলি অন্তঃপার্টি সংগ্রামের ফলে সাধিত সমস্ত পরিবর্তনের পর পার্টিতে

ঐ উপদলগুলি রয়েছে ভাবা ভুল হবে। পুরানো উপদলগুলি বিদায় হয়েছে। যা বাকী রয়েছে তা হচ্ছে মতান্ধ ও অভিজ্ঞতাবাদী ভাবাদর্শের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এবং আমাদের শুদ্ধিকরণ আন্দোলনকে অব্যাহত রেখে ও তীব্রতর করে এগুলিকে আমরা দূর করে দিতে পারব। কিন্তু আমাদের পার্টিতে এখনো গুরুতর আকারে এবং প্রায় সর্বত্র যা বর্তমান রয়েছে তা হচ্ছে অনেকটা অন্ধ 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতা।[৮] দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পারস্পরিক সমঝওতার, পারস্পরিক শ্রদ্ধার এবং বিভিন্ন ইউনিটের কমরেডদের মধ্যে ঐক্যের অভাব বর্তমান রয়েছে এবং এটা দেখা দিয়াছে তাদের সংগ্রামের পটভূমির বিভিন্নতা, তাদের কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা (যেমন, একটি ঘাঁটি অঞ্চলের সঙ্গে অন্য ঘাঁটি অঞ্চলের এবং জাপান-অধিকৃত এলাকা, কুওমিনতাঙ এলাকা এবং বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার মধ্যেকার বিভিন্নতা) এবং তাদের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যেকার বিভিন্নতা (যেমন, একটি সেনাবাহিনীর ইউনিট ও অন্য ইউনিটের মধ্যেকার এবং এক ধরনের কাজের সঙ্গে অন্য ধরনের কাজের মধ্যেকার বিভিন্নতা) থেকে ; এই ব্যাপারটিকে খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার মনে হতে পারে কিন্তু আসলে এর ফলে পার্টির ঐক্য এবং সংগ্রামের সামর্থ্যের বিকাশের পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি হয়। পর্বতকেন্দ্র প্রীতির এই মানসিকতার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল নিহিত রয়েছে এই বাস্তব তথ্যের মধ্যে যে চীনের পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী সংখ্যায় বিশেষ রকমের বিপুল এবং দীর্ঘকাল আমাদের গ্রাম্য ঘাঁটি এলাকাগুলি শত্রু কর্তৃক একটি অন্যটির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল এবং চিন্তাগত দিক থেকে তার কারণ হচ্ছে অন্তঃপার্টি শিক্ষার স্বল্পতা। আমাদের সামনে গুরুতর কর্তব্য হচ্ছে এই কারণগুলি দেখিয়ে দেওয়া, আমাদের কমরেডদের বুঝিয়ে এই অন্ধতার কবল থেকে তাদের মুক্ত করা এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করা, ভাবাদর্শগত যে প্রতিবন্ধকতাগুলি কমরেডদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে তা ভেঙে ফেলা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝওতা ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা যাতে করে সমগ্র পার্টিতে ঐক্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

সমগ্র পার্টি কর্তৃক এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি হলে তা যে পার্টির মধ্যেকার বর্তমান অধ্যয়নের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে তাই নয়, তা চীন বিপ্লবের বিজয়কেও সুনিশ্চিত করে তুলবে।

(২)

বর্তমান পরিস্থিতির দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে : একটি হচ্ছে ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্ট অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে ও ফ্যাসিষ্ট ফ্রন্টের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, আর অন্যটি হচ্ছে ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রণ্টের মধ্যে জনগণের শক্তিগুলি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে ও গণ-বিরোধী শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি খুবই স্পষ্ট এবং সহজেই তা দেখা যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই হিটলারের পরাজয় ঘটবে এবং জাপানী আক্রমণকারীরাও পতনের দিকে চলেছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি তত স্পষ্ট নয় এবং সহজে তা চোখেও পড়ে না কিন্তু প্রতিদিনই ইউরোপে, ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীনে তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

চীনে জনগণের শক্তির এই বিকাশকে সমগ্র চিত্রটির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আমাদের পার্টিকে রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের পার্টির বিকাশকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। এই পর্যায়ের ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সাল এই দুটি বছর জাপানী সমরতন্ত্রীরা কুওমিনতাঙকে খুবই গুরুত্ব সহকারে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে একান্ত হেলাভরে গ্রহণ করেছিল ; সুতরাং তারা তাদের মূল বাহিনীগুলিকে কুওমিনতাঙ-এর বিরোধী ফ্রণ্টে নিয়োজিত করেছিল এবং কুওমিনতাঙ-এর প্রতি তাদের নীতির ক্ষেত্রে মূল জোর ছিল সামরিক আক্রমণের ওপর, আর আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার জন্য রাজনৈতিক চাপ ছিল গৌণ প্রকৃতির ; তারা কমিউনিস্ট ঘাঁটি অঞ্চলগুলিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেনি, ধরেই নিয়েছিল যে এগুলি হচ্ছে গেরিলা কার্যকলাপে রত মুষ্টিমেয় কিছু কমিউনিস্টের কাজকর্ম মাত্র। কিন্তু ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে উহান দখল করার পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নীতি বদলাতে শুরু করে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে গুরুত্ব সহকারে ও কুওমিনতাঙকে হেলাভরে গ্রহণ করতে থাকে। কুওমিনতাঙ-এর প্রতি তাদের নীতির ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করার জন্য রাজনৈতিক চাপ দেওয়াকেই তারা তাদের নীতি মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং সামরিক আক্রমণকে গৌণ ব্যাপার করে তোলে এবং এভাবে একই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে তাদের মূল বাহিনীগুলিকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে। কারণ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন বুঝতে পারছিল যে আর কুওমিনতাঙ নয় কমিউনিস্ট পার্টিই তাদের ভয়ের ব্যাপার। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে কুওমিনতাঙ তাদের অধিকাংশ প্রয়াস প্রতিরোধ-যুদ্ধে

নিয়োজিত করে, আমাদের পার্টির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল তুলনামূলকভাবে ভালই এবং জনগণের জাপ-বিরোধী আন্দোলনে যদিও তাঁরা অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল তবু বেশ খানিকটা স্বাধীনতাও তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। উহানের পতনের পর কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়ে এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁদের ক্রমবর্ধমান শত্রুতার জন্য কুওমিনতাঙ ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রতিক্রিয়াশীল, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বেশি বেশি করে সক্রিয় এবং জাপানের বিরুদ্ধে বেশি বেশি করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে থাকে। ১৯৩৭ সালে গৃহযুদ্ধের যুগের পশ্চাদপসরণের পরিণাম হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠিত সদস্যসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার এবং সৈন্যবাহিনীর সৈনিকদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়; সুতরাং জাপানী সমরবাদীরা তাকে নিতান্ত হেলা-ভরেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালের মধ্যে পার্টির সদস্যসংখ্যা আট লক্ষে পৌঁছায়, আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রায় পাঁচ লক্ষে দাঁড়ায় এবং ঘাঁটি এলাকার জনসংখ্যা যাঁরা শুধু আমাদের শস্যকর দেন এবং যাঁরা আমাদের এবং জাপানী ও ক্রীড়নকদেরও[৭] দুই পক্ষকেই শস্যকর দেন তাঁদের নিয়ে মোট দাঁড়ায় প্রায় দশ কোটিতে। গত কয় বছরে আমাদের এমন সুবিস্তৃত সমরাঙ্গন সৃষ্টি অর্থাৎ মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করেছে যে গত সাড়ে পাঁচ বছর ধরে কুওমিনতাঙ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণকারীদের প্রধান শক্তিগুলিকে রণনীতিগত আক্র-মণাত্মক অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেছে এবং জাপানী ঐ বাহিনীগুলিকে আমাদের বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে, আর নিজেদের রণক্ষেত্রের সংকটের হাত থেকে কুওমিনতাঙকে উদ্ধার করেছে ও প্রতিরোধ-যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রকে অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু ঐ পর্যায়ে আমাদের পার্টির কিছু কিছু কমরেড একটা ভুল করেন; তাঁরা জাপানী সাম্রাজ্য-বাদকে ছোট করে দেখেন (তাঁর যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম প্রকৃতি দেখতে পাননি, বিপুল সৈন্যদলের সমাবেশ করে সম্মুখ সমরের দাবি করেন এবং গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহকে খাটো করে দেখেন), কুওমিনতাঙ-এর ওপর নির্ভরতা স্থাপন করেন এবং ধীরস্থিরভাবে একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন (তারই জন্য কুওমিনতাঙ-এর প্রতি তাঁদের আত্মসমর্পণের মনোভাব দেখা দেয় এবং সাহসের সঙ্গে বাধাবন্ধহীনভাবে জনগণকে জাগিয়ে তুলে শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্ভাগে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনীর প্রসার সাধনের নীতি প্রয়াস করার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দেয়)। ইতিমধ্যে এটিকে আমাদের

পার্টিতে বিরাট সংখ্যক এমন নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছে যাঁরা তখনো অনভিজ্ঞ এবং শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের প্রতিষ্ঠিত সব কটি ঘাঁটি অঞ্চলই ছিল আনকোরা ও তখনো সেগুলি সুসংহত হয়ে উঠেনি। এই পর্যায়ে সাধারণ পরিস্থিতির অনুকূল বিকাশের ধারা, আমাদের পার্টি ও সশস্ত্র বাহিনীর বিপুল বিস্তারের ফলে পার্টির মধ্যে এক ধরনের আত্মতৃপ্তিবোধ দেখা দেয় এবং অনেক সদস্যেরই অহংকারবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে অবশ্য আমরা পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি প্রতিরোধ করতে সমর্থ হই এবং স্বাধীন নীতিই চালিয়ে যাই ; আমরা যে শুধু জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে কঠিন আঘাত করলাম, নতুন নতুন ঘাঁটি এলাকাসমূহ গড়ে তুললাম, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে সম্প্রসারিত করলাম তাই নয়, আমরা কুওমিনতাঙ-এর প্রথম ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণকেও প্রতিহত করে দিলাম।

১৯৪১ এবং ১৯৪২ সাল এই বছর দুটি নিয়ে ছিল দ্বিতীয় পর্যায়। ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিচালনার জন্য যে নীতি জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা উহানের পতনের পর থেকে অধিকতর সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করে চলছিল তারই অঙ্গ হিসেবে তারা কুওমিনতাঙ-এর নয় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধেই তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করার নীতি গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন সকল ঘাঁটি এলাকার চারিপাশেই তারা তাদের প্রধান বাহিনীর আরও অধিক সৈন্য সমাবেশ করে এবং একটির পর একটি 'ঘিরে ধরে নিশ্চিহ্ন করার' অভিযান চালাতে শুরু করে এবং আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করে 'সব কিছু পুড়িয়ে ফেলার, সবাইকে হত্যা করার ও সব কিছু লুণ্ঠন করার' নিষ্ঠুর নীতি কার্যকর করতে থাকে। তার ফলে ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সাল এই দুবছরে আমাদের পার্টি একটি চূড়ান্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় পতিত হয়। এই সময়ে আমাদের ঘাঁটি এলাকা আয়তনে সংকুচিত হয়ে পড়ে, লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির নীচে নেমে যায়, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী তিন লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনীতে পরিণত হয়, কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা বিরাট হয়ে দাঁড়ায়, এবং আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় খুবই প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এদিকে কুওমিনতাঙ নিজেকে নিরাপদ অবস্থানে দেখতে পেয়ে হাজার রকমভাবে আমাদের বিরুদ্ধে লেগে পড়ে, দ্বিতীয় ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু করে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিলিতভাবে একযোগে আক্রমণ চালায়। কিন্তু এই কঠিন পরিস্থিতি আমাদের কমিউনিস্টদের অনেক শিক্ষায়

শিক্ষিত করে তোলে এবং আমরা অনেক কিছুই শিখে নিই। শত্রুর 'ঘিরে ধরে নিশ্চিহ্ন করার' অভিযানের বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হবে, আমাদের অঞ্চল-গুলিকে 'একটু একটু করে গ্রাস করার' নীতির বিরুদ্ধে, তাদের 'জননিরাপত্তাকে জোরদার করার' অভিযানের বিরুদ্ধে,[১০] তাদের 'সব কিছু পুড়িয়ে ফেলা, সবাইকে হত্যা করা ও সব কিছু লুণ্ঠন করার' এবং তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য পরিত্যাগ করার স্বীকৃতি আদায়ে জবরদস্তির নীতির বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হবে তা আমরা শিখে নিই। যুক্তফ্রণ্টের রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহে 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশের ব্যবস্থার' প্রয়োগ, কৃষিনীতি কার্যকরী করা, আমাদের অধ্যয়নের ধারা, পার্টি-গত সম্পর্ক ও রচনারীতি সঠিক করে তোলার জন্য শুদ্ধিকরণ আন্দোলন পরি-চালনা, উন্নততর সৈন্যবাহিনী ও সরলতর প্রশাসনের নীতি, সুসংহত নেতৃত্বের নীতি, সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে সহায়তা করার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন পরিচালনা করার নীতি আমরা শিখে নিই বা শিখে নিতে শুরু করি। প্রথম পর্যায়ে অনেক লোকের মধ্যে আত্মতৃপ্তির যে মনোভাব দেখা দিয়েছিল তা সহ বহু ভুলত্রুটি কাটিয়ে উঠতে আমরা সমর্থ হই। যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত গুরুতর রকমের তবু আমরা আমাদের অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলাম। একদিকে আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করে দিলাম এবং অন্যদিকে কুওমিনতাঙ-এর দ্বিতীয় ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকে প্রতিহত করলাম। কমিউ-নিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ-এর আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার জন্য আমরা যে সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয়েছিলাম তার ফলে পার্টিতে এক ধরনের অতিবাম বিচ্যুতি দেখা দেয়, তার একটি উদাহরণ হচ্ছে এই বিশ্বাস যে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা শীঘ্রই ভেঙে পড়বে এবং তাই জমিদারদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আক্রমণ চালানো হতে লাগল এবং পার্টির বাইরের জনপ্রতিনিধি-মূলক ব্যক্তিদের সঙ্গে ঐক্যের কাজটি অবহেলিত হয়। কিন্তু এই বিচ্যুতিও আমরা দূর করে দিতে সমর্থ হই। কুওমিনতাঙ-সৃষ্ট সংঘাতকে মোকাবিলা করার সংগ্রামে 'ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, আমাদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এবং সংযতভাবে' সংগ্রাম চালানোর মূলনীতিতে আমরা অবিচলিত থাকি এবং যুক্তফ্রণ্টের কাজের ব্যাপারে আমরা 'ঐক্য, সংগ্রাম, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্যের' প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এভাবে আমরা জাপ-বিরোধী

জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে সমগ্র দেশে এবং ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে অব্যাহত রাখতে পারি।

তৃতীয় পর্যায় ১৯৪৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের বিভিন্ন নীতি আরও বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে এবং বিশেষ করে, শুদ্ধিকরণ আন্দোলন এবং উৎপাদনের বিকাশের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রকৃতির সুফল লাভ করা গেছে এবং আমাদের পার্টি মতাদর্শগত ও বৈষয়িক দিক থেকে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। তদুপরি, গত বছরে আমাদের কর্মীদের পূর্ব ইতিহাস বিচার করার ও শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের ছেঁকে বের করার নীতি কিভাবে কার্যকরী করতে হবে আমরা তা শিখে নিয়েছি বা শিখে নিতে শুরু করেছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলগুলি আবার সম্প্রসারিত হতে থাকে, যাঁরা শুধু আমাদের শস্যকর দেন এবং যাঁরা আমাদের ও জাপানীদের এবং ক্রীড়নকদের সবাইকেই শস্যকর দেন তাঁদের একত্রে ধরে ঐ অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যা মোট আট কোটির অধিক হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের সৈন্যসংখ্যা চার লক্ষ সত্তর হাজার এবং আমাদের জনগণের সশস্ত্র সহায়ক গণ-বাহিনীর সংখ্যা বাইশ লক্ষ সত্তর হাজারে দাঁড়ায় এবং আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা নয় লক্ষ বা তারও বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৩ সালে জাপানী সমরবাদীরা চীনের প্রতি তাদের নীতিতে লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন সাধন করেনি এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধেই তাদের প্রধান আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ১৯৪১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিন বছরের অধিককাল ধরে চীনে অবস্থিত জাপানী সৈন্যদের শতকরা ষাটভাগের বেশি অংশ আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকার বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানতে থাকে। এই বছরগুলিতে বেশ কয়েক লক্ষ যে কুওমিনতাঙ সৈন্য শত্রুপক্ষের লাইনের পেছনে পড়ে গিয়েছিল তারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আঘাত সহ্য করতে পারেনি, প্রায় অর্ধেক আত্মসমর্পণ করেছে, প্রায় অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্যই প্রাণে বেঁচেছে এবং সরে যেতে পেরেছে। আত্মসমর্পণকারী ঐ কুওমিনতাঙ সৈন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের পার্টিকে আক্রমণ করেছে, ফলে আমাদের পার্টিকে শতকরা নব্বইভাগের বেশি ক্রীড়নক সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে। কুওমিনতাঙকে শতকরা চল্লিশ ভাগের কম জাপানী সৈন্য এবং দশভাগেরও কম ক্রীড়নক সৈন্যদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে উহানের পতনের সময় থেকে বিগত

পুরো সাড়ে পাঁচ বছর ধরে জাপানী সমরবাদীরা কুওমিনতাঙ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে একটিও রণনীতিগত আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করেনি; কয়েকটি মাত্র তুলনামূলক বড় রকমের অভিযান পরিচালিত হয়েছে (যেমন, চেকিয়াং-কিয়াংসিতে, চ্যাংসাতে, পশ্চিম হুপেতে, দক্ষিণ হোনানে ও চ্যাংতেতে) কিন্তু এগুলিকে নেহাৎ হামলা বলা চলে কেননা তাদের মূল লক্ষ্য আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। এই পরিস্থিতিতে কুওমিনতাঙ 'পর্বতে পশ্চাদপসরণের' এবং অন্যদের লড়াই করতে দেখার' নীতি অনুসরণ করে, শত্রুরা যখন এগিয়ে আসছিল তখন তাদের আঘাত থেকে তারা নিছক আত্মরক্ষা করছিল এবং শত্রু যখন আবার পিছিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা হাত জোড় করে বসে বসে শুধু দেখছিল। ১৯৪৩ সালে আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে কুওমিনতাঙ আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের তৃতীয় ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে এবং আমরা তাকেও প্রতিহত করে দিই।

১৯৪৩ সাল থেকে বর্তমান বছরের বসন্তকাল পর্যন্ত জাপানী আক্রমণকারীরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে একটানা পিছু হঠছে, যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতি আক্রমণ তীব্র করছে এবং এখন পাশ্চাত্ত্যে হিটলার সোভিয়েত লালফৌজের দুর্বার আঘাতে থরহরি করে কাঁপছে। তাদের চূড়ান্ত পতনকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টায়, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা পিপিং-হ্যাংকাও এবং হ্যাংকাও-ক্যান্টন রেলপথ ধরে একটানা রেল যোগাযোগ জোর করে খোলার মতলব করেছে এবং যেহেতু এখনো চুংকিং-এর কুওমিনতাঙকে তাদের নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করাতে পারেনি, তাই তারা আরেকটি আঘাত হানার প্রয়োজন আছে মনে করেছে; সুতরাং তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে বর্তমান বছরে একটি বিরাট আকারের আক্রমণ কুওমিনতাঙ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা। আজ একমাসের অধিককাল ধরে হোনান অভিযান[১১] চলছে। ওখানে শত্রুর মাত্র কয়েক ডিভিশন সৈন্য রয়েছে তবু কুওমিনতাঙ-এর বেশ কয়েকলক্ষ সৈন্য একটিমাত্র যুদ্ধ না করেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে এবং পাঁচমিশালী কিছু সৈন্যরাই শুধু যা হোক এক ধরনের লড়াই করতে পেরেছে। তাঙ এন-পোর অধীনস্ত সৈন্যবাহিনীতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে, অফিসারগণ সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সৈন্যগণ জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর মোট সৈন্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশিই বিনষ্ট হয়ে গেছে। একইভাবে হু সুং-নান যে

ডিভিশনগুলি হোনানে প্রেরণ করেছিল শত্রুর সঙ্গে তাদের প্রথম মোকাবিলাতেই তারা ছত্রখান হয়ে পড়েছে। গত কয় বছর ধরে কুওমিনতাঙ যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলি গায়ের জোরে চালিয়ে আসছে এটি হচ্ছে পুরোপুরি তারই পরিণাম। উহানের পতনের পর থেকে সাড়ে পাঁচ বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন মুক্ত অঞ্চলের রনাঙ্গনসমূহকেই জাপানী ও ক্রীড়নকদের মূলবাহিনীর প্রধান আক্রমনকে প্রতিরোধ করতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এতে সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও তা একান্তই সাময়িক ধরনের হবে, কেননা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নিস্ক্রিয়তা এবং কমিউনিস্টদের বিরোধিতায় সক্রিয়তার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে সম্পূর্ণভাবে অধঃপতিত কুওমিনতাঙ গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য। যখন তা ঘটবে তখন কিন্তু শত্রু ও ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে আমাদের কঠিনতর সংগ্রামেরই সম্মুখীন হতে হবে। গত সাড়ে পাঁচ বছরে হাত জোড় করে বসে থেকে পরিস্থিতি অবলোকণ করে করে কুওমিনতাঙ যা লাভ করেছে তা হচ্ছে নিজের সংগ্রামের সামর্থ্য তা একেবারে খুঁইয়ে বসেছে। গত সাড়ে পাঁচ বছর ধরে কঠোর যুদ্ধবিগ্রহ ও সংগ্রাম করে কমিউনিস্ট পার্টি যা লাভ করেছে তা হচ্ছে তার সংগ্রামের সামর্থ্যই জোরদার হয়ে উঠেছে। এইটাই চীনের ভবিষ্যৎকে নির্দ্ধারণ করবে।

কমরেডরা নিজেদের থেকেই দেখতে পাচ্ছেন যে ১৯৩৭ সালের জুলাই থেকে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এসেছে—একটি অগ্রগতি, একটি পশ্চাৎগতি এবং একটি নতুন অগ্রগতি। আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের হিংস্র আক্রমণকে আঘাতে আঘাতে হটিয়ে দিয়েছি, ব্যাপক বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলেছি, ব্যাপকভাবে পার্টি ও সৈন্যবাহিনীকে প্রসারিত করেছি, কুওমিনতাঙ-এর তিন-তিনটি ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত করেছি এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ ভ্রান্ত দক্ষিণ ও 'বাম' মতাদর্শকে পরাজিত করেছি; এবং সমগ্র পার্টি অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। গত সাত বছরের আমাদের কাজের এই হচ্ছে সংক্ষিপ্তসার।

আমাদের বর্তমান কর্তব্য হচ্ছে, আরও বিপুলতর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা। যে পরিস্থিতিই দেখা দিক না কেন জাপানী আক্রমণকারীদের চীন থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের পার্টি যাতে এই দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে

তার জন্য আমাদের পার্টিকে, আমাদের সৈন্যবাহিনী ও ঘাঁটি অঞ্চলসমূহকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে তুলতে হবে, প্রধান যোগাযোগ পথ ধরে বড় বড় মহানগরগুলির কাজের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে, এবং মহানগর-গুলিতে আমাদের কাজকে ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের কাজের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

ঘাঁটি অঞ্চলে আমাদের কাজ সম্পর্কে বলা যায়, প্রথম পর্যায়ে এই অঞ্চল-গুলি ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে কিন্তু সেগুলিকে তেমনভাবে সুসংহত করা যায়নি এবং তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে যখনই তা শত্রুর কঠিন আঘাতের সম্মুখীন হল তখন সেগুলি সংকুচিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন সকল জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকাই একটি কঠিন অগ্নিপরীক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে, তার প্রথম পর্যায়ের তুলনায় তা অনেক উন্নত হয়ে ওঠে। কর্মী ও পার্টি-সদস্যরা মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত মানের দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হয়ে ওঠেন এবং আগে জানতেন না এমন অনেক কিছুই তাঁরা শিখে নিতে পারেন। কিন্তু চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত করে তুলতে এবং কর্মনীতি অধ্যয়ন করতে সময়ের প্রয়োজন হয় এবং আমাদের এখনো শেখার মতো অনেক কিছু বাকী রয়েছে। আমাদের পার্টি এখনো তেমন যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, তেমন যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত নয় এবং এখনো আমরা যে দায়িত্বভার বহন করছি তার চেয়ে অধিকতর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সমর্থ নয়। এখন থেকে সমস্যা হচ্ছে প্রতিরোধ যুদ্ধকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টিকে, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে এবং ঘাঁটি অঞ্চলসমূহকে আরও সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে তোলা। এটি হচ্ছে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য যে সুবিপুল কর্তব্যভার অপেক্ষা করছে তার জন্য মতাদর্শগত ও বৈষয়িক প্রস্তুতির দিক থেকে প্রথম অপরিহার্য অবশ্য করণীয় কর্তব্যকর্ম। এই প্রস্তুতি ছাড়া আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে পারব না এবং সমগ্র চীনকেও মুক্ত করতে পারব না।

বিরাট বিরাট মহানগরগুলিতে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান লাইনগুলি ধরে আমাদের কাজকর্ম সব সময়ই প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর ছিল। আমরা যদি আমাদের পার্টির চারিপাশে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ এবং বড় বড় মহানগরগুলিতে ও যোগাযোগের প্রধান লাইনগুলি ধরে বিভিন্নস্থানে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে পড়ে নিপীড়িত অপরাপর জনগণকে যদি আমরা

সমবেত করতে প্রয়াসী না হই, তাদের সশস্ত্র ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে প্রস্তুত না হই তবে আমাদের সৈন্যবাহিনী এবং গ্রাম্য ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ বড় বড় মহানগরগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব হেতু বিভিন্ন রকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হবে। দশ বছরের অধিককাল ধরে আমরা গ্রামাঞ্চলে রয়েছি এবং গ্রামাঞ্চলকে ভালভাবে জানার জন্য এবং গ্রাম্য ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত আমাদের করতে হয়েছিল। এই দশ বছরেরও অধিককাল ধরে পার্টি ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহানগরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির কাজ কার্যকর করা যায়নি এবং তা করা সম্ভবও হয়নি। কিন্তু এখন অবস্থা স্বতন্ত্র এবং ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবকে সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের পর কার্যকর করতে হবে। এই কংগ্রেস সম্ভবতঃ শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে এবং মহানগরগুলিতে আমাদের কাজকর্ম জোরদার করার ব্যাপারে এবং জাতিজোড়া বিজয় অর্জনের সমস্যাদির ব্যাপারে তা আলোচনা করবে।

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের যে শিল্প সম্মেলনগুলি এখন চলছে তার বিপুল তাৎপর্য রয়েছে। ১৯৩৭ সালে সীমান্ত অঞ্চলে কারখানার শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০ জন, ১৯৪২ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,০০০ জন এবং এখন তা ১২,০০০ জনে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যাগুলি হেলাফেলা করে নিলে চলবে না। ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে থাকাকালেই আমাদের বিরাট বিরাট মহানগরগুলির শিল্প, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রশাসন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় যখন সময় আসবে তখন কী করতে হবে তার কিছুই আমরা বুঝতে পারব না। তাই ভবিষ্যতের জন্য আমাদের মতাদর্শগত ও বৈষয়িক প্রস্তুতির ব্যাপারে দ্বিতীয় অপরিহার্য অবশ্য করণীয় কর্তব্যকর্ম হচ্ছে বড় বড় মহানগরগুলিতে এবং যোগাযোগের প্রধান লাইনগুলি ধরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করা; এবং কিভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশাসন পরিচালনা করতে হয় তা শিক্ষা করা। এই প্রস্তুতি ছাড়া আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে পারব না এবং সমগ্র চীনকেও মুক্ত করতে পারব না।

(৬)

নতুন বিজয় অর্জন করার জন্য পার্টির কর্মীদের আমাদের আহ্বান জানাতে

হবে কাঁধের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিতে এবং কলে দম দিয়ে যাত্রা শুরু করতে। 'কাঁধের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া' বলতে আমাদের মন থেকে নানা আবর্জনাকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াই বোঝাচ্ছে। অন্ধভাবে বা নির্বিচারে সেগুলি আঁকড়ে থাকলে অনেক জিনিসই বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবর্জনার প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ভুল করে বসার পর আপনি ভাবতে পারেন, যাই হোক না কেন, ভুলগুলি আপনাকে একেবারে পেয়ে বসেছে এবং আপনি নিস্তেজ হয়ে পড়বেন ; আপনি যদি ভুল না করেন আপনি মনে করতে পারেন আপনি তো ভুল থেকে মুক্ত, তাই আপনি আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়তে পারেন। কাজে সাফল্যের অভাব আপনার মধ্যে নৈরাশ্য ও উদ্যমহীনতা সৃষ্টি করতে পারে, অন্যদিকে সাফল্য আপনার মধ্যে অহংকার ও ঔদ্ধত্য জাগিয়ে তুলতে পারে। যে কমরেডের অল্পদিনের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি এই কারণে দায়িত্ব পরিহার করতে পারেন, অন্যদিকে একজন প্রবীণ কর্মী তাঁর দীর্ঘকালের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার জন্য আত্মম্ভরী হয়ে উঠতে পারেন। শ্রমিক এবং কৃষক কমরেডরা যেহেতু তাঁদের শ্রেণীগত উৎসের জন্য গৌরব বোধ করেন, তাই তাঁরা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি হেয় দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন, অন্যদিকে যেহেতু বুদ্ধিজীবীদের বেশ কিছু জ্ঞান রয়েছে, তাই তাঁরা শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি হেয় দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন। যে-কোন ধরনের বিশেষজ্ঞের দক্ষতাকে মূলধন করার ফলে কেউ কেউ উদ্ধত হয়ে উঠতে পারেন ও অন্যদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন। এমনকি, অনেকের বয়সও তাঁদের আত্মতৃপ্তির হেতু হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু তরুণেরা বুদ্ধিদীপ্ত ও সুদক্ষ তাই তাঁরা বৃদ্ধদের হেয় চক্ষে দেখতে পারেন ; এবং যেহেতু বৃদ্ধদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাই তাঁরা তরুণদের প্রতি হেয় দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন। যদি বিচারশীল সজাগ মনোভাব না থাকে তবে এই সবগুলিই মানসিক প্রতিবন্ধ এবং বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিছু কমরেড যে খুব উঁচু ভাব দেখিয়ে জনগণের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে বারে বারে ভুল করে বসেন তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে তাঁরা এ ধরনের বোঝা বয়ে ফিরছেন। তাই জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা এবং অতি অল্প ভুলভ্রান্তি করার একটি প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে নিজের বোঝাটি পরখ করে দেখা, তাকে পরিহার করা এবং মনকে মুক্ত করে রাখা। আমাদের পার্টির ইতিহাসে বহু ঘটনা ঘটেছে যখন বিরাট রকমের আত্মম্ভরিতার অভিব্যক্তি দেখা গেছে এবং

আমরা তার ফলে প্রচুর ভুগেছি। প্রথমটি ঘটে ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে। উত্তরমুখী অভিযানকারী সৈন্যবাহিনী উহানে পৌঁছেছে এবং কিছু কিছু কমরেড এমন গর্বোদ্ধত ও বেসামাল হয়ে পড়লেন যে তাঁরা ভুলেই গেলেন—কুওমিনতাঙ আমাদের আঘাত হানতে প্রায় সমুদ্যত। তার ফলে চেন তু-শিউর লাইন দেখা দিল যা বিপ্লবকে পরাজয়ে পর্যবসিত করল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৩০ সালে। ফেঙ য়ু-সিয়াং এবং ইয়েন সি-শানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে চিয়াং কাই-শেকের যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ নিয়ে লালফৌজ বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং আবার কিছু কমরেড গর্বোদ্ধত ও বেসামাল হয়ে পড়লেন। তার ফল হল লি লি-সানের লাইনের ভুল এবং তাতে বিপ্লবী শক্তিগুলির বেশ কিছু ক্ষতি সাধিত হয়। তৃতীয় ঘটনা ঘটে ১৯৩১ সালে লালফৌজ কুওমিনতাঙ-এর তৃতীয় 'অবরোধ ও দমন' অভিযানকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে এবং তার অব্যবহিত পরেই জাপানী আক্রমণের মুখে পড়ে সারা দেশের জনগণ ঝঞ্ঝাসম ও বীরত্বপূর্ণ একটি জাপ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন; আবার কিছু কমরেড গর্বোদ্ধত ও বেসামাল হয়ে পড়েন। তার পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক লাইনে আরও গুরুতর এমন ভুল হয় যাতে করে আমাদের এত পরিশ্রমে গড়ে তোলা বৈপ্লবিক বাহিনীর শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই ধ্বংস হয়ে যায়। চতুর্থ ঘটনা ঘটে ১৯৩৮ সালে। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আবার কিছু কমরেড গর্বোদ্ধত ও বেসামাল হয়ে পড়লেন। তার ফলে অনেকটা চেন তু-শিউর লাইনের মতো ভুলই তাঁরা করে বসলেন। যেখানে যেখানে এইসব কমরেডদের ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি সেইসব স্থানে এইবারেও বৈপ্লবিক কাজ-কর্মের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হল। গর্ব ও ভুলভ্রান্তির এইসব দৃষ্টান্ত দেখে সমগ্র পার্টির কমরেডদেরই সতর্ক হতে হবে। সম্প্রতি আমরা কুও মো-জো লিখিত লি জু-চেঙ[১৩] সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করেছি যাতে করে কমরেডরাও এই গল্প থেকে সতর্কবাণী গ্রহণ করতে পারেন এবং সাফল্যের মুহূর্তে আত্মম্ভরিতার ভুলটির পুনরাবৃত্তি না করে বসেন।

'কলে দম দিয়ে যাত্রা শুরু করে দেওয়া' বলতে বোঝাচ্ছে চিন্তাযন্ত্রের সদ্ব্যবহার করা। যদিও কিছু লোক কোন বোঝাই বহন করেন না এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও তাঁদের রয়েছে তবুও তাঁরা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন না কারণ কী করে অনুসন্ধানের মনোভাব নিয়ে

চিন্তা করতে হয় তা তাঁরা জানেন না, মাথা ঘামিয়ে বেশি চিন্তা করতে তাঁরা রাজী নন বা আদৌ চিন্তা করতেই তাঁরা রাজী নন। অনেকে আছেন যাঁরা বোঝা বয়ে ফিরছেন বলে চিন্তা করতে পারেন না কারণ ঐ বোঝাগুলি তাঁদের চিন্তাশক্তিকে একেবারে চেপে খর্ব করে রাখে। লেনিন ও স্তালিন প্রায় সময়ই লোকজনদের তাদের মস্তিষ্ক খাটাতে পরামর্শ দিতেন এবং আমরাও ঠিক এই একই উপদেশই দেব। মস্তিষ্ক যন্ত্রটির প্রধান কাজই হচ্ছে চিন্তা করা। মেনসিয়াস বলেছিলেন, 'মনের চাকরিই হচ্ছে চিন্তা করা।'[১৪] তিনি মস্তিষ্কের কাজেই সঠিক সংজ্ঞাই নিরূপণ করেছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মস্তিষ্ককে ব্যবহার করা এবং প্রতিটি জিনিসকেই সতর্কভাবে ভেবে দেখা। সাধারণ কথায় বলা হয় 'ভুরুটা একটু কুঁচকে নিন, তাহলেই পথ পেয়ে যাবেন।' অর্থাৎ ভাল করে চিন্তা করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আমাদের পার্টিতে বহুলদৃষ্ট অন্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কমরেডদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করা, বিচার-বিশ্লেষণের পদ্ধতিটি শিখতে এবং বিচার-বিশ্লেষণের অভ্যাসটির অনুশীলন করতে তাঁদের উৎসাহিত করা। আমাদের পার্টিতে এই অভ্যাসটির যথেষ্টই অভাব রয়েছে। আমরা যদি আমাদের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিই এবং কলে দম দিয়ে যাত্রা শুরু করি, যদি হাল্কা বোঝা নিয়ে এগিয়ে চলি এবং কিভাবে ভাল করে চিন্তা করতে হয় তা জানি, তবে আমরা নিশ্চয়ই বিজয় অর্জন করব।

টীকা

১। চেন তু-শিউ প্রথমে ছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং **নিউ ইয়ুথ** পত্রিকার অন্যতম একজন সম্পাদকরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। ৪ঠা মে আন্দোলনের সময়কার খ্যাতির জন্য এবং পার্টির প্রাথমিক দিকের অপরিপক্কতার জন্য তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের শেষ অধ্যায়ে চেন তু-শিউর মাধ্যমে অভিব্যক্ত দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারা আত্মসমর্পণের একটি লাইনে বিকশিত হয়ে ওঠে। কমরেড মাও সে-তুঙ মন্তব্য করেছেন ঐ সময়ের আত্মসমর্পণবাদীরা 'কৃষকজনগণ, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বকে এবং বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীতে পার্টির

নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে বসে এবং এভাবে বিপ্লবের পরাজয়ের পথ করে দেয়।' ('বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য,' **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, পিকিং ১৯৬০, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭১)। ১৯২৭ সালের পরাজয়ের পর চেন তু-শিউ ও মুষ্টিমেয় অন্যান্য কিছু আত্মসমর্পণবাদীরা বিপ্লবের ভবিষ্যতের প্রতিই আস্থা হারিয়ে বসেন এবং বিলুপ্তিবাদীতে পরিণত হয়ে পড়েন। তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রট্‌স্কিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ট্রট্‌স্কিপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠী স্থাপন করেন। তার ফলে ১৯২৯ সালের নভেম্বরে চেন তু-শিউকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

২। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

৩। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কিউচৌ প্রদেশের সুনাইতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর যে বর্ধিত সভা হয় তা-ই হচ্ছে সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা।

৪। ভি. আই. লেনিনের 'কমিউনিজম' দেখুন, যেখানে লেনিন হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট বেলা কুনকে সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তিনি 'মার্কসবাদের একান্ত আসল সারবস্তু, মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্তু, বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণকেই জলাঞ্জলি দিয়ে দিচ্ছেন' (**সংগৃহীত রচনাবলী**, রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫০, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)।

৫। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে দশ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়ঃ (১) সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে উৎখাত কর; (২) বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যাঙ্কগুলিকে বাজেয়াপ্ত কর; (৩) চীনকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নাও; (৪) কুওমিনতাঙ-এর যুদ্ধবাজ সরকারকে উৎখাত কর; (৫) শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পর্ষদের একটি সরকার কায়েম কর; (৬) আট ঘণ্টা কাজের দিন চালু কর, মজুরি বাড়াও এবং বেকার ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু কর; (৭) সকল জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত কর এবং কৃষকদের মধ্যে ঐ জমি বিলি করে দাও; (৮) সৈনিকদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি বিধান কর এবং প্রাক্তন

সৈনিকদের জমি ও চাকরি দাও। (৯) গুরুতর সকল করভার ও নানাবিধ লেভি আদায় বাতিল কর এবং সুসংহত একটি কর-নীতি চালু কর; এবং (১০) দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও।

৬। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

৭। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত পলিটব্যুরোর এই অধিবেশনে পার্টির অতীত ইতিহাসের, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধকালের রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

৮। 'পর্বতকেন্দ্রের প্রতি প্রীতির' মানসিকতা হচ্ছে উপদলীয় চক্র গঠনের একটি প্রবণতা এবং তা প্রধানতঃ দেখা দেয় দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের একটা পরিস্থিতিতে যখন গ্রামীণ বিপ্লবী ঘাঁটিগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল এবং একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। এইসব অধিকাংশ ঘাঁটিই প্রথমে পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি ঘাঁটিই নিজেদের এক একটি সুসংবদ্ধ ইউনিট হিসেবে গণ্য করত, মনে করত এক একটি পার্বত্য ঘাঁটি হিসেবে, কাজেই এই মনোভাবটি পর্বতকেন্দ্রের প্রতি প্রীতির মানসিকতা হিসেবে পরিচিত হয়।

৯। তুলনামূলকভাবে সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চলে জনসাধারণ নিয়মিত শস্যকর শুধু জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারকেই দিতেন। চারিদিকের বিক্ষিপ্ত অঞ্চলের ঘাঁটি এলাকার এবং গেরিলা অঞ্চলসমূহের যে জনসাধারণ সব সময়ই শত্রুর উৎপীড়নের মধ্যে বাস করতেন তাঁরা শত্রুর ক্রীড়নকদের সরকারকেও আরেকটি শস্যকর দিতে বাধ্য হতেন।

১০। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে জাপানী আক্রমণকারী ও চীনা বিশ্বাসঘাতকেরা উত্তর চীনে 'জননিরাপত্তা জোরদার করার একটি অভিযান' ঘোষণা করে যার অঙ্গ ছিল মানুষের বাড়িতে বাড়ীতে হানা দেওয়া, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গ্যারান্টি দেওয়া, বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করা এবং ক্রীড়নক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা—এবং এইসব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনীকে দমন করা।

১১। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে জাপানী আক্রমণকারীরা হোনান প্রদেশে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের অভিযান শুরু করে।

চিয়াং তিং ওয়েন, তাং এন-পো এবং হু সুং-নানের পরিচালনাধীন চার লক্ষ কুওমিনতাঙ সৈন্য জাপানী আক্রমণকারীদের সামনে পড়ে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। চেংচাও এবং লোয়াং সহ আটত্রিশটি বিভাগ একের পর এক শত্রুর কবলিত হয়। তাং এন-পোর দুই লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হয়ে যায়।

১২। যুদ্ধবাজদের মধ্যেকার এই ব্যাপক আকারের যুদ্ধে একদিকে ছিলেন চিয়াং কাই-শেক এবং অন্যদিকে ছিলেন ফেং উ-সিয়াং এবং ইয়েন শি-শান। লুংহাই এবং তিয়েনসিন-পুকৌ রেলপথ বরাবর এই যুদ্ধ হয়। ১৯৩০ সালের মে থেকে অক্টোবর এই ছয় মাস ধরে যুদ্ধ চলে। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিন লক্ষ।

১৩। মিং রাজবংশের শেষ বছরগুলিতে লি জু-চেং-এর নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহের বিজয়ের স্মৃতিতে ১৯৪৪ সালে কুও মো-জো '১৬৪৪ সালের অভ্যুত্থানের ত্রিশত বার্ষিকী' নামক এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান, ১৬৪৫ সালে এই অভ্যুত্থান পরাজিত হওয়ার কারণ হচ্ছে ১৬৪৪ সালে কৃষক বাহিনীর পিকিং প্রবেশের পর তাদের কিছু কিছু নেতা বিলাসী জীবনযাপন করে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে এবং উপদলীয় সংঘাত শুরু হয়ে যায়। এই প্রবন্ধটি প্রথমে চুংকিং-এর **নিউ চায়না ডেইলি** পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পরে ইয়েনানে এবং মুক্ত এলাকার অন্যান্য স্থানে পুস্তিকা আকারে তা প্রকাশিত হয়।

১৪। **মেনসিয়াস,** একাদশ খণ্ড, 'কাও জু', প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

'পরিশিষ্ট' : আমাদের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কিত প্রস্তাব

(১৯৪৫ সালের ২০শে এপ্রিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত)

(১)

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীন বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে তার সকল কাজের পথনির্দেশক নীতি হিসেবে সুসমন্বিতভাবে প্রয়োগ করে এসেছে এবং চীন বিপ্লবে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর তত্ত্ব ও প্রয়োগই হচ্ছে এই সমন্বয়। আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই চীন বিপ্লবের একটি নতুন স্তর, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, উন্মোচিত হল—এ কথাটি কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিয়েছেন। নয়া গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের এই চব্বিশ বছরে (১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই সময়ে), তিনটি ঐতিহাসিক যুগ জুড়ে—প্রথম মহান বিপ্লবের যুগ, কৃষি-বিপ্লবের যুগ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের এই তিনটি যুগ জুড়ে—আমাদের পার্টি চীনের জনগণের ব্যাপক জনসমষ্টিকে তাদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদের ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সুকঠিন এবং তিক্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবিচল নেতৃত্ব প্রদান করে এসেছে এবং বিরাট সাফল্য ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি তার নিজস্ব নেতা কমরেড মাও সে-তুঙকে হাজির করেছে। চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও চীনের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড মাও সে-তুঙ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে—মানুষের জ্ঞানজগতের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদকে—চীনের মতো একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক যে বিশাল দেশটিতে কৃষক-জনগণই হচ্ছেন জনগণের বিপুল অংশ এবং যেখানে আশু কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এমন দেশ আয়তন যার বিশাল ও লোকসংখ্যা যার বিপুল, দেশে পরিস্থিতি নিতান্ত জটিল এবং সংগ্রাম চূড়ান্ত রকমের দুরূহ—এমন একটি দেশে সৃজনশীলভাবে সেই তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন এবং তিনি উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ সংক্রান্ত লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্ব-

গুলিকে এবং চীন বিপ্লব সংক্রান্ত স্তালিনের তত্ত্বকে প্রতিভাদীপ্তভাবে বিকশিত করে তুলেছেন। যেহেতু আমাদের পার্টি দৃঢ়তার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের লাইনকে অনুসরণ করে এসেছে এবং এই লাইনের পরিপন্থী সকল ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে বিজয়ী সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছে, তাই এই তিনটি যুগেই পার্টি বিরাট সাফল্য অর্জন করে আজকের এই অতুলনীয় মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্যে উপনীত হয়েছে, পরিণত হয়েছে আজকের শক্তিশালী এক বিপ্লবী বাহিনীতে, বার লক্ষের ওপর সদস্য নিয়ে প্রায় দশ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যের একটি সৈন্যবাহিনী সহ জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে এবং মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র জাতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে উঠেছে।

(২)

চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম যুগে ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালে এবং বিশেষ করে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালে চীনের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মহান বিপ্লবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত, সম্মুখে এগিয়ে চলার পথে উদ্বোধিত ও সংগঠিত হয়ে পার্টি দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছে এবং বিরাট বিরাট বিজয় অর্জন করেছে। এই মহান বিপ্লবে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র সদস্যবৃন্দ বিপুল বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, সমগ্র দেশে শ্রমিক, যুবক ও কৃষকজনগণের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, কুওমিনতাঙ-এর পুনর্গঠন ও অগ্রগমনকে রূপায়িত করেছেন এবং জাতীয় বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছেন, পূর্বমুখী অভিযান[১] এবং উত্তরমুখী অভিযানের রাজনৈতিক মেরুদণ্ড জুগিয়েছেন, জাতিজোড়া সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী মহান সংগ্রামে নেতৃত্বদান করেছেন এবং এভাবে চীনের বিপ্লবের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও এই বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কারণ ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীলদের যে চক্র আমাদের সহযোগী মিত্র ছিল তারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; কারণ ঐ সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ চক্রের সম্মিলিত শক্তি ছিল অনেক বেশি; আর বিশেষ করে, আমাদের পার্টিতে চেন তু-শিউর মাধ্যমে অভিব্যক্ত দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ বিপ্লবের চূড়ান্ত অধ্যায়ে

(প্রায় ছয় মাস ধরে) আত্মসমর্পণের একটি লাইন হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাকে গ্রাস করে বসে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও কমরেড স্তালিনের বহু প্রাজ্ঞ নির্দেশাবলীকে পালন করতে অস্বীকার করে, আর কমরেড মাও সে-তুঙ ও অন্যান্য কমরেডদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, যার ফল দাঁড়ায় এই যে কুওমিনতাঙ যখন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল এবং আচমকা জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বসল তখন পার্টি ও জনগণ কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হল।

১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয় থেকে ১৯৩৭ সালে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এই দশ বছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং একমাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী পতাকাকে অব্যাহতভাবে উচ্চে তুলে ধরে প্রতিবিপ্লবী শাসনের চূড়ান্ত সন্ত্রাসের মধ্যেও শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি ও অন্যান্য বিপ্লবীদের ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক সামগ্রিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এইসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি লালফৌজ গড়ে তুলেছে, শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পর্ষদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে, দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করেছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার ও ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এই উভয়ের আক্রমণকে প্রতিরোধ করেছে। এসবের ফলে, চীনের জনগণ জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির নয়া গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেন। অনুরূপভাবে, সমগ্র পার্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ট্রট্স্কিপন্থী চেন তু-শিউ চক্র ও লো চ্যাঙ-লুং,[২] চ্যাঙ কুও-তাও[৩] এবং অন্যান্য যারা পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল এবং পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল; এভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ নীতির ভিত্তিতে পার্টির ঐক্য সুনিশ্চিত হয়। এই দশ বছরের অধিককাল ধরে পার্টির সাধারণ নীতি এবং তাকে কার্যকর করার জন্য সাহসিক সংগ্রাম সম্পূর্ণ সঠিক এবং অপরিহার্য ছিল। অসংখ্য পার্টি-সভ্য, অসংখ্য সাধারণ মানুষ এবং বহু পার্টি-বহির্ভূত বিপ্লবীরা বিভিন্ন ফ্রন্টে জলন্ত বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছেন, নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়েছেন ও আত্ম বলিদান করেছেন, অন্যদের মৃত্যুর ফলে যে স্থান শূন্য হয়েছে, তা পূর্ণ করতে অদম্য

সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন ; তাঁদের বীরত্ব ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের জাতির ইতিহাসে অমরত্ব অর্জন করেছেন। এসব ছাড়া, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হতো না অথবা তাকে রূপ দিলেও ঐ যুদ্ধকে চালিয়ে যাওয়া ও বিজয়ের পথে তাকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো না কারণ তখন জনযুদ্ধের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁর মেরুদণ্ড হিসেবে পাওয়া যেত না। এইসব বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

আমরা বিশেষভাবে এই বাস্তব সত্যের জন্য আনন্দিত বোধ করছি যে, ঐ দশ বছরে কমরেড মাও সে-তুঙকে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে আমাদের পার্টি চীনের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের বৈপ্লবিক তত্ত্বসমূহকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগের ব্যাপারে খুবই বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে। অবশেষে, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের শেষের দিকে, আমাদের পার্টি সুনিশ্চিতভাবেই সমগ্র পার্টিতে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এইটিই হচ্ছে ঐ যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মহত্তম সাফল্য এবং এটাই হচ্ছে চীনের জনগণের মুক্তির সবচেয়ে সুনিশ্চিত গ্যারান্টি।

অবশ্য ঐ দশ বছরে এইসব বিরাট বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে কিছু কিছু সময়ে আমাদের পার্টি বেশ কয়েকটি ভুলভ্রান্তি করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হচ্ছে ১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সময় থেকে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত সভা (সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা) পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংগঠনিক লাইনের ক্ষেত্রে 'বামপন্থী' ভুলটি। এই ভুল আমাদের পার্টি ও চীন বিপ্লবের পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক শিক্ষাগুলি লাভ করার সময় 'অতীতের ভুলগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল পরিহার করার জন্য এবং রোগ দূর করতে হবে রোগীকে বাঁচাবার জন্য', 'সামনের যে রথটি উল্টে পড়ে গেল তা পেছনের রথের কাছে সতর্কবাণীর কাজ করার জন্য' এবং সাধারণ মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে সমগ্র পার্টিকে সুসংহত একটি পরিবারের মতো ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য, নিখাদ ইস্পাতের মতো

মজবুত করে তোলার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় ও চীনের জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কমিটির এই সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ঐ দশ বছরের পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে ও বিশেষ করে চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে স্থনাই সভা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লাইন সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হিতকর ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

(৩)

১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর, আমাদের পার্টিতে 'বাম' ও দক্ষিণ এই দুটি বিচ্যুতিই ঘটে।

প্রথম মহান বিপ্লবের যুগের চেন তু-শিউ প্রমুখ মুষ্টিমেয় আত্মসমর্পণকারীরা বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তিবাদীতে পরিণত হয়। তারা প্রতিক্রিয়াপন্থী ট্রট্স্কিবাদী অবস্থান গ্রহণ করে ও এ কথা বলতে থাকে যে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পর চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এবং জনগণের ওপর তাদের শাসন সুদৃঢ় হয়ে উঠছে, আর চীনের সমাজ ইতিমধ্যেই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে পুঁজিবাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে ও তা শান্তিপূর্ণভাবেই বিকশিত হয়ে উঠবে। সুতরাং তারা এই খামখেয়ালী দাবি করে বসল যে চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং চীনের শ্রমিকশ্রেণীকে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' করার জন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, তার এখনকার মতো শুধু 'একটি জাতীয় বিধানসভার জন্য' তথাকথিত আইনসঙ্গত একটি শ্লোগানকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করা চলতে পারে, এভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে তারা বিলুপ্ত করে দেয়। সুতরাং, তারা পার্টির পরিচালিত সকল বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং লালফৌজের আন্দোলনকে 'ভ্রাম্যমান বিদ্রোহীদের আন্দোলন' বলে কুৎসা করতে থাকে। পার্টির পরামর্শ গ্রহণ করে তাদের সুবিধাবাদী, বিলুপ্তিবাদী পার্টি-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করতে যে তারা অস্বীকার করে তাই নয়, তারা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রট্স্কিবাদীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি পার্টি-বিরোধী উপদল গড়ে তোলে, ফলে তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দিতে হয় এবং পরে তারা প্রতিবিপ্লবীতে অধঃপতিত হয়।

অন্যদিকে, যে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী উগ্রতা কুওমিনতাঙ-এর হত্যাকাণ্ডের নীতির প্রতি ঘৃণা এবং চেন তু-শিউর আত্মসমর্পণবাদের প্রতি ক্রোধ থেকে বৃদ্ধি পায় তাও পার্টিতে প্রতিফলিত হয় এবং 'বামপন্থী' একটি মনোভাবের তা দ্রুত প্রসার ঘটায়। এই 'বামপন্থী' মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯২৭ সালের ৭ই আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী সভায়। পার্টির ইতিহাসে ৭ই আগস্টের সভার একটি সুনির্দিষ্ট অবদান রয়েছে। চীন বিপ্লবের একটি সংকটময় মুহূর্তে তা দৃঢ়তার সঙ্গে চেন তু-শিউর আত্মসমর্পণবাদকে সংশোধন করে এবং তার সমাপ্তি ঘটায়, কৃষি-বিপ্লবের একটি সাধারণ নীতির ব্যাপারে ও কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পার্টি ও জনসাধারণের কাছে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। এই সবই ছিল সঠিক এবং তা ছিল ঐ সভার প্রধান দিক। কিন্তু দক্ষিণপন্থী ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ঐ সভা 'বামপন্থী' ভুলের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। রাজনৈতিক দিক থেকে, তা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনু-যায়ী হয় উপযুক্ত প্রতি আক্রমণের বা প্রয়োজনীয় রণকৌশলগত পশ্চাদসরণের ব্যবস্থা ঐ সময়ে করতে হবে যাতে করে বিপ্লবী অবস্থানগুলিকে রক্ষা করা এবং পরিকল্পিতভাবে বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে সংহত করে তোলা সম্ভবপর হয়। তার পরিবর্তে, তা হঠকারিতার ও হুকুমদারির (বিশেষ করে, শ্রমিকদের জোর করে ধর্মঘট করানোর) মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয় ও সেগুলিকে বাড়িয়ে তোলে। সাংগঠনিক দিক থেকে, এই সভা অতিরিক্ত রকমের ও সংকীর্ণতাবাদী অন্তঃপার্টি সংগ্রামের সূত্রপাত করে, অযথা বা অসঙ্গতভাবে তা নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসেব শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিদের নিয়োগ করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে পার্টিতে অতি-গণতন্ত্রের গুরুতর একটি অবস্থা সৃষ্টি করে। ৭ই আগস্টের সভার পর এই 'বামপন্থী' মনোভাব বেড়ে যেতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২৭ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংস্থার বর্ধিত সভায় তা জোর করে এগিয়ে যাওয়ার (অর্থাৎ হঠকারী) একটি 'বামপন্থী' লাইনের রূপ গ্রহণ করে, আর এই প্রথমবারের মতো 'বামপন্থী' লাইনকে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় প্রাধান্যের আসনে অধিষ্ঠিত করে। জোর করে এগিয়ে চলার পক্ষপাতীরা তখন বলতে শুরু করল যে প্রকৃতির দিক থেকে চীনের বিপ্লব হচ্ছে তথাকথিত একটি স্থায়ী বিপ্লব (তাঁরা

গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললেন) এবং বললেন চীনের বিপ্লব তথাকথিত একটি স্থায়ী উচ্চাভিমুখী অবস্থানে উপনীত হয়েছে (অর্থাৎ তারা ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়কেই অস্বীকার করে বসলেন)। ফলে তাঁরা যে শুধু সুশৃংখলভাবে পশ্চাদপসরণ সংগঠিত করতে ব্যর্থ হলেন তাই নয়, বরং উল্টো, শত্রুর শক্তি ও বিপ্লবের পরাজয়ের পর জনগণের অবস্থাকে লক্ষ্য না করেই তাঁরা পার্টির মুষ্টিমেয় সদস্যবৃন্দ ও অনুগামীদের সারাদেশে আঞ্চলিক অভ্যুত্থান ঘটানোর আহ্বান জানালেন যার সাফল্যের সামান্যতম আশাও ছিল না। রাজনৈতিক এই হঠকারিতার সঙ্গে সঙ্গে কমরেডদের আক্রমণ করার একটি সংকীর্ণতাবাদী সাংগঠনিক নীতিও দেখা দিল। অবশ্য এই ভুল লাইন একেবারে প্রথম থেকেই কমরেড মাও সে-তুঙ এবং শ্বেত এলাকাসমূহে কর্মরত বহু কমরেডের পক্ষ থেকে সঠিক সমালোচনা ও আপত্তির মুখোমুখী হল এবং যেহেতু এই নীতির ফলে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে বহু ক্ষতির সৃষ্টি হচ্ছিল তাই ১৯২৮ সালের শুরু থেকে বহু অঞ্চলে তার প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ বছরের এপ্রিলের মধ্যেই (অর্থাৎ শুরু থেকে ছয় মাসের মধ্যেই) সারাদেশে বাস্তব কাজকর্মে তা কার্যতঃ পরিত্যক্তই হয়ে যায়।

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের লাইন মূলতঃ সঠিকই ছিল। কংগ্রেস সঠিকভাবেই জোর দিয়ে এ কথা বলেছিল যে চীনের সমাজ হচ্ছে আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক, এটা দেখিয়ে দিয়েছিল যে বর্তমান চীন বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে যে মৌলিক দ্বন্দ্বগুলি তার কোনটিরই এখনো সমাধান হয়ে যায়নি সুতরাং তা বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক একটি বিপ্লব হিসাবেই চিহ্নিত করে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দশ দফা একটি কর্মসূচী[৫] ঘোষণা করে। এই কংগ্রেস সঠিকভাবেই এটা নির্ধারণ করে যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থাটি হচ্ছে দুটি উচ্চাভিমুখী বিপ্লবী জোয়ারের অন্তর্বর্তীকালীন একটি পরিস্থিতি, বিপ্লবের বিকাশ অসমান এবং এই সময়ে পার্টির সাধারণ কাজ আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ বা অভ্যুত্থান সংগঠন করা নয় বরং তা হচ্ছে জনসাধারণকে সপক্ষে নিয়ে আসা। দুটি ফ্রন্টে তা সংগ্রাম পরিচালনা করে, একদিকে চে তু-শিউর দক্ষিণপন্থা এবং জোর করে এগিয়ে যাওয়ার 'বামপন্থাকে' খারিজ করে দেয় এবং বিশেষভাবেই এটা দেখিয়ে দেয় যে পার্টিতে জোর করে এগিয়ে চলার এই হঠকারিতা, সামরিক হঠকারিতা ও হুকুমদারির মনোভাবই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রবণতা কেননা

তা জনগণের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করে। এইসব কিছুই একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু অন্যদিকে ষষ্ঠ কংগ্রেসের ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তিও ছিল। মাঝারি শ্রেণীসমূহের দ্বৈত চরিত্র সম্পর্কে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সঠিক পরিমাণ ও নীতির তার অভাব ছিল; মহান বিপ্লবের পরাজয়ের পর সুশৃংখলভাবে রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, গ্রামীণ ঘাঁটি অঞ্চলের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত উপলব্ধির অভাব পার্টির দিক থেকে রয়ে গিয়েছিল। ৭ই আগস্টের সভার পরও যেসব 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা পার্টির মধ্যে রয়ে গিয়েছিল যদিও সেই ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে তা বাধা সৃষ্টি করে এবং যদিও সেগুলি পরবর্তী 'বামপন্থী' ধ্যানধারণায় আরও চরম ও প্রচণ্ডভাবে বিরাট আকার লাভ করে তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের এই প্রধান দিকটির সঠিকতা তাতে লোপ পেয়ে যায় না। কংগ্রেসের কিছু সময় পরে পার্টির কাজ ফলবতী হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে কমরেড মাও সে-তুঙ শুধু যে বাস্তব ক্ষেত্রে ষষ্ঠ কংগ্রেসের লাইনের সঠিক দিকটিকে বিকশিত করে তোলেন এবং কংগ্রেস যেসব বহু সমস্যার হয় সমাধান করেনি বা ভুলভাবে সমাধান করেছিল সেগুলির সঠিক সমাধান করেন তাই নয়, তিনি তত্ত্বগতভাবে আরও পূর্ণতর ও অধিকতর বস্তুনিষ্ঠভাবে চীন বিপ্লবের গতিধারাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরিস্ফুট করে তোলেন। তাঁর পরিচালনায় ও প্রভাবে লালফৌজ আন্দোলন ক্রমশঃ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে। শ্বেত অঞ্চলেও পার্টি সংগঠন ও পার্টির কাজকর্ম কিছু পরিমাণে নতুন প্রাণ লাভ করে।

কিন্তু ১৯২৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯৩০ সালের প্রথমার্ধে পার্টির কিছু কিছু যে 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা ও কর্মনীতি তখনো রয়ে গিয়েছিল সেগুলি আবার খানিকটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঘটনাবলী যখন বিপ্লবের অনুকূল হয়ে উঠেছিল তখন ঐ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেগুলি দ্বিতীয় 'বামপন্থ' লাইন হিসেবে দেখা দেয়। একদিকে চিয়াং কাই-শেক এবং অন্যদিকে ফেঙ উ-সিয়াং ও ইয়েন সি-শানের মধ্যে ১৯৩০ সালের মে মাসে যখন যুদ্ধ-বেধে উঠল তখন আভ্যন্তরীণ ঐ ঘটনাপ্রবাহে উত্তেজিত হয়ে লি লি-সানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো ১১ই জুন 'নতুন বৈপ্লবিক উচ্চাভিমুখী জোয়ার দেখা দিয়েছে এবং প্রথমে এক বা একাধিক প্রদেশে বিজয় অর্জন করুন, এই বামপন্থী

প্রস্তাবটি গ্রহণ করে যার পর থেকে দ্বিতীয়বারের মতো 'বামপন্থী' লাইন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় প্রাধান্য স্থাপন করে। এই ভুল লাইন (লি লি-সানের লাইন) বেশ কয়েকটি কারণেই দেখা দেয়। লি লি-সান ও অন্যান্য কমরেডরা বিপ্লবের জন্য যে নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তোলার যথেষ্ট প্রস্তুতি প্রয়োজন তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই তা দেখা দিয়েছিল, তাঁরা ভেবেছিলেন 'জনগণ এখন ছোটখাট নয়, চায় শুধু বিরাট বিরাট সংগ্রাম' এবং তাই তাদের বিশ্বাস ছিল ঐ সময়ের যুদ্ধবাজদের নিজেদের মধ্যেকার অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে লালফৌজ আন্দোলনের প্রাথমিক যে জাগরণ দেখা দিয়েছে ও শ্বেত এলাকায় আমাদের কাজকর্মের মধ্যে প্রাথমিক যে প্রাণসঞ্চার হয়েছে তা মিলিত হয়ে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী 'বিরাট বিরাট সংগ্রামের' (অর্থাৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের) পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। চীন বিপ্লবের অসমান বিকাশ বুঝতে না পারা এবং এ কথা ধরে নেওয়া যে দেশের সকল অংশেই বৈপ্লবিক সংকট সমানতালে বিকশিত হয়ে উঠেছে, তাই সর্বত্র এখন আশু অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া দরকার এবং মূল মহানগরগুলিকেই বিশেষভাবে নেতৃত্ব নিয়ে জাতিজোড়া বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে—এসব ধরে নেওয়ার জন্যই তা দেখা দিয়েছিল। তাঁরা কমরেড মাও সে-তুঙ-এর ধ্যানধারণাকে 'নিতান্ত ভ্রান্ত...আঞ্চলিকতাবাদী ও কৃষক মানসিকতার রক্ষণশীলতার প্রকাশ' বলে কুৎসা করেন; কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মূল শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকাসমূহ গড়ে তোলার জন্য, গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকাগুলিকে ব্যবহার করে মহানগরগুলিকে ঘিরে ফেলতে হবে এবং এই ঘাঁটি এলাকাগুলিকে ব্যবহার করে জাতিজোড়া বিপ্লবের উচ্চাভিমুখী জোয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই 'বামপন্থী' লাইন দেওয়ার কারণ ছিল, ওঁরা বিশ্ব বিপ্লবের অসম বিকাশকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং ধরে নিয়েছিলেন চীন বিপ্লবের সাধারণ বিস্ফোরণ অনিবার্যভাবে বিশ্ব বিপ্লবের বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে দেবে এবং তা না হলে চীনের বিপ্লবের সাফল্যলাভ সম্ভব হবে না। তা দেখা দিয়েছিল কারণ ওঁরা চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং ধরে নিয়েছিলেন যে একটি বা একাধিক প্রদেশে বিজয়ের সূত্রপাত হলেই তা সামাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরের সূত্রপাত করবে এবং তাই তাঁরা বেশ কয়েকটি অসময়োচিত ও 'বামপন্থী'

নীতি নির্ধারণ করে বসেন। এইসব ভুল ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে লি লি-সান লাইনের নেতৃবর্গ সমগ্র দেশব্যাপী মূল মহানগরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনের এবং এইসব মহানগরগুলি আক্রমণের জন্য সমগ্র লালফৌজকে সমবেত করার একটি হঠকারী পরিকল্পনা রচনা করেন। তারপর তাঁরা পার্টি, ইয়ুথ লীগ ও ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে একত্র করে সেইগুলিকে স্ব স্ব স্তরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনের সংগ্রাম কমিটিতে পরিণত করেন এবং এভাবে সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্মকে একটি অচল অবস্থায় টেনে নিয়ে আসেন। এই ভুল সিদ্ধান্তগুলির রূপায়ণ ও কার্যকরী করার সময় কমরেড লি লি-সান বহু কমরেডের সঠিক সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং পার্টির মধ্যেকার এবং তথাকথিত দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর জোর দিলেন এবং এই শ্লোগান অনুসারে যেসব কর্মীরা তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করছিলেন তাঁদের অন্যায়ভাবে আক্রমণ করলেন ও এইভাবে পার্টির মধ্যে অন্তঃপার্টি সংকীর্ণতাবাদকে গভীরতর করে তুললেন। ফলে, প্রথম 'বামপন্থী' লাইনের চেয়ে লি লি-সান লাইন অনেক বেশি পরিপূর্ণ বিকশিত একটি রূপে দেখা দিল।

অবশ্য পার্টিতে লি লি-সান লাইনের প্রাধান্যও স্বল্পকাল (চার মাসেরও কম সময়) স্থায়ী হয়। যেহেতু যেখানে যেখানে এই লাইন বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছিল সেখানেই পার্টি ও বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্ষতি সাধিত হয় তাই কর্মীদের এবং পার্টি-সদস্যদের ব্যাপক অংশ এই লাইনের সংশোধন দাবি জানান। বিশেষ করে, কমরেড মাও সে-তুঙ কোন সময়ই লি লি-সান লাইনের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং আসলে খুবই ধৈর্যের সঙ্গে লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট সেনাবাহিনীর[৬] 'বামপন্থী' ভুলগুলি সংশোধন করে দিয়েছিলেন; তার ফলে এইসময়ে ক্ষতি স্বীকার করা দূরে থাক, কিয়াংসির বৈপ্লবিক ঘাঁটি অঞ্চলে লালফৌজ চিয়াং কাই-শেক এবং ফেঙ উ-সিয়াং ও ইয়েন সি-শানের মধ্যেকার যুদ্ধবিগ্রহের অনুকূল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালীই হয়ে ওঠে এবং ১৯৩০ সালের শেষের দিকে ও ১৯৩১ সালের প্রথমদিকে শত্রুর প্রথম 'অবরোধ দমন' অভিযানকে সাফল্যের সঙ্গে চুরমার করে দেয়। মাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, অন্যান্য বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাতেও লালফৌজ অনুরূপ সাফল্যলাভ করে। শ্বেত এলাকাগুলিতেও বাস্তব কাজকর্মে নিযুক্ত বহু কমরেডই পার্টির সাংগঠনিক সূত্রের মাধ্যমে লি লি-সান লাইনের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বক্সে এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লি লি-সান লাইনের প্রয়োগের সমাপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যদিও এই অধিবেশনের দলিলপত্রে লি লি-সান লাইন সম্পর্কে একটি সমঝওতার ও আপোষমূলক মনোভাব প্রদর্শন করা হয়েছিল (উদাহরণ হিসেবে, এই লাইনটিকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে তা অস্বীকার করে এবং বলে যে লাইনটি শুধু 'রণকৌশলগত-ভাবেই ভুল' ছিল) এবং যদিও সাংগঠনিকভাবে এই অধিবেশন সংকীর্ণতাবাদের ভুলই অব্যাহত রেখেছিল, তবু তা চীন বিপ্লবের পরিস্থিতির অতি-বাম মূল্যায়নের সংশোধন করে, জাতিজোড়া সাধারণ অভ্যুত্থান সংঘটনের এবং মূল মহানগরগুলিতে আক্রমণ সংগঠিত করার জন্য সমগ্র লালফৌজকে কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে ও স্বাধীন সংগঠনগুলিকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে পার্টি, ইয়ুথ লীগ ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের দৈনন্দিন কাজকর্ম আবার চালু করে, এভাবে লি লি-সান লাইনের সবচেয়ে লক্ষণীয় ভুলগুলির সমাপ্তি ঘটানো হয়। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড লি লি-সান নিজেই যে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা স্বীকার করে নেন এবং পলিটব্যুরোর নেতৃস্থানীয় অবস্থানটি পরিত্যাগ করেন। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে ১৯৩০ সালের নভেম্বরে তাঁদের পরিপূরক প্রস্তাবে ও ডিসেম্বরে ৯৬ নং সার্কুলারে ঘোষণা করলেন যে লি লি-সানের লাইন ভুল ছিল ও অন্যান্য অনুগামী কমরেডগণ ভুল ছিলেন এবং পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সমঝওতার মনোভাবও ভুল ছিল। অবশ্য তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উভয়ই লি লি-সান লাইনের ভাবাদর্শ-গত মর্মবস্তুকে গভীরভাবে বিচার করতে ও তাকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং ১৯২৭ সালের ৭ই আগস্টের সভার সময় থেকে ও বিশেষ করে ১৯২৯ সাল থেকে পার্টির মধ্যে কিছু কিছু 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা ও কর্মনীতি বজায় ছিল এবং এই অধিবেশন ও তারপরেও বেশ জোরদারভাবে বিরাজমান ছিল। কিন্তু যেহেতু তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর পরবর্তী নেতৃত্ব উভয়ই উপরে বর্ণিত ইতিবাচক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে লি লি-সান লাইনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন, সকল পার্টি-সদস্যগণেরই উচিত ছিল এই ব্যবস্থাগুলির ভিত্তিতে আরও কিছু প্রয়াস চালিয়ে 'বামপন্থী' ভুলগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু এই সময়ে এমন কিছু পার্টি কমরেড এগিয়ে এলেন যাঁদের বাস্তব বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছিল না এবং যাদের নিজেদেরই 'বামপন্থী' একগুঁয়েমির ভুল ছিল—কমরেড চেন শাও-য়ু (ওয়াং মিং) ছিলেন তাঁদের প্রধান। 'লি লি-সান লাইনের বিরুদ্ধে' এবং 'সমঝওতার লাইনের বিরুদ্ধে' এই পতাকা উড়িয়ে তাঁরা লি লি-সান লাইনের চেয়ে আরও বেশি উগ্র একটি সংকীর্ণতাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। লি লি-সান লাইনের এবং ১৯২৭ সালের ৭ই আগস্টের সভার পর থেকে ও বিশেষ করে ১৯২৯ সাল থেকে যে 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা ও কর্মনীতি পার্টিতে বিরাজ করছিল এবং যেগুলি কোন সময়ই আনুপূর্বিকভাবে শুধরানো হয়নি সেই ভুলগুলির মতাদর্শগত মর্মবস্তুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এই সংগ্রাম পরিচালনা করেননি তাঁরা কার্যতঃ একটি নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচীই হাজির করলেন, যে কর্মসূচীটি কমরেড চেন শাও-য়ু ঐ সময়ে প্রকাশিত তাঁর **দুই লাইন** অথবা **চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধিকতর বলশেভিকীকরণের জন্য সংগ্রাম** নামক পুস্তিকায় হাজির করেন; তা ছিল এমন একটি কর্মসূচী যা নতুন ছদ্মবেশে লি লি সান লাইন ও অন্যান্য 'বামপন্থী' ধ্যানধারণা ও কর্মনীতিকেই অব্যাহতভাবে, নতুনভাবে ও বিকশিত আকারে উপস্থিত করে। তাই পার্টিতে 'বামপন্থী' ধ্যানধারণার আরও প্রসার ঘটল' এবং তা নতুন একটি 'বামপন্থী' লাইনের আকারের দেখা দিল।

যদিও চেন শাও-য়ুর নেতৃত্বাধীন এই নতুন 'বামপন্থী' লাইন লি লি-সান লাইনের 'বামপন্থী' ভুলগুলির এবং তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সমঝওতার ভুলের সমালোচনা করেছিল তবু তার লক্ষনীয় বৈশিষ্ট ছিল এই যে তা লি লি-সান লাইনকে মুলতঃ দক্ষিণপন্থী' লাইন হিসেবেই সমালোচনা করে এবং তা তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করে যে তা 'লি লি-সান লাইনের অবিচল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী তত্ত্ব ও প্রয়োগকে উদঘাটিত করে দেওয়ার ও আক্রমণ করার জন্য কিছুই করছে না' এবং তা ৯৬ নং সার্কুলারকে 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিই যে বর্তমানে পার্টিতে প্রধান বিপদ' এ কথা দেখতে না পাওয়ার জন্য নিন্দা করে। চীনের সমাজের ও শ্রেণী সম্পর্কের প্রকৃতির প্রশ্নে এই নতুন 'বামপন্থী' লাইন চীনের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের তুলনামুলক গুরুত্বকে অনেক বাড়িয়ে দেখে, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের তাৎপর্যকে ও চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তরে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপাদানগুলির' তাৎপর্যকে অনেক বাড়িতে দেখে এবং মাঝারি শিবিরের অস্তিত্ব এবং তৃতীয় পার্টি ও গ্রুপের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পার্টির কর্তব্যের প্রশ্নে নতুন 'বামপন্থী' লাইন সমগ্র দেশজোড়া একটি 'উচ্চাভি-মুখী বৈপ্লবিক জোয়ারের' কথাই জোরের সঙ্গে বলে চলতে লাগল এবং পার্টির কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে একটি 'আক্রমণমুখী লাইন গ্রহণ করা' এই কথাই বলে চলতে লাগল এবং তা এ কথাই বলে চলতে লাগল যে মূল মহানগর বিশিষ্ট এক বা একাধিক প্রধান প্রদেশে অনতিবিলম্বেই একটি 'আশু বৈপ্লবিক পরিস্থিতি' দেখা দেবে। একটি 'বামপন্থী' দৃষ্টি থেকে কুৎসার ভঙ্গীতে তা জোর দিয়ে বলে বসে যে চীনে এখনো একটি 'যথার্থ' লালফৌজ এবং শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পর্যায়ের 'যথার্থ' একটি সরকার এখনো সেই এবং বিশেষ জোর দিয়ে বলতে থাকে যে 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ', 'বাস্তব কাজকর্মে সুবিধা-বাদ' ও ধনী কৃষকদের লাইনই হচ্ছে পার্টিতে প্রধান বিপদ। সাংগনিক দিক থেকে এই নতুন 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তরা শৃঙ্খলা অমান্য করেন' পার্টির বরাদ্দ করা কাজ করতে অস্বীকার করেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উপদলীয় কার্যকলাপে অন্য কিছু কমরেডদের সঙ্গে যোগদানের ভুস করে বসেন, পার্টি সদস্যদের কাছে একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা গড়ে তোলার ভ্রান্ত আহ্বান জানিয়ে বসেন এবং এই দাবি করেন যে, যেসব 'জঙ্গী কর্মী' তাঁদের 'বামপন্থী' লাইন 'সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন ও অনুসরণ করেন' ওঁদের কাজে লাগিয়ে 'সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে সংস্কার ও জোরদার করে তোলা' দরকার ; এভাবে তাঁরা পার্টিতে এক গুরুতর সংকট সৃষ্টি করেন। সুতরাং সাধারণভাবে বলা চলে যে এই নতুন 'বামপন্থী লাইন লি লি-সান লাইনের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনেক বেশি 'তাত্ত্বিক', অনেক বেশি প্রভুত্বপ্রয়াসী এবং 'বামপন্থী' বাগ্‌বিস্তারে অনেক বেশি স্পষ্ট, যদিও তা মূল মহানগরগুলিতে অভ্যুত্থান সংগঠনের আহ্বান জানায়নি এবং একটা সময় পর্যন্ত ঐ মহানগরগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য লালফৌজকে কেন্দ্রীভূত করার আহ্বানও জানায়নি।

১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আহ্বান করা হল এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন কমরেড চেন শাও-য়ুর নেতৃত্বে বামপন্থী গোঁড়া ও সংকীর্ণতাবাদী লোকজনেরা সব দিক থেকে চাপ

দিচ্ছিলেন এবং যে সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থার যেসব কমরেডরা নিছক অভিজ্ঞতাবাদী ভুল করেছিলেন তাঁরা ঐ লোকজনদের সঙ্গে আপোষ করছিলেন ও তাদের সমর্থন করছিলেন। এই অধিবেশনের আহ্বান কোন ইতিবাচক অথবা গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেনি; ফল দাঁড়াল এই যে, নতুন 'বামপন্থী' লাইন গৃহীত হল, কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংস্থায় তার বিজয় সাধিত হল ও কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগে তৃতীয়বারের মতো পার্টিতে 'বামপন্থী' লাইনের প্রাধান্যের শুরু হল। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অবিলম্বে নতুন 'বামপন্থী' লাইনের কর্মসূচীর দুটি পরস্পর যুক্ত ও ভ্রান্ত বিষয়কে কার্যকর করল, সেগুলি হচ্ছে: 'বর্তমানে পার্টির মধ্যে প্রধান বিপদ' হিসাবে তথা অভিহিত 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির, বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং 'সমস্ত স্তরে নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে সংস্কার ও জোরদার করা'। বাহ্যতঃ তা কখনো লি লি-সান লাইনের এবং 'সমঝওতার লাইনের' রাজনৈতিক কর্মসূচীর সারকথা ছিল মুখ্যতঃ 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে'। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন তার প্রস্তাবাদিতে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করেনি বা পার্টির সামনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্তব্য উপস্থিত করেনি এবং তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি' এবং সাধারণভাবে 'বাস্তব কাজকর্মের ক্ষেত্রে' সুবিধাবাদের নিছক বিরোধিতা করেছিল কিন্তু আসলে তা কমরেড চেন শাও-য়ুর পুস্তিকা **দুই লাইন** অথবা **চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধিকতর বলশেভিকীকরণের জন্য সংগ্রাম**কে অনুমোদন করে, যে পুস্তকটিতে পার্টির মধ্যেকার 'বামপন্থী' ধ্যানধারণাই ফুটে উঠেছিল এবং ঐ সময়কার লোকজনেরা ও তারপরের দশ বছর বা তারও বেশি সময় একটি 'সঠিক কর্মসূচীগত ভূমিকা' পালন করেছিল বলে ধরে নিয়েছিল যদিও উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে তা মূলতঃ ছিল 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরোধী' সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী সাধারণ একটি কর্মসূচী। এই কর্মসূচী অনুযায়ী চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একদিকে 'বামপন্থী' গোঁড়া সংকীর্ণতাবাদী কমরেডদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় দায়িত্বশীল উচ্চপদে নিয়োগ করেন; অন্যদিকে, যেসব কমরেড লি লি-সান লাইনের ভুল করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত আক্রমণ চালান এবং চু চিউ-পাই-এর[৭] নেতৃত্বাধীনে যেসব কমরেড তথাকথিত 'সমঝওতার লাইনের ভুল' করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণ চালান এবং অধিবেশনের

অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় কমিটি বিপুলসংখ্যক তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী' কমরেডদের অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেন। আসলে, তদানীন্তন ঐ 'দক্ষিণপন্থীরা' ছিলেন মূলতঃ ঐ অধিবেশনে 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে' পরিচালিত উপদলীয় সংগ্রামেরই সৃষ্টি। অবশ্য ঐ লোকেদের মধ্যে লো চ্যাঙ-লুং-এর নেতৃত্বাধীন কিছু ভাঙনসৃষ্টিকারীরা ছিলেন এবং তাঁরা পরে যথার্থ দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠেছিলেন, অধঃপতিত প্রতিবিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন এবং চিরস্থায়ীভাবে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হন, এতে কোন সন্দেহই নেই যে ওঁদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালানোই প্রয়োজন ছিল; তাঁরা যে দ্বিতীয় একটি পার্টি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং তা বজায় রাখার জন্য একটানা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তা পার্টি-শৃংখলার দিক থেকে একান্তভাবে অনুমোদনের অযোগ্য ছিল। কিন্তু লিন য়ু-নান,[৮] লি চিউ-শী[৯] হো মেঙ-শিউাং[১০] এবং অন্য যে প্রায় বিশজন গুরুত্বপূর্ণ পার্টি-কর্মীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয়েছিল তাঁরা পার্টি ও জনগণের প্রয়োজনীয় হিতকর অনেক কাজ করে যাচ্ছিলেন ও জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন; যখন তাঁদের কিছু পরেই গ্রেপ্তার করা হল, তাঁরা অবিচল অমনণীয় দৃঢ়ভাবে শত্রুর সামনে দাঁড়ালেন এবং বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন। 'সমঝওতার লাইন অনুসারে ভুল করার' অভিযোগ করা হয়েছিল যে কমরেড চু চিউ-পাইয়ের বিরুদ্ধে তিনি ঐ সময়ে একজন শ্রদ্ধেয় পার্টিনেতা ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর পরও তিনি (প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে) অনেক হিতকর কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং ১৯৩৫ সালের জুন মাসে শত্রুর জল্লাদের হাতে তিনি বীরের মতোই মৃত্যুবরণ করেন। এইসব কমরেডদের প্রলেতারীয় বীরত্বের স্মৃতি চিরকাল অম্লান রাখা উচিত। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রীয় সংস্থায় যে ধরণের 'সংস্কার' কার্যকর করেছিলেন ঠিক একইভাবে সেগুলিকে সকল বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে এবং শ্বেত এলাকাতেও স্থানীয় সংগঠনসমূহে প্রসারিত করা হল। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ও তার পরবর্তী নেতৃত্বের তুলনায় চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরবর্তী নেতৃত্ব 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সারা দেশব্যাপী নিজের প্রতিনিধিদের, মুখপাত্রদের এবং নতুন নেতৃস্থানীয় কর্মীদের প্রেরণ করে কার্যকর করার ব্যাপারে ছিলেন অনেক বেশি দৃঢ়পণ অনেক বেশি ধারাবাহিক।

চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কিছুকাল পরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ১৯৩১ সালের

৯ই মে যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন তা থেকে দেখা যায় যে ঐ নতুন 'বামপন্থী' লাইন ইতিমধ্যেই বাস্তবে প্রয়োগ করা শুরু হয়ে গেছে এবং বাস্তব কাজকর্মে তার প্রকাশ আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপরই চীনে ধারাবাহিক অনেকগুলি বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটে গেল। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের ভ্রান্ত লাইন কার্যকর করে তোলার আগেই কিয়াংসির মধ্য অঞ্চলের লালফৌজ কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সঠিক নেতৃত্বাধীনে এবং সকল কমরেডের অদম্য প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বিরাট বিজয় অর্জন করে ফেলল এবং শত্রুর 'অবরোধ ও দমনের' দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযানকে চুরমার করে দিল; অপরাপর অধিকাংশ ঘাঁটি অঞ্চল ও লালফৌজের ইউনিটসমূহ বহু বিজয় অর্জন করে এবং ঐ সময়ে এবং একই পরিস্থিতিতে অনেকখানি অগ্রগতি সাধন করে। ইতিমধ্যে, ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার মধ্য দিয়ে যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ শুরু হয়েছিল তাতে করে সারা দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন জাগরণ দেখা দিল। একেবারে শুরু থেকেই এই ঘটনাগুলির ফলে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তার মূল্যায়নে সম্পূর্ণ ভুল করে বসলেন। তা কুওমিনতাঙ শাসনের সাম্প্রতিক সংকট ও বৈপ্লবিক শক্তিগুলির বিকাশ এই দুটিকেই অনেক বাড়িয়ে দেখল; ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যে চীন ও জাপানের মধ্যেকার জাতীয় দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে উঠছে এবং মাঝারি শ্রেণীগুলি জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে এই বাস্তব ঘটনাকেই তা অবহেলা করল। তাঁরা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার জন্য জোট বাঁধতে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, চীনা প্রতিবিপ্লবী চক্রগুলি ও মাঝারি গ্রুপগুলি পর্যন্ত চীন বিপ্লবকে আক্রমণ করার জন্য জোট বাঁধবে; তাঁরা দ্ব্যর্থহীনভাবে জোর দিয়ে বললেন যে ঐ মাঝারি গ্রুপগুলিই হচ্ছে চীন বিপ্লবের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু। সুতরাং এই নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 'সব কিছুকে গোল্লায় পাঠানোর' তাঁদের প্রচারে নিরলস থেকে গেলেন এবং বললেন 'চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মর্মকথাই হচ্ছে প্রতিবিপ্লব ও বিপ্লবের মধ্যেকার জীবন-মরণের সংগ্রাম'; তাই তাঁরা আরেকবার অনেকগুলি হঠকারী প্রস্তাব, যেমন লালফৌজ কর্তৃক মূল মহানগরগুলি দখল করে নিয়ে প্রথমে এক বা একাধিক প্রদেশে বিজয় অর্জন করা, শ্বেত এলাকার সর্বত্র শ্রমিক ও কৃষকদের অস্ত্রসজ্জিত করে তোলা এবং

সাধারণ-ধর্মঘট আহ্বান করা ইত্যাদি প্রস্তাব হাজির করলেন। এই ভুলগুলির প্রথম প্রকাশ দেখা গেল ১৯৩১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের তাদের "অবরোধ ও দমনের" জন্য শত্রুর তৃতীয় অভিযান শ্রমিক ও কৃষকদের লাল-ফৌজ কর্তৃক চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া এবং ক্রমান্বয়ে বৈপ্লবিক সংকটের পরিপক্ক হয়ে ওঠার ফলে উদ্ভূত জরুরী কর্তব্য সম্পর্কিত প্রস্তাবে'। অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা তাদের নির্দেশ অনুসারে লিখিত নিম্নলিখিত দলিলগুলিতে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করা হল এবং সেগুলির পূর্ণতর প্রকাশ ঘটল :

'জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কতৃক বলপূর্বক মাঞ্চুরিয়া দখল সম্পর্কিত প্রস্তাব' (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) ;

'প্রথমে একটি বা একাধিক প্রদেশে বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাব' (৯ই জানুয়ারী, ১৯৩২) ;

'২৮শে জানুয়ারী সম্পর্কে প্রস্তাব' (২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২) ;

'প্রথমে একটি বা একাধিক প্রদেশে চীন বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদী দোদুল্যমানতা' (৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩২) ;

'সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং চীনের বিভাগের বিরুদ্ধে ও জাতীয় বৈপ্লবিক যুদ্ধের সম্প্রসারণের জন্য আন্দোলন অভিযান সপ্তাহে নেতৃত্বদান ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্য-অঞ্চলীয় ব্যুরোর প্রস্তাব' (১১ই মে, ১৯৩২) ; এবং

'বর্ধমান বৈপ্লবিক সংকট ও উত্তর চীনে পার্টির কর্তব্য' (২৪ শে জুন, ১৯৩২)।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে কমরেড চিন প্যাং-সিয়েন (পো কু)র[১১] নেতৃত্বে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা পর্যন্ত সময় হচ্ছে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের একটানা বিকাশলাভের সময়। এই ভ্রান্ত লাইনের ফলে শ্বেত এলাকা-সমূহে যে গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় তাতে করে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ১৯৩৩ সালের প্রথমদিকে দক্ষিণ কিয়াংসির ঘাঁটি অঞ্চলে চলে আসে এবং এই চলে আসার ফলে ওখানে ও পার্শ্ববর্তী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহে তাদের ভ্রান্ত লাইনের অধিকতর প্রয়োগ সহজ হয়। তার আগেই, দক্ষিণ কিয়াংসি ও পশ্চিম ফুকিয়েনের

ঘাঁটি অঞ্চলে অনুসৃত সঠিক লাইনকে ১৯৩১ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ কিয়াংসি ঘাঁটি অঞ্চলের পার্টি কংগ্রেস এবং ১৯৩২ সালের আগস্টে লাল ঘাঁটি-অঞ্চলের মধ্য-অঞ্চলীয় ব্যুরোর নিংতুতে অনুষ্ঠিত সভা চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম' এবং 'সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলির সংস্কারের' ভ্রান্ত কর্মসূচী অনুযায়ী কুৎসা করে এবং সঠিক লাইনকে 'ধনী কৃষকদের লাইন' 'সবচেয়ে গুরুতর ও একটানা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ' বলে অভিহিত করা হয় এবং পার্টি ও সামরিকবাহিনীর সঠিক নেতৃত্বকে অপসারণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লালফৌজের মধ্যে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সঠিক রণনীতিগত নীতিসমূহের সুগভীর প্রভাবের জন্য সৈন্যবাহিনীতে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভ্রান্ত লাইন পুরোপুরি কার্যকর হয়ে ওঠার আগেই ১৯৩৩ সালের বসন্তকালে চতুর্থ 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে জয় অর্জিত হয়। অন্যদিকে, ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে যে পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের সূত্রপাত হয় তার বিরুদ্ধে অভিযানকালে একান্ত ভ্রান্ত রণনীতি পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। অন্যান্য বহু নীতির ক্ষেত্রে ও বিশেষ করে ফুকিয়েনের ঘটনার ব্যাপারে ভ্রান্ত 'বামপন্থী' লাইনকে পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ যে অধিবেশন ১৯৩৪ সালের জানুয়ারীতে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আহ্বান করে তাতে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। চীনের বিপ্লবী আন্দোলনে এবং ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ও ১৯৩২ সালের ২৮ শে জানুয়ারির ঘটনার পর কুওমিনতাঙ এলাকার জনগণের জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 'বামপন্থী' লাইন যে বিরাট ক্ষতিসাধন করেছে তাকে উপেক্ষা করে পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অন্ধভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে 'চীনে বৈপ্লবিক সংকট একটি নতুন তীব্র পর্যায়ে উপনীত হয়েছে—চীনে একটি আশু বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই বিরাজ করছে' এবং পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে 'চীন বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়েরই সংগ্রাম' যার মধ্য দিয়ে চীনের ক্ষেত্রে '"কে কাকে জয় করবে" এই প্রশ্নের এবং বিপ্লবের পথ, না ঔপনিবেশিকতার পথ' এই প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। লি লি-সান লাইনের দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করে এই অধিবেশনে ঘোষনা করা হয় যে, 'আমরা যখন শ্রমিক ও কৃষকদের গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে চীনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে দিতে পারব তখন সমাজ-

তাত্ত্বিক বিপ্লবই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে ; একমাত্র এই ভিত্তিতেই চীনকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে এবং চীনা জনগণ জাতীয় মুক্তি অর্জন করবে' ইত্যাদি ইত্যাদি,। 'প্রধান বিপদ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম', 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের প্রতি সমঝওতার মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' এবং 'বাস্তব কাজে পার্টি লাইনকে বিনিষ্ট করার দ্বিমুখী মনোভাব গ্রহণের' বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্লোগান হাজির করে তা মাত্রাতিরিক্ত উপদলীয় সংগ্রামকে চালিয়ে যেতে ও বাড়িয়ে তুলতে থাকে এবং কমরেডদের আক্রমণ করার নীতি চালিয়ে যেতে থাকে।

বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের সবচেয়ে মারাত্মক পরিণতি হচ্ছে 'অবরোধ ও দমনের' বিরুদ্ধে অভিযান এমন একটি এলাকায় ব্যর্থ হয় যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংস্থাটি অবস্থিত ছিল এবং সেখান থেকেই লাল-ফৌজের মূল বাহিনীকে অপসারণ করে নিতে হল। কিয়াংসি থেকে অপসারণ-কালে এবং লং মার্চকালে সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ভিন্ন একটি ভুল, পলায়নবৃত্তির ভুল 'বামপন্থী' লাইনের পরিণতি হিসেবে ঘটল যাতে করে লাল-ফৌজের আরও অনেক ক্ষতি হল। অনুরূপভাবে, 'বামপন্থী' লাইনের প্রভাবের জন্য অন্যান্য প্রায় সকল বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে (ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসি অঞ্চলে, হুপে-হোনান-আনহুই অঞ্চলে, হুনান-হুপে-কিয়াংসি অঞ্চলে, হুনান-কিয়াংসি অঞ্চলে, পশ্চিমে হুনান-হুপে অঞ্চলে, সেচুয়ান-শেনসি অঞ্চলে) এবং বিশাল শ্বেত এলাকাসমূহে পার্টির কাজকর্ম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। চ্যাঙ কুও-তাও-এর যে লাইন এক সময়ে হুপে-হোনান-আনহুই এবং সেচুয়ান-শেনসি অঞ্চলে প্রধান্য বিস্তার করেছিল—তা নিছক একটি 'বামপন্থী' সাধারণ ধরনের লাইন ছিল না বরং তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল বিশেষ গুরুতর রকমের যুদ্ধবাজদের একটি মনোভাব এবং শত্রুর আক্রমণের সামনে পলায়নের একটি মনোবৃত্তি।

যে ভ্রান্ত 'বামপন্থী' লাইনটি তৃতীয়বারের মতো সমগ্র পার্টির ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং যে লাইনের নেতা ছিলেন দুজন গোঁড়াপন্থী কমরেড চেন শাও-যু ও চিন প্যাং-সিয়েন—এই ছিল তার মূল বিষয়বস্তু।

'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে' নিজেদের আবৃত করে এবং চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক মর্যাদা ও প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তার ওপর নির্ভর করে গোঁড়া মতান্ধতার ভুলের দোষে দোষী ঐ কমরেডরা দীর্ঘ চার বছর পার্টিতে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রাধান্যের জন্য দায়ী ছিলেন, তাকে

মতাদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সামরিকভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে সব-চেয়ে পরিপূর্ণ ও সবচেয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকট করে তুলেছিলেন এবং পার্টিতে তাকে সুগভীর প্রভাবশালী করে তুলতে পেরেছিলেন—তারই ফল হিসেবে এতে করে সবচেয়ে মারাত্মক রকমের ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, এই বাস্তব সত্যকে অবজ্ঞা করে, এই ভুল লাইনের দোষে দোষী কমরেডরা দীর্ঘকাল প্রবল চিৎকার করে চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লাইনের 'সঠিকতা' ও 'অবিনশ্বর অবদান' সম্পর্কে গলাবাজী করে বেড়াচ্ছিলেন এবং 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধিকতর বলশেভিকীকরণ" ও 'শতকরা একশ ভাগ বলশেভিক' ইত্যাদি গোঁড়ামিপূর্ণ শব্দসমষ্টি ব্যবহার করছিলেন। এভাবে পার্টির ইতিহাসকে তাঁরা পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়ে-ছিলেন।

কমরেড মাও-তুঙকে তাঁদের মুখপাত্র করে যেসব কমরেডরা সঠিক লাইনের কথা বলছিলেন তাঁরা তৃতীয় বামপন্থী লাইনের আধিপত্যের সময়টাতে পুরোপুরি বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা 'বামপন্থী' লাইন সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন এবং তা সংশোধন করার দাবী জানিয়েছিলেন, তার ফল হিসেবে চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, তাদের মুখপাত্র ও প্রতিনিধিগণ সব জায়গাতেই তাদের সঠিক নেতৃত্বকে দূর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব কাজকর্মে 'বামপন্থী' লাইন বারবার ব্যর্থ হওয়া এবং যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবস্থান করছিল সেই অঞ্চলেই পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পুনঃপুনঃ ব্যর্থতা অধিক থেকে অধিকতর নেতৃস্থানীয় কর্মী ও সাধারণ পার্টি-সদস্যদের কাছে এই লাইনের ভুলকে উদ্ঘাটিত করে দিতে লাগল এবং তাঁদের মনে সন্দেহ ও বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে লাগল। ঐ অঞ্চলের লালফৌজ লং মার্চের যাত্রা শুরু করার সময়ে এই সন্দেহ ও বিক্ষোভ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যেসব কমরেড 'বামপন্থী' ভুলভ্রান্তি করেছিলেন তাঁরা অনেক সজাগ হয়ে উঠলেন এবং তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ফলে 'বামপন্থী' লাইনের বিরোধী বিরাট সংখ্যক কর্মী ও পার্টি-সদস্য কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে সমবেত হলেন। সুতরাং কিউচাও প্রদেশের সুনাই শহরে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত সভার পক্ষে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থায় বিজয়ী সাফল্যের সঙ্গে 'বামপন্থী'

লাইনের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটানো এবং সর্বাপেক্ষা সংকটময় একটি মুহূর্তে পার্টিকে রক্ষা সম্ভবপর হয়।

য়ুনাইতে অনুষ্ঠিত সভা সামরিক ও সাংগঠনিক ভুলগুলি সংশোধনের ব্যাপারে সকল প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করে সম্পূর্ণ সঠিক কাজই করেছিল এবং ঐ সময়ে ঐগুলির চূড়ান্ত নির্ধারক গুরুত্ব ছিল। কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন একটি নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঐ সভায় নিয়োগ করা হয়—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তা বিপুল গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন হয়ে ওঠে। ঠিক এই কারণের জন্যই আমাদের পার্টি বিজয়ীর মতো লং মার্চ সমাপ্ত করতে সমর্থ হয়, চূড়ান্ত কঠিন ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে লালফৌজ ও পার্টির কর্মীদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রকে রক্ষা করা ও তাকে ইস্পাত-কঠিন করে তোলা সম্ভব হয় যে চাঙ কুও-তাও পিছু হটার ও পলায়নের লাইনের কথা বলছিলেন এবং বাস্তবে একটা নকল পার্টিই স্থাপন করছিলেন তাঁর লাইনকে সাফল্যের সঙ্গে পরাজিত করা সম্ভব হয় এবং 'বামপন্থী' লাইনের[১২] সৃষ্ট সংকট থেকে উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলকে রক্ষা করা, ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া, ১৯৩৬ সালের সিয়ান ঘটনাকে সঠিকভাবে সমাধান করা, জাপ-বিরোধী জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলা এবং জাপানের বিরুদ্ধে পবিত্র প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতিষ্ঠা ও গতি সঞ্চার করা সম্ভবপর হয়।

য়ুনাইতে অনুষ্ঠিত সভার পর থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থার রাজনৈতিক লাইন ছিল সম্পূর্ণ সঠিক। 'বামপন্থী' লাইনকে রাজনৈতিকভাবে, সামরিকভাবে ও সাংগঠনিকভাবে ক্রমান্বয়ে দূর করা গেছে। ১৯৪২ সাল থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বাধীনে আত্মগত বিষয়ীবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনা এবং পার্টির ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যাপারে সমগ্র পার্টিব্যাপী শুদ্ধিকরণের জন্য আন্দোলন একেবারে তাদের মতাদর্শগত মূলে ধরে পার্টির ইতিহাসে বিভিন্ন যেসব 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী ভুলভ্রান্তি হয়েছে সেগুলিকে সংশোধন করেছে। যে সব কমরেড 'বামপন্থী' বা দক্ষিণপন্থী ভুলভ্রান্তি করেছিলেন তাঁদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা সঞ্চয় করে পার্টি ও জনগণের জন্য প্রচুর ভাল কাজ করেছেন। একটি সাধারণ রাজনৈতিক উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁরা ব্যাপক অপরাপর কমরেডদের সঙ্গে এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

এই বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এটা দেখিয়ে দিতে পেরে আনন্দিত যে আমাদের পার্টি তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অবশেষে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে বর্তমানের এই অতুলনীয় মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক ঐক্য ও সংহতির একটি উচ্চ মান অর্জন করেছে। আজ তা এমন একটি পার্টি হয়ে উঠেছে যে শীঘ্রই তা বিজয় অর্জন করবে, আজ তা এমন একটি পার্টি হয়ে উঠেছে যে, কোন শক্তিই আর তাকে পরাজিত করতে পারবে না।

বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন মনে করে, যেহেতু প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি তাই প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়কার পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটা ভবিষ্যতের পরবর্তী একটা দিনের জন্য মুলতুবী রেখে দেওয়া চলে।

(৪)

বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের এবং বিশেষ করে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে কমরেডরা যাতে একটা ভাল ধারণা করতে পারেন ও তাঁরা যাতে 'অতীতের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ ভুলগুলি পরিহার করতে পারেন', এইসব ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারেন তার জন্য আমরা ঐ লাইনগুলি মূল বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোথায় কোথায় রাজনৈতিক, সামরিক, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত দিক থেকে সঠিক লাইনের পরিপন্থী তা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

১। রাজনৈতিক দিক থেকে:

কমরেড স্তালিন এটি দেখিয়ে দিয়েছেন[১৩] এবং কমরেড মাও সে-তুঙ বিস্তারিতভাবে তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন যে বর্তমান স্তরে চীন হচ্ছে একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ (১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে দেশের কোন কোন অংশে তা উপনিবেশেও পরিণত হয়েছে) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে চীনের বিপ্লব হচ্ছে একটা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে যুগে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজয়ী হয়েছে এবং চীনের শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিকভাবে জেগে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ও অন্যান্য ব্যাপক

সামাজিক স্তরের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্পাদিতব্য তা হচ্ছে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব অর্থাৎ তা হচ্ছে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা অতীতের পুরানো গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই দুয়ের থেকেই স্বতন্ত্র। বর্তমান স্তরে চীন যেহেতু বেশ কয়েকটি শক্তিমান অথচ পারস্পরিক সংঘর্ষরত সামাজ্যবাদী দেশের ও চীনের সামন্তবাদী শক্তিগুলির প্রভাবাধীন একটি বিশাল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, তাই তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ চূড়ান্ত রকমের অসমান এবং তাতে একারূপতার অভাব রয়েছে। এ থেকেই দেখা দিয়েছে চীনের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশে চূড়ান্ত অসমতা এবং এর ফলেই দীর্ঘস্থায়ী আঁকাবাঁকা পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয় স্তরে বিপ্লবের সাফল্য অর্জিত হওয়া সম্ভবপর হবে, একই সঙ্গে শত্রুর মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করা ও যেসব বিশাল অঞ্চলে শত্রুর নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রথমেই সেইসব অঞ্চলে সশস্ত্র বৈপ্লবিক ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভবপর হবে। এইগুলিই হচ্ছে চীন বিপ্লবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক বিধানসমূহ এবং চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেগুলি সুপ্রমাণিত হয়েছে অথচ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' এই উভয় লাইনগুলি এবং বিশেষ করে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইন সেগুলি উপলব্ধি করতে পারেনি ও সেগুলিকে লংঘনই করেছে। সুতরাং 'বামপন্থী' লাইনগুলি তিনটি প্রধান দিক থেকে রাজনীতিগতভাবে ভুল ছিল।

প্রথম দিক। সবার আগে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনগুলি ভুল করেছিল বিপ্লবের কর্তব্য ও শ্রেণী-সম্পর্কের প্রশ্নে। কমরেড স্তালিনের মতোই কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বর্তমান স্তরে চীনের বিপ্লবের কাজ হচ্ছে শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নয় বরং আরও বিশেষ করে বলতে গেলে, চীনে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জমির জন্য কৃষকদের সংগ্রামই হচ্ছে তার মৌলিক বিষয় এবং চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মর্মবস্তুর দিক থেকে হচ্ছে একটি কৃষি-বিপ্লব এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক কর্তব্য হচ্ছে কৃষকজনগণের সংগ্রামকে নেতৃত্বদান করা[১৪] কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধের প্রথম যুগের শুরুর দিকে কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে চীনের এখনো যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং চীন 'ঐ রকম একটি

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেই' কারো পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনার[১৫] কথা বলা সম্ভব হবে তিনি বলেছিলেন মহানগরগুলিতে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর কৃষি বিপ্লব আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং 'আধা-ঔপনিবেশিক চীনের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব না থাকলে কৃষকদের সংগ্রাম সব সময়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, কিন্তু কৃষকজনগণের সংগ্রাম যদি শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিগুলিকে ছাড়িয়েও যায় তবে তাতে বিপ্লবের কেন ক্ষতি হবে না।[১৬] তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, বিপ্লবের প্রতি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার পরও উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে; এখনো পর্যন্ত ব্যাপক জনগণের একটি স্তর রয়েছে যা গণতন্ত্র চায় এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চায়; এই সব বিভিন্ন মাঝারি শ্রেণীগুলিকে সঠিকভাবে-বিচার করা প্রয়োজন এবং তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা বা তাদের নিরপেক্ষ করে রাখার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করা প্রয়োজন; এবং গ্রামাঞ্চলে মাঝারি ও ধনী কৃষকদের প্রতি সঠিক আচরণ করা প্রয়োজন ('যাদের বাড়তি রয়েছে তাদের কাছ থেকে নিতে হবে এবং যাদের কমতি আছে তাদের দিতে হবে, আর যাদের অপেক্ষাকৃত ভাল জিনিস রয়েছে তাদের কাছ থেকে নিতে হবে এবং যাদের অপেক্ষাকৃত খারাপ জিনিস আছে তাদের দিতে হবে' এবং এই সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের সাথে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, সম্পন্ন কৃষকদের রক্ষা করে ধনী কৃষকদের কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুবিধার সুযোগ করে দিয়ে এবং ঐ সঙ্গে সাধারণ জমিদার-গণকেও বাঁচার মতো একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে)।[১৭] এইসবই হচ্ছে নয়া-গণতন্ত্রের মৌলিক ধ্যানধারণা অথচ 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা এই কথা বোঝেননি এবং এইগুলির বিরোধিতাই করেছিলেন। বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন যেসব বৈপ্লবিক কাজকর্ম হাজির করেছিল যদিও তার অনেকগুলি ছিল চরিত্রের দিক থেকে গণতান্ত্রিক, তবু 'বামপন্থী' লাইনগুলির প্রবক্তারা কিন্তু অপরিহার্যভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার সুনির্দিষ্ট পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন এবং চিন্তার দিক থেকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী ছিলেন; তাঁরা অপরিহার্য-ভাবে চীন বিপ্লবে কৃষকজনগণের সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নির্ধারক ভূমিকাকে খাটো করে দেখছেন; এবং তাঁরা সব সময়ই পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরতলার লোক সহ সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর' বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাই

বলে এসেছেন। তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইন আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমান পর্যায়ে স্থাপন করেছিল, মাঝারি শিবিরের এবং পার্টি গ্রুপের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল এবং ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। বিশেষ করে ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল কিন্তু এই পরিবর্তনকে স্বীকার করা দূরে থাক তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইন প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসনের সঙ্গে যে মাঝারি গ্রুপগুলির দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল এবং যাঁরা ইতিবাচক পদক্ষেপ করছিলেন সেই মাঝারি গ্রুপ-গুলিকেই 'সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু' বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিহ্নিত করেছিল। তবু এটা বলতেই হবে, তৃতীয় বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তরা কৃষকদের জমি বণ্টনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং কুওমিনতাঙ সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সমস্ত প্রয়াসই সঠিক ছিল। কিন্তু উপরে উল্লিখিত 'বামপন্থী' ধ্যানধারণার জন্য লালফৌজ আন্দোলনকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষকদের একটি আন্দোলন হিসেবে স্বীকার করতে অযথা ভুল করে তাঁরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁদের ভাষায় যাতে তাঁরা 'কৃষকদের অদ্ভুত বিপ্লবীয়ানা', 'কৃষক পুঁজিবাদ' ও 'ধনী কৃষকদের লাইন' বলে অভিহিত করেছিলেন অহেতুক অযথা ভুল করে তার বিরোধিতাও করেছিলেন। উল্টোদিকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমা ছাড়িয়ে তাঁরা বেশ কিছু তথাকথিত 'শ্রেণী-লাইনের' কর্মনীতিকে কার্যকর করলেন, যেমন, ধনী কৃষক অর্থনীতির বিলোপসাধনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্যান্য অতি-বাম অর্থনৈতিক ও শ্রমনীতি গ্রহণ করেছিলেন; এমন একটি রাষ্ট্রনীতি তাঁরা গ্রহণ করলেন যাতে কোন শোষকেরই রাজনৈতিক অধিকার ছিল না; তাঁদের জনশিক্ষার নীতি বিষয়বস্তু হিসেবে সাম্যবাদের ওপরই জোর দিল; বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অতি বামনীতি গ্রহণ করা হল; শত্রুদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজের যে নীতি গ্রহণ করা হল তাতে অফিসারদের নয়, শুধু সাধারণ সৈনিকদেরই পক্ষে নিয়ে আসার কথা বলা হল; এবং প্রতিবিপ্লবীদের দমনের ব্যাপারে একটি অতি-বামনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই বিপ্লবের আশু কর্তব্যগুলিকে বিকৃত করা হল, বিপ্লবী শক্তিগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং লালফৌজ আন্দোলনের ক্ষতি সাধিত হল।

অনুরূপভাবে, এটাও বলা দরকার যে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর কুওমিনতাঙ অঞ্চলে আমাদের পার্টি জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানে প্রয়াসী ছিল, শ্রমিক ও অন্যান্য জনগণের অর্থনৈতিক সংগ্রামে এবং বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানে তা প্রয়াসী ছিল, জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও জনগণের প্রতি নিপীড়নের কুওমিনতাঙ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা প্রয়াসী ছিল। বিশেষ করে ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমাদের পার্টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাপ-বিরোধী সংযুক্ত সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছে, ১৯৩২ সালের ২৮শে জানুয়ারির যুদ্ধে ও উত্তর চাহারে জাপ-বিরোধী মিত্র সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করেছে, ফুকিয়েন-এর জনগণের সরকারের সঙ্গে একটি জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক মৈত্রী গড়ে তুলেছে এবং যে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করে লালফৌজ জাপানকে প্রতিরোধ করতে রাজী তা উপস্থিত করেছে[১৮] এবং জনগণের সকল অংশকে নিয়ে জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য ছয়টি শর্ত হাজির করেছে[১৯] এবং ১৯৩৫ সালের ১লা আগস্ট 'জাতীয় মুক্তি ও জাপানকে প্রতিরোধের জন্য সকল দেশবাসীর কাছে একটি আবেদন' ঘোষণা করেছে যাতে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার ও জাপ-বিরোধী সংযুক্ত সৈন্যবাহিনী গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। এই সবগুলিই সঠিক কাজ হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু পরিচালক নীতিটি বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের এবং বিশেষ করে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রাধান্যের সময়ে ভুল ছিল তাই পার্টি বাস্তবক্ষেত্রে সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে পারেনি এবং তার ফলে কুওমিনতাঙ এলাকাতেও পার্টির কাজ প্রার্থিত ফললাভে হয় ব্যর্থ হল আর নয়তো একেবারেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্নে অবশ্য ১৯৩৫ সালের উত্তর চীনের ঘটনার এবং বিশেষ করে ১৯৩৬ সালের সিয়ান-এর ঘটনার পর চীনের বড় বড় জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধিত্বকারী কুওমিনতাঙ-এর প্রধান শাসক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যেসব পরিবর্তন আসবে তা আগেভাগে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরের এবং বৃহৎ জমিদারগণ ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলিই কিছু কিছু ইতিমধ্যেই জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের মিত্রতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। যদিও আমাদের পার্টির ব্যাপক সদস্যগণ ও জনগণ এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা হয় তাকে অবহেলা

করলেন বা অস্বীকার করেই বসলেন যার ফলে তাঁরা একটি গুরুতর রকমের রুদ্ধদ্বার মনোভাব সৃষ্টি করলেন এবং রাজনৈতিক জীবনে চীনের জনগণের অনেক পেছনে পড়ে গেলেন। বিচ্ছিন্নতার ও পেছনে পড়ে থাকার এই পরিস্থিতি ছিল রুদ্ধদ্বার নীতির ভুলেরই পরিণতি এবং সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভার পূর্ব পর্যন্ত তা মূলতঃ অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিক। বৈপ্লবিক যুদ্ধ ও বৈপ্লবিক ঘাঁটি এলাকার প্রশ্নে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন ভুল করেছিল। কমরেড স্তালিন বলেছিলেন, 'চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। এটি হচ্ছে চীন বিপ্লবের অন্যমত একটি বৈশিষ্ট্যের এবং অন্যতম একটি সুবিধার দিক।'[২০] কমরেড স্তালিনের মতোই কমরেড মাও সে-তুঙ সঠিকভাবে অনেক আগে কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগের শুরুর দিকেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে চীনের বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান রূপ এবং মূলতঃ কৃষকদের নিয়ে গঠিত একটি সৈন্য-বাহিনীই হচ্ছে সংগঠনের প্রধান রূপ—এবং তার কারণ হচ্ছে এই যে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন হচ্ছে একটি বিশাল, অসমান বিকাশ প্রাপ্ত এমন একটি দেশ যেখানে গণতন্ত্র নেই এবং শিল্প-কলকারখানাও কম। কমরেড মাও সে-তুঙ এ কথাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বিপুল কৃষকজনগণ অধ্যুষিত বিশাল গ্রামাঞ্চল চীন বিপ্লবের দিক থেকে অপরিহার্য ও অত্যন্ত গুরুত্ব-সম্পন্ন (বিপ্লবী গ্রামগুলি মহানগরগুলিকে অবরোধ করে ফেলতে পারবে কিন্তু বিপ্লবী মহানগরগুলি নিজেদের গ্রামগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে না) এবং দেশব্যাপী বিজয়ের জন্য (অর্থাৎ সমগ্র দেশের গণতান্ত্রিক ঐক্যসাধনের জন্য) প্রাথমিক বিষয় হিসেবে চীন সশস্ত্র বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল স্থাপন করতে পারে এবং তাকে তা স্থাপন করতেই হবে।[২১] ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের যুগে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার মাধ্যমে যখন একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল তখন ঘাঁটি অঞ্চলগুলি বিরাট বিরাট মহানগরগুলিকে তাদের কেন্দ্র হিসেবে পেয়েছিল কিন্তু তখনো ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকদের প্রধান অংশ হিসেবে নিয়ে জনগণের একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা ও গ্রামাঞ্চলে কৃষি সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময় যেহেতু মহানগর-গুলি সবই ছিল শক্তিশালী প্রতিবিপ্লবীগুলির কবলিত, তাই (সামনা-সামনি যুদ্ধবিগ্রহের ওপর নির্ভর না করে) কৃষকজনগণের গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের

ওপর প্রধানতঃ নির্ভর করে ঘাঁটি অঞ্চল স্থাপন করা, প্রসারিত করা ও সুসংহত করে তোলা প্রয়োজন ছিল এবং (মূল মহানগরগুলিতে নয়) গ্রামাঞ্চলে যেখানে প্রতিবিপ্লবী শাসন ছিল দুর্বল সেখানেই সবার আগে তা স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। কমরেড মাও সে-তুঙ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে চীনে এ ধরনের সশস্ত্র গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকা টিঁকে থাকার ঐতিহাসিক সহায়ক পরিস্থিতি হচ্ছে '(ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির বদলে রয়েছে) আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা কৃষি-অর্থনীতি এবং খণ্ডছিন্ন করার জন্য ও শোষণ করার জন্য নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহ ভাগ করে নেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতি' এবং তারই পরিণতিজাত 'শ্বেত শাসনের অভ্যন্তরে দীর্ঘস্থায়ী বিভেদ ও যুদ্ধবিগ্রহ।'[২২] চীন বিপ্লবের পক্ষে এই ঘাঁটি অঞ্চলগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য দেখিয়ে দিয়ে তিনি এ কথাও বলেছিলেন :

> একমাত্র তাহলেই সমগ্র বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে বিপ্লবী জনগণের আস্থা জাগিয়ে তুলেছে সেভাবে সমগ্র দেশ জুড়ে বিপ্লবী জনগণের আস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। একমাত্র তাহলেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শ্রেণীসমূহের পক্ষে প্রচণ্ড অসুবিধা সৃষ্টি করা যাবে, তাদের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তোলা যাবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ভাঙনকে দ্রুতগতি করে তোলা যাবে। একমাত্র তাহলেই এমন একটি লালফৌজ গড়ে তোলা যাবে যা ভবিষ্যতের মহান বিপ্লবের মুখ্য হাতিয়ার হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে বলা যায়, একমাত্র তাহলেই উচ্চাভিমুখী বৈপ্লবিক জোয়ারকে দ্রুততর করা সম্ভবপর হবে।[২৩]

ঐ যুগের মহানগরগুলির জনগণের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে শ্বেত এলাকার সঠিক লাইনের কাজকর্ম চালানোর প্রবক্তা কমরেড লিউ শাও-চির উপস্থাপিত প্রধান নীতিগুলিই অনুসৃত হওয়া উচিত ছিল, যেমন (আক্রমণাত্মকভাবে নয়) মুখ্যতঃ আত্মরক্ষামূলকভাবে কাজকর্ম করা; (আইনানুগ সুযোগের ব্যবহারকে বাতিল করে দেওয়া নয়) কাজকর্মের জন্য সম্ভাব্য সকল আইনানুগ সুযোগগুলি ব্যবহার করা যাতে করে পার্টি সংগঠনগুলি জনগণের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে যেতে পারে, দীর্ঘকাল আবরণের আড়ালে থেকে কাজকর্ম করতে পারে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে পারে; আর সব সময় গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামকে বিকশিত করে তোলার জন্য লোকজনকে সেখানে প্রেরণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এভাবে গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামকে তার সঙ্গে

সুসমন্বিত করে তুলতে হবে এবং বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং শহরগুলিতে গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে তোলার মতো সাধারণ অবস্থা আবার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে গ্রামাঞ্চলের কাজকেই মুখ্য কর্তব্য এবং শহরাঞ্চলের কাজকে পরিপূরক কর্তব্য করে তুলতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বিজয় এবং মহানগরগুলিতে বিজয় অর্জনে সাময়িক অক্ষমতা, গ্রামাঞ্চলে আক্রমণমুখীন এবং মহানগরগুলিতে সাধারণভাবে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ, এমনকি একটি গ্রাম্য এলাকায় বিজয়লাভ ও আক্রমণমুখীন অভিযান এবং একটি গ্রাম্য এলাকায় পশ্চাদপসরণ ও আত্মরক্ষার প্রয়াস—এই সবকিছু মিলিয়ে ঐ যুগে সমগ্র দেশ জুড়ে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের একটি আঁকাবাঁকা গতিধারা রচনা করেছে এবং পরাজয় থেকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিপ্লবকে যে পথ অনুসরণ করতে হবে তা নিধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনের সমাজের বৈশিষ্ট্যের দিকগুলিকে উপলব্ধি করে উঠতে পারেননি, বুঝতে পারেননি যে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলগতভাবে হচ্ছে একটি কৃষি-বিপ্লব এবং তাঁরা চীন বিপ্লবের অসমান, আঁকাবাঁকা ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতিটিই বুঝে উঠতে পারেননি। সুতরাং তাঁরা সামরিক সংগ্রামের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটি এলাকা ও কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের, গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছিলেন এবং তাদের অভিহিত 'বন্দুকের মতামত' এবং 'অঞ্চলসর্বস্বতা ও রক্ষণশীলতা প্রভৃতি কৃষক মানসিকতা বৈশিষ্ট্যগুলির' তাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা সর্বক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন যে মহানগরগুলির শ্রমিক ও অন্যান্য জনসাধারণের সংগ্রাম শত্রুর কঠোর দমননীতি পর্যুদস্ত করে একদিন হঠাৎ করে ফেটে পড়বে, এগিয়ে যাবে, মূল মহানগরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান আকারে বিস্ফোরিত হয়ে পড়বে, 'প্রথমেই এক বা একাধিক প্রদেশে বিজয় অর্জন করবে' এবং জাতিজোড়া তথাকথিত উচ্চাভিমুখী বিপ্লবী জোয়ার ডেকে নিয়ে আসবে ও জাতিজোড়া বিজয় অর্জন করবে; এবং এই স্বপ্নকেই ভিত্তি করে তারা তাঁদের সকল কাজকর্ম পরিচালনা ও সংগঠন করছিলেন। বাস্তবে কিন্তু ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর শ্রেণী-শক্তিসমূহের প্রদত্ত সাধারণ সম্পর্ক হেতু তাদের এই স্বপ্নের প্রথম পরিণতিই হল শহরাঞ্চলেই কাজকর্মের ব্যর্থতা। এভাবেই প্রথম 'বামপন্থী' লাইন পরাজিত হল; দ্বিতীয় 'বামপন্থী' লাইন

একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করল, শুধু পার্থক্য ছিল এই যে এখন লালফৌজের সমর্থন দাবি করা হল কারণ লালফৌজ ঐ সময়ে একটি বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় 'বামপন্থী' লাইনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল তবুও তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের বড় বড় মহানগরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 'যথার্থ' প্রস্তুতির দাবিই জানিয়ে যেতে লাগল, শুধু পার্থক্য ছিল এই যে এখন প্রধান দাবি হল লালফৌজকে বড় বড় মহানগরগুলি দখল করে নিতে হবে কেননা তা তখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং মহানগরগুলিতে কাজকর্ম আরও অনেক সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ঠিক উল্টোটা না করে মহানগরগুলিতে কাজ-কর্মকে গ্রামাঞ্চলের কাজকর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফল দাঁড়াল এই যে শহরাঞ্চলের কাজকর্ম যখন ব্যর্থ হয়ে পড়ল তখন অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলীয় কাজ-কর্মও ব্যর্থ হয়ে গেল। এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, ১৯৩২ সালের পরে মূল মহানগরগুলি দখল করার কাজ স্তব্ধ হয়ে গেল কেননা লালফৌজ সেগুলি দখল করতে বা দখলে রাখতে পারল না এবং অন্যদিকে কুওমিনতাঙ ব্যাপক আকারে আক্রমণ শুরু করেছিল; তাছাড়া ১৯৩৩ সালের পরে শহরাঞ্চলের কাজে আরও অধিকতর ক্ষতি সাধিত হওয়ার ফলে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেই শহর থেকে গ্রামীণ ঘাঁটি এলাকায় সরে আসতে হল। এভাবে একটি পরিবর্তন সাধিত হল। কিন্তু যেসব কমরেড এই 'বামপন্থী' লাইন অনুসরণ করছিলেন তাঁরা সচেতনভাবে বা চীন বিপ্লবের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের আনুপূর্বিক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে উপনীত সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায় এই পরিবর্তন সাধন করেননি, তাই তাঁরা লালফৌজের ও ঘাঁটি অঞ্চলের সকল কাজকর্মেই তাঁদের ভ্রান্ত শহুরে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করে যাচ্ছিলেন এবং তার ফলে কাজের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে তার পরিষ্কার প্রমাণ মিলবে: তাঁরা সামনাসামনি যুদ্ধবিগ্রহের কথা বলেছিলেন এবং গেরিলা প্রকৃতির সচল যুদ্ধবিগ্রহের বা গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধিতা করেছিলেন; তাঁরা তাঁদের কথিত 'নিয়মিতকরণের' কাজ লালফৌজে ভ্রান্তভাবে জোর দিয়ে চালু করলেন এবং তথাকথিত 'গেরিলাবাদের' বিরোধিতা করলেন; তাঁরা এটা বুঝতে পারলেন না যে তাঁদের বিক্ষিপ্ত গ্রামীণ অঞ্চলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে এবং শত্রু কর্তৃক বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ চলাতে হবে, তাই তাঁরা ঘাঁটি এলাকাসমূহের লোকবল ও বৈষয়িক সম্পদকে বুঝেসুঝে বা একান্ত প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেননি;

পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানকালে তাঁরা 'এটি হচ্ছে দুই পথের মধ্যেকার চূড়ান্ত নির্ধারক সংগ্রাম' এবং 'ঘাঁটি অঞ্চলের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেবেন না' এইসব ভুল শ্লোগানগুলি হাজির করলেন।

বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জোরের সঙ্গেই বলতে চায় যে পরিস্থিতিতে একটি পরিবর্তন এখন আসন্ন, উপরে আলোচিত যুগে গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজ থামিয়ে রেখে এই পরিবর্তনকেই বাস্তবে নিয়ে আসা দরকার ছিল। একমাত্র এখন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং তা যখন আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে তখনই জাপানের অধিকৃত শহরগুলির কাজকে মুক্ত অঞ্চলের কাজের সমান গুরুত্ব দিয়ে চালানো সঠিক হবে, আজ যখন মূল মহানগরগুলিতে ভিতর ও বাইরের আক্রমণগুলিকে সুসমন্বিত করে জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সকল অবস্থাই প্রস্তুত, তখনই আমাদের কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দুকে ঐ শহরগুলিতে সরিয়ে নেওয়া সঠিক হবে। আমাদের পার্টির দিক থেকে এই নতুন পরিবর্তনটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন কারণ ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর বহু বাধাবিপত্তি দূর করে তা গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের কেন্দ্রবিন্দুকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে পার্টির সকল সদস্যকেই এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে; কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময় শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে সরে যাওয়ার ব্যাপারে 'বামপন্থী' লাইনের যে ভুল হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করা চলবে না, যে ভুল প্রথমে দেখা গিয়েছিল গ্রামাঞ্চলে সরে যাওয়ার বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এবং তারপর রাজনৈতিক চেতনা থেকে নয় অবস্থার চাপে পড়ে অনিচ্ছা সহকারে সরে যেতে রাজী হওয়ার মধ্য দিয়ে। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে কিন্তু অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র, সেখানে আমাদের আশু কাজ গ্রামাঞ্চল কি শহরাঞ্চলে দু' জায়গাতেই ছিল সর্বপ্রকারে জনগণকে সমবেত করা, দৃঢ়ভাবে বিভেদের ও গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করা, ঐক্য ও শান্তির জন্য প্রয়াস চালানো এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে চতুর্গুণ করা, কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান এবং ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকে চতুর্গুণ করা। যখন জাপানের কবলিত মহানগরগুলি জনগণ কর্তৃক মুক্ত হবে এবং ঐক্যবদ্ধ কোয়ালিশন সরকার প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হবে ও সংহত হয়ে উঠবে, তখনই গ্রামাঞ্চলীয়

ঘাঁটি এলাকাগুলির ঐতিহাসিক কর্তব্য সুসম্পন্ন হবে।

তৃতীয় দিক। বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনগুলি আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রণকৌশল পরিচালনার ব্যাপারে ভুল করেছিল। কমরেড স্তালিন দেখিয়ে দিয়েছেন, রণকৌশলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন পরিস্থিতির সঠিক পর্যালোচনা (শ্রেণী-শক্তিগুলির সঠিক মূল্যায়ন এবং আন্দোলনের জোয়ার ও ভাটার সঠিক বিচার), প্রয়োজন তার ওপর ভিত্তি করে সংগ্রাম ও সংগঠনের সঠিক রূপ নির্ধারণ এবং তার জন্য প্রয়োজন 'শত্রুর শিবিরের প্রতিটি বিভেদের সুযোগ গ্রহণ করা এবং মিত্রদের খুঁজে বের করার সামর্থ্য'[২৪]; এবং তার একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের পরিচালনা। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর কমরেড মাও সে-তুঙ সঠিকভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সারাদেশে বিপ্লবের জোয়ার তখন ভাটার দিকে চলেছে, সামগ্রিকভাবে দেশ জুড়ে শত্রু আমাদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী এবং হঠকারী আক্রমণ অনিবার্যভাবেই পরাজয় বরণ করবে কিন্তু, 'এক বা একাধিক এলাকায় লাল রাজনৈতিক শাসনের' অভ্যুদয় 'চারিদিকের শ্বেত রাজত্বের অবরোধের মধ্যেও'[২৫] ঘটানো সম্ভব. প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অভ্যন্তরে অবিরাম ভাঙন, ভেদ-বিভেদ ও যুদ্ধবিগ্রহের সাধারণ একটি পরিস্থিতির মধ্যে এবং বিপ্লবের জন্য জনগণের দাবি যখন ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ও বেড়ে উঠছে এবং জনগণ যখন প্রথম মহান বিপ্লবের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, যখন বিরাট শক্তিধর একটি লালফৌজ তাদের রয়েছে এবং সঠিক কর্মনীতিসম্পন্ন একটি কমিউনিস্ট পার্টি রয়েছে সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে লাল রাজনৈতিক শাসনের অভ্যুদয় ঘটানো সম্ভবপর হতে পারে। তিনি এ কথাও বলেছিলেন, এমন একটি যুগে যখন শাসকশ্রেণীগুলির মধ্যে ভাঙন রয়েছে তখন লাল রাজনৈতিক শাসনের প্রসার তুলনামূলকভাবে দুঃসাহসের কাজই হয়ে পড়তে পারে এবং সামরিক অভিযানের ফলে যে অঞ্চল কেড়ে নিয়ে আসা হবে তা তুলনামূলকভাবে বেশ বড়ই হয়ে পড়তে পারে,' অন্যদিকে শাসকশ্রেণীগুলির পক্ষে তুলনামূলক একটি সুস্থির অবস্থাতে এ ধরনের প্রসারণ

শুধু ক্রমান্বয়ে ধীর গতিতেই হতে পারে। এ রকম একটা যুগে আমাদের শক্তিগুলিকে সামরিক ব্যাপারে বিভক্ত করে দুঃসাহসিক অগ্রগতির চেষ্টা করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা হানিকর কাজ এবং আঞ্চলিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে

(জমির বিলি বন্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, পার্টিকে সম্প্রসারিত করা ও আঞ্চলিক সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে) আমাদের লোকজনদের বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় জেলাতে একটি দৃঢ়ভিত্তি স্থাপনের অবহেলা করা হবে সবচেয়ে হানিকর কাজ।[২৬]

এমনকি একটিমাত্র যুগেই আমাদের রণকৌশল আমাদের শত্রুর শক্তির তারতম্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। তাই, হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলে যে এলাকা আমরা কেটে আলাদা করে নিয়ে এসেছিলাম সেখানে 'হুনানের তুলনামূলক শক্তিশালী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আমরা আত্ম-রক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিলাম এবং কিয়াংসির তুলনামূহক দুর্বল শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আমরা আক্রমণাত্মক অবস্থানই গ্রহণ করেছিলাম।'[২৭] পরে যখন হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলের লালফৌজ ফুকিয়েন-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলে উপস্থিত হল, তখন প্রস্তাব করা হল 'কিয়াংসি প্রদেশটি দখল করে নেওয়ার... এবং পশ্চিম ফুকিয়েন ও পশ্চিম্ চেকিয়াং দখল করে নেওয়ার জন্য।'[২৮] আমাদের রণকৌশলগত বিভিন্নতা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন শত্রুদের স্বার্থের ক্ষেত্রে বিপ্লবের বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া। তারই জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ সব সময় বলে এসেছেন 'প্রতিবিপ্লবের মধ্যেকার প্রতিটি সংঘাতকে কাজে লাগাতে হবে এবং তাদের মধ্যেকার বিভেদকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,'[২৯] এবং 'বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার নীতির বিরোধিতা করতে হবে ও সম্ভাব্য সকল মিত্রকে জয় করার নীতিকে সামনে তুলে ধরতে হবে।'[৩০] 'দ্বন্দ্বসমূহের সুযোগ গ্রহণ করা, বিপুল সংখ্যককে পক্ষে নিয়ে আসা মুষ্টিমেয়ের বিরোধিতা করা এবং একে একে শত্রুকে ধ্বংস করার' রণকৌশলগত নীতির[৩১] প্রয়োগকে কমরেড মাও সে-তুঙ প্রতিভা-দীপ্তভাবে, অবরোধ ও দমন' অভিযানগুলির বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভার পর, লং মার্চের সময়ে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়ে বিকশিত করে তুলেছিলেন। অনুরূপভাবে শ্বেত এলাকাগুলিতে কমরেড লিউ শাও-চির রণকৌশলগত ধ্যানধারণাগুলি ছিল একটি অনুকরণীয় আদর্শ। শ্বেত এলাকাগুলিতে এবং বিশেষ করে মহানগরগুলিতে শত্রুর ও আমাদের শক্তির মধ্যেকার অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যবধানকে সঠিকভাবে হিসেবের মধ্যে ধরে, ১৯২৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর কমরেড লিউ শাও-চি সুশৃংখলভাবে আমাদের পশ্চাদপসরণ ও আত্মরক্ষাকে সংগঠিত করার কথা বলেছিলেন এবং

সাময়িকভাবে অবস্থা ও পরিস্থিতি যখন আমাদের প্রতিকূল তখন শত্রুর সঙ্গে নির্ধারক মোকাবিলা পরিহার করার কথা বলেছিলেন যাতে করে 'ভবিষ্যতের বিপ্লবী আক্রমণ ও নির্ধারক চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হওয়া যেতে পারে।'[৩২] তিনি একথাও বলেছিলেন যে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের সময়কার পার্টির প্রকাশ্য সংগঠনগুলিকে ধারাবাহিকভাবে ও কঠোরভাবে আত্মগোপনকারী সংগঠনে পরিণত করতে হবে এবং 'যথাসম্ভব প্রকাশ্য আইনানুগ উপায়গুলিকে ব্যবহার করে' জনগণের মধ্যেকার কাজের সাহায্যে পার্টির আত্মগোপনকারী সংগঠনগুলিকে তাদের আপন শক্তিকে দীর্ঘকাল লুকিয়ে রাখতে, জনগণের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে যেতে এবং 'জনগণের শক্তিগুলিকে জোরদার করে ও সংহত করে তুলতে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে সমুন্নত করে তুলতে'[৩৩] সাহায্য করতে হবে। গণ-সংগ্রামে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কমরেড লিউ শাও-চি বললেন যে এটা প্রয়োজন—

> একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন জায়গার বাস্তব বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট শ্লোগান, দাবি-দাওয়া ও জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সংগ্রামের রূপ হাজির করে যাতে করে গণ-সংগ্রামকে গতিশীল করে তোলা যায় এবং পরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত অবস্থা অনুসারে হয় এই গণ-সংগ্রামকে উচ্চতর সংগ্রামের স্তরে ধীরে ধীরে উন্নতি করা অথবা 'ঠিক কতদূর যাব তা জেনে রেখে' সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা যাতে করে আরও উচ্চতর স্তরে ও ব্যাপকতরভাবে পরবর্তী যুদ্ধকে চালাবার জন্য প্রস্তুতি করা যায়।

শত্রুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে সদ্ব্যবহার করার ও সাময়িক মিত্রদের সপক্ষে নিয়ে আসারপ্রশ্নে তিনি বললেন, এখানে প্রয়োজন হচ্ছে—

> এই দ্বন্দ্বগুলিকে ভেঙে পড়ার পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং মুখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর শিবিরের সেইসব শক্তিগুলির সঙ্গে একটি সাময়িক মৈত্রী গড়ে তোলা যে শক্তিগুলি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে অথবা যারা তখনো আমাদের মুখ্য শত্রু হয়ে ওঠেনি ;

এবং

> আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী মিত্রদের প্রয়োজনীয় সুবিধা দান করা, তাদের আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রেরণা দেওয়া, তারপর তাদের প্রভাবিত করে তাদের ব্যাপক অনুগামীদের সপক্ষে নিয়ে আসা।[৩৪]

১৯৩৫ সালে ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনের সাফল্য শ্বেত এলাকার কাজের রণকৌশলগত নীতিসমূহের সঠিকতা প্রমাণ করেছিল। রণকৌশলগত এই সঠিক পরিচালনার বিপরীত দিকে, বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন অনুসরণকারী কমরেডরা শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার শক্তির পরিমাপকে বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সংগ্রাম ও সংগঠনের উপযুক্ত রূপ উদ্ভাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং শত্রুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহকে স্বীকার করতে ও ঐ দ্বন্দ্বসমূহের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে, যখন আত্মরক্ষামূলক লাইন অনুসরণ করা তাঁদের উচিত ছিল তখন তথাকথিত 'আক্রমণাত্মক লাইনটি' অন্ধভাবে কার্যকর করার পরিণতি হিসেবে তাঁরা পরাজয় বরণ করেন, এমনকি যখন আক্রমণাত্মক অভিযান সময়োচিত ছিল তখনো তাঁরা পরাজিত হন কারণ কিভাবে বিজয়ী আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠিত করতে হয় তা-ও তাঁরা জানতেন না। 'একটি পরিস্থিতির পরিমাপ' সম্পর্কে তাঁদের পথটি ছিল তাঁদের অভিমতের অনুকূল ব্যাপারগুলি সম্পর্কে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, একান্ত প্রারম্ভিক, পরোক্ষ, একপেশে এবং ভাসাভাসা মনোভাব গ্রহণ করা এবং সেগুলিকে অনেক বড় করে দেখিয়ে সেগুলিকে ব্যাপক, সুগভীর, প্রত্যক্ষ, সর্বব্যাপ্ত ও অপরিহার্য বিষয় হিসেবে হাজির করা এবং তাঁদের অভিমতের অনুকূল নয় (যেমন, শত্রুর শক্তি ও সাময়িক বিজয়, আমাদের দুর্বলতা ও সাময়িক পরাজয়, জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব, শত্রুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও মাঝারি পথের লোকদের প্রগতিশীল দিক ইত্যাদি) এমন সকল বাস্তব তথ্যকে স্বীকার করে নিতে তাঁরা ভীতিগ্রস্ত অথবা ঐসব বাস্তব তথ্যের প্রতি তাঁরা অন্ধ হয়েই থাকতেন। চূড়ান্ত কঠিন ও জটিল যে পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে তা কোন সময়ই তাঁরা তাঁদের হিসেবের মধ্যে ধরতেন না; সব সময়ই সবচেয়ে অনুকূল ও সবচেয়ে সহজ-সরল যে পরিস্থিতির কোনকালেই হয়তো দেখা দেওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার তার খোয়াব দেখতেই তাঁরা পছন্দ করতেন। লালফৌজের আন্দোলনে সব সময়ই অপরিহার্যভাবে তাঁরা বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাকে অবরোধকারী শত্রুকে 'ভীষণ নড়বড়ে', 'চূড়ান্ত রকমের আতঙ্কগ্রস্ত', 'চূড়ান্ত বিনাশের সমীপবর্তী', 'দ্রুতগতিতে ভেঙে পড়ছে,' 'সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে' ইত্যাদি, ইত্যাদি ভাষায় বর্ণনা করতেন। তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা তো এ কথাও মনে করতেন যে লালফৌজের বহুগুণে বেশিসংখ্যক সমগ্র কুওমিনতাঙ বাহিনীর চেয়েও অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং

তারই জন্য তাঁরা বাস্তব অবস্থার কোন বিচার না করে এবং কোন বিরাম-বিশ্রামের কথা না ভেবেই লালফৌজকে বেপরোয়া অভিযান পরিচালনার জন্য চাপ দিয়েই চলেছিলেন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের পরিণতি হিসেবে দক্ষিণ ও উত্তর চীনের বৈপ্লবিক বিকাশের মধ্যেকার অসমতাকে (এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু না হওয়া পর্যন্ত যে পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি তাকে) তাঁরা অস্বীকার করতেন, 'উত্তর চীনের পশ্চাদ্‌পদতার তত্ত্ব' বলে তাঁরা যাকে অভিহিত করতেন ভ্রান্তভাবে তাঁরা তার বিরোধিতা করতেন, উত্তর চীনের গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র লাল শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি করতেন এবং সকল শ্বেত সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই লালফৌজ গড়ে তোলার জন্য বিদ্রোহ সংগঠনের তাঁরা দাবি জানাতেন। ঘাঁটি অঞ্চলগুলির মধ্যভাগ ও সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যেকার অসমতাকেও তাঁরা অস্বীকার করতেন এবং তাঁদের অভিহিত 'লো মিং লাইন'-এর[৩৫] ভ্রান্তভাবে বিরোধিতাই তাঁরা করতেন। লালফৌজকে আক্রমণকারী যুদ্ধবাজদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহকে সদ্ব্যবহার করতে এবং যে শক্তিগুলি আক্রমণ বন্ধ করতে রাজী ছিল তাঁদের সঙ্গে আপোষ করতেও তাঁরা অস্বীকার করতেন। শ্বেত এলাকার কাজের ক্ষেত্রে বিপ্লবী জোয়ারে যখন ভাটা দেখা দিয়েছে এবং শহরাঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী শাসক শক্তিরা যখন খুবই শক্তিশালী সেখানে পশ্চাদপসরণের ও আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে বা শহরাঞ্চলগুলিতে সকল প্রকার আইনানুগ সম্ভাবনার সুযোগ নিতে তাঁরা অস্বীকার করতেন। তার পরিবর্তে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে অনুমোদনের অযোগ্য পদ্ধতি গ্রহণ করে তাঁরা আক্রমণ অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন, অরক্ষিত বিরাট বিরাট পার্টি সংগঠন ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন 'লাল গণ-সংগঠন' তাঁরা গড়ে তুললেন, পার্টিকে দুভাগে ভাগ করে ফেললেন, অবিরাম গতিতে বাস্তব পরিস্থিতির হিসেব না করে রাজনৈতিক ধর্মঘট, যুক্ত ধর্মঘট, ছাত্রদের, ব্যবসায়ীদের, সৈনিকদের ও পুলিশের লোকজনদের ধর্মঘট আহ্বান ও সংগঠন করে যেতে লাগলেন এবং মহড়া, মিছিল, আচমকা সভা-সমিতির অনুষ্ঠান এবং এমনকি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান ও সংগঠন করে যেতে লাগলেন—যে সংগ্রামগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণ ও তাতে তাদের সমর্থন অর্জন করা ছিল অসম্ভব বা অবাস্তব—অথচ এই সংগ্রামগুলির ব্যর্থতাকেই তাঁরা 'বিজয়' হিসেবে অকারণে কীর্তন করতেন। সংক্ষেপে বলা যায়, বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন অনুসরণকারী

কমরেডরা এবং বিশেষ করে তৃতীয় লাইনের অনুসারীরা, রুদ্ধদ্বার নীতি ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না, তাঁরা শুধু 'সবকিছুর উপরে সংগ্রাম, আর সবকিছুই সংগ্রামের জন্য' এবং 'অনবরত সংগ্রামকে প্রসারিত করা ও তাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার' কথা অন্ধভাবে বলে যাওয়াতেই বিশ্বাস করতেন এবং স্বভাবতঃই তাঁরা পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে গেছেন অথচ তা করার কোন হেতু ছিল না এবং তা পরিহার করা যেত।

২। সামরিক দিক থেকে :

বর্তমান স্তরে চীনের বিপ্লবে সামরিক সংগ্রামই হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান রূপ। কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময় তা পার্টি-লাইনের দিক থেকে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল। কমরেড মাও সে-তুঙ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ করে শুধু যে চীন বিপ্লবের সঠিক রাজনৈতিক লাইনটিই রূপায়িত করে তুলেছেন তা নয়, তিনি কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক লাইনের আওতায় সঠিক সামরিক লাইনটিও হাজির করেছেন। কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সামরিক লাইন উদ্ভাবিত হয়েছে দুটি মৌলিক বিষয়বস্তু থেকে। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের সৈন্যবাহিনীটি শুধু একটি ধরনের সৈন্যবাহিনীই হবে ও হতে পারে ; তাকে হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর ভাবাদর্শগত নেতৃত্বের অধীন এবং জনগণের সংগ্রামের সেবায় ও বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত একটি হাতিয়ার। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের যুদ্ধ শুধু এক ধরনের যুদ্ধই হবে ও হতে পারে ; এটা হবে এমন একটা যুদ্ধ যাতে আমরা স্বীকার করি যে শত্রু হচ্ছে শক্তিশালী এবং আমরা দুর্বল, শত্রু হচ্ছে বিশালকায় এবং আমরা ছোটখাট, এই যুদ্ধে তাই আমরা শত্রুর দুর্বলতাগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করব, আমাদের শক্তির দিকগুলি কাজে লাগাব এবং আমাদের বেঁচে থাকার, বিজয়ের ও সম্প্রসারণের জন্য আমরা জনগণের শক্তির উপরই পুরোপুরি আস্থা রাখব। প্রথম বিষয় থেকে এটা বেরিয়ে আসছে যে লালফৌজকে (এখনকার অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে) অবশ্যই পার্টির লাইন, কর্মসূচী ও কর্মনীতিসমূহের জন্য সর্বান্তঃকরণে সংগ্রাম করে যেতে হবে অর্থাৎ তাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে সমগ্র জনগণের বহুবিধ স্বার্থের জন্য এবং এসবের বিপরীত যুদ্ধবাজসুলভ মনোভাবের প্রতি যে-কোন প্রবণতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে যেতে হবে। সুতরাং লালফৌজকে নিছক

সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির এবং ভ্রাম্যমাণ-বিদ্রোহীদলের চিন্তাধারার বিরোধিতা করতে হবে, কারণ এইসব চিন্তাধারা অনুসারে সামরিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মান্য করে না বরং রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই তা আজ্ঞাধীন করে রাখে। লালফৌজকে একই সঙ্গে সংগ্রাম করার, জনগণের হয়ে কাজকর্ম করার এবং অর্থ সংগ্রহের (বর্তমানে যার অর্থ হচ্ছে উৎপাদনের জন্য কাজ করার) এই ত্রিবিধ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে; জনগণের হয়ে কাজকর্ম করার অর্থ হচ্ছে পার্টির এবং জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সপক্ষে প্রচারক ও সংগঠক হয়ে ওঠা এবং আঞ্চলিক জনগণকে জমির বিলিবণ্টনে (বর্তমানে যা দাঁড়াচ্ছে-খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কাজে) সাহায্য করার, জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার, রাজনৈতিক শক্তির সংস্থা ও পার্টি-সংগঠনগুলি গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করার একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠা। সুতরাং সরকার ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে লালফৌজকে সভতার সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহকে ও গণ-সংগঠন-গুলিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তাদের মর্যাদাকে জোরদার করে তুলতে হবে এবং 'নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয়কে'[৩৬] কঠোরভাবে পালন করতে হবে। সৈন্যবাহিনীর ভেতরেও অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দুই পক্ষকেই গণতান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে এবং রাজনৈতিক সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে একটি অবশ্য পালনীয় নিয়মানুবর্তিতাকে মেনে চলতে হবে। শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে শত্রু-সৈন্যবাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার এবং বন্দীদের সপক্ষে নিয়ে আসার জন্য সঠিক একটি নীতি অনুসরণ করা। দ্বিতীয় বিষয়টি থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে লালফৌজকে স্বীকার করতেই হবে যে কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগে গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ ও গেরিলা ধরনের সচল যুদ্ধবিগ্রহই হচ্ছে যুদ্ধের প্রধান রূপ এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে একমাত্র এমন একটা গণযুদ্ধ যাতে মূলবাহিনী আঞ্চলিক বাহিনী-গুলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে, নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গেরিলা ইউনিট-সমূহ ও সশস্ত্র গণবাহিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে এবং সশস্ত্র জনসাধারণ নিরস্ত্র জনসাধারণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একাকার হয়ে থাকবে তার মধ্যে দিয়েই আমাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে। সুতরাং রণনীতির ক্ষেত্রে, লালফৌজ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যুদ্ধের বিরোধিতা

করবে এবং রণকৌশলের ক্ষেত্রে, দীর্ঘসময় ধরে একটানা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করবে ; রণনীতির ক্ষেত্রে, তা দৃঢ়ভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবে এবং রণকৌশলের ক্ষেত্রে, তা দ্রুত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী থাকবে ; অভিযানকালে ও যুদ্ধবিগ্রহকালে বহুসংখ্যককে পরাজিত করার জন্য অল্প সংখ্যককে নিয়োগ করার জন্যই তা দৃঢ়ভাবে দাবি জানাবে। লালফৌজকে তাই নিম্নলিখিত রণনীতি ও রণকৌশলগত নীতিগুলি অনুসরণ করতে হবে :

জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের বাহিনীকে ভাগ করে ছড়িয়ে দেওয়া, শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা।

শত্রু যখন এগিয়ে আসবে, আমরা তখন পিছিয়ে যাব ; শত্রু যখন বিশ্রাম নেবে, আমরা তখন তাদের বিব্রত করব ; শত্রু যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমরা তখন তাদের আক্রমণ করব ; শত্রু যখন পিছিয়ে যাবে' আমরা তখন তাদের পিছু ধাওয়া করব।

দৃঢ় ঘাঁটি এলাকাগুলিকে প্রসারিত করতে হবে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে যাওয়ার নীতিটি প্রয়োগ করতে হবে ; শক্তিশালী শত্রু বাহিনী যখন পিছু ধাওয়া করবে তখন তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার নীতি অনুসরণ করতে হবে।[৩৭]

শত্রুকে লোভ দেখিয়ে একেবারে গভীরে টেনে নিয়ে আসতে হবে।[৩৮]

অধিকতর সংখ্যক শক্তি নিয়োগ করুন, শত্রুর দুর্বল স্থানগুলি খুঁজে বের করুন এবং যখন আপনারা শত্রু-বাহিনীর অংশকে বা অধিকাংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন তখনই সচল যুদ্ধবিগ্রহের সংগ্রামে লিপ্ত হবেন যাতে করে শত্রুর বাহিনীগুলিকে একটি একটি করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন।[৩৯]

সামরিক দিক থেকে বিভিন্ন-'বামপন্থী' লাইন কমরেড মাও সে-তুঙ-এর লাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এক ঝটকায় এগিয়ে যাওয়ার প্রথম 'বামপন্থী' লাইন লালফৌজকে ব্যাপক জনগণের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল ; দ্বিতীয় 'বামপন্থী' লাইন লালফৌজকে ঠেলে দিয়েছিল হঠকারী আক্রমণের পথে। কিন্তু এই দুটির কোনটিই সামরিক দিক থেকে পুরোপুরি সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের সময়ই শুধু তা পুরোপুরি সুস্পষ্টভাবে

সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে। সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা লালফৌজের ত্রিবিধ কাজকে শুধুমাত্র যুদ্ধ করার একটি কাজে পর্যবসিত করলেন এবং লালফৌজকে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ, সৈন্যবাহিনীর ও সরকার এবং অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার সঠিক সম্পর্কের ব্যাপারে শিক্ষিত করে তোলার কাজকে অবহেলা করলেন; তাঁরা অতিরিক্ত নিয়মিতকরণের জন্য দাবি জানালেন এবং ঐ সময়ের লালফৌজের নির্ভুল গেরিলা প্রকৃতিকে 'গেরিলা-বাদ' বলে বিরোধিতা করলেন; তাছাড়া সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতার আমদানি করলেন। সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রশ্নে, শত্রু শক্তিশালী এবং আমরা দুর্বল এই প্রাথমিক বক্তব্যকেই তাঁরা অস্বীকার করলেন; তাঁরা অবস্থানগত যুদ্ধবিগ্রহের এবং তথাকথিত নিয়মিত যুদ্ধবিগ্রহের দাবি জানালেন যা মুখ্যতঃ মূলবাহিনীর ওপরই নির্ভরশীল; রণনীতি হিসেবে তাঁরা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যুদ্ধের এবং রণকৌশল হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের দাবি জানালেন; 'সকল ফ্রণ্টে আক্রমণের' এবং 'মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতে আঘাত হানার' দাবি জানালেন; শত্রুকে লোভ দেখিয়ে গভীরে ডেকে নিয়ে আসার বিরোধিতা করলেন এবং সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় রদবদলকে 'পশ্চাদপসরণ ও পলায়নপরতা' বলে মনে করলেন নিয়মিত নির্দিষ্ট রণাঙ্গন ধরে যুদ্ধের ও একান্ত কেন্দ্রীভূত পরিচালনার তাঁরা দাবি জানালেন। সংক্ষেপে বলা যায়, গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ ও গেরিলা ধরনের যুদ্ধবিগ্রহকে তাঁরা নাকচ করে দিলেন এবং কি করে একটা গণযুদ্ধ সঠিকভাবে চালাতে হয় তাই তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযানের সময় তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা শুরু করলেন আক্রমণের ক্ষেত্রে হঠকারিতা দিয়ে, বললেন 'শত্রুকে ফটকের বাইরেই আমাদের ব্যাপৃত রাখতে হবে,; তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রক্ষণশীল আত্মরক্ষার লাইন নিলেন, বললেন, আমাদের বাহিনীগুলিকে বিভক্ত করে সবকিছুকে রক্ষা করতে হবে, চালাতে হবে 'সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আক্রমণ' এবং 'ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলার প্রতিযোগিতা'; কিন্তু তাঁরা শেষ করলেন যথার্থ পলায়নপরতা দিয়ে, কিয়াংসির ঘাঁটি এলাকা থেকে বাধ্য হয়ে তাঁদের সরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ ও সচল যুদ্ধবিগ্রহের স্থলে অবস্থানগত যুদ্ধবিগ্রহ, এবং সঠিকভাবে পরিচালিত একটি গণযুদ্ধের স্থলে 'নিয়মিত' যুদ্ধবিগ্রহ চালু করার তাঁদের প্রয়াসের এই হল পরিণাম।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ ও রণনীতিগত অচলাবস্থার সময়ে শত্রুর এবং আমাদের শক্তির মধ্যে তারচেয়েও অনেক বেশি ব্যবধান দেখা দিয়েছে এবং তাই অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে: 'গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহই মৌলিক, কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতিতে সচল যুদ্ধবিগ্রহের কোন সুযোগই হাতছাড়া করবেন না।' সচল যুদ্ধবিগ্রহের ওপর অনেক বেশি জোর দেওয়া একটি ভুল হবে। কিন্তু আসন্ন প্রতি-আক্রমণের স্তরে যখন সমগ্র পার্টির কাজের ভার-কেন্দ্রটিকে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলিতে সরিয়ে নিতে হবে, তখন রণনীতির ক্ষেত্রেও গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের প্রাথমিক গুরুত্বকে সরিয়ে সচল ও অবস্থানগত যুদ্ধবিগ্রহের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হতে পারে অবশ্য যদি, আমাদের বাহিনীগুলি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যায়। এই আসন্ন পরিবর্তনের জন্যও পরিপূর্ণ সচেতনতা নিয়ে সমগ্র পার্টিকে প্রস্তুতি চালাতে হবে।

৩। সাংগঠনিক দিক থেকে:

কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছেন, সঠিক রাজনৈতিক লাইন হচ্ছে 'জনগণের কাছ থেকে এনে জনগণকেই ফিরিয়ে দেওয়া।' লাইনটি যাতে যথার্থভাবেই জনগণের কাছ থেকে আসে তার নিশ্চয়তা সাধনের জন্য এবং বিশেষভাবে তা যাতে জনগণের কাছেই ফিরে যায় তার জন্য শুধু পার্টি এবং পার্টি-বহির্ভূত জনগণের মধ্যে (অর্থাৎ শ্রেণী এবং জনগণের মধ্যে) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেই চলবে না, বরং সর্বোপরি পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহ এবং পার্টির অন্তর্ভুক্ত জনগণের মধ্যেও (অর্থাৎ কর্মীবাহিনী ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যেও) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন; অর্থাৎ সঠিক সাংগঠনিক লাইন থাকা প্রয়োজন। তাই, পার্টির ইতিহাসের প্রতিটি যুগে কমরেড মাও সে-তুঙ যেমন জনগণের স্বার্থের প্রকাশক একটি রাজনৈতিক লাইন উপস্থিত করেছেন তেমনি রাজ-নৈতিক লাইনের সহায়ক এবং পার্টির ভিতরকার ও বাইরের উভয় জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবন্ধনগুলি অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় একটি লাইনও উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময় এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছিল যেগুলিকে ১৯২৯ সালে চতুর্থ লালফৌজ সৈন্যবাহিনী নবম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে[৪০] সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এই প্রস্তাবে পার্টি গঠনকে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক নীতির স্তরে উন্নীত করেছিল এবং প্রলেতা-রীয় মতাদর্শের নেতৃত্বের ভূমিকাকে দৃঢ়ভাবে উচ্চে তুলে ধরেছিল, সঠিকভাবেই

তা নিছক সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আত্মগত বিষয়ীবাদের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিবাদ সর্বসমতাবাদ, ভ্রাম্যমাণ-বিদ্রোহীদের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, জোর করে ক্ষমতা দখলের মতবাদ এবং অন্যান্য মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল; এই সঙ্গে তা এইসব মনোভাবের মূল ও সেগুলির ক্ষতিকর দিকগুলি এবং ঐগুলিকে সংশোধনের পদ্ধতিগুলি পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছিল। একই প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে কঠোর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে উচ্চে তুলে ধরেছে, গণতন্ত্র কিংবা কেন্দ্রিকতা দুটোর ব্যাপারেই অযথা সংকোচনের বিরোধিতা করেছে। সমগ্র পার্টির ঐক্যের স্বার্থ থেকে অগ্রসর হয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ জোরের সঙ্গে দাবি জানিয়েছিলেন অংশের মানতে হবে সমগ্রকে, চীনের বিপ্লবের বাস্তব বৈশিষ্ট অনুসারে তিনি নতুন ও পুরানো কর্মীবাহিনীর মধ্যেকার, বহিরাগত ও স্থানীয় কর্মীবাহিনীর মধ্যেকার, অঞ্চলের সৈনিক কর্মীবাহিনী এবং কর্মরত অন্যান্য কর্মীবাহিনীর মধ্যেকার এবং বিভিন্ন দপ্তর ও অঞ্চলের কর্মীবাহিনীর মধ্যেকার সঠিক সম্পর্ক নিরূপন করে দিয়েছিলেন। এভাবে কমরেড মাও সে-তুঙ নীতিগত বিষয় হিসেবে সত্যে উপনীত হওয়ার একাগ্রতাকে নিয়মানু-বর্তিতার বিষয় হিসেবে সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে কিভাবে সংযুক্ত করা যায় তার একটি অনুকরণীয় আদর্শ উপস্থিত করেছেন, সঠিকভাবে অন্তঃপার্টি ঐক্য বজায় রেখে কিভাবে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তার একটি অনুকরণীয় আদর্শ উপস্থিত করেছেন। বিপরীতদিকে, যখনই ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইন প্রাধান্যলাভ করেছে তখন অনিবার্যভাবে একটি ভ্রান্ত সাংগঠনিক লাইন দেখা দিয়েছে, এবং এই ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইনের প্রাধান্যের কাল যত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তার সাংগঠনিক লাইনের ক্ষতির পরিমাণও তত বেশি হয়েছে। তদনুযায়ী, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইন-গুলির প্রবক্তারা কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সাংগঠনিক লাইন ও তাঁর রাজ-নৈতিক লাইনেরও বিরোধিতা করেছিল; তাঁরা এমন এক সংকীর্ণতাবাদের সৃষ্টি করলেন যা পার্টির মধ্যেকার জনগণকে দূরে ঠেলে দিয়েছে (অর্থাৎ, তাঁরা কিছু সংখ্যক-পার্টি সদস্যদের আংশিক স্বার্থকে সমগ্র পার্টির স্বার্থের অধীন করেননি এবং নেতৃস্থানীয় সংস্থাকে সমগ্র পার্টির ইচ্ছার কেন্দ্রীভূতকারী হিসেবে গণ্য করেননি) এবং তা পার্টি-বহির্ভূত জনগণকেও দূরে ঠেলে দিয়েছে (অর্থাৎ পার্টিকে তাঁরা জনগণের স্বার্থের প্রতিভূ ও তাঁদের ইচ্ছার কেন্দ্রীভূত-কারী হিসেবে গণ্য করেননি) বিশেষ করে, তাঁদের ইচ্ছাকে জোর করে

চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা অনর্থকভাবে নির্বিচারে যেসব পার্টি কমরেডরা ভুল লাইনটিকে অনুপযুক্ত বলে মনে করছিলেন এবং স্বভাবতঃই যাঁরা সংশয়, মতানৈক্য বা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন কিংবা ভুল লাইনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেননি বা দৃঢ়ভাবে কার্যকর করেননি তাঁদের সবাইকে বদনাম দিয়েছেন ; 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ', 'ধনী কৃষকদের লাইন', 'সো মিঙ লাইন', 'সমঝওতার লাইন' এবং 'দুমুখো লাইনের' তকমা এঁটে দিয়ে ঐসব কমরেডদের নিন্দা করেছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে 'নির্মম সংগ্রাম' চালিয়েছেন ও তাঁদের বিরুদ্ধে 'নিষ্ঠুর আঘাত' হেনেছেন এবং 'অন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম' এমনভাবে চালিয়েছেন যেন তাঁরা অপরাধী ও শত্রুদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছেন। এই ভ্রান্ত ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রামকেই এই 'বামপন্থী' লাইন পরিচালনা ও প্রয়োগকারী কমরেডরা একটা নিয়মিত পদ্ধতি করে তুলে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে তুললেন, তাঁদের নিজ নিজ দাবিগুলি জোর করে চাপিয়ে দিলেন এবং পার্টি-কমরেডদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললেন। পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার মৌল নীতিকে তাঁরা অমান্য করলেন, সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মনোভাবকে বিলুপ্ত করে দিলেন, পার্টি-শৃংখলাকে যান্ত্রিক শৃংখলার ব্যাপার করে তুললেন এবং অন্ধ অনুগত্য ও বশীভূত হয়ে থাকার মনোভাবের প্রসার ঘটালেন ; এভাবে প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল মার্কসবাদের বিকাশে বাধা সৃষ্টি হল এবং তার ক্ষতি সাধিত হল। কর্মীদের প্রতি একটা উপদলীয় নীতির সঙ্গে যুক্ত হল একটা ভ্রান্ত ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রাম। উপ-দলীয় ব্যক্তিরা প্রবীণ কর্মীদের পার্টির অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করলেন না, উল্টে তাঁদের আক্রমণ করা হল, শাস্তি দেওয়া হল এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সংগঠন-গুলি থেকে কাজকর্ম সু-অভিজ্ঞ ও জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিশিষ্ট যে বহু সংখ্যক প্রবীণ কমরেড উপদলীয় ব্যক্তিদের কাছে অসুবিধাজনক বলে গণ্য হলেন বা তাঁদের অন্ধ অনুগামী হতে বা জো-হুকুম বনতে অস্বীকার করলেন তাঁদের পদচ্যুত করা হল। নতুন কর্মীদের (বিশেষ করে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে তাঁদের কর্মীদের) তাঁরা উপযুক্ত শিক্ষাও দিলেন না বা তাঁদের পদোন্নতিকে গুরুতরভাবে পরিচালনাও করলেন না। তার বদলে, তাঁরা অবিবেচকের মতো নতুন কর্মীদের এবং বহিরাগত সেইসব কর্মীদের পদোন্নতি করে দিলেন যাঁদের বাস্তব কাজকর্মের অভিজ্ঞতার এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব রয়েছে কিন্তু যাঁরা উপদলীয় ব্যক্তিদের পক্ষে মনোমত ছিলেন ও তাঁদের একে-

-বারে অন্ধ-অনুগামী এবং জো-হুকুম ছিলেন, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সংগঠনে প্রবীণ কর্মীদের জায়গায় এঁদের বসানো হল। এভাবে, তাঁরা শুধু প্রবীণ কর্মীদের আক্রমণ করেছেন তাই নয়, তাঁরা নতুন কর্মীদেরও নষ্ট করে করে দিয়েছেন। তা ছাড়া, প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার ব্যাপারে একটি ভুল নীতি কর্মীদের প্রতি উপদলীয় নীতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে এমন বহু জায়গায় বহু চমৎকার কমরেডকে মিথ্যা অভিযোগে অন্যায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং এতে করে পার্টির একান্ত মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ ধরনের উপদলীয় ভুলগুলি পার্টিকে বিরাটভাবে দুর্বল করে দিয়েছে, উচ্চতর নিম্নতর সংগঠনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছে ও পার্টির মধ্যে অন্যান্য নানা বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছে।

এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এতদ্দারা ঘোষণা করছে: ভ্রান্ত লাইনের প্রবক্তাদের দ্বারা কোন কমরেডকে প্রদত্ত অন্যায় যে-কোন শাস্তি বা আংশিক শাস্তি পরিস্থিতি অনুযায়ী খারিজ হয়ে যাবে। তদন্ত করে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে কোন কমরেড মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি পেয়েছেন তবে এমন প্রতিটি কমরেডকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হবে এবং পার্টি-সদস্য হিসেবে তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করা হবে এবং সকল কমরেড তাঁর স্মৃতিকে সসম্মানে স্মরণ করবেন।

৪। মতাদর্শগত দিক থেকে:

কোন একটি রাজনৈতিক, সামরিক, বা সাংগঠনিক লাইনের সঠিকতা বা বেঠিকতার মতাদর্শগত উৎস রয়েছে—তা নির্ভর করে ঐ লাইনগুলি মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তি থেকে বা তা চীন বিপ্লবের বাস্তব ভিত্তি এবং চীনের জনগণের বাস্তব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত কিনা তার ওপর। চীন বিপ্লবের লক্ষ্যকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার দিন থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের কাজে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে প্রয়োগে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময়ে 'অনুসন্ধান না করলে, কথা বলার অধিকার থাকবে না' এই নীতির ওপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বারবার গোঁড়ামি ও আত্মগত বিষয়ীবাদের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। বস্তুতঃ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক যে লাইনগুলি কমরেড মাও সে-তুঙ রূপায়িত করেছেন সেগুলি মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের বিশ্বজনীন সত্যের ভিত্তিতে, দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে

ভিতরের ও বাইরের এবং পার্টির ভিতরের ও বাইরের প্রকৃত অবস্থার ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের এবং চীন বিপ্লবের, বিশেষ করে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর সমুজ্জ্বল সাফল্যের উদাহরণ। চীনে বসবাসকারী চীনের যে কমিউনিস্টরা সংগ্রাম করছেন, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কমরেড মাও সে-তুঙ যেমন করেছেন, সেভাবে চীন বিপ্লবের বাস্তব সমস্যার অধ্যয়ন ও সমাধানের ব্যাপারে তাকে প্রয়োগ করা। কিন্তু 'বামপন্থী' ভুল করেছিলেন যেসব কমরেড তাঁরা অবশ্যই তখন তাঁর পদ্ধতিকে অনুধাবন করতে বা গ্রহণ করতে পারেননি এবং তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রবক্তারা তো তাঁকে 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী' বলে কুৎসাও করেছিলেন। তার কারণ হচ্ছে এই যে ওঁদের ভাবাদর্শের মূল ছিল আত্মগত বিষয়ীবাদী ও আনুষ্ঠানিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের প্রাধান্যের সময়টাতে তা অনেক বেশি স্পষ্ট গোঁড়ামির আকারে দেখা দিয়েছিল। গোঁড়ামির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে তা বাস্তব পরিস্থিতির বিচার থেকে শুরু করে না, বইপত্রের বিশেষ কিছু শব্দ ও ব্যাকাংশ নিয়েই কাজ শুরু করে। গোঁড়ারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ও পদ্ধতির ওপর নিজেদের স্থাপন করে চীনের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং চীনের বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুতর কোন অধ্যয়ন করেন না এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চীন বিপ্লবের কার্যকলাপকে পরিচালনা করেন না বা জন সাধারণের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ সিদ্ধান্তগুলির সারবত্তাকে বিচার করে দেখেন না। বরং উল্টোদিকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তুকে বিসর্জন দিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য থেকে কিছু শব্দ ও বাক্যাংশ দেশে আমদানি করে বর্তমানের চীনের বাস্তব পরিস্থিতিতে এই উধৃতিসমূহের উপযুক্ততা নিয়ে কোন বিচার-বিবেচনা না করেই সেগুলিকে শাস্ত্রবাক্য হিসেবে গ্রহণ করেন। সুতরাং অনিবার্যভাবে গোঁড়াদের এই 'তত্ত্বগুলি' বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তাদের নেতৃত্ব জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং বাস্তব তথ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করার পরিবর্তে তারা আত্মম্ভরী, দাম্ভিক, বাকসর্বস্ব এবং প্রকৃত সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

নিছক যে অভিজ্ঞতাবাদী মতাদর্শ এদের প্রাধান্যের এই যুগে গোঁড়ামির

সহযোগী ও সহায়তাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটাও এইরকমভাবে ছিল আত্মগত বিষয়ীবাদ চিন্তার ও আনুষ্ঠানিকতার একটি প্রকাশ মাত্র। গোঁড়ামির থেকে অভিজ্ঞতাবাদের পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে তা বই থেকে নয়, শুরু করে নিছক সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে। এটা সজোরেই বলা চাই যে বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বিপুল সংখ্যক কমরেডরা যে হিতকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা সবচেয়ে অমূল্য একটি সম্পদ। এ ধরনের অভিজ্ঞতাগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে মূল্যায়ন করে ভাবী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অভিজ্ঞতাবাদ নয়, তা হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ; ঠিক অনুরূপ নিশ্চিতভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও মূলনীতিগুলিকে বৈপ্লবিক কার্যক্ষেত্রে শাস্ত্রবাক্য হিসেবে গ্রহণ না করে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা গোঁড়ামি নয়, তা হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কিন্তু বাস্তব কাজকর্মে সুদক্ষ এমন যদি কিছু কমরেড থাকেন যাঁরা তাঁদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা ও নিছক ঐ অভিজ্ঞতা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকেন, যদি তাকে শাস্ত্রবাক্য বলে গ্রহণ করেন এবং সর্বত্র তা প্রয়োগ করা যাবে বলে ভাবেন এবং যদি তাঁরা এটা না বোঝেন বা তার চেয়েও বড় কথা যদি এই সত্যটিই তাঁরা মেনে নিতে না চান যে 'বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্ভব নয়'[৪১] এবং 'নেতৃত্ব দিতে হলে একজনকে দূরদৃষ্টির অধিকারী হতে হবে,'[৪২] আর এরই পরিণতি হিসেবে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে বিশ্বের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার নির্যাস তার অধ্যয়নকেই তাঁরা ছোট করে দেখেন এবং একটি মূলনীতি বিবর্জিত সংকীর্ণ বাস্তব কাজকর্ম নিয়েই অন্ধভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে থাকেন, চিন্তাচরিত্র না করে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যহীন রুটিনমাফিক কাজ নিয়ে মেতে থাকেন; এবং এসব সত্ত্বেও যদি উপরে বসে থাকেন ও হুকুম জারী করতে থাকেন, যদি তাঁদের এই প্রায় অন্ধত্ব থেকে নিজেদের তাঁরা বীর বলে জাহির করতে থাকেন, প্রবীণত্বের ভাবসাব দেখাতে থাকেন এবং কমরেডদের সমালোচনার প্রতি মনোযোগ দিতে অস্বীকার করেন বা আত্মসমালোচনা না করেন—তাহলে নিশ্চয়ই বলতে হবে ঐ কমরেডরা অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়েছেন। তাই যাত্রারম্ভের স্থলের দিক থেকে পার্থক্য সত্ত্বেও অভিজ্ঞতাবাদীরা ও গোঁড়াপন্থীরা তাদের চিন্তাধারার দিক থেকে মূলতঃ একই। উভয়পক্ষই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বাস্তব কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন; দুই পক্ষই দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অমান্য করেন এবং খণ্ডিত ও আপেক্ষিক সত্যকেই বিশ্ব-

জনীন ও চরম সত্য হিসাবে বড় করে দেখান ; আর এদের কোন পক্ষেরই চিন্তা বাস্তব, প্রকৃত সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। ফলে, চীনের সমাজ ও চীনের সমাজ সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণাই এঁরা সমানভাবে পোষণ করতেন (যেমন, ওঁরা ভ্রান্তভাবে মহানগরগুলিকেই মূল ভারকেন্দ্র হিসাবে মনে করেছেন, শ্বেত এলাকাসমূহের কাজকেই ওরা মূল ভারকেন্দ্র বলে গণ্য করেছেন এবং এসব থেকেই দেখা দিয়েছে বাস্তব-পরিস্থিতি-বিচ্ছিন্নভাবে 'নিয়মিত' যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি)। মতাদর্শগত অনুরূপ উৎসের ফলেই এই দু'ধরনের ভিন্ন ভিন্ন কমরেডগণের পরস্পর সহযোগিতা গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার জন্য অধিকাংশ অভিজ্ঞতাবাদীদেরই স্বাধীন, পরিচ্ছন্ন ও ধারাবাহিক কোন ধারণা সাধারণ ধরনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে ছিল না এবং তারই জন্য গোঁড়াপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতার সময়ে সাধারণভাবে ওরা সুরে সুর মিলিয়ে গেছেন ; কিন্তু আমাদের পার্টির ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে গোঁড়াপন্থীদের পক্ষে 'সমস্ত পার্টি জুড়ে তাদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া' অভিজ্ঞতাবাদীদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভবপর হতো না ; এবং গোঁড়ামির পরাজয়ের পর পার্টিতে মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের বিকাশের পথে অভিজ্ঞতাবাদই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আত্মগত বিষয়ীবাদী অভিজ্ঞতাবাদ ও আত্মগত বিষয়ীবাদী গোঁড়াপন্থা এই দুটোকেই দূর করে দিতে হবে। গোঁড়াপন্থী ও অভিজ্ঞতাবাদী এই দুটি মতাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিয়েই শুধু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ, লাইন ও কর্মধারাকে সর্বত্র প্রসারিত করে দেওয়া সম্ভবপর হবে এবং তা সমগ্র পার্টিতে গভীরভাবে দানা বেঁধে উঠবে।

ওপরে যে ভুলগুলির রাজনৈতিক, সামরিক, সাংগঠনিক এবং ভাবাদর্শগত চারটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হল, ঐগুলিই হচ্ছে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের এবং বিশেষ করে তৃতীয় লাইনের মৌলিক ভুল। আর রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক সকল ভুলগুলিই মতাদর্শগত দিক থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অমান্য করা থেকে, বিষয়ীবাদ ও আনুষ্ঠানিকতাবাদ থেকে, গোঁড়াপন্থা ও অভিজ্ঞতাবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

বর্তমান বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এই বিষয়টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের ভুলগুলি খারিজ করে দেওয়ার সময় আমাদের

কমরেড মাও সে-তুঙ-এর 'সকল প্রশ্নকেই বিশ্লেষণাত্মকভাবে গ্রহণ করার, সব কিছুকেই খারিজ করে না দেওয়ার'[৪৩] নির্দেশটিকে মনে রাখতে হবে এবং কার্যকর করতে হবে। এটাও মনে রাখতে হবে, যেসব কমরেড এই ভুলগুলি করেছিলেন তাঁদের সবগুলি ধারণাই ভুল ছিল না; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের ধারণাগুলির কৃষি-বিপ্লব সম্পর্কে এবং চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের ধারণাগুলির সঙ্গে সঠিক লাইন অনুসরণকারী কমরেডদের ধারণাগুলির মিলই ছিল। আরও লক্ষ্য করা চাই, বিশেষ করে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইনের দীর্ঘকাল প্রাধান্য সত্ত্বেও এবং তার ফলে পার্টি ও বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এই যুগে পার্টি বহু অঞ্চলে ও বহু ক্ষেত্রে বাস্তব কাজকর্মে বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করে (যেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে, সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, যুদ্ধের জন্য সমাবেশের ব্যাপারে, রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং শ্বেত অঞ্চলের কাজকর্মে) সৈনিকসাধারণ ও জনসাধারণের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সদস্যদের সক্রিয় কার্যকলাপ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্যই এই সাফল্যগুলি অর্জিত হয়। আসলে এই সকল সাফল্যের জন্যই বেশ কয়েক বছর ধরে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম এবং তাকে কঠিন আঘাত হানতে পেরেছিলাম, আর এই ভ্রান্ত লাইনের প্রাধান্যের জন্যই শুধু এই সাফল্যগুলি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পার্টি এবং জনগণ চিরকাল পার্টির ভেতরের ও বাইরের সেই সকল নেতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও কর্মী, সকল পার্টি-সদস্য ও জনগণ যাঁরা বীরের মতো বিভিন্ন ভ্রান্ত লাইনের প্রধান্যের যুগে জীবন বলিদান করে গেছেন তাঁদের সকলের স্মৃতিকে, পার্টির ইতিহাসের অন্যান্য যুগের জীবন বলিদান-কারীদের স্মৃতির মতোই সম্মান প্রদর্শন করে যাবে।

(৫)

চারটি দিক থেকে 'বামপন্থী' লাইনগুলির যে ভুলের কথা ওপরে আলোচিত হল তা আকস্মিক কিছু নয়; তাদের খুবই গভীর সামাজিক উৎস রয়েছে।

কমরেড মাও সে-তুঙ যে সঠিক লাইনের প্রতিভূ তাতে যেমন ফুটে উঠেছে চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর অংশের ভাবাদর্শ, তেমনি 'বামপন্থী' লাইনে

ফুটে উঠেছে চীনের পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের ভাবাদর্শ। আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন বিপুল সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া অধ্যুষিত একটি দেশ। শুধু যে আমাদের পার্টি এই বিশাল সামাজিক স্তর কর্তৃক চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ তাই নয়, পার্টির মধ্যেও অধিকাংশ সদস্যই হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া থেকে উদ্ভূত লোকজন। এর কারণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা শ্রমিকশ্রেণীর দিকে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সংকট থেকে পরিত্রাণের আশায়, কেননা অক্টোবর বিপ্লবের পর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান বিশ্বময় বিজয়ের মধ্য দিয়ে এবং চীনের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ও বিশেষভাবে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে চীনে পেটি-বুর্জোয়াদের শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, চীনের অর্থনৈতিক অবস্থাতে এমনকি সাধারণ শ্রমিকজনগণ এবং শ্রমিকশ্রেণী থেকে আগত পার্টি-সদস্যরাও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাপন্ন হতে পারেন। সুতরাং, এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় বরং অনিবার্যই যে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ পার্টির মধ্যে প্রতিটি রূপ ও আকার নিয়ে বারেবারে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

যে কৃষকজনগণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মুল শক্তি তাদের ছাড়াও পার্টির বাইরের পেটি-বুর্জোয়া জনসাধারণের মধ্যেকার শহুরে পেটি-বুর্জোয়ারাও বর্তমান স্তরে যে বিপ্লবের অন্যতম একটি পরিচালিকা শক্তি, কেননা তার বিপুল সংখ্যক সদস্যরা সর্ববিধ নিপীড়নের শিকার হয়ে রয়েছেন, অবিরাম আর দ্রুত-গতিতে দারিদ্রের, দেউলিয়াপনার ও বেকারীত্বের পথে ছুটে চলেছেন, এবং একান্ত জরুরীভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু রূপান্তরের মাঝে রয়েছে এরকম একটা শ্রেণী হিসেবে পেটি-বুর্জোয়াদের একটি দ্বৈত চরিত্র আছে। ভাল এবং বৈপ্লবিক দিকটি হচ্ছে এই যে এই শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রভাবে এমনকি তার মতাদর্শগত প্রভাবেও সহজেই সাড়া দেয়, বর্তমানে তারা একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দাবি করছে এবং তারজন্য ঐক্যবদ্ধ হতে ও সংগ্রাম করতেও তারা সমর্থ আর ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলিতভাবে সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করতেও তারা রাজী; কিন্তু ওদের খারাপ ও পশ্চাৎ-মুখী দিক হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার মতো বহু দুর্বলতাই যে শ্রেণীটির রয়েছে তাই নয়, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলে এরা প্রায়ই

উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর, এমনকি, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ওদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং ওদের বন্দী হয়ে পড়ে। সুতরাং বর্তমান স্তরে শ্রমিকশ্রেণীকে ও তার অগ্রবাহিনী চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে পার্টি-বহির্ভূত ব্যাপক পেটি-বুর্জোয়া জনসাধারণের সাথে নিজেদের একটি দৃঢ় ও ব্যাপক মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে এবং একদিকে এদের প্রতি আচরণে যেমন খুবই নমনীয় হতে হবে ও যে সমাজজীবনের আমরা সাধারণ অংশীদার তার মধ্যে বিভেদ না ঘটিয়ে এবং আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তা যত সময় প্রতিহত না করবে তত সময় তাদের উদারনৈতিক ধ্যানধারণা ও কাজের ধারাকে আমাদের বরদাস্ত করতে হবে, কিন্তু অন্যদিকে, তাদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীকে জোরদার করে তোলার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষাও দিতে হবে।

পেটি-বুর্জোয়াদের থেকে আগত যেসব ব্যক্তি স্বেচ্ছামূলকভাবেই তাঁদের মূল শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি বিসর্জন দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে যোগদান করেছেন, তাঁদের ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পার্টি-বহির্ভূত পেটি-বুর্জোয়া জনসাধারণের প্রতি যে নীতি গ্রহণ করা হবে। তার চেয়ে নীতিগতভাবে আলাদা একটি নীতিই এঁদের প্রতি গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু এইসব লোক প্রথমাবধি শ্রমিকশ্রেণীর খুবই ঘনিষ্ঠ এবং স্বেচ্ছামূলকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে যোগদান করেছেন, তাই তাঁরা পার্টিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার মাধ্যমে এবং গণ-বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোড় খেয়ে তাঁদের মতাদর্শের দিক থেকেও তাঁরা ক্রমে শ্রমিকসুলভ হয়ে উঠতে পারেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীর পক্ষে বিরাট সহায়তাকারীই হয়ে উঠতে পারেন। আসলে, পেটি-বুর্জোয়া থেকে আগত যে লোকজন পার্টিতে যোগদান করেছিলেন তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, পার্টি ও জনগণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন ও ভাবাদর্শের দিক থেকে অগ্রগতিলাভ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যেকার অনেকেই ইতিমধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জোর দিয়ে বলার দরকার রয়েছে, যেসব পেটি-বুর্জোয়া এখনো শ্রমিকসুলভ হয়ে উঠেননি, তাঁদের বিপ্লবী চরিত্র প্রলেতারীয় বিপ্লবী চরিত্র থেকে মূলতঃ পৃথক এবং এই পার্থক্য একটা বিরোধীয় দ্বন্দ্বের অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী চরিত্র নিয়ে যে সদস্যরা সাংগঠনিকভাবে পার্টিতে যোগদান করেছেন কিন্তু এখনো ভাবাদর্শগতভাবে

পার্টিতে যোগদান করেননি বা পুরোপুরিভাবে যোগদান করেননি তাঁরা প্রায়ই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর ছদ্মবেশে উদারনীতিবাদী, সংস্কারবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও ব্ল্যাঙ্কিবাদী[৪৪] ইত্যাদিই থেকে যান। অবস্থাটি এরকম থাকার জন্য, তাঁরা যে আগামীদিনের চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিজয়ে নেতৃত্বদানেই অসমর্থ হবেন তাই নয়, তাঁরা আজকের দিনের নয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়েও নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হবেন। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর লোকজনেরা যদি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ এবং পেটি-বুর্জোয়াদের থেকে আগত ঐ পার্টি-সদস্যদের সাবেক ভাবাদর্শের মধ্যে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট একটি লাইন না টানেন, যদি গুরুতর, যথোপযুক্ত ধৈর্যশীল পথে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেন, তাহলে তাঁদের পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে জয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে; তার চেয়েও বড় কথা ঐ সদস্যরাই অনিবার্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে তাঁদের নিজেদের আদলে রূপায়িত করে তুলতে প্রয়াসী হবেন এবং পার্টি নেতৃত্বকেই জবরদখল করে বসবেন, আর এভাবে পার্টি ও জনগণের লক্ষ্যেরই ক্ষতিসাধন করবেন। পার্টির বাইরেকার পেটি-বুর্জোয়ারা যত বিপুল সংখ্যক হবেন এবং পার্টির ভিতরেও পেটি-বুর্জোয়া থেকে আগত সদস্যরা যত বিপুল সংখ্যক হবেন পার্টিকে তত বেশি দৃঢ়তা সহকারে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসেবে নিজের বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করতে হবে; এ কাজে ব্যর্থ হলে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ আরও বেশি হিংস্রভাবে পার্টিকে আঘাত হানবে এবং তার অধিকতর ক্ষতি-সাধন করবে। আমাদের পার্টির ইতিহাসে, সঠিক লাইন ও অন্যান্য ভ্রান্ত লাইনগুলির মধ্যেকার সংগ্রাম মূলতঃ হচ্ছে পার্টির মধ্যে বাহিরের শ্রেণী-সংগ্রামেরই প্রকাশ ও 'বামপন্থী' লাইনগুলির যে রাজনৈতিক, সামরিক, সাংগঠনিক ও ভাবাদর্শগত ভুলের আলোচনা ওপরে করা হয়েছে সেগুলি পার্টিতে এই পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরই একেবারে যথাযথ অভিব্যক্তি। এই প্রশ্নটিকে তিন দিক থেকে আলোচনা করা যায়।

প্রথম হচ্ছে, চিন্তা-পদ্ধতির দিক। পেটি-বুর্জোয়া চিন্তা-পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে মূলতঃ সমাস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিতে বিষয়ীবাদ ও একদেশদর্শিতা রূপে অর্থাৎ তা বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গতভাবে শ্রেণীশক্তিসমূহের আনুপূর্বিক একটি চিত্র উপস্থিত করে না বরং বিষয়ীবাদী আত্মগত বাসনা ও ধারণা থেকে বাস্তবতার বদলে ফাঁকা কথাই এনে হাজির করে, সমস্ত দিকগুলির একটিকেই ধরে বসে থাকে, অংশকেই সমগ্র মনে করে বসে এবং আলাদা আলাদা গাছপালাকেই

অরণ্য বলে ভুল করে। উৎপাদনের যথার্থ প্রকৃত প্রক্রিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান থাকে ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব থাকে এবং তাই তাঁদের চিন্তার পদ্ধতি ওপরে আলোচিত নির্বিচার গোঁড়ামি হিসেবেই সহজে আত্মপ্রকাশ করে বসে। যদি তাঁদের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও থাকে তাহলেও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত এই পেটি-বুর্জোয়া লোকজনদের ক্ষুদে উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যগুলির সীমাবদ্ধতা—যেমন, সংকীর্ণতা, বিক্ষিপ্ততা, বিচ্ছিন্নতা ও রক্ষণশীলতা ইত্যাদি থেকেই যায় এবং তাই তাঁদের চিন্তাধারাতেও ওপরে আলোচিত অভিজ্ঞতাবাদের প্রকাশ ঘটে।

দ্বিতীয় হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রবণতার দিক। পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রবণতা তাঁদের জীবনধারা ও তারই পরিণতিজাত আত্মগত বিষয়ীবাদী চিন্তা এবং চিন্তাধারার একদেশদর্শিতার জন্য 'বামপন্থা' ও দক্ষিণপন্থার মধ্যে নিজের দোদুল্যমানতা রূপে সহজেই দেখা দেয়। পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের বহু প্রতিনিধিই তাঁদের বর্তমান অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য বিপ্লবের আশু বিজয়ের প্রত্যাশা করেন। সুতরাং, দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক প্রয়াস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্যের তাঁদের প্রভাব থাকে, ওঁরা 'বামপন্থী' বিপ্লবী কথাবার্তার ও শ্লোগানের খুবই অনুরাগী এবং তাদের আবেগ ও বাস্তব কাজকর্মে তাঁরা রুদ্ধদ্বার পদ্ধতি বা হঠকারিতারই প্রবণতা সম্পন্ন। পার্টিতে প্রতিফলিত হয়ে এই পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতা থেকে ওপরে আলোচিত প্রশ্ন-সমূহের ব্যাপারে, যেমন, বিপ্লবের কর্তব্য, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল, রণকৌশল এবং সামরিক লাইন পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন 'বামপন্থী' লাইনের ভুলের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই একই বা অন্য একটি অংশের পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের যখন ভিন্ন একটি পরিস্থিতিতে স্থাপন করা যাবে তখন দেখা যাবে ওঁরা নৈরাশ্যবাদী ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং দক্ষিণপন্থী আবেগ ও ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড়ের মতো ওদের পেছনে পেছনে ছুটে চলেছেন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের যুগের শেষের দিকটার চেন তু-শিউবাদ, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের যুগের শেষের দিকটার চ্যাঙ কুও-তাওবাদ এবং লং মার্চের প্রথম দিকটার পলায়নবৃত্তি—এই সবগুলিই হচ্ছে পার্টির মধ্যে ঐ পেটি-বুর্জোয়া দক্ষিণ পন্থী ভাবাদর্শের অভিব্যক্তি। আর জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়ে আবার আত্মসমর্পণবাদী ধ্যানধরণার আবির্ভাব ঘটেছে। সাধারণভাবে বলতে

গেলে 'বামপন্থী' ভুলগুলি বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদের যুগেই বেশি বেশি করে দেখা দিয়ে থাকে (যেমন, কৃষি-বিপ্লবের যুগে পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিতে 'বামপন্থী' লাইন তিন-তিনটিবার নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেছে) অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার মৈত্রীর সময়েই দক্ষিণপন্থী ভুলগুলি বেশি বেশি করে দেখা দিয়ে থাকে (যেমন, ১৯২৪ সালের বিপ্লবের শেষের দিকে এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিকে তা দেখা দিয়েছিল)। কিন্তু 'বাম' বা দক্ষিণ যাই হোক, এই প্রবণতাগুলি বিপ্লবের হিতসাধন করে না বরং প্রতিবিপ্লবেরই তা হিত-সাধন করে। 'বামপন্থার' দিকে বা দক্ষিণপন্থার দিকে বিচ্যুতি, চরম অবস্থান গ্রহণ করার অন্তঃসারশূন্য চমকের প্রতি বা নিছক সুবিধাবাদের প্রতি এই যে আকুল আগ্রহ—এই সবগুলিই দেখা দেয় পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপের ফলে এবং এইগুলিই হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের খারাপ দিক। এই সবগুলিই হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্থির অর্থনৈতিক অবস্থার ভাবাদর্শ-ক্ষেত্রে প্রকটিত প্রতিফলন।

তৃতীয় হচ্ছে, সাংগঠনিক জীবনের দিক। সাধারণভাবে পেটি-বুর্জোয়াদের জীবনধারায় ও চিন্তাধারায় যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং বিশেষ করে চীনের পশ্চাদপদ ও বিকেন্দ্রীভূত সমাজ পরিবেশে গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক চক্র তথা গিল্ডগুলির অস্তিত্বের জন্য সাংগঠনিক জীবনে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেকার প্রবণতাগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ হিসেবে সহজেই আত্মপ্রকাশ করে এবং জনগণের সঙ্গে তার ফলে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। এই প্রবণতা যখন পার্টিতে অভিব্যক্ত হয় তখনই ওপরে আলোচিত ভ্রান্ত 'বামপন্থী' সাংগঠনিক লাইন দেখা দেয়। দীর্ঘকাল ধরে পার্টিকে গ্রামাঞ্চলে যে বিক্ষিপ্ত গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল এই বাস্তব সত্য এই প্রবণতাটিকে বাড়িয়ে তোলা সহজতর করে তুলেছিল। এই প্রবনতা পার্টি ও জনগণের হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে শেখায় না বরং পার্টি ও জনগণের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পার্টি ও জনগণের স্বার্থের হানি করতে অথবা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসাধন করতেই শেখায়। সুতরাং তা জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখার পার্টির নীতির সঙ্গেই বেমানান, পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে এবং পার্টির শৃংখলার সঙ্গে বেমানান। এই প্রবণতা বারেবারে আমলাতান্ত্রিকতা, কর্তৃত্ব-বাদ, শক্তিপ্রদানের মনোবৃত্তি, হুকুমদারির মনোবৃত্তি, ব্যক্তিগত বীরত্বপনা,

আধা-নৈরাজ্যবাদ, উদারনীতিবাদ, অতি-গণতন্ত্র, নিজেদের 'স্বাধীনতা' জাহির করার প্রবণতা, গোষ্ঠীতন্ত্র, 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতা, ৪৫ একই শহরবাসী ও সমপাঠীদের অনুগ্রহ প্রদর্শন, উপদলীয় কোন্দল ও বদমায়েসী ছলচাতুরী হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং এই সবগুলিই জনগণের সঙ্গে পার্টির বন্ধনকে ও পার্টির আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের এই হচ্ছে তিনটি দিক। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আত্মগত বিষয়ীবাদ, রাজনীতির ক্ষেত্রে 'বাম' ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদ—নানা সময়ে আমাদের পার্টিতে এইসব বিচ্যুতিগুলিই দেখা দিয়েছে এবং তা একটা পরিষ্কার লাইন হিসেবে বিকশিত হয়ে পার্টির নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে ফেলুক বা না ফেলুক স্পষ্টতঃই এই প্রবণতাগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী ও শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরই প্রকাশ। পার্টি ও জনগণের স্বার্থে, শিক্ষার পদ্ধতি ব্যবহার করে ঐগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করা ও পার্টির মধ্যেকার পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে দূর করে দেওয়া এবং তাকে প্রলেতারীয় ভাবাদর্শে রূপান্তরিত করে তুলতে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়।



ওপরে আলোচিত বিষয় থেকে এটা দেখা যাচ্ছে 'বামপন্থী' লাইন এবং বিশেষ করে যে তৃতীয় 'বামপন্থী' লাইন সমগ্র পার্টিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তা আকস্মিক কিছু নয় এবং তা সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিরই প্রকাশ। সুতরাং যদি আমাদের 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী ভ্রান্ত ভাবাদর্শের অবসান ঘটাতে হয় তবে হেলাফেলা করে বা উগ্রতা সহকারে অগ্রসর হলে চলবে না, বরং আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে গভীর করে তুলতে হবে এবং প্রলেতারীয় ও পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষমতাকে সমগ্র পার্টিতেই উন্নত করে তুলতে হবে; অন্তঃপার্টি গণ-তন্ত্রকে পুরোপুরি কার্যকর করে তুলতে হবে, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাকে বিকশিত করে তুলতে হবে, ধৈর্য সহকারে বোঝাবার ও শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে যেতে হবে, ভুলগুলির এবং সেগুলির বিপদ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাদের ঐতিহাসিক ও ভাবদর্শগত উৎসের বিশ্লেষণ করতে হবে, আর একই সঙ্গে ভুলগুলি সংশোধন করার উপায় নির্ধারণ করতে

হবে। পার্টির মধ্যেকার ভুল দূর করা সম্পর্কে এই হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিন-বাদীদের সঠিক মনোভাব। এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন দেখিয়ে দিতে চায় যে সমগ্র পার্টিতে বর্তমান শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের জন্য এবং পার্টির ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ 'অতীতের ভুলগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ ভুলগুলি পরিহার করার এবং রোগ নিরাময় করার কিন্তু রোগীকে রক্ষা করার' এবং 'ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতা অর্জনের ও কমরেডদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের'[৪৬] যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে পার্টিতে ভুল দূর করার ব্যাপারে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাবের একটি অনুকরণীয় আদর্শ। তারই জন্য, সমগ্র পার্টির মানকে ভাবাদর্শগত, রাজনীতিগত এবং সংগঠনগত দিক থেকে উন্নত করতে ও সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে বিরাট সাফল্য অর্জন করা গেছে।

এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন দেখিয়ে দিচ্ছে যে পার্টি তার ইতিহাসের গতিপথে চে তু-শিউবাদ ও লি লি-সানবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে তা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সংগ্রামগুলির ক্ষেত্রে ত্রুটি ছিল এই যে পার্টিতে বর্তমান গুরুতর রকমের পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে সংশোধনের জন্য সচেতন, গুরুতর পদক্ষেপ হিসেবে সেগুলিকে গ্রহণ করা হয়নি; ফলে ঐগুলির ভাবাদর্শগত মর্মবস্তুকে পরিষ্কার করে তোলা যায়নি ও ভুলগুলির মূলগুলিকেও পুরোপুরি দেখিয়ে দেওয়া যায়নি বা ঐগুলিকে সংশোধনের এবং এই ভুলগুলি যাতে আবার সহজে ঘটতে না পারে তার পদ্ধতি নির্দেশ করে দেওয়া যায়নি। তাছাড়া এই বিশ্বাস থেকে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের ওপর অযথা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল যে একবার যদি ভ্রান্ত একজন কমরেডকে আক্রমণ করা হয় তাহলেই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সময়ে বা তার পরের ভুলগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করে পার্টি মনে করে এর পরের সকল অন্তঃপার্টি সংগ্রামে এই ত্রুটিগুলিকে পরিহার করতে হবে এবং কমরেড মাও সে-তুঙ-এর কর্মনীতিকে দৃঢ়ভাবে কার্যকর করতে হবে। অতীতে ভুল করেছেন এমন একজন কমরেড যখন তাঁর ভুল বুঝতে পারছেন এবং সেগুলিকে সংশোধন করতে আরম্ভ করেছেন, তখন আমরা কোন বিদ্বেষ না রেখেই তাঁকে স্বাগত জানাব এবং পার্টির কাজে তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াব। যেসব কমরেড এখনো তাঁদের ভুল সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না এবং ভুলগুলিকে শুদ্ধ করতে

পারছেন না কিন্তু যাঁরা আর ভুলগুলি আঁকড়ে থাকছেন না তাঁদের প্রতিও আমাদের ঐকান্তিক ও কমরেডসুলভ মনোভাব গ্রহণ করতে হবে এবং ঐ ভুলগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে ও সেইগুলিকে সংশোধন করতে তাঁদের আমাদের সাহায্যই করতে হবে। সমগ্র পার্টিই এখন অতীতের ভ্রান্ত লাইনগুলির উপলব্ধির ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। সমগ্র পার্টি-কমরেড মাও সে-তুঙ-এর পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় কমিটির চারিদিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং, এখন থেকে সমগ্র পার্টির কাজ হচ্ছে চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলে ও নীতির প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত থেকে বা বর্তমান প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ভাষায় 'সমগ্র পার্টিকে সুসংহত একটি পরিবারের মতে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য, নিখাঁদ ইস্পাতের মতো মজবুত করে তোলার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় ও চীনের জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন করার জন্য, পার্টির ঐক্যকে জোরদার করে তোলা। পার্টির ইতিহাস সংক্রান্ত সকল প্রশ্নে আমাদের সমগ্র পার্টির যা কিছু বিচার-বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও বিতর্ক তা শুরু হওয়া চাই পার্টির ঐক্য প্রতিষ্ঠার ও ঐক্যে উপনীত হওয়ার বাসনা থেকে। এই মূলনীতিটিকে যে-কোনভাবে লংঘন করাই ভুল হবে। যেহেতু পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সামাজিক উৎস রয়েছে এবং পার্টি বহুকাল ধরে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘ ও বিক্ষিপ্ত গেরিলা যুদ্ধের পরিবেশে থেকেছে তাই গোঁড়ামি ও অভিজ্ঞতাদের ভাবাদর্শগত ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব এখনো রয়েছে এবং অভিজ্ঞতাবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা এখানে বিশেষভাবেই অপ্রচুর পরিমাণে করা হয়েছে এবং তারই জন্য 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণতাবাদের প্রবণতাগুলি এখনো যথেষ্ট ব্যাপক যদিও পার্টিতে গুরুতর রকমের সংকীর্ণতাবাদকে প্রধানতঃ দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তবু সমগ্র পার্টিকেই এই বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যে যদি পার্টি পরিপূর্ণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শগত ঐক্য অর্জন করতে চায় তবে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাগুলিকে দূর করে দেওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে অবিরাম সংগ্রামের একটি প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। এই সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন তাই এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে যে সমগ্র পার্টিতেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শগত শিক্ষাকে জোরদার করে তুলতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত করে তোলার ওপর জোর দিতে হবে, যাতে করে কাজকর্মের সঠিক ধারাকে আরও বিকশিত করে তোলা যায় এবং

গোঁড়ামি, অভিজ্ঞতাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতা ইত্যাদি প্রবণতাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেওয়া সম্ভবপর হয়।

(৭)

এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জোয়ারের সঙ্গে এ কথা ঘোষণা করতে চায় যে গত চব্বিশ বছরের চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগ এ কথা প্রমাণ করেছে এবং প্রমাণ করেই চলেছে যে কমরেড মাও সে-তুঙ আমাদের পার্টির ও সমগ্র দেশের জনগণের সংগ্রামের যে লাইন উপস্থিত করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। বর্তমান প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের পার্টি যে বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে এবং আমাদের পার্টি যে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্য দিয়ে এই লাইনের সঠিকতা সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে সুপ্রমাণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে চীন বিপ্লবের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিকাশের, বিরাট বিরাট সাফল্যের ও গত চব্বিশ বছরের আমাদের পার্টির নেতৃত্বে অর্জিত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে দেখলে, পার্টিতে কোন কোন সময়ে যে 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী ভুলগুলি ঘটেছে তা শুধু আংশিক কিছু ব্যাপার মাত্র। পার্টির যেখানে প্রচুর অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে ও রাজনৈতিক চেতনার ঘাটতি রয়েছে এরকম একটা সময়ে এ ধরনের ব্যাপারগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা কঠিন। তা সত্ত্বেও, ঠিক এই সময়েই এই ভুলগুলিকে দূর করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি দৃঢ়তর ও অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আজ সমগ্র পার্টি অভূতপূর্ব ঐক্যবোধ নিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর লাইনের সঠিকতাকে স্বীকার করে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। কমরেড মাও সে-তুঙ-এর মধ্যে অভিব্যক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের প্রকাশ যত বেশি বেশি করে কর্মীদের, পার্টি-সদস্যদের এবং জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে তার ফলে তত বিরাট বিরাট অগ্রগতি নিশ্চিতভাবেই সাধিত হবে এবং পার্টি ও চীন বিপ্লবের শক্তি অপরাজেয় হয়ে উঠবে।

ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির এই বর্ধিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এই দৃঢ় আস্থা পোষণ করে যে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্বাধীনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, উত্তরমুখী অভিযান, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ—এই তিনটি বিপ্লবী যুদ্ধের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়ে চীনের বিপ্লবকে সুনিশ্চিতভাবেই পরিপূর্ণ বিজয়ের পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাবে।

টীকা

১। ১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন কমিউনিস্ট পার্টী ও বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে 'বণিকদের সৈন্যবাহিনীকে' অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে ক্যাণ্টনে মুৎসুদ্দি ও জমিদারদের যে সশস্ত্র বাহিনী প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল সেই বাহিনীকে পরাজিত করে দেন। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টীর সহযোগিতার ভিত্তিতে যে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছিল ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে ক্যাণ্টনে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সৈন্যবাহিনীই পূর্বমুখী অভিযানে কৃষকদের সমর্থন নিয়ে সংগ্রাম করে এবং যুদ্ধরাজ চেন চিউয়াং-মিং-এর সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে তারপর তা ক্যাণ্টনে ফিরে এসে যুন্নান ও কুয়াংসির যে যুদ্ধবাজরা ওখানে আসন গেড়ে বসেছিল তাদের উচ্ছেদ করে দেয়। ঐ বছর শরৎকালেই তা দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযান পরিচালনা করে এবং চেন চিউয়াং-মিং-এর সৈন্য-বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন ক.র দেয়। এইসব অভিযানে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগের সদস্যরা সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়ে বীরের মতো সংগ্রাম করেন এবং কুয়াংতুং প্রদেশের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন ও উত্তরমুখী অভিযানের রাস্তা প্রস্তুত করে দেন।

২। লো চ্যাঙ-লুং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিককার একজন সদস্য; পরে তিনি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়েন। ১৯৩১ সালে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে চীন বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী লো চ্যাঙ-লুং খোলাখুলি ট্রট্স্কিপন্থী চেন তু-শিউ গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের লাইনের বিরোধী প্রতিবিপ্লবী অবস্থানকে সমর্থন করেন, লালফৌজকে ও লাল ঘাঁটি অঞ্চলকে কুৎসা করেন এবং ইস্তাহার বিলি বরে চিয়াং কাই-শেক গোষ্ঠীকে কমিউনিস্ট কমরেডদের নাম জানিয়ে দেন। পার্টি কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তিনি তথাকথিত একটি 'আপৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি', 'দ্বিতীয় প্রাদেশিক কমিটি-গুলি', 'দ্বিতীয় আঞ্চলিক কমিটিগুলি' এবং 'ট্রেড ইউনিয়নসমূহে দ্বিতীয় ফ্র্যাকশন কমিটি' স্থাপন করেন এবং পার্টিতে বিভেদমূলক কাজকর্ম চালান। ১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।

৩। চ্যাঙ কুয়ো-তাও সম্পর্কে জানার জন্য বর্তমান খণ্ডের ৬৬ 'পৃষ্ঠার কাজের ধারা সংশোধন করুন' নামক প্রবন্ধের ৫নং টীকা দেখুন।

৪। ১৯২৭ সালের চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর চীনে ও কিছু সংখ্যক ট্রট্‌স্কিপন্থীদের উদ্ভব ঘটে। চেন তু-শিউ চক্রের সঙ্গে ও অন্যান্য দলত্যাগীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা ১৯২৯ সালে একটি ক্ষুদ্র প্রতিবিপ্লবী চক্র গড়ে তোলে এবং এই প্রতিবিপ্লবী প্রচার চালায় যে কুওমিনতাঙ ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করে ফেলেছে এবং তারা জনগণের বিরুদ্ধে একটি নোংরা সাম্রাজ্যবাদী-কুওমিনতাঙ হাতিয়ারে পরিণত হয়। চীনা ট্রট্‌স্কিপন্থীরা নির্লজ্জভাবে কুওমিনতাঙ-এর গোয়েন্দাবাহিনীতে যোগদান করে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর অপরাধী দলত্যাগী ট্রট্‌স্কির 'সাম্রাজ্যবাদী জাপান কর্তৃক চীন দখলে বাধা না দেওয়ার' আদেশ অনুসরণ করে তারা জাপানী গোয়েন্দাচক্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করে, তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে শুরু করে এবং জাপানী আক্রমণের সহায়ক সকল প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়।

৫। দশ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে জানার জন্য 'আমাদেব অধ্যায়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি', বর্তমান খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা, ৫নং টীকা দেখুন।

৬। লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট সৈন্যবাহিনী হুনানের রাজধানী চ্যাংসার বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় আক্রমণ অভিযান শুরু করে। শত্রু পরিখার আড়ালে দাঁড়িয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতিরোধের জন্য এবং বিমানবহর ও যুদ্ধ জাহাজের সমর্থন ওদের পেছনে থাকার জন্য দীর্ঘ আক্রমণ পরিচালনা সত্ত্বেও লালফৌজ ঐ শহরটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। এর মাঝে শত্রুর নতুন সৈন্যবাহিনী এসে সমবেত হতে শুরু করে এবং অবস্থা লালফৌজের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। কমরেড মাও সে-তুঙ প্রথম ফ্রন্ট সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের চ্যাংসা অবরোধকারী সৈন্যবাহিনীকে অপসারণের প্রয়োজন বোঝাতে শুরু করেন এবং তারপর তাদের উত্তর কিয়াংসির গুরুত্বপূর্ণ মূল একটি শহর কিউকিয়াং অবরোধের এবং অন্যান্য বড় বড় শহর আক্রমণের তাদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে তাদের রাজী করান ও তাদের নীতি পরিবর্তন করে, তাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে নিতে বলেন এবং হুনানের চালিং, য়ুসিয়েন ও লিলিং বিভাগ এবং কিয়াংসির পিং সিয়াং ও কিয়ান বিভাগগুলি দখল করে নিতে পরামর্শ দেন। এর ফলে প্রথম ফ্রন্ট বাহিনীর পক্ষে বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হওয়া সম্ভবপর হয়।

৭। কমরেড চু চিউ-পাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একবারে প্রথম দিককার অন্যতম একজন পার্টি-সদস্য ও একজন নেতা; ১৯২৩ থেকে ১৯২৮

সাল পর্যন্ত পার্টির তৃতীয়, চতুর্থ, ও ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় তিনি সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী, জন-বিরোধী কুওমিনতাঙ দক্ষিণপন্থীদের 'তাই চিং-তাও তত্ত্বের' বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে চেন তু-শিউর মাধ্যমে অভিব্যক্ত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের প্রতি কুওমিনতাঙ-এর বিশ্বাসঘাতকতার পর তিনি ৭ই আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি জরুরী সভা আহ্বান করেন এবং ঐ সভা পার্টিতে চেন তু-শিউবাদের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটায়। কিন্তু ১৯২৭ সালের শীতকাল থেকে ১৯২৮ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা পরিচালনাকালে তিনি জোর করে এগিয়ে চলার 'বামপন্থী' ভুলটি করেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পরিচালনা করেন; এই অধিবেশন পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর লি লি-সান লাইনের সমাপ্তি ঘটায়। ১৯৩১ সালের জানুয়ারীতে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কিন্তু 'বামপন্থী' গোঁড়া ও উপদলীয় লোকেরা তাঁকেই আক্রমণ করে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করে দেয়। ঐ সময় থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত লু স্যুন-এর সহযোগিতায় সাংহাইয়ে বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি কাজ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কিয়াংসির লাল ঘাঁটি এলাকায় এসে পৌঁছান এবং শ্রমিক ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকারের গণশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। লালফৌজের মূলবাহিনীর লং মার্চ শুরু করার পর তাকে কিয়াংসি ঘাঁটি এলাকায় থেকে যেতে বলা হয়। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে চু চিউ-পাই ফুকিয়েনের গেরিলা অঞ্চলে চিয়াং কাই-শেকের দস্যুবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং ১৮ই জুন ফুকিয়েন প্রদেশের চ্যাঙতিং-এ তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

৮। কমরেড লিন য়ু-নান ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিককার একজন সদস্য ও পার্টি নেতা এবং চীনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম দিককার একজন সংগঠক। চীনের ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদকমণ্ডলীর উহানের অফিসের পরিচালক, কর্মপরিষদের সদস্য এবং একই সঙ্গে নিখিল চীন ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন-এর তিনি সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। ১৯৩১ সালে চিয়াং-এর দস্যুবাহিনী তাঁকে সাংহাইয়ে গ্রেপ্তার করে এবং সাংহাই-এর

লুংহুয়াতে তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

৯। কমরেড লি চিউ-শী ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য; ১৯২৮ সালে তিনি চীনের কমিউনিস্ট **ইয়ুথ** লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন ও প্রচার দপ্তরের প্রধান ছিলেন এবং **চাইনিজ ইয়ুথ** পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩১ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার দপ্তরের কাজে লিপ্ত থাকার সময় চিয়াং কাই-শেকের দস্যুবাহিনীর হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং লুংহুয়াতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

১০। কমরেড হো মেং-শিয়াং ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য এবং উত্তর চীনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম দিককার একজন সংগঠক এবং পিকিং সুইয়ুয়ান রেলপথের রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ দল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর তিনি সাংহাইস্থ কমিউনিস্ট পার্টির কিয়াংসু প্রাদেশিক কমিটির একজন সদস্য ও কৃষক দপ্তরের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি চিয়াং কাই-শেকের দস্যুবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন এবং লুংহুয়াতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

১১। কমরেড চিন প্যাং-সিয়েন 'পো-কু' নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি সাংহাইয়ে পার্টির প্রথম অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রধান এবং তারপর লাল ঘাঁটি অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ব্যুরোর প্রধান ছিলেন। এই সময়ে তিনি 'বামপন্থী' লাইনের গুরুতর ভুলগুলি করেন। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম দিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দক্ষিণাঞ্চলীয় ব্যুরোতে তিনি কাজ করেন। ১৯৪১ সালের পর কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে তিনি ইয়েনানে **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকা এবং নয়াচীন সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। ১৯৪৫ সালের পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কুওমিনতাঙ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি চুংকিং যান। ইয়েনানে ফিরে আসার পথে এপ্রিলে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১২। কমরেড চু লি-চি 'বামপন্থী' ভুল করেছিলেন; তিনি ১৯৩৫ সালের শরৎকালে (শেনসি-কানসু সীমান্ত অঞ্চল ও উত্তর শেনসি নিয়ে

গঠিত) উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংস্থার একজন সদস্য হিসেবে এসে পৌঁছান। তিনি ওখানে অবস্থানকারী এবং 'বামপন্থী' ভুল পথ অনুসরণকারী কমরেড কুয়ো হাঙ-তাও-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী লাইনটি কার্যকর করেন এবং সঠিক লাইন অনুসরণকারী এবং ওখানে যাঁরা লালফৌজ গড়ে তুলেছিলেন ও উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলেছিলেন সেই লিউ চি-তান ও অন্যান্য কমরেডদের ঠেলে বের করে দেন। তারপর প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার কাজে তাঁরা গুরুতর ভুল করেন এবং সঠিক লাইন অনুসরণকারী বহু সংখ্যক কর্মীদের গ্রেপ্তার করেন এবং এভাবে উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় এক গুরুতর সংকটের সৃষ্টি করেন। ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লং মার্চের শেষে উত্তর শেনসিতে এসে উপনীত হন এবং এই 'বামপন্থী' ভুলগুলি সংশোধন করেন এবং লিউ চি-তান ও অন্যান্য কমরেডদের জেল থেকে মুক্ত করেন এবং উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলকে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেন।

১৩। জে. ভি. স্তালিন : 'চীন বিপ্লবের সমস্যাবলী' এবং 'চীনের বিপ্লব ও কমিনটার্নের কর্তব্য' (**রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ৯ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য) ; এবং 'চীনের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ,' (**রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, অষ্টম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

১৪। 'হুনানের কৃষক-আন্দোলনের অনুসন্ধান সম্পর্কিত রিপোর্ট', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৫। 'চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৬। ১৯২৯ সালের এপ্রিলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে চিংকাং পাহাড়ের ফ্রন্ট কমিটির চিঠি থেকে গৃহীত এবং 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে' নামক রচনায় উধৃত। **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৭। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?' এবং 'চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৮। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি ঘোষণায় বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল ও লালফৌজকে আক্রমণকারী কুওমিনতাঙ-এর সকল সৈন্যবাহিনীর কাছে তিনটি শর্তে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব করে: (১) বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল ও লালফৌজকে আক্রমণ করা বন্ধ করতে হবে; (২) জনগণকে স্বাধীনতা ও অধিকার দিতে হবে; এবং (৩) জনগণকে সশস্ত্র করে তুলতে হবে।

১৯। ১৯৩৪ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উপস্থাপিত এবং সুং চিং লিং (মাদাম সান ইয়াৎ-সেন) ও অন্যান্যদের স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত 'চীনের জনগণের জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মৌলিক কর্মসূচীতে ছয়টি শর্তের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে: (১) সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমবেত কর; (২) সারা দেশের জনগণকে সমবেত কর; (৩) সমস্ত জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত কর; (৪) চীনে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী-দের ও বিশ্বাসঘাতকদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহ কর; (৫) জাতীয় সশস্ত্র প্রতিরক্ষার জন্য নিখিল চীন কমিটি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোল; এবং (৬) জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধী সকল শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা কর এবং যে সকল দেশ সহৃদয় নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোল।

২০। জে. ভি. স্তালিন: 'চীনের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ', **রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, অষ্টম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২১। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে?' এবং 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২২। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে?', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৩। 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে', **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৪। জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি'; **রচনাবলী**, বাংলা

সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ষষ্ঠ খণ্ড, এবং 'সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে কিছু বক্তব্য', **রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, নবম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৫। 'চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রাম', মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৬। ঐ।

২৭। ঐ।

২৮। ১৯২৯ সালের এপ্রিলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিত চিংকাং পাহাড় ফ্রন্ট কমিটির চিঠি থেকে গৃহীত এবং 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে' নামক রচনায় উধৃত। মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৯। 'শত্রুর পঞ্চম অবরোধ ও দমনমূলক অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রসঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ প্রস্তাব' (সুনাইতে অনুষ্ঠিত সভার প্রস্তাব) থেকে।

৩০। 'চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা', মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড।

৩১। 'কর্মনীতি সম্পর্কে', মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, দ্বিতীয় খণ্ড।

৩২। লিউ শাও-চি: 'রুদ্ধদ্বার-নীতি এবং হঠকারিতার অবসান করুন।

৩৩। লিউ-শাও-চির 'শ্বেত এলাকার অতীত কাজকর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে চিঠি থেকে।

৩৪। লিউ শাও-চি: 'রুদ্ধদ্বার-নীতি এবং হঠকারিতার অবসান করুন।'

৩৫। লো মিং ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রাক্তন সদস্য। ১৯৩৩ সালে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় ঘাঁটি অঞ্চলের ফুকিয়েন প্রাদেশিক কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক। তিনি বলেছিলেন, যেহেতু পার্টি শাংহাং, য়ুংতিং ও পশ্চিম ফুকিয়েনের সীমান্তভাগে অবস্থিত এলাকায় অনেকটা কঠিন একটি পরিস্থিতির মুখে পড়েছে ওখানে পার্টির নীতি সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চলের নীতির চেয়ে স্বতন্ত্র হওয়া দরকার—এই অভিমতের জন্য 'বামপন্থীরা' তাকে আক্রমণ করে। 'বামপন্থীরা' ভুলভাবে ও অতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে তার অভিমতকে 'বিপ্লব সম্পর্কে

নৈরাশ্য ও হতাশা থেকে জাত সুবিধাবাদী-বিলুপ্তিবাদী পলায়ন ও পশ্চাদ-পসরণের একটি লাইন বলে অভিহিত করে এবং সাংগঠনিকভাবে তথাকথিত 'লো ফ্লিং লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' পরিচালনা করেন।

৩৬। নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয় কমরেড মাও সে-তুঙ কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের সময়ই চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লাল-ফৌজের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন এবং পরে তা অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং বর্তমান গণমুক্তি ফৌজের শৃংখলার বিধি হিসেবে গৃহীত হয়। যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে এই বিধি-গুলির বিষয়বস্তুর সামান্য পরিবর্তন লক্ষিত হতো তাই চীনে গণমুক্তি ফৌজের জেনারেল হেডকোয়ার্টার ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে নিম্নলিখিত বয়ানটি প্রকাশ করে:

নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম:

(১) আপনার সকল কাজে আদেশ মান্য করুন।

(২) জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সূঁচ বা একটুকরো সুতোও নেবেন না।

(৩) অধিকৃত প্রতিটি জিনিস জমা দিন।

মনোযোগের আটটি বিষয়:

(১) ভদ্রভাবে কথা বলুন।

(২) কোন জিনিস কিনলে তার উপযুক্ত দাম মিটিয়ে দিন।

(৩) কোন কিছু ধার করলে তা সবই ফিরিয়ে দেবেন।

(৪) কোন কিছু নষ্ট করে ফেললে তার দাম মিটিয়ে দিন।

(৫) জনগণকে আঘাত করবেন না বা গালমন্দ দেবেন না।

(৬) ফসলের ক্ষতি করবেন না।

(৭) স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে কোন সুযোগ নেবেন না।

(৮) বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবেন না।

৩৭। ১৯২৯ সালের এপ্রিলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিত চিং-কাং পাহাড় ফ্রন্ট কমিটির চিঠি থেকে গৃহীত এবং 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে' নামক রচনায় উধৃত। **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড।

৩৮। 'চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা', **মাও সে-তুঙ-এর**

নির্বাচিত রচনাবলী, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড।

৩৯। 'শত্রুর পঞ্চম "অবরোধ ও দমন" অভিযানকে ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ' থেকে; ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫।

৪০। ১৯২৯ সালে চতুর্থ লালফৌজের নবম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব বলতে 'পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে' প্রবন্ধটির কথা বোঝানো হচ্ছে; **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম খণ্ড।

৪১। ভি. আই. লেনিন: 'কী করতে হবে?', **সংকলিত রচনাবলী**; ইংরেজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশন সংস্থা, পঞ্চম খণ্ড।

৪২। জে. ভি. স্তালিন: 'কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কাজকর্ম', **রচনাবলী**, ইংরেজী সংস্করণ, বিদেশীভাষা প্রকাশনা সংস্থা, মস্কো, ১৯৫৪, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৯।

৪৩। 'আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি', বর্তমান খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৪। ব্ল্যাঙ্কিবাদ হচ্ছে ফ্রান্সে অগাস্তে ব্ল্যাঙ্কি (১৮০৫-১৮৮১ খ্রীঃ) কর্তৃক অভিব্যক্ত বৈপ্লবিক হঠকারিতার মতাদর্শ। ব্ল্যাঙ্কিপন্থীরা শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করত, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয় মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মানবজাতি পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবে বলে তারা কল্পনা করত।

৪৫। 'পর্বতকেন্দ্র প্রীতির' মানসিকতার জন্য 'আমাদের অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি', বর্তমান খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠার ৮নং টীকা দেখুন।

৪৬। ঐ।

জনগণের সেবা করুন

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী হচ্ছে বিপ্লবী বাহিনী। আমাদের এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপে জনগণের মুক্তির জন্য এবং পুরোপুরি জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করে। কমরেড চ্যাং জু-তে[১] ছিলেন এই বাহিনীরই অন্যতম কমরেড।

মানুষের মৃত্যু অবশ্যই হয়, কিন্তু মৃত্যুর তাৎপর্য ভিন্ন রকম হতে পারে। প্রাচীন চীনের স্জুমা ছিয়েন নামক একজন লেখক বলেছিলেন, 'মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তা থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী বা পাখির একটি পালকের চেয়েও হাল্কা হতে পারে।'[২] জনগণের জন্য যিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী; কিন্তু যে লোক ফ্যাসিষ্টদের জন্য খাটে বা জনগণের শোষণকারী ও অত্যাচারীদের জন্য মরে তার মৃত্যু পাখির পালকের চেয়েও হাল্কা। কমরেড চ্যাং জু-তে জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তাই তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী।

আমরা জনগণের সেবা করি, তাই আমাদের কোন ত্রুটি থাকলে তা দেখিয়ে দিয়ে কোন ব্যক্তি আমাদের সমালোচনা করলে আমরা তাতে ভয় করি না। যিনিই হোন না কেন সকলেই আমাদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারেন। যদি তাঁর কথা ঠিক হয়, তাহলে আমরা তা শুধরে নেব। তিনি যা প্রস্তাব করবেন তাতে যদি জনগণের উপকার হয় তবে আমরা তাঁর প্রস্তাব অনুসারেই কাজ করব। 'উন্নততর সৈন্য এবং সহজতর প্রশাসন' এই মত পেশ করেছিলেন মিঃ লি তিং-মিং[৩]; তিনি একজন কমিউনিস্ট নন। তিনি ভাল এবং জনগণের পক্ষে হিতকর একটি প্রস্তাবই দিয়েছিলেন এবং আমরা তা গ্রহণ করেছি। যা ভাল তা জনগণের স্বার্থে যদি আমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি এবং যা ভুল তা জনগণের স্বার্থে যদি আমরা সংশোধন করি, তাহলে আমাদের এই বাহিনী অবশ্যই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।

সরাসরি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ দপ্তরগুলি কর্তৃক আহূত কমরেড চ্যাং জু-তের স্মৃতিসভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেন।

দেশের সকল অংশ থেকে আমরা এসেছি এবং একই সাধারণ বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে একত্র মিলিত হয়েছি আর সমগ্র দেশের বিপুল সংখ্যাধিক জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই লক্ষ্যের পথে আমাদের এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আজ ইতিমধ্যেই আমরা নয় কোটি দশ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট ঘাঁটি এলাকার নেতৃত্ব করছি[৪], কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়; একে আরও আরও বিস্তৃত করা উচিত, তাহলেই আমরা সমগ্র জাতির মুক্তি অর্জন করতে পারব। দুঃখকষ্টের সময়ে আমাদের সাফল্যগুলিকে ভুলে থাকলে চলবে না, আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকেও দেখতে হবে এবং আমাদের সাহসকে বাড়িয়ে যেতে হবে। চীনের জনগণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করছেন, তাঁদের বাঁচানো আমাদের কর্তব্য এবং তাই তৎপরতা সহকারে আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম হলে বলিদান অনিবার্য, মৃত্যু সাধারণ ঘটনা মাত্র। কিন্তু আমরা যদি জনগণের স্বার্থ এবং ব্যাপক সংখ্যাধিক জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা মনে রেখে জনগণের জন্য মৃত্যু বরণ করি, তাহলে আমাদের মৃত্যু সার্থক হবে। তবে অনাবশ্যক প্রাণদান পরিহার করার জন্য আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। আমাদের কর্মীদের প্রত্যেকটি সৈনিকের প্রতিযত্নবান হতে হবে, বিপ্লবী বাহিনীর সমস্ত লোককেই পরস্পরের যত্ন নিতে হবে, পরস্পরকে ভালবাসতে হবে এবং সাহায্য করতে হবে।

এখন থেকে আমাদের বাহিনীতে যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তিনি একজন পাচক বা সৈনিক যাই হোন না কেন, যদি তিনি কিছুটা হিতকর কাজ করে থাকেন তবে তাঁর সম্মানার্থে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শোকসভার আয়োজন আমাদের করতে হবে। এটা একটা নিয়ম হওয়া উচিত। জনসাধারণের মধ্যেও এটার প্রচলনকরা উচিত। কোন গ্রামে যখন কেউ মারা যাবেন তখন একটি শোকসভার আয়োজন করা হোক। এভাবে মৃতের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শোক প্রকাশ করতে পারব এবং সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারব।

টীকা

১। কমরেড চ্যাং জু তে ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রহরী বাহিনীর একজন সৈনিক। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এই কমরেড আনুগত্য সহকারে জনগণের সেবা করে গেছেন। তিনি ১৯৩৩ সালে বিপ্লবে

যোগদান করেন ; তিনি লং মার্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কর্মরত অবস্থায় আহত হন। উত্তর শেনসির আনসাই জেলার পাহাড়ে কাঠকয়লা তৈরী করার সময় ১৯৪৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আকস্মিক একটি পাথর চাপা পড়ে তিনি নিহত হন।

২। সুজুমা ছিয়েন ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর চীনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি **হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্** নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। বর্তমান উধৃতিটি নেওয়া হয়েছে 'জেন শাও-চিং-এর পত্রের জবাব' নামক তাঁর রচনা থেকে।

৩। লি তিং মিং উত্তর শেনসি প্রদেশের একজন আলোকপ্রাপ্ত জমিদার। একটা সময়ে তিনি শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের উপ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৪। এই ছিল ঐ সময়ে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ চীনের অন্য সকল মুক্ত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা।

দুই-দশ উৎসব উপলক্ষে চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতা প্রসঙ্গে

১১ই অক্টোবর, ১৯৪৪

দুই-দশ[১] উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার চূড়ান্ত অন্তঃসারশূন্যতা এবং জনগণ যেসব প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে বিচলিত সেইসব কোন প্রশ্নেরই উত্তর দানে নিতান্ত অক্ষমতা। চিয়াং কাই-শেক বলেছেন, শত্রুকে ভয় করার কিছু নেই কেননা এখন মহান পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় বিশাল অঞ্চল রয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত স্বৈরাচারী কুওমিনতাঙ নেতারা রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের বা শত্রুকে পরাভূত করার কোন বাসনা বা ক্ষমতাই প্রদর্শন করেননি এবং শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য ভৌগোলিক অঞ্চলই হচ্ছে তাদের একমাত্র মূলধন'। কিন্তু সকলের কাছেই এটা অত্যন্ত সহজ-সরল যে সঠিক নীতি ছাড়া এবং মানুষের চেষ্টা ছাড়া শুধু এই মূলধনই যথেষ্ট নয়, কারণ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিদিনই অবশিষ্ট অঞ্চলকে বিপন্ন করে চলেছে। এটা খুবই সম্ভব যে চিয়াং কাই-শেক এই বিপদ সম্পর্কে তীব্রভাবে বুঝতে পারছেন কারণ এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি বারেবারে জনসাধারণকে এই যে আশ্বাস দিয়ে আসছিলেন যে ওরকম কোন বিপদই নেই এমনকি এই কথাই বলেছিলেন যে, 'ওহামপোয়া মিলিটারী একাডেমিতে[২] সৈন্যবাহিনী আমি যখন প্রতিষ্ঠা করি তার পরের কুড়ি বছরে বিপ্লবী পরিস্থিতি আজকের মতো আর কোন সময়ই এত মজবুত ছিল না।' তিনি অবিরাম বলেই চলেছেন, 'আমাদের আত্মবিশ্বাস হারালে চলবে না' যার আসল নির্গলিতার্থ হচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর সভ্য-সাধারণের বহুজনের মধ্যে এবং কুওমিনতাঙ ঘাঁটি অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই বিশ্বাসে ভাটা দেখা দিয়েছে। চিয়াং চারিদিকে হাত-পা ছুঁড়ে যেনতেন প্রকারে এই বিশ্বাসটাকেই চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা-চরিত্র করছেন। কিন্তু এরকম কোন পথের সন্ধান রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ও কার্যকলাপ যাচাই করে

নয়া চীন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সংবাদ-ভাষ্যটি কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন।

বের করার পরিবর্তে তিনি সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন এবং তার ভুলগুলিকে রং চড়িয়ে চালিয়েই যাচ্ছেন। তিনি বলছেন 'বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা 'বিষয়টির মূল সম্পর্কেই অজ্ঞ' এবং 'আমাদের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী সমালোচনার বহর আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলাকে' সরল বিশ্বাসে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করারই পরিণাম। অথচ খুবই কৌতুকের বিষয় হচ্ছে এই যে ফ্রাঙ্কলিন ডিঃ রুজভেল্ট এবং কুওমিনতাঙ-এরই সুং চিং লিং-এর মতো সদস্যবৃন্দ, জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের বহু সদস্য এবং বিবেক বিসর্জন দেননি এমন সকল চীনাবাসীই চিয়াং কাই-শেকের ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের উপস্থাপিত এই আপাতমধুর ব্যাখ্যাকে অবিশ্বাস করছেন এবং তাঁরাও 'আমাদের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সমালোচনার বহর' ছড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। চিয়াং কাই-শেক বিরক্ত হয়েছেন কিন্তু এই বছরের দুই-দশ উৎসবের আগে তিনি এই যাকে বলেছেন মোক্ষম যুক্তি তা আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি, তা হচ্ছে, এই লোকজনেরা 'আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলাকে' বিশ্বাস করে বসেছেন। তাই তাঁর বক্তৃতায় চিয়াং কাই-শেক তীব্র ভাষায় বিস্তারিতভাবে 'আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলার' বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন। তিনি আপন মনে ভাবছেন যে এই নিন্দা জ্ঞাপনের পর তিনি সকল চীনা ও বিদেশীদেরই মুখ বন্ধ করে দিতে পারবেন। আর তার পরও যদি কেউ আবার তার সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে 'সমালোচনার বহর' শুরু করেন তবে বুঝতে হবে তিনি হচ্ছেন 'আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলায়' বিশ্বাসী। আমরা চিয়াং কাই-শেকের এই অভিযোগকে চূড়ান্ত হাস্যকর বলেই মনে করি। কারণ আক্রমণকারীরা এবং তাদের চীনা সহযোগীরা কুওমিনতাঙকে তার স্বৈরতন্ত্র, তার দায়সারাভাবে যুদ্ধ পরিচালনা, তার দুর্নীতি ও অপদার্থতার জন্য, তার ফ্যাসিবাদী হুকুমনামা ও তার সরকারের পরাজয়বাদী সামরিক আদেশাবলীর জন্য কোন সময়ই সমালোচনা করেননি এবং উল্টোদিকে উষ্ণ প্রশংসাই জ্ঞাপন করেছে। চিয়াং কাই শেকের **চীনের ভবিষ্যৎ** বইখানিকে সাধারণভাবে অপছন্দ করা হলেও তা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট থেকে ঐকান্তিক ও অবিরাম প্রশংসাই অর্জন করেছে। আক্রমণকারীরা ও তাদের চীনা

সহযোগীরা জাতীয় সরকারের এবং তার সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলীর পুনর্গঠন সম্পর্কে একটি কথাও কোনকালে বলেনি কারণ এই যে সরকার ও সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী জনগণকে নিপীড়ন করে চলেছে এবং যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে চলেছে তা বজায় থাকুক. এই তো তাদের একান্ত বাসনা। এটা কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে চিয়াং কাই শেক ও তার গ্রুপটি সব সময়ই আত্মসমর্পণের জন্য জাপানী প্রলোভনের একটি লক্ষ্যবস্তু হয়ে রয়েছে? এটাও কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে প্রথমে যে দুটি শ্লোগান জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা হাজির করেছিল তার মধ্যে একটি, অর্থাৎ 'কুওমিনতাঙকে ধ্বংস কর!' এই শ্লোগানটি বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং শুধু অন্যটি, অর্থাৎ 'কমিউনিস্টদের বিরোধিতা কর! এই শ্লোগানটিই বহাল রয়েছে? এই মুহূর্ত পর্যন্ত জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীরা কুওমিনতাঙ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি এবং তারা বলছে জাপান ও কুওমিনতাঙ সরকারের মধ্যে কোন যুদ্ধাবস্থা বর্তমান নেই! এই মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণকারীরা ও তাদের চীনা সহযোগীরা সাংহাই নানকিং, নিংপো প্রভৃতি স্থানের কুওমিনতাঙ হোমরাচোমরাদের সম্পত্তিকে অতি যত্নে পাহারা দিয়ে রেখেছে। শত্রুপক্ষের দলপতি সুনরোকু হাতা তার প্রতিনিধি-দের ফেংহুয়াতে চিয়াং কাই-শেকের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিমন্দিরে পূজো দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছে। সাংহাই এবং অন্যত্র চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বস্ত অনু-গামীদের প্রেরিত গোপন দূতেরা জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে প্রায় অবিরাম যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে ও সংগোপনে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। জাপানীরা যখন তাদের আক্রমণ জোরদার করে তখনই এইসব যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা খুবই বেড়ে যায়। এসব কি বাস্তব সত্য নয়? যারা চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর গোষ্ঠীর সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে 'সমালোচনার বহর' চালাচ্ছেন তাঁরা 'বিষয়টির মূল সম্পর্কে অজ্ঞ', না উল্টে, তাঁরা এ সম্পর্কে বিশেষভাবেই তথ্যাভিজ্ঞ? যাই হোক 'বিষয়টির' মূলকে' কোথায় পাওয়া যাবে, 'আক্রমণকারীগণ ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলার' মধ্যে, না চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে?

তাঁর বক্তৃতায় অন্য একটি বিবৃতিতে চিয়াং কাই-শেক চীনে গৃহযুদ্ধ বাধবে একথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি যোগ করে দিয়েছেন, 'নিশ্চয়ই এরপর আর কেউই ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্যদের মতো সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে

আবার বিদ্রোহ করতে এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করতে দুঃসাহস করবে না।' এখানে চিয়াং কাই-শেক গৃহযুদ্ধের একটি অজুহাত খুঁজছেন এবং আসলে দেখা যাচ্ছে একটি অজুহাত পেয়েও গেছেন। চীনাদের মধ্যে যাঁরই স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি তাঁর মনে পড়বে ১৯৪১ সালে এই সময়টিতেই চীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকেরা নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার হুকুম জারী করছিল এবং চীনের জনগণ যখন গৃহযুদ্ধের সংকটকে পরিহার করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন চিয়াং কাই-শেক একটি বক্তৃতা করে বলেছিলেন যে 'কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য' কোন সময়ই যুদ্ধ করা হবে না এবং যদি যুদ্ধ করতেই হয় তবে তা হবে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য একটি শাস্তিমূলক অভিযান মাত্র। যাঁরা **চীনের ভবিষ্যৎ** পড়েছেন তাঁদেরই মনে পড়বে চিয়াং কাই-শেকের সেই মন্তব্যটি, যেখানে তিনি বলেছিলেন উহানের সরকারের যুগে ১৯২৭ সালের সময়ই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াং চিং-ওয়েই এর সঙ্গে 'দল পাকিয়েছিল।' কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবে ১৯৪৩ সালেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গায়ে 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত- সৃষ্টি করার ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করার' আটটি শব্দের একটি লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বর্তমান বক্তৃতা পড়ে মনে হবে গৃহযুদ্ধ যে বেধে গেছে তাই নয়, তা আসলে বেশ জোরেই এগিয়ে চলেছে। এখন থেকে চীনা জনগণকে খুব স্পষ্ট করে এ কথা মনে রাখতে হবে, যে-কোন দিনই চিয়াং কাই-শেক তথাকথিত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযানের হুকুমজারী করে দিতে পারেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে তারা সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে,' 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে' এবং 'ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্যরা যা করেছে' তারাও তাই করছে। এই খেলায় চিয়াং বেশ চৌকশ খেলোয়াড়; তিনি প্যাঙ পিং-সুন, সান লিয়াং-চেংও চেন শিয়াও-চিয়াং প্রভৃতি লোককে বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করতে বা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণ করতে একেবারেই পারেন না কিন্তু মধ্য চীনে নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী ও শানসির প্রাণ-কবুল-করা বাহিনীটিকে[8] 'বিদ্রোহী' অপবাদে আখ্যায়িত করে দিতে খুবই ওস্তাদ এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণ করতে তিনি বিশেষভাবেই পারদর্শী। চীনের জনগণকে ভুলে গেলে চলবে না, যখন তিনি বলছেন যে তিনি গৃহযুদ্ধ লড়বেন না, তার আগেই চিয়াং কাই-শেক ৭, ৭৫,০০০ জন সৈন্যকে বিশেষভাবে

দায়িত্ব দিয়ে অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং দক্ষিণ চীনে জনগণের গেরিলা বাহিনীকে ঘেরাও করে রাখার জন্য বা আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেছেন।

চিয়াং কাই-শেকের বক্তৃতায় দেখার মতো ইতিবাচক কোন কিছুই নেই এবং জাপ-বিরোধী ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার চীনা জনগণের আকুল আগ্রহকে মেটাবার মতো কিছুই তিনি করেননি। নেতিবাচক দিক থেকে তাঁর বক্তৃতা বিপজ্জনক সম্ভাব্য পরিণতিতে ভরা। তাঁর মনোভাব ক্রমেই বেশি বেশি করে গোলমেলে হয়ে উঠছে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য জনগণের দাবির বিরুদ্ধে তাঁর কট্টর প্রতিরোধ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর সুতীব্র ঘৃণা এবং কমিউনিস্ট বিরোধী গৃহযুদ্ধের জন্য তাঁর প্রস্তুতির অজুহাতের প্রতি ইঙ্গিত থেকেই তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এই চক্রান্তের কোনটিতেই তিনি সফল হবেন না। তিনি যদি তাঁর গতিবিধি সংশোধন না করেন, তাহলে যে পাথরটি তিনি তুলছেন তা তাঁর পায়েই পড়বে এবং তাঁর আঙুলগুলিকেই একেবারে থেতলে দেবে। আমরা একান্তভাবেই আশা করি তিনি তাঁর গতিবিধি পরিবর্তন করবেন কারণ তাঁর বর্তমান কাজকর্মের গতিধারা তাঁকে আদৌ কোন মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে না। যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন যে অভিমত ব্যক্ত করার ব্যাপারে অধিকতর সুযোগ দেওয়া হবে'[৫] তাই 'আক্রমণকারী ও তাদের চীনা সহযোগীদের প্রচারিত গুজব ও ছলাকলা' স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে চলেছেন এই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জনগণের 'সমালোচনার বহরকে' কণ্ঠরুদ্ধ করার ভয়ভীতি দেখানো তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন 'রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত করা হবে', তাই সরকার ও তাঁর সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী পুনর্গঠনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পক্ষে উচিত কাজ হবে না। যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন 'কমিউনিস্ট সমস্যাটিকে রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করা হবে', তাই গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির আবার অজুহাত খোঁজা তাঁর পক্ষে উচিত কাজ হবে না।

টীকা

১। 'দুই-দশ' হচ্ছে অক্টোবরের যে দশ তারিখে উহানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯১১ সালের বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল তারই বার্ষিক উৎসবের দিন।

২। ক্যান্টনের নিকটে ওহামপোয়াতে ১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় কুও-মিনতাঙকে পুনর্গঠিত করার পর ওহামপোয়া মিলিটারী একাডেমিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের প্রতি চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাস-ঘাতকতার আগে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তভাবে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন। কমরেড চৌ এন-লাই, ইয়ে চিয়েন-ইং, যুন তাই-ইং, সিয়াও চু হু ও অন্যান্যরা নানা সময়ে এই একাডেমিতে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহু সংখ্যক ক্যাডেটই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগের সদস্য এবং তাঁরাই ঐ একাডেমির বিপ্লবী মর্মকেন্দ্রটি গড়ে তুলেছিলেন।

৩। প্যাঙ পিং-স্যুন, সান লিয়াং-চেং ও চেন শিয়াও-চিয়াং হচ্ছেন সেইসব কুওমিনতাঙ সেনাপতিবৃন্দ যারা প্রকাশ্যে দলত্যাগ করে জাপানী আক্রমণ-কারীদের সঙ্গে যোগদান করে।

৪। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ও পরিচালনাধীনে জনগণের যে জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী শানসিতে গড়ে ওঠে তাই হচ্ছে 'প্রাণ-কবুল-করা বাহিনী।'

৫। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে কুওমিনতাঙ ঘোষণা করে 'অভিমত ব্যক্ত করার ব্যাপারে অধিকতর সুযোগ দেওয়া হবে'। তার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ধোঁকা দেওয়া কারণ কুওমিনতাঙ-এর একনায়কতন্ত্রের অবসান করা হোক, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হোক এই দাবিটি কুওমিনতাঙ এলাকায় ঐ বছরের প্রথম দিক থেকে সর্বসাধারণের একটি দাবি হয়ে উঠেছিল। মে মাসে কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আবার ঘোষণা করে যে তা 'বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা করবে'। কিন্তু বাধ্য হয়ে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার একটিও কুওমিনতাঙ কোনকালে রক্ষা করেনি এবং গণতন্ত্রের দাবিতে জনগণের দাবি যখন অগ্রসর হয়ে চলতেই থাকল তখন কুওমিনতাঙ জনমতকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণকে বহুগুণে বাড়িয়েই দেয়।

সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্তফ্রন্ট

৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৪

আমাদের সকল কাজের লক্ষ্যই হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা। হিটলারের মতোই জাপানী সাম্রাজ্যবাদও তার শেষ মুহূর্তে উপনীত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে কারণ একমাত্র তাহলেই আমরা চূড়ান্তভাবে তাকে উৎখাত করে দিতে পারব। আমাদের কাজকর্মে প্রথমেই আসে যুদ্ধের প্রশ্নটি, তারপর উৎপাদনে, আর তারপরে আসে সাংস্কৃতিক কাজকর্মের প্রশ্ন। যে সৈন্যবাহিনীর সংস্কৃতিবোধ নেই তা একটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন একটি সৈন্যবাহিনী শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না।

মুক্ত এলাকার সংস্কৃতিতে ইতিমধ্যেই একটি প্রগতিশীল দিক গড়ে উঠেছে কিন্তু তার একটা পশ্চাৎমুখী দিকও রয়েছে। মুক্ত এলাকাতে ইতিমধ্যেই একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে জনগণের একটি সংস্কৃতি কিন্তু এখনো সামন্ততন্ত্রের বেশ কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের পনের লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দশ লক্ষই নিরক্ষর, এবং দু' হাজার ডাইনীবিদ্যা বিশারদ এখানে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষেরা নানাবিধ কুসংস্কারে এখনো আচ্ছন্ন। এইগুলি হচ্ছে মানুষের মনের ভেতরের শত্রু। অনেক সময় দেখা যায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেয়ে জনগণের মনের ভেতরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আরও বেশি কঠিন। জনগণকে ডাক দিয়ে আমাদেরকেই বলতে হবে তাদের নিরক্ষতার, কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যকর বদভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। এই সংগ্রামের জন্য একটি ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের মতো স্থানে এই যুক্তফ্রন্টকে বিশেষভাবে ব্যাপকভিত্তিক হতে হবে, এখানকার জনবসতি বিক্ষিপ্ত ও বিরল, যোগাযোগ ব্যবস্থা পশ্চাদ্‌পদ এবং সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তিটি নীচু মানের এবং তার ওপর একটা

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রের কর্মীদের একটি সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

যুদ্ধ লড়তে হচ্ছে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষাক্রমে শুধু নিয়মিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেই চলবে না তার সঙ্গে থাকা চাই বিক্ষিপ্ত, নিয়মের বাঁধনমুক্ত গ্রামীণ বিদ্যালয়, সংবাদপত্র পড়ুয়াদের গোষ্ঠী এবং অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। শুধু আধুনিক ধাঁচের বিদ্যালয় নয়, আমাদের পুরানো ধারার গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিকেও ব্যবহার করা ও নতুন রূপদান করা চাই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমাদের শুধু আধুনিক নাটক থাকলেই চলবে না, শেনসিতে প্রচলিত অপেরা এবং ইয়াংকো নৃত্যও আমাদের চাই। আমাদের শুধু নতুন শেনসি অপেরা এবং নতুন ইয়াংকো নৃত্য থাকলেই চলবে না, আমাদের প্রাচীন অপেরা কোম্পানীগুলিকে ও প্রাচীন ইয়াংকো দলগুলিকেও কাজে লাগানো চাই এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে রূপান্তরিত করে তোলা চাই, কারণ ঐ সাবেক দলগুলিই হচ্ছে মোট ইয়াংকো দলগুলির শতকরা নব্বই ভাগ। ঔষধপত্রের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আরও বেশি। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে মানুষ ও পশুর মৃত্যুর হার দুটিই খুব বেশি, আর তাছাড়া বহু লোক এখনো ডাইনীবিদ্যায় বিশ্বাস করে। এই পরিস্থিতিতে, শুধু আধুনিক ডাক্তারদের দিকে চেয়ে নির্ভর করে থাকা কোন সমাধান নয়। অবশ্য আধুনিক ডাক্তারদের সাবেকী ধাঁচের ডাক্তার-বৈদ্যের চেয়ে সুবিধা অনেক বেশি রয়েছে কিন্তু তাঁরা যদি জনসাধারণের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা না ভাবেন, জনগণের জন্য চিকিৎসকদের শিক্ষিত করে না তোলেন এবং সীমান্ত অঞ্চলের সহস্রাধিক পুরানো ধাঁচের ডাক্তার ও পশু-চিকিৎসকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হন এবং তাদের অগ্রগতিলাভে সহায়তা না করেন তাহলে আসলে তাঁরা ডাইনী-চিকিৎসকদেরই সাহায্য করবেন এবং মানুষ ও পশুমৃত্যুর উচ্চহারের প্রতি উদাসীনতাই প্রকাশ করবেন। যুক্তফ্রন্টের দুটিই মূলনীতি রয়েছে: প্রথমটি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমালোচনা করা, শিক্ষা দেওয়া ও রূপান্তরিত করে তোলা। যুক্তফ্রন্টে আত্মসমর্পণ করা ভুল হবে এবং তেমনি নিজেদের বিশিষ্টতা বোধ থেকে ও অন্যদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব থেকে সংকীর্ণতাবাদও ভুল হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সকল বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও পুরানো ধাঁচের চিকিৎসকদের মধ্যে যাঁরাই হিতকর হতে পারে তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাঁদের সাহায্য করা, তাঁদের আমাদের মতের সপক্ষে নিয়ে আসা এবং তাঁদের রূপান্তরিত করে তোলা। তাঁদের রূপান্তরিত করে তোলার জন্য প্রথমেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তা

যদি আমরা যথোপযুক্তভাবে করি তবে তাঁরা আমাদের সাহায্যকে স্বাগতই জানাবেন।

আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে জনগণের সংস্কৃতি। আমাদের সংস্কৃতি-কর্মীদের বিপুল উদ্দীপনা ও নিষ্ঠা সহকারে জনগণকেই সেবা করতে হবে এবং জনগণের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে, জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের চলবে না আর তা করতে হলে জনগণের প্রয়োজন ও বাসনা অনুসারেই তাঁদের কাজ করতে হবে। জনগণের জন্য যে কাজই করা হোক তা জনগণের চাহিদা অনুযায়ীই করতে হবে, যত সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিতই হোন না কেন কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুসারে তা করা চলবে না। প্রায়ই দেখা যায় বাস্তব দিক থেকে জনসাধারণের একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ভাবনার দিক থেকে তারা তখনো ঐ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি বা ঐ পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে ইচ্ছুক বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। এরকম ক্ষেত্রে, আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অধিকাংশ এই পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে ইচ্ছুক হয়ে উঠছে বা ঐ পরিবর্তন সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছে ততক্ষণ ঐ পরিবর্তন নিয়ে আসা আমাদের দিক থেকে উচিত হবে না। অন্যথায় আমরা জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। যদি তারা সচেতন ও ইচ্ছুক না হয়, যে কাজে তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তাহলে সেই কাজ করতে গেলে তা নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। 'তাড়াহুড়ো করলে সফল হওয়া যায় না' এই জনপ্রবাদের অর্থ এই নয় যে আমরা দ্রুত কাজ করব না, তার অর্থ হচ্ছে আমাদের উগ্র হলে চলবে না; উগ্রতা পরিণামে শুধু ব্যর্থতাই ডেকে আনবে। যে-কোন কাজের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য এবং বিশেষ করে যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত কাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের চিন্তাধারায় রূপান্তর নিয়ে আসা, সেক্ষেত্রে আরও বেশি করে সত্য। এক্ষেত্রে দুটি মূল নীতি রয়েছে: একটি হচ্ছে তাদের কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমাদের কল্পনাবিলাস নয়, জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনটি কী তা নিরূপণ করা, এবং অন্যটি হচ্ছে, জনগণের হয়ে আমাদের মনস্থির করা নয়, জনগণকেই তাদের নিজেদের মনস্থির করে তারা কী চায়, কী তাদের ইচ্ছা তা নিরূপণ করতে দেওয়া।

সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্তফ্রণ্ট

৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৪

আমাদের সকল কাজের লক্ষ্যই হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা। হিটলারের মতোই জাপানী সাম্রাজ্যবাদও তার শেষ মুহূর্তে উপনীত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে কারণ একমাত্র তাহলেই আমরা চূড়ান্তভাবে তাকে উৎখাত করে দিতে পারব। আমাদের কাজকর্মে প্রথমেই আসে যুদ্ধের প্রশ্নটি, তারপর উৎপাদনে, আর তারপরে আসে সাংস্কৃতিক কাজকর্মের প্রশ্ন। যে সৈন্যবাহিনীর সংস্কৃতিবোধ নেই তা একটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন একটি সৈন্যবাহিনী শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না।

মুক্ত এলাকার সংস্কৃতিতে ইতিমধ্যেই একটি প্রগতিশীল দিক গড়ে উঠেছে কিন্তু তার একটা পশ্চাৎমুখী দিকও রয়েছে। মুক্ত এলাকাতে ইতিমধ্যেই একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে জনগণের একটি সংস্কৃতি কিন্তু এখনো সামন্ততন্ত্রের বেশ কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের পনের লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দশ লক্ষই নিরক্ষর, এবং দু' হাজার ডাইনীবিদ্যা বিশারদ এখানে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষেরা নানাবিধ কুসংস্কারে এখনো আচ্ছন্ন। এইগুলি হচ্ছে মানুষের মনের ভেতরের শত্রু। অনেক সময় দেখা যায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেয়ে জনগণের মনের ভেতরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আরও বেশি কঠিন। জনগণকে ডাক দিয়ে আমাদেরকেই বলতে হবে তাদের নিরক্ষতার, কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যকর বদভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। এই সংগ্রামের জন্য একটি ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের মতো স্থানে এই যুক্তফ্রণ্টকে বিশেষভাবে ব্যাপকভিত্তিক হতে হবে, এখানকার জনবসতি বিক্ষিপ্ত ও বিরল, যোগাযোগ ব্যবস্থা পশ্চাদ্‌পদ এবং সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তিটি নীচু মানের এবং তার ওপর একটা

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রের কর্মীদের একটি সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

যুদ্ধ লড়তে হচ্ছে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষাক্রমে শুধু নিয়মিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেই চলবে না তার সঙ্গে থাকা চাই বিক্ষিপ্ত, নিয়মের বাঁধনমুক্ত গ্রামীণ বিদ্যালয়, সংবাদপত্র পড়ুয়াদের গোষ্ঠী এবং অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। শুধু আধুনিক ধাঁচের বিদ্যালয় নয়, আমাদের পুরানো ধারার গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিকেও ব্যবহার করা ও নতুন রূপদান করা চাই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমাদের শুধু আধুনিক নাটক থাকলেই চলবে না, শেন-সিতে প্রচলিত অপেরা এবং **ইয়াংকো** নৃত্যও আমাদের চাই। আমাদের শুধু নতুন শেনসি অপেরা এবং নতুন **ইয়াংকো** নৃত্য থাকলেই চলবে না, আমাদের প্রাচীন অপেরা কোম্পানীগুলিকে ও প্রাচীন **ইয়াংকো** দলগুলিকেও কাজে লাগানো চাই এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে রূপান্তরিত করে তোলা চাই, কারণ ঐ সাবেক দলগুলিই হচ্ছে মোট **ইয়াংকো** দলগুলির শতকরা নব্বই ভাগ। ঔষধপত্রের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আরও বেশি। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে মানুষ ও পশুর মৃত্যুর হার দুটিই খুব বেশি, আর তাছাড়া বহু লোক এখনো ডাইনীবিদ্যায় বিশ্বাস করে। এই পরিস্থিতিতে, শুধু আধুনিক ডাক্তারদের দিকে চেয়ে নির্ভর করে থাকা কোন সমাধান নয়। অবশ্য আধুনিক ডাক্তারদের সাবেকী ধাঁচের ডাক্তার-বৈদ্যের চেয়ে সুবিধা অনেক বেশি রয়েছে কিন্তু তাঁরা যদি জনসাধারণের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা না ভাবেন, জনগণের জন্য চিকিৎসকদের শিক্ষিত করে না তোলেন এবং সীমান্ত অঞ্চলের সহস্রাধিক পুরানো ধাঁচের ডাক্তার ও পশু-চিকিৎসকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হন এবং তাদের অগ্রগতিলাভে সহায়তা না করেন তাহলে আসলে তাঁরা ডাইনী-চিকিৎসকদেরই সাহায্য করবেন এবং মানুষ ও পশুমৃত্যুর উচ্চহারের প্রতি উদাসীনতাই প্রকাশ করবেন। যুক্তফ্রণ্টের দুটিই মূলনীতি রয়েছে: প্রথমটি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমালোচনা করা, শিক্ষা দেওয়া ও রূপান্তরিত করে তোলা। যুক্তফ্রণ্টে আত্মসমর্পণ করা ভুল হবে এবং তেমনি নিজেদের বিশিষ্টতা বোধ থেকে ও অন্যদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব থেকে সংকীর্ণতাবাদও ভুল হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সকল বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও পুরানো ধাঁচের চিকিৎসকদের মধ্যে যাঁরাই হিতকর হতে পারে তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাঁদের সাহায্য করা, তাঁদের আমাদের মতের সপক্ষে নিয়ে আসা এবং তাঁদের রূপান্তরিত করে তোলা। তাঁদের রূপান্তরিত করে তোলার জন্য প্রথমেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তা

যদি আমরা যথোপযুক্তভাবে করি তবে তাঁরা আমাদের সাহায্যকে স্বাগতই জানাবেন।

আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে জনগণের সংস্কৃতি। আমাদের সংস্কৃতি-কর্মীদের বিপুল উদ্দীপনা ও নিষ্ঠা সহকারে জনগণকেই সেবা করতে হবে এবং জনগণের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে, জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের চলবে না আর তা করতে হলে জনগণের প্রয়োজন ও বাসনা অনুসারেই তাঁদের কাজ করতে হবে। জনগণের জন্য যে কাজই করা হোক তা জনগণের চাহিদা অনুযায়ীই করতে হবে, যত সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিতই হোন না কেন কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুসারে তা করা চলবে না। প্রায়ই দেখা যায় বাস্তব দিক থেকে জনসাধারণের একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ভাবনার দিক থেকে তারা তখনো ঐ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি বা ঐ পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে ইচ্ছুক বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। এরকম ক্ষেত্রে, আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অধিকাংশ এই পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে ইচ্ছুক হয়ে উঠছে বা ঐ পরিবর্তন সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছে ততক্ষণ ঐ পরিবর্তন নিয়ে আসা আমাদের দিক থেকে উচিত হবে না। অন্যথায় আমরা জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। যদি তারা সচেতন ও ইচ্ছুক না হয়, যে কাজে তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তাহলে সেই কাজ করতে গেলে তা নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। 'তাড়াহুড়ো করলে সফল হওয়া যায় না' এই জনপ্রবাদের অর্থ এই নয় যে আমরা দ্রুত কাজ করব না, তার অর্থ হচ্ছে আমাদের উগ্র হলে চলবে না; উগ্রতা পরিণামে শুধু ব্যর্থতাই ডেকে আনবে। যে-কোন কাজের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য এবং বিশেষ করে যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত কাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের চিন্তাধারায় রূপান্তর নিয়ে আসা, সেক্ষেত্রে আরও বেশি করে সত্য। এক্ষেত্রে দুটি মূল নীতি রয়েছে: একটি হচ্ছে তাদের কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমাদের কল্পনাবিলাস নয়, জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনটি কী তা নিরূপণ করা, এবং অন্যটি হচ্ছে, জনগণের হয়ে আমাদের মনস্থির করা নয়, জনগণকেই তাদের নিজেদের মনস্থির করে তারা কী চায়, কী তাদের ইচ্ছা তা নিরূপণ করতে দেওয়া।

অর্থ নৈতিক কাজকর্ম করা আমাদের শিখতে হবে

১০ই জানুয়ারী ১৯৪৫

শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীবৃন্দ!

আপনারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার একটা আদান-প্রদান করেছেন; আমরা সকলেই আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাদের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করছি। আপনাদের তিনটি ভাল গুণ রয়েছে এবং আপনাদের রয়েছে তিনটি ভূমিকা। প্রথমে হচ্ছে, উদ্ভাবকের ভূমিকা, প্রবর্তকের ভূমিকা; অর্থাৎ আপনাদের বিরাট বিরাট প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এবং আপনাদের অসংখ্য উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে আপনারা আপনাদের কাজকে অন্যদের সামনে একটি আদর্শ করে তুলেছেন, মান উন্নয়ন করেছেন এবং আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, মেরুদণ্ডের ভূমিকা। আপনারা অনেকেই এখনো ক্যাডার হয়ে ওঠেননি, কিন্তু আপনারা মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছেন, জনগণের একেবারে মূল মর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। আপনাদের পক্ষে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আরও সহজ। ভবিষ্যতে আপনারাও ক্যাডার হয়ে উঠবেন, উঠতে পারেন, এখন আপনারা আমাদের অপেক্ষমান ক্যাডার। তৃতীয় হচ্ছে, সেতু হিসেবে আপনাদের ভূমিকা। নেতৃত্ব ও ব্যাপক জনগণের মধ্যে আপনারা একটি সেতুর মতন; আপনাদের মাধ্যমে জনসাধারণের অভিমতগুলি নেতৃত্বের কাছে পৌঁছায়, আর উল্টোদিক থেকে নেতৃত্বের অভিমতগুলি পৌঁছায় জনসাধারণের কাছে।

আপনাদের অনেক সদ্‌গুণ রয়েছে এবং আপনারা বিরাট কর্তব্য সম্পাদন করেছেন কিন্তু সব সময়ই আপনাদের মনে রাখা চাই যে আপনারা যেন আত্মম্ভরী হয়ে না পড়েন। সবাই আপনাদের সম্মান করেন এবং তাঁরা ঠিক কাজই করেন, কিন্তু এতে করে সহজেই আত্মম্ভরিতা জন্মে যায়। যদি

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীদের একটি সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন।

আপনারা আত্মম্ভরী হয়ে পড়েন, যদি আপনারা বিনয়নম্র না হন এবং পুরোদমে নিজেদের কাজ করে না যান, যদি অন্যদের শ্রদ্ধা না দেখান, ক্যাডারদের ও জনগণকে শ্রদ্ধা না করেন তবে আপনারা আর বীর এবং আদর্শ থাকবেন না। অতীতেও এ ধরনের অনেক লোক দেখা গেছে, তবে আমি আশা করি, আপনারা ওদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন না।

এই সম্মেলন আপনাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করেছে। এই মূল্যায়নটি খুব ভালই হয়েছে এবং অন্যান্য মুক্ত এলাকাতেও এইগুলি প্রযোজ্য। কিন্তু ঐদিক নিয়ে আমি আলোচনা করছি না। আমি আমাদের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে কয়েক কথাই শুধু বলতে চাই।

বিগত কয়েক বছর ধরে কি করে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম করতে হয় তা আপনারা শিখেছেন এবং এই ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্যই অর্জন করেছি কিন্তু এটা তো সবেমাত্র শুরু। আমাদের দেখতে হবে যাতে দুই বা তিন বছরের মধ্যে শেনসি-কানসু-নিংশিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী মুক্ত এলাকাসমূহ খাদ্যশস্য ও তৈরী জিনিসপত্রের দিক থেকে পুরোপুরি বা অনেক-খানি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে বা উদ্বৃত্ত হয়ে উঠতে পারে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে আমাদের আরও অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে হবে। একমাত্র তখনই আমরা অর্থ নৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে অনেকখানি জেনেছি বলতে পারব এবং তা আরও ভালভাবে করতে শিখেছি বলতে পারব। যেসব জায়গায় সৈন্যবাহিনী ও জনগণের জীবনধারণের অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়নি, যেখানে প্রতি আক্রমণের বস্তুগত ভিত্তিগুলি দুর্বল রয়ে গেছে এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য থমকে আছে বা বছরে বছরে প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়ছে, বুঝতে হবে স্পষ্টতঃই সেখানে পার্টি, সরকার ও সৈন্যবাহিনীর লোকজন কি করে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম করতে হয় তা শেখেননি এবং নিঃসন্দেহে প্রচুর বাধাবিপত্তিরই তাঁদের সম্মুখীন হতে হবে।

আরও একটা কথা আমি আপনাদের সকলের সামনে রাখতে চাই, তা হচ্ছে, আমাদের ধ্যানধারণাগুলিকে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশ হচ্ছে গ্রামীণ পরিবেশ; মনে হবে এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই, কে না জানেন যে আমরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছি? তবু প্রকৃতপক্ষে, অবস্থাটা কিন্তু তা নয়। বহু কমরেড গ্রামাঞ্চলকে আদৌ বোঝেন না বা অন্ততঃ সুগভীরভাবে বোঝেন না, যদিও তাঁরা ওখানেই

বসবাস করছেন এবং পরিবেশটাকে বোঝেন বলে তাঁরা মনেও করেন। আমাদের পরিবেশটি গ্রামীণ পরিবেশ, তার ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থনীতি, শত্রু কর্তৃক তা বিচ্ছিন্ন ও গেরিলা যুদ্ধে তা জড়িয়ে রয়েছে এটা তাঁরা বোঝেন না এবং তার ফল দাঁড়ায় এই যে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা অথবা পার্টির কাজকর্ম পরিচালনা এবং শ্রমিক, কৃষক, যুব ও নারী আন্দোলন প্রায়ই ভুলভাবে বা অংশতঃই শুধু সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। তাঁরা গ্রামীণ ব্যাপারগুলিকে শহুরে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং প্রায়ই পাথরের দেয়ালে তাঁদের মাথায় ঠোকর খান, কারণ তাঁরা আত্মগত চিন্তাধারা থেকে যতসব অনুপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করেন এবং নিজেদের খেয়াল মতো সেগুলি চালু করতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটান। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শুদ্ধিকরণ আন্দোলন এবং তাঁদের কাজকর্মের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষালাভ এই ত্রুটির জন্যই আমাদের কমরেডরা অনেকখানি অগ্রগতি সাধন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সতর্কতার সঙ্গে আমাদের ধ্যানধারণাগুলিকে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি সুসঙ্গত করে তোলা চাই, তাহলেই কাজকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা সুফললাভ করতে পারব এবং দ্রুত সেগুলিকে করে উঠতে পারব। আমরা যদি যথার্থভাবে এটা মনে রাখি যে ঘাঁটি অঞ্চলে যেখানে আমরা কাজ করছি সেখানে অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থনীতি, শত্রু কর্তৃক তা বিচ্ছিন্ন এবং গেরিলা যুদ্ধে তা জড়িয়ে রয়েছে, আর যদি এই উপলব্ধি থেকেই আমাদের করণীয় সকল কাজে আমরা অগ্রসর হই, তাহলে সঙ্গতভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে, কেন তবে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন, শহুরে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পাদিত কাজকর্মের ফলাফলের তুলনায় আমাদের কাজের ফলাফল এমন ধীরগতিসম্পন্ন ও নিতান্ত সাধারণ ধরনের হয়ে দাঁড়ায়? ধীরগতি হওয়া দূরে থাক, আসলে কিন্তু তা বেশ দ্রুতগতিসম্পন্নই বটে। কারণ যদি আমরা শহুরে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অগ্রসর হই এবং আমাদের বর্তমানের বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হই তবে প্রশ্নটা তো আর দ্রুত বা ধীরগতিসম্পন্ন ফলাফলের থাকবে না, সেটা হয়ে দাঁড়াবে অন্তহীন জট ও জটিলতায় জড়িয়ে পড়া এবং পরিণামে একেবারে নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ানোর প্রশ্ন।

আমরা বর্তমানে যে আকারে সৈন্যবাহিনীর ও বেসামরিক লোকজনদের উৎপাদন অভিযান চালিয়ে আসছি তার বিরাট সাফল্য থেকে এই বাস্তব সত্যের একটি পরিষ্কার প্রমাণ মিলবে।

আমরা জাপানী আক্রমণকারীদের কঠিন আঘাত হানতে চাই, মহানগরগুলি দখল করার জন্য প্রস্তুতি চালাতে চাই এবং আমাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে চাই। কিন্তু এই লক্ষ্য কী করে আমরা অর্জন করতে পারব, কেননা আমরা রয়েছি গ্রামাঞ্চলে যেখানে অর্থ নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থনীতি, শত্রু কর্তৃক আমরা বিচ্ছিন্ন এবং গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে আমরা জড়িত হয়ে রয়েছি? আমরা কুওমিনতাঙকে অনুকরণ করতে পারি না, ওরা একটি আঙুলও নাড়বে না আর সব কিছুর জন্য, এমনকি সুতীর কাপড়ের মতো নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যও পুরোপুরি বিদেশীদের ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে। আমরা আত্মনির্ভরতার পক্ষপাতী। আমরাও বৈদিশিক সাহায্য প্রত্যাশা করি কিন্তু তার ওপর আমরা নির্ভরশীল হতে পারি না; আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টার ওপর নির্ভর করতে চাই, আমাদের সমগ্র সৈন্য-বাহিনী ও সমগ্র জনগণের সৃজনশীল শক্তির ওপরই আমরা নির্ভর করতে চাই। কিন্তু ওটা আমরা করব কিভাবে? একই সঙ্গে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক আকারে উৎপাদন অভিযান পরিচালন করেই আমরা তা করব।

যেহেতু আমরা গ্রামাঞ্চলে রয়েছি যেখানে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ বিক্ষিপ্ত তারই জন্য আমরা উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য 'সংঘবদ্ধ নেতৃত্ব ও বিকেন্দ্রীভূত পরিচালনার' কর্মনীতি গ্রহণ করেছি।

যেহেতু আমরা গ্রামাঞ্চলে রয়েছি যেখানে কৃষকরা বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত উৎপাদক হিসেবে পশ্চাদ্‌পদ উৎপাদনের উপকরণই ব্যবহার করেন, যেখানে এখনো অধিকাংশ জমি জমিদারদের মালিকানাধীন এবং কৃষকেরা সামন্ততান্ত্রিক খাজনার শোষণের শিকার হয়ে রয়েছেন সেখানে আমরা নীতি হিসেবে খাজনা ও সুদ হ্রাস করা এবং উৎপাদনের ব্যাপারে কৃষকদের উদ্দীপনা বৃদ্ধি করার জন্য এবং কৃষিশ্রমিকদের উৎপাদনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহায়তাকারী শ্রমদানের আয়োজন করেছি। খাজনা হ্রাস উৎপাদনের ব্যাপারে কৃষকদের উদ্দীপনাকে বাড়িয়েছে এবং পারস্পরিক সাহায্য কৃষিশ্রমিকদের উৎপাদনীশক্তিকে বাড়িয়েছে। আমি উত্তর ও মধ্য চীনের বিভিন্ন স্থানের তথ্য সংগ্রহ করেছি, তা থেকে দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই কৃষকেরা খাজনা হ্রাসের পর উৎপাদনের ব্যাপারে বেশী আগ্রহ নিচ্ছেন এবং আমাদের শ্রম বিনিময়কারী টীমের অনুরূপ পারস্পরিক সাহায্যকারী গ্রুপ গঠনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন যাতে করে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে তিনজনের উৎপাদনী ক্ষমতা আগেকার দিনের চারজনের

উৎপাদনী ক্ষমতার সমান। অবস্থাটা এই দাঁড়ালে, ৯ কোটি মানুষ ১২ কোটি মানুষের সমান কাজ করতে পারে। এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যেখানে আগেকার তিনজনের কাজ এখন দুজনেই করে ফেলছে। দ্রুত ফললাভের বাসনা থেকে যদি জবরদস্তি ও হুকুমদারির পথ নেওয়া হয় তাতে করে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়, কিন্তু তার পরিবর্তে যদি আমরা ধৈর্য সহকারে জনগণকে বুঝিয়ে রাজী করানোর কর্মনীতি গ্রহণ করি, তাদের সামনে ভাল উদাহরণ রাখি তাহলে আগামী কয়েক বছরে কৃষকজনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠকেই কৃষি ও হস্তশিল্পগত উৎপাদনের জন্য পারস্পরিক সাহায্যকারী টীমে সংগঠিত করে তুলতে পারব। একবার যখন এই উৎপাদন গ্রুপগুলিই সাধারণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াবে তখন যে শুধু উৎপাদন বাড়বে ও নিত্যনতুন নানা ধরনের উদ্ভাবন দেখা দেবে তাই নয় রাজনৈতিক প্রগতিও দেখা দেবে, শিক্ষার স্তর উন্নততর হবে, স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা দেবে; অকর্মণ্য বাউণ্ডুলেদের সংস্কার সাধিত হবে, সামাজিক রীতিনীতিতে পরিবর্তন আসবে এবং অল্পকালের মধ্যেই উৎপাদনের যন্ত্রপাতি-গুলিরও উন্নতি সাধিত হবে। এইসব যখন ঘটবে, আমাদের গ্রাম সমাজ তখন ক্রমে ক্রমে নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পুনর্গঠিত হয়ে উঠবে।

আমাদের কর্মীরা যদি এই কর্মক্ষেত্রটিকে সতর্কভাবে অধ্যয়ন করেন এবং গ্রামীণ জনগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে একান্ত উদ্যম সহকারে সহায়তা করেন তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা দেবে। আমরা তাহলে শুধু যে যুদ্ধই চালিয়ে যেতে ও শস্যহানির মোকাবিলা করতে পারব তাই নয়, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিরাট মজুত ভাণ্ডারও গড়ে তুলতে পারব।

উৎপাদনের জন্য সৈন্যবাহিনীর ইউনিট, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনের সবাইকেই কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংগঠিত করে তুলতে হবে।

যেহেতু আমরা গ্রামাঞ্চলে রয়েছি যেখানে শত্রু প্রতিনিয়ত হামলা চালাচ্ছে এবং আমরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে রয়েছি তাই সৈন্যবাহিনীর ইউনিট, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনকে উৎপাদনে নিয়োজিত করা একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য এবং তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব কেননা গেরিলা যুদ্ধ একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্যদল ও সরকারী কর্মীরা সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যাগত

দিক থেকে অনেক বেশি, আর যদি তাঁরা উৎপাদনের কাজে নিজেরা লিপ্ত না হন তাহলে তাঁদের ক্ষুধার্তই থাকতে হবে, অন্যদিকে যদি তাঁরা জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত বেশি আদয়ে করেন এবং বোঝা যদি তাদের পক্ষে বহন করা অসাধ্য হয়ে ওঠে তবে জনগণই ক্ষুধার্ত থাকবে। এইসব কারণেই আমরা ব্যাপক আকারে উৎপাদন অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। উদাহরণ হিসেবে, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের কথাই ধরা যাক। সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি এবং সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনগুলিতে নিযুক্ত লোকজনদের জন্য বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজন হল মোট ২,৬০,০০০ তান (এক তান হচ্ছে ৩০০ চিন-এর সমান), তার মধ্যে ১,৬০,০০০ তান তাঁরা পান জনগণের কাছ থেকে আর বাকীটুকু নিজেরাই নিজেদের জন্য উৎপাদন করেন; যদি তাঁরা নিজেরা উৎপাদনের কাজে লিপ্ত না হন, তবে হয় তাঁরা আর নয়তো জনগণকে ক্ষুধার্ত থাকতেই হবে। আমাদের উৎপাদন অভিযান-গুলির জন্য ক্ষুধার্ত হতে থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়েছি এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণ সত্যিই বেশ ভালভাবে খেতে পাচ্ছেন।

খাদ্যশস্য, কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্র ছাড়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনসমূহ তাদের অধিংকাশ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল, কিছু কিছু ইউনিট পুরোপুরিই আত্মনির্ভরশীল। অনেক ইউনিট খাদ্যশস্য কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্রের ব্যাপারেও অংশত আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে।

সীমান্ত অঞ্চলের সৈন্যদলের ইউনিটগুলির সাফল্য আরও অনেক বেশি। বহু ইউনিট খাদ্যশস্য, কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই পুরো আত্মনির্ভর অর্থাৎ তারা একশ ভাগ আত্মনির্ভর হয়েই উঠেছে এবং সরকারের কাছ থেকে তারা কিছুই নেয় না। এই হচ্ছে সর্বোচ্চ মান, একেবারে সেরা দৃষ্টান্ত এবং বেশ কয়েক বছরের চেষ্টার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

ফ্রন্টে যেখানে যুদ্ধ করতে হচ্ছে সেখানে এই মানকে গ্রহণ করা চলে না। সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় একটি মান গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় মানটি হচ্ছে, সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা খাদ্যশস্য, কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্র ছাড়া উৎপাদনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত জিনিসগুলির ব্যাপারে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা: রান্নার তেল (দৈনিক জনপ্রতি ০'৫ লিয়াং), লবণ (দৈনিক জনপ্রতি

০.৫ ছিয়াং), তরিতরকারি (দৈনিক জনপ্রতি ১-১.৫ চিন) এবং মাংস (দৈনিক জনপ্রতি ১-২ চিন); জ্বালানি, অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় করা; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সাহায্য দান; অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করার এবং তামাক, জুতো মোজা, দস্তানা, তোয়ালে, টুথ-ব্রাশ ইত্যাদির জোগান দেওয়া; এইসব জিনিসের জন্য মোট ব্যয়ের অর্ধেকই লেগে যায়। এই মানটি দুই বা তিন বছরে ক্রমে ক্রমে অর্জন করা যায়। কোন কোন স্থানে এটি ইতিমধ্যে অর্জন করা গেছে। দৃঢ় ঘাঁটি এলাকাসমূহে এই মানকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

গেরিলা অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে তৃতীয় মানটি গ্রহণ করা চলে যেখানে লক্ষ্য হবে, শতকরা ৫০ ভাগ আত্মনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব না হলেও অন্তত: ১৫ থেকে ২০ ভাগ লক্ষ্য অর্জন করা। ওখানে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই যথেষ্ট হবে।

সংক্ষেপে বলা যায় বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া সৈন্যবাহিনীর সকল ইউনিটকে সরকারী ও অন্যান্য সকল সংগঠনকেই যুদ্ধবিগ্রহ, ট্রেনিং ও কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। অবসর সময়ে যৌথ উৎপাদনে এভাবে আত্মনিয়োগ করা ছাড়া তাঁদের কর্তব্য হবে, তাঁদের কিছু লোকজনকে সুনির্দিষ্টভাবে উৎপাদনের কাজের জন্য বরাদ্দ করে দেওয়া; তাঁদের কৃষি খামার, তরিতরকারির বাগান, পশুচারণ ক্ষেত্র, কারখানা, ছোটখাট ফ্যাক্টরী, পরিবহনকারী টীম ও সমবায় পরিচালনার জন্য বা কৃষকদের সঙ্গে অংশীদারীর ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ও তরিতরকারি উৎপাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিটি সংগঠন ও সৈন্যবাহিনীর ইউনিটকেই নিজেদের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য নিজেদের 'পারিবারিক অর্থনীতির' প্রচলন করতে হবে। এটা করার অনিচ্ছা হচ্ছে বাউণ্ডুলেদের স্বভাবজাত এবং তা খুবই লজ্জার কথা। উৎপাদন বাড়াবার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত সুবিধাদানের একটি ব্যবস্থারও উদ্ভাবন করতে হবে, কাজের গুণানুসারে যাঁরাই সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্য থেকে তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া কাজকর্মকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক সংগঠনের প্রধানকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কাজে অংশগ্রহণ করতে ও নেতৃস্থানীয় গ্রুপকে জনগণের সঙ্গে, আর সাধারণ আহ্বানকে বিশেষ নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতি অনুসরণ

করতে হবে।

অনেকে বলেন সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি যদি উৎপাদন নিয়ে ব্যস্ত থাকে তবে তারা ট্রেনিং নিতে বা যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে পড়বে, আর সরকারী ও অন্যান্য সংস্থা যদি তা করে বেড়ায় তবে তাদের নিজের কাজই তারা করে উঠতে পারবে না। এটা একটা ভিত্তিহীন যুক্তি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি তাদের নিজেদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ জোগাবার জন্য ব্যাপক আকারে উৎপাদনের কাজ শুরু করেছে এবং একই সঙ্গে তাদের ট্রেনিং চালিয়ে গেছে, তাদের রাজনৈতিক অধ্যয়ন ও সাক্ষরতা প্রসারের ও অন্যান্য নানা ধরনের কাজকর্ম আগের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে এসেছে এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার ও সৈন্যবাহিনী এবং জনগণের মধ্যেকার ঐক্য আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। গত বছর যুদ্ধের ফ্রন্টে যখন ব্যাপক আকারে উৎপাদনের কাজকর্মের জন্য অভিযান শুরু হল তখন দেখা গেছে যুদ্ধবিগ্রহে অধিকতর সাফল্যই অর্জিত হয়েছে এবং তাছাড়া ব্যাপক আকারে ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু করা গেছে। উৎপাদন অভিযানের জন্য সরকারী ও অন্যান্য সংগঠনের লোকজনেরা উন্নততর জীবনযাপন করেছেন, অনেক বেশি নিষ্ঠা ও দক্ষতা সহকারে কাজকর্ম করেছেন ; সীমান্ত অঞ্চলে ও ফ্রন্টে দুজায়গাতেই এরকম হয়েছে।

এভাবে গ্রামীণ এলাকাসমূহের গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যেসব সৈন্যবাহিনীর ইউনিট, সরকারী ও অন্যান্য সংগঠন আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য উৎপাদনের কাজ শুরু করেছে তারা অনেক বেশি উদ্যম ও সক্রিয়তা নিয়েই যুদ্ধবিগ্রহ করেছে, ট্রেনিং লাভ করেছে এবং অন্যান্য কাজকর্ম করতে পেরেছে, নিজেদের শৃংখলাকে সমুন্নত করে তুলেছে, নিজেদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং অসামরিক জনগণের সঙ্গে আমাদের ঐক্য এই দুটোকেই জোরদার করে তুলেছে। আত্মনির্ভরতার জন্য উৎপাদন আমাদের দেশের দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধেরই একটি পরিণাম, আর এটা তো আমাদের গৌরবেরই কথা। একবার যখন আমরা তাকে আয়ত্ত করে ফেলব, তারপর কোন বৈষয়িক বাধাবিপত্তিই আমাদের ভীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারবে না। বছরে বছরে আমাদের শক্তি ও উদ্দীপনা বেড়েই যাবে এবং প্রতিটি যুদ্ধের পরই দেখা যাবে আমাদের শক্তি বেড়ে গেছে। আমরাই শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে দেব

এবং শত্রুর পক্ষে আমাদের নাস্তানাবুদ করে ফেলার আর কোন ভয়ই আমাদের থাকবে না।

যুদ্ধের ফ্রন্টে কর্মরত আমাদের কমরেডদের মনোযোগ আরেকটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা দরকার। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত আমাদের কয়েকটি অঞ্চল বৈষয়িক সম্পদের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ এবং এইটি ধরে নিয়ে কর্মীরা হিসেবী হয়ে চলা বা উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছেন। এটা খুবই খারাপ কথা এবং এর জন্য পরে তাঁদের কষ্টভোগ করা অবধারিত হয়ে পড়বে। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে মহামূল্যজ্ঞানে রক্ষা করা চাই এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি গ্রহণ করে অপব্যয় ও অযথা ব্যয়ে মশগুল হওয়া চলবে না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের কাজের একেবারে প্রথম বছরেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে সামনের অনেকগুলি বছর ধরে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, প্রতি-আক্রমণ সংগঠিত করতে হবে এবং শত্রুকে বিতাড়নের পর পুনর্গঠনের কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে। একদিকে তাই আমরা অপব্যয় ও অযথা ব্যয় যেমন করব না, অন্যদিকে তেমনি সক্রিয়ভাবে উৎপাদন প্রসারিত করে যাব। অতীতে, কোন কোন স্থানে দুরদৃষ্টি গ্রহণ না করার জন্য এবং উৎপাদনের প্রসার না ঘটানোর জন্য, জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবহেলার জন্য জনগণকে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এই শিক্ষা আমাদের সামনে রয়েছে এবং তাই এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপারে বলা যায়, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল তুলো, সুতীবস্ত্র, লোহা, কাগজ ও অন্যান্য বহু জিনিসপত্রের ব্যাপারে দু'বছরের মধ্যে পুরোপুরি আত্মনির্ভর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখানে যা কিছুরই উৎপাদন হয় না বা সামান্য মাত্রই উৎপাদন হয় সে সব কিছুই আমাদের উৎপাদন করতে হবে, তৈরী করতে হবে, সেগুলির সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আদৌ বাইরের ওপর নির্ভর করা চলবে না। এই গোটা কাজটিকে যৌথ, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। এই সকল জিনিসের ব্যাপারে আমরা শুধু পরিমাণই চাই না, চাই তাদের গুণগত উৎকর্ষও অর্থাৎ সেগুলি বেশ টেঁকসই হওয়া চাই। সীমান্ত অঞ্চলের সরকার, অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর যুক্ত প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর

এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উত্তর-পশ্চিম ব্যুরো এইসব ব্যাপারে নিবিড় দৃষ্টি প্রদান করে একান্ত সঠিক কাজই করেছে। আমি আশা করি, যুদ্ধের ফ্রণ্টের সকল স্থানে এইভাবেই কাজ করা হবে। অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই কাজটি শুরু করে দেওয়া হয়েছে, আমি তাদের সাফল্যই কামনা করছি।

আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে ও অন্যান্য মুক্ত এলাকাতে অর্থনৈতিক সকল বিভাগের কাজকর্ম শিখে নিতে আমাদের আরও দুই বা তিন বছর সময় লাগবে। যেদিন আমরা সব কিছুই বা অন্ততঃ আমাদের অধিকাংশ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারব বা আমাদের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র বা অন্ততঃ আমাদের অধিকাংশ জিনিসপত্র তৈরী করতে পারব এবং পুরোপুরি বা মূলতঃ আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারব, এমনকি বেশ কিছু উদ্বৃত্তই উৎপাদন করতে পারব, সেই দিনটিতে এ কথাও বলা যাবে যে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রতিটি শাখাতেই আমরা দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছি। মহানগর-গুলিকে শত্রুকবলমুক্ত করার পর, আমরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে নতুন নতুন শাখায় কাজকর্ম শুরু করতে পারব। আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে এবং শিক্ষা নিতে হবে কারণ চীন তার পুনর্গঠনের জন্য আমাদের ওপরই নির্ভর করে রয়েছে।

গেরিলা অঞ্চলগুলিতেও উৎপাদন করা সম্ভব

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৫

শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী তুলনামূলকভাবে সুদৃঢ় মুক্ত অঞ্চলের সৈন্য-বাহিনী এবং জনগণের মধ্যে উৎপাদন অভিযান পরিচালনা করা যায় এবং তা পরিচালনা করতেই হবে এ কথা ইতিমধ্যেই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু গেরিলা অঞ্চলসমূহে এবং শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী সুদূর অঞ্চলে তা পরিচালনা করা যায় কিনা বহুজনের মনেই প্রমাণের অভাবে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি এখনো হয়ে যায়নি।

কিন্তু প্রমাণ তো রয়েছে। ১৯৪৪ সালে বহু গেরিলা অঞ্চলেই ব্যাপক আকারে উৎপাদনের কাজকর্ম শুরু করা হয়েছে আর চমৎকার সুফলই তা থেকে পাওয়া গেছে; এবং কমরেড চ্যাঙ পিং-কাইয়ের শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের গেরিলা ইউনিটগুলিতে উৎপাদন অভিযান সম্পর্কে যে রিপোর্ট **লিবারেশন ডেইলি**র ২৮শে জানুয়ারির সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে এটা দেখা যাচ্ছে। তাঁর রিপোর্টে যেসব জেলা ও ইউনিটের তালিকা রয়েছে তা হচ্ছে: মধ্য হোপেইতে ষষ্ঠ উপবিভাগ, দ্বিতীয় উপবিভাগের চতুর্থ জেলাবাহিনী, চতুর্থ উপবিভাগের অষ্টম জেলাবাহিনী, সুসহুই-তিংশিয়েন বাহিনী, পাওতিং মানচেং বাহিনী এবং য়ুনপিয়াও বাহিনী; এবং শানসিতে তাইসিয়েন ও কুয়োসিয়েন বিভাগের সৈন্যবাহিনী। ঐসব অঞ্চলের অবস্থা খুবই প্রতিকূল:

> সারা তল্লাট জুড়ে শত্রু ও ক্রীড়নকদের ঘাঁটি এবং বন্দী শিবিরগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে আর সর্বত্র খাল নালা, প্রাচীর, পরিখা ও রাস্তাঘাট ছড়িয়ে রয়েছে; সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা প্রায়ই আচমকা আক্রমণ অভিযান চালায়, অবরোধ রচনা করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে 'নিশ্চিহ্ন করার' অভিযানে মেতে ওঠে। পরিস্থিতিটা এমন যে একদিনেই গেরিলা ইউনিটগুলিকে কয়েকবার তাদের স্থান বদল করতে হয়।

ইয়েনান-এর **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার পক্ষ থেকে এই সম্পাদকীয়টি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও, গেরিলা ইউনিটগুলি যুদ্ধবিগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে উৎপাদনের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে ; তার ফল হয়েছে :

> প্রত্যেকেই এখন ভাল করে খেতে পারছে, প্রত্যেকটি লোকই প্রতিদিন ০'৫ লিয়াং করে রান্নার তেল ও লবণ পাচ্ছে এবং ১ চিন করে তরিতরকারি পাচ্ছে, প্রতিমাসে ১'৫ চিন করে মাংস পাচ্ছে। তাছাড়া গত কয় বছর ধরে যে টুথ-ব্রাশ, টুথ-পাউডার ও বর্ণপরিচয়ের প্রাথমিক বই পাওয়া যাচ্ছিল না, তা এখন সবাইকে দেওয়া যাচ্ছে।

একবার ভেবে দেখুন। কে বলেন গেরিলা অঞ্চলে উৎপাদন করা সম্ভব নয়?

অনেকে দাবি করেন, ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বাড়তি জমি নেই। সত্যিই কি বাড়তি জমি নেই? আবার দয়া করে শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের দিকে তাকান :

> কৃষির প্রতি প্রাথমিক মনোযোগ প্রদানের নীতি অনুসারে জমির সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এখানে নয়টি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে : (১) অবরোধের উদ্দেশ্যে শত্রু যে দেয়ালগুলি ব্যবহার করে সেগুলি গুড়িয়ে দিয়ে এবং ডোবাগুলি ভরাট করে দিয়ে ; (২) মোটর যাতায়াত করতে পারে এমন যেসব রাস্তা শত্রু ব্যবহার করতে পারে সেগুলি নষ্ট করে সেখানে রাস্তার ওপরে ফসল লাগিয়ে ; (৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতিত জমি ব্যবহারের উপযোগী করে তুলে ; (৪) সশস্ত্র গণ-রক্ষীবাহিনীকে সশস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে জ্যোৎস্নার রাত্রে শত্রুর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বন্দী শিবির-গুলির চারিপাশের জমিতে ফসল লাগিয়ে ; (৫) যেসব কৃষকদের শ্রমকারী জনবল কম আছে তাদের সঙ্গে অংশীদারীর ভিত্তিতে জমি চাষ করে দিয়ে ; (৬) শত্রুর ঘাঁটি অথবা বন্দীশিবিরগুলির চারিপাশের জমি কৃষকদের বেশে সৈন্যদের কাজে লাগিয়ে মোটামুটি খোলাখুলিভাবে চাষ করে ; (৭) নদীতে বাঁধ বেঁধে, বালি সরিয়ে নদীতীরকে কাজে লাগিয়ে ফসল চাষের জন্য ব্যবহার করে ; (৮) শুকনো জমিতে জলসেচের ব্যাপারে কৃষকদের সাহায্য করে ; এবং (৯) যেসব গ্রামে গেরিলা [illegible] সক্রিয়তা রয়েছে সেখানে খামারের কাজে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে—তা করা হয়েছে।

কিন্তু কৃষিকাজই যদি সম্ভবপর হয় তবে কি হস্তশিল্প ও অন্যান্য উৎপাদনের

কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে রয়েছে? অবস্থাটি কি তাই? দয়া করে শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের দিকে তাকান :

শত্রুর অবরোধের লাইনের বা অবরোধের জন্য ব্যবহৃত জলাভূমিগুলির নিকটবর্তী সৈন্যরা নিজেদের উৎপানকার্যকে সুদৃঢ় অঞ্চলগুলির মতো শুধু কৃষির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখে না, হস্তশিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থাও তাঁরা গড়ে তুলেছেন। চতুর্থ জেলার বাহিনীটি ফেল্টের টুপি নির্মাণের একটি কারখানা গড়ে তুলেছে, তৈলবীজ পেষাই-এর একটি ঘানি ও একটি ময়দার কল স্থাপন করেছে এবং সাত মাসে আঞ্চলিক মুদ্রার হিসেবে ৫,০০,০০০ মুনাফা লাভ করেছে। তারা যে শুধু নিজেদের অসুবিধাগুলি দূর করে দিতে পেরেছে তাই নয়, তারা এই গেরিলা অঞ্চলের জনগণের প্রয়োজনও মেটাতে পারছে। সৈন্যরা এখন নিজেদের সকল উলের সোয়েটার ও মোজা নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারছেন।

যেহেতু সামরিক অভিযান গেরিলা অঞ্চলসমূহে খুবই ঘন ঘন পরিচালিত হয় তাই সৈন্যরা যদি উৎপাদনে লিপ্ত থাকেন তবে যুদ্ধবিগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলেই মনে হয় না কি? অবস্থাটা আসলে তাই কি? দয়া করে শানসি-চাহার-হোপেই সমান্ত অঞ্চলের দিকে তাকান :

শ্রমশক্তি ও সশস্ত্র শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের নীতি প্রয়োগ করে তাঁরা উৎপাদন ও যুদ্ধবিগ্রহের কাজে সমান গুরুত্বই দিয়ে থাকেন।

এবং

দ্বিতীয় উপবিভাগের চতুর্থ জেলাবাহিনীর কথাই দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরুন তাঁরা যখন তাঁদের বসন্তকালীন চাষবাস শুরু করলেন তখন তাঁরা একটি বিশেষ বাহিনীকে পাঠালেন শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য এবং একই সঙ্গে জোরদার রাজনৈতিক আক্রমণ অভিযান চালালেন। ঠিক এই কারণের জন্যই সামরিক ক্ষেত্রেও কাজকর্ম অনেক জোরদার হয়ে উঠল এবং সৈন্য-বাহিনীর কার্যকর যুদ্ধ করার ক্ষমতাও এতে বৃদ্ধি পেল। ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিক পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীগুলি ৭১টি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, চতুংশে, শাংচুয়াং, ইয়েচুয়াং, ফেংচিয়া চাই এবং আইতাউ-এর শক্ত ঘাঁটিগুলি তারা দখল করে নেয়, শত্রুর ও ক্রীড়নকবাহিনীর ১৬৫ জন সৈন্যকে হতাহত করে, ৯১ জন ক্রীড়নক সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে, ৩টি লাইট-মেশিনগান ও ১০১টি রাইফেল ও পিস্তল দখল করে।

এবং

ব্যাপক উৎপাদনের জন্য প্রচার অভিযানকে সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে সুসমন্বিত করে তাঁরা অবিলম্বে একটি রাজনৈতিক অভিযান শুরু করলেন এই মূল লক্ষ্য নিয়ে: 'যে কেউই মহান উৎপাদন অভিযানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করবে, তাকে চুরমার করে দিন।' জেলাশহর তাইসিয়েন ও কুওসিয়েনে শত্রুরা ঐ শহরগুলির অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করেছিল: 'অষ্টম রুট' সেনাবাহিনী সম্প্রতি এত কঠিন-কঠোর হয়ে উঠেছে কেন? তাঁরা জবাবে বললেন: তোমরা সীমান্ত অঞ্চলের মহান উৎপাদন অভিযানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করছ, তার জন্যই এটা হয়েছে। ক্রীড়নক সৈন্যরা একে অন্যে বলাবলি করছিল: 'ওরা যখন উৎপাদন অভিযান চালাচ্ছে তখন তফাৎ থাকাই ভাল কাজ হবে।'

গেরিলা অঞ্চলের জনগণকেও কি উৎপাদন অভিযান পরিচালনায় সমবেত করা সম্ভব? ঐসব এলাকায় কৃষকেরা উৎপান বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহী কি করে হবে, কারণ সম্ভবতঃ খাজনা ও সুদ হ্রাস করার ব্যাপারটা সেখানে এখনো পুরোপুরিভাবে চালু হয়নি? শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে এই প্রশ্নের সদর্থক জবাবই দেওয়া হয়েছে:

তাছাড়া, শত্রুর অবরোধের লাইন ও অবরোধের জন্য নির্মিত জলাভূমির নিকটবর্তী সৈনিকেরা আঞ্চলিক জনগণকে উৎপাদন অভিযান বিস্তারিত করে তুলতে প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান করে। উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত জনগণকে একদিকে তাঁরা সশস্ত্রভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন এবং অন্যদিকে, তাঁদের শ্রম শক্তি দিয়ে তাঁরা জনগণকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেন। কিছু কিছু ইউনিট এই নিয়মই চালু করেছেন যে পুরোদমে চাষবাসের কাজের সময় তাঁরা তাঁদের জনগণকে শতকরা ৫০ জনকেই জনগণের হয়ে বিনা মজুরিতে ওদের কাজে সাহায্য করার জন্য বরাদ্দ করে দেবে। এভাবে, উৎপাদনের জন্য জনগণের উদ্দীপনা খুবই বেড়ে গেছে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও সুসমন্বিত হয়েছে এবং জনগণেরও যথেষ্ট খাদ্য রয়েছে। সুতরাং গেরিলা অঞ্চলগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন বেড়ে গেছে।

গেরিলা অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ ব্যাপক আকারে উৎপাদন অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন এবং তা তাঁদের পরিচালনা করতে হবেই

কিনা এই সম্পর্কে সকল সংশয়ের জবাবই পাওয়া গেছে। মুক্ত অঞ্চলের এবং বিশেষ করে গেরিলা অঞ্চলের সকল পার্টি, সরকার ও সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি এই বিষয়টি তাঁরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করুন কারণ একবার যদি তাঁরা 'পারা' এবং 'পারতেই হবে'র ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তবে সর্বত্রই উৎপাদনের কাজটি শুরু হয়ে যাবে। ঠিক এই বিষয় থেকেই শেনসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে কাজটি শুরু করে দেওয়া হয়েছিল :

> শত্রুর অবরোধের লাইন ও অবরোধের জন্য নির্মিত পরিখার নিকটবর্তী অঞ্চলে সৈন্যরা উৎপাদন অভিযানে শুধু যে তাঁদের উৎপাদন পরিকল্পনা সময়সূচী অনুসারে মাত্র পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে সফল করে তুলতে পেরেছেন তাই নয়, তার চেয়েও বড় কথা তাঁরা কয়েকটি বাস্তব নতুন উদ্ভাবনাকেও কার্যকর করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল এইজন্য যে কর্মীরা তাঁদের চিন্তাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁরা উৎপাদনের ব্যাপারে গুরুতর মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং শ্রমশক্তিকে সামরিক শক্তির সঙ্গে সুসংহত করতে পেরেছিলেন এবং জনগণের মধ্য থেকেই শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীদের খুঁজে বের করেছেন (প্রাথমিক হিসেব থেকে দেখা গেছে ৬৬ জন শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মী বেরিয়ে এসেছেন)।

১৯৪৫ সালে, মুক্ত এলাকাকে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আগের চেয়ে আরও বিরাটতর একটি সামরিক ও অসামরিক উৎপান অভিযান চালাতে হবে এবং আগামী শীতকালে আমরা সকল এলাকার সাফল্যগুলিকে তুলনা করে দেখব।

যুদ্ধ শুধু সামরিক ও রাজনৈতিক একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, তা একটি অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বটে। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য অন্য সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক কাজেও আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং দুই কি তিন বছরের মধ্যেই তা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। বর্তমান বছরে, ১৯৪৫ সালে, আমাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে হবে। সমগ্র মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত জনগণের কাছে ও সকল কর্মীদের কাছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সাগ্রহে এইটুকুই প্রত্যাশা করে এবং আমরা আশা করি, এই লক্ষ্যটি অর্জিত হবেই।

চীনের দুটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ

২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৫

কমরেডগণ! চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসর আজ উদ্বোধন হল।

আমাদের এই কংগ্রেসের তাৎপর্যটি কী? বলতে হয়, এটা হচ্ছে এমন একটা কংগ্রেস যা চীনের ৪৫ কোটি জনগণের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। দুটি ভবিষ্যতের একটিই চীনের হতে পারে। কে একজন তার একটি নিয়ে একখানি বই লিখেছেন[১]; আমাদের কংগ্রেস চীনের অন্য ভবিষ্যতের কথাই বলবে এবং আমরাও এ নিয়ে একখানি বই লিখব।[২] আমাদের কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করা এবং চীনের সমগ্র জনগণকে মুক্ত করা। আমাদের কংগ্রেস হচ্ছে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলার কংগ্রেস, সমগ্র চীনা জনগণের এবং সমগ্র দুনিয়ার জনগণের ঐক্যের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের কংগ্রেস।

সময় আমাদের খুবই অনুকূলে। ইউরোপে হিটলার শীঘ্রই উৎখাত হবে। বিশ্বের ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের প্রধান রণক্ষেত্র হচ্ছে পাশ্চাত্যে যেখানে অচিরেই বিজয়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত লালফৌজের প্রয়াসের জন্য যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। ইতিমধ্যেই লালফৌজের কামান-গর্জন বার্লিনে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এবং অনতিবিলম্বেই সম্ভবতঃ তার পতন ঘটবে। প্রাচ্যেও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধের বিজয় সন্নিকটবর্তী। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালেই আমাদের এই কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে।

চীনের জনগণের সামনে দুটি পথে রয়েছে, একটি হচ্ছে আলোকের পথ, আর অন্যটি অন্ধকারের। চীনের সামনে দুটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, একটি হচ্ছে আলোকময় ভবিষ্যৎ, আর অন্যটি হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এখনো পরাজিত হয়নি। কিন্তু তার পরাজয়ের পরও এই দুটি সম্ভাবনাই আমাদের সামনে থেকে যাবে। হয় তা হবে মুক্ত, স্বাধীন,

---

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী বক্তৃতা।

গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিমান একটি চীন অর্থাৎ আলোকোজ্জ্বাসিত একটি চীন, এমন একটি নতুন চীন যার জনগণ অর্জন করেছে তাদের মুক্তি, আর নয়তো তা হবে আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, খণ্ডবিখণ্ড, দরিদ্র ও দুর্বল অর্থাৎ পুরানো একটি চীন। নতুন চীন না পুরানো চীন—চীনের জনগণের সামনে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সামনে এবং আমাদের কংগ্রেসের সামনে এই হচ্ছে দুটি সম্ভাবনা।

যেহেতু জাপান আজও পরাজিত হয়নি এবং যেহেতু তার পরাজয়ের পরও দুটি সম্ভাবনাই আমাদের সামনে থেকে যাবে তাই আমরা কিভাবে কাজকর্মে হাত দেব? আমাদের কাজটা কী? আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে নির্ভীকভাবে জনগণকে সমবেত করা, জনগণের শক্তিগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব জাতির এমন সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করা এবং সমুজ্জ্বল নতুন এক চীন গড়ে তোলা, যে চীন হবে মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিমান। আমাদের সকল শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যৎ, আলোকোজ্জ্বল একটি ভবিষ্যতের জন্য এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অন্ধকার ভবিষ্যতের ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে। এই হচ্ছে আমাদের এক এবং একটিমাত্র কাজ। বস্তুতঃ এই হচ্ছে আমাদের কংগ্রেসের, আমাদের সমগ্র পার্টির এবং চীনের সমগ্র জনগণের একমাত্র কাজ।

আমাদের প্রত্যাশা কি পূর্ণ হতে পারে? আমরা বিশ্বাস করি, পারে। সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূর্ণ করেছি:

(১) শক্তিমান, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১২,১০,০০০ সদস্যের একটি কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের রয়েছে।

(২) ৯,৫৫,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত শক্তিমান মুক্ত অঞ্চল, ৯,১০,০০০ সৈন্যের একটি সেনাবাহিনী ও ২২,০০,০০০ সশস্ত্র গণ-রক্ষীবাহিনী আমাদের রয়েছে।

(৩) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের সমর্থন রয়েছে।

(৪) সকল দেশের, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সমর্থন রয়েছে।

এই শর্তগুলি পূর্ণ করে—একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি, শক্তিশালী

মুক্ত অঞ্চল, দেশব্যাপী জনগণের সমর্থন এবং দুনিয়ার জনগণের সমর্থন নিয়ে—আমাদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করা যাবে? আমরা বিশ্বাস করি তা করা যাবে। এর আগে কোন সময়ই চীনে এই অবস্থাগুলি বর্তমান ছিল না। কয়েকটি মাত্র কয়েক বছর বর্তমান ছিল কিন্তু আজকের মতো এত পূর্ণ আকারে তা কোনকালেই ছিল না। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি এত শক্তিমান এর আগে কোন সময়ই ছিল না, বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় এমন বিরাট জনসংখ্যা ও এমন বিরাট একটি সৈন্যবাহিনী এর আগে কোন সময়ই ছিল না, জাপানের কবলিত এবং কুওমিনতাঙ এলাকার দুটিতেই জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা এর চেয়ে বেশি উঁচু আর কোন সময়ই ছিল না এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী শক্তিগুলি ও সকল দেশের জনগণ আগের যে-কোন সময়ের চেয়েই এখন বেশি শক্তিশালী। বলতেই হচ্ছে এই শর্তগুলি পূর্ণ হয়েছে বলে আক্রমণকারীদের পরাজিত করা এবং নতুন একটি চীন গড়ে তোলা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব।

আমাদের একটি সঠিক কর্মরীতি দরকার। আমাদের কর্মনীতির মূল কথাই হচ্ছে নির্ভীকভাবে জনগণকে সমবেত করা, জনগণের শক্তিগুলিকে সম্প্রসারিত করা যাতে করে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীনে তারা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে পারবে এবং নতুন একটি চীন গড়ে তুলবে।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পরে নিজের অবস্থানের এই চব্বিশ বছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের তিনটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের—উত্তরমুখী অভিযান, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের—মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং সংগ্রহ করেছে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। আজ আমাদের পার্টি জাপানকে প্রতিরোধের জন্য এবং জাতিকে রক্ষা করার জন্য চীনের জনগণের সংগ্রামের মূল ভারকেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তাদের মুক্তির সংগ্রামের, আক্রমণকারীদের পরাজিত করার এবং নতুন একটি চীন গড়ে তোলার সংগ্রামের মূল ভারকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। চীনের ভারকেন্দ্রটি ঠিক আমরা যেখানে রয়েছি সেখানেই রয়েছে আর আর অন্য কোথাও নয়।

আমাদের বিনয়নম্র হতে হবে ও আমাদের সুবিবেচক হতে হবে, ঔদ্ধত্যের ও অবিবেচনার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং চীনের জনগণকে মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের সেবা করতে হবে যাতে করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে জাপানী আক্রমণকারীদের আমরা বর্তমানে পরাজিত করে দিতে পারি এবং

ভবিষ্যতে নয়া-গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি। যদি আমরা তা করতে পারি, যদি আমাদের সঠিক কর্মনীতি থাকে এবং যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে পারি তবে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারব।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!

চীনের জনগণের মুক্তি দীর্ঘজীবি হোক!

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘজীবি হোক!

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘজীবি হোক!

টীকা

১। এখানে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত চিয়াং কাই-শেকের বই **চীনের ভবিষ্যৎ**-এর কথাই বলা হচ্ছে।

২। এখানে ঐ একই কংগ্রেসে কমরেড মাও-সে-তুঙ-এর রিপোর্ট '**কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে**'র কথা বলা হচ্ছে।

কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫

১। চীনের জনগণের দাবিসমূহ

নিম্নে বর্ণিত একটি পরিস্থিতিতে আমাদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রায় আট বছর ব্যাপী যে দৃঢ়পণ বীরত্বপূর্ণ ও অদম্য সংগ্রাম চীনের জনগণ অপরিমেয় আত্মত্যাগ ও অবর্ণনীয় প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চালিয়ে এসেছেন তারপর একটি নতুন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে; সামগ্রিকভাবে বিশ্বে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায্য ও পবিত্র যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং মিত্র দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চীনের জনগণ জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করে দেবে এই মুহূর্তটি নিকটবর্তী হয়ে উঠেছে। কিন্তু চীন ঐক্যহীনই রয়ে গেছে এবং এখনো এক গভীর সংকটেরই তা সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কর্তব্য কী? কোন সন্দেহ নেই, জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এবং দল-বহির্ভূত জনগণের প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং এমন একটি অস্থায়ী গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যে সরকারের লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা, বর্তমান সংকটকে অতিক্রম করা, দেশের সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করে মিত্রদেশগুলির সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় স্থাপন করে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা এবং এভাবে ওদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য চীনের জনগণকে সমর্থ করে তোলা। তারপর প্রয়োজন ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা যে সরকার প্রকৃতির দিক থেকেও হবে কোয়ালিশন সরকার এবং যাতে সকল দল ও গ্রুপ অথবা দল-বহির্ভূত লোকদের ব্যাপকতর প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং যা সমগ্র দেশের মুক্ত জনগণকে একটি স্বাধীন, মুক্ত, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী চীন গড়ে

এটি হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর প্রদত্ত রাজনৈতিক রিপোর্ট।

তোলার পথে পরিচালিত করবে। সংক্ষেপে, আমরা গ্রহণ করব ঐক্য এবং গণতন্ত্রের, আক্রমণকারীদের পরাজয় সাধনের এবং নয়া চীন গড়ে তোলার লাইন।

আমরা বিশ্বাস করি, একমাত্র এর মধ্য দিয়েই চীনের জনগণের মৌলিক দাবিগুলি অভিব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত কিনা তা চীনের জনগণের কাছে এবং মিত্রদেশগুলির গণতান্ত্রিক জনমতের কাছে গভীর উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমার রিপোর্ট এই প্রশ্নটির ব্যাখ্যানের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আট বছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এসেছে এবং বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে; কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে করে আমাদের পার্টি ও জনগণের সামনে এখনো গুরুতর বাধাবিপত্তি রয়েছে! বর্তমান পরিস্থিতি দাবি জানাচ্ছে যে আমাদের পার্টিকে আরও দৃঢ়বদ্ধভাবে, আরও গভীরভাবে কাজ করে যেতে হবে, বাধা-বিপত্তিগুলিকে অবিরত অতিক্রম করে যেতে হবে এবং চীনের জনগণের মৌলিক দাবিগুলিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে।

২। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

চীনের জনগণ কি এইসব মৌলিক দাবিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারবে? তা নির্ভর করবে তাদের রাজনৈতিক চেতনার, তাদের ঐক্য এবং তাদের প্রয়াসের ওপর। একই সঙ্গে, বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি খুবই অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করেছে। চীনের জনগণ যদি এই অনুকূল সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে এবং দৃঢ়তা সহকারে, উদ্দীপনা সহকারে এবং অবিচলিতভাবে সংগ্রাম অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যেতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে তারা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে এবং নয়া চীন গড়ে তুলতে পারবে। এই পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের সংগ্রামে তাদের প্রয়াসকে চতুর্গুণ করে তুলতে হবে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি কী?

বর্তমান সামরিক পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বার্লিনে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মিত্রবাহিনীগুলি এই

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হিটলারীয় ভগ্নাবশেষের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে অন্যদিকে ইতালীয় জনগণ অভ্যুত্থান পরিচালনা করছে। এই সবকিছু মিলে হিটলারকে একেবারে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। হিটলারের বিলুপ্তির পর জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয় আর দূরে থাকবে না। চীনা ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীতটিই ঘটেছে, ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসনের শক্তিগুলি নিঃসন্দেহেই উৎখাত হবে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি নিঃসন্দেহে বিজয়ী হবে। বিশ্ব যে প্রগতির পথেই যাবে এবং প্রতিক্রিয়ার পথে যাবে না, সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই। অবশ্য আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং ঘটনার গতিধারায় কিছু কিছু সাময়িক অথবা বেশ গুরুতর রকমের সম্ভাব্য বাঁক ও মোড়ের ব্যাপারেই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বহু দেশে এখনো শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি রয়ে গেছে যারা স্বদেশের ও বিদেশের জনগণের ঐক্য, প্রগতি ও মুক্তির ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করে। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকলে রাজনৈতিকভাবে ভুল করা হবে। কিন্তু ইতিহাসের সাধারণ গতিধারা ইতিমধ্যেই পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং তার কোন পরিবর্তন হবে না। এটা শুধু ফ্যাসিষ্টদের এবং সকল দেশের যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের মদৎদার তাদের পক্ষেই অশুভ ব্যাপার কিন্তু জনগণের পক্ষে এবং সকল দেশের সংগঠিত গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে তা একটি আশীর্বাদ-স্বরূপ। জনগণ এবং একমাত্র জনগণই বিশ্ব-ইতিহাসের সঞ্চালক শক্তি। সোভিয়েত জনগণ বিপুল শক্তি গড়ে তুলেছে এবং ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে। তাদের প্রয়াস এবং তার সঙ্গে ফ্যাসি-বিরোধী অন্যান্য মিত্রদেশের শক্তিগুলি যুক্ত হয়ে ফ্যাসিবাদের বিনাশকে সম্ভবপর করে তুলেছে। যুদ্ধ জনগণকে শিক্ষিত করে তুলেছে এবং জনগণই যুদ্ধ করবে, জয় করে আনবে শান্তি ও প্রগতি।

এই নতুন পরিস্থিতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির চেয়ে অনেক ভিন্ন। তখনো সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্ভবই ঘটেনি এবং আজ বহু দেশে জনগণ যে রকম রাজনৈতিকভাবে সজাগ তখন তারা এমনটি ছিল না। দুটি বিশ্বযুদ্ধ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগেরই অভিব্যক্তি।

এ থেকে এটা বোঝায় না যে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারী দেশগুলির পরাজয়ের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পর আর কোন সংগ্রাম হবে না। ফ্যাসিবাদের ভগ্নাবশেষের যে শক্তিগুলি এখনো সুপরিব্যাপ্ত

তারা নিশ্চিতভাবেই গোলমাল বাধাবে, অন্তদিকে ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শিবিরের মধ্যেও এমন সব শক্তি রয়েছে যারা গণতন্ত্রের বিরোধী এবং অন্যান্য জাতিদের নিপীড়ন করে এবং তারা বিভিন্ন দেশে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জনগণকে নিপীড়ন করেই যাবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশ্বের ব্যাপকতর অঞ্চলে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনগণ এবং ফ্যাসিবাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে, গণতন্ত্র ও গণতন্ত্র-বিরোধীদের মধ্যে, জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় নিপীড়নের মধ্যে নানাবিধ সংগ্রাম অব্যাহতই থাকবে। একমাত্র দীর্ঘ ও অবিচল প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের অবশিষ্ট শক্তিগুলির, গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পরাজয় সাধনের দ্বারাই জনগণ সর্বাপেক্ষা পরিব্যাপ্ত বিজয় অর্জন করিতে পারবে। তবে এটা সুনিশ্চিত, ঐ দিনটি খুব দ্রুত বা সহজে আসবে না, কিন্তু ঐ দিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসি-বিরোধী বিজয় জনগণের যুদ্ধোত্তর সংগ্রামের বিজয়ের পথকেই উন্মুক্ত করে দেবে। একমাত্র এইসব সংগ্রামে বিজয় অর্জিত হলেই একটি স্থায়ী ও সুস্থির শান্তি সুনিশ্চিত হবে।

বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থাটি কী ?

চীনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চীনের জনগণের কাছ থেকে বিরাট ত্যাগ আদায় করেছে এবং তা অব্যাহতভাবে এই ত্যাগ আদায় করেই যাবে, কিন্তু একই সঙ্গে এই যুদ্ধ তাদের মজবুতও করে তুলেছে। গত একশ বছরের তাদের সকল সংগ্রামের চেয়েও এই যুদ্ধ চীনের জনগণকে অনেক বেশি পরিমাণে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছে। চীনের জনগণ শুধু সাংঘাতিক একটি জাতীয় শত্রুরই সম্মুখীন হয়নি, তারা সম্মুখীন হয়েছে এমন একটি আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যা কার্যতঃ শত্রুকেই সাহায্য করে চলেছে। এই হচ্ছে চিত্রের একটি দিক। কিন্তু অন্যদিক হচ্ছে এই যে চীনের জনগণ শুধু আগের যে-কোন সময়ের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে বেশি সচেতন তাই নয়, তারা গড়ে তুলেছে শক্তিশালী মুক্ত এলাকা এবং এমন একটি জাতিজোড়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন যা দিনের পর দিন বেড়েই উঠছে। এইগুলি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অনুকূল দিক। যদি গত একশ বছরের চীনের জনগণের সংগ্রামের পরাজয় ও ব্যর্থতা কিছু কিছু আবশ্যকীয় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির অনুপস্থিতির জন্যই ঘটে থেকে থাকে, তবে আজকের পরিস্থিতিটি

স্বতন্ত্র—আজ কিন্তু সকল আবশ্যকীয় পরিস্থিতিই বর্তমান। পরাজয় পরিহারের এবং বিজয় অর্জনের সমস্ত সম্ভাবনাই আজ বর্তমান রয়েছে। আমরা যদি দৃঢ়পণ সংগ্রামে সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি ও তাদের উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রদান করতে পারি, তবে আমরা বিজয়ী হবই।

আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে এবং নয়া চীন গড়ে তুলতে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে এ ব্যাপারে চীনের জনগণের আস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি। সমস্ত বাধাবিপত্তিকে জয় করা ও তাদের মৌলিক দাবিকে, তাদের মহান ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করার সময় আজ তাদের সামনে এসেছে। এতে কি কোন সন্দেহ আছে? আমি মনে করি, এতে কোন সন্দেহই নেই।

এই হচ্ছে আজকের সাধারণ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি।

৩। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে দুটি লাইন

চীনের সমস্যাবলীর মূল চাবিকাঠি

আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা বলতে গেলে আমাদের চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণও করতে হবে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পাঁচটি বৃহত্তম দেশের চীন হচ্ছে একটি এবং এশিয়া মহাদেশে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তা প্রধান দেশ। শুধু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই যে চীনের জনগণ খুব বিরাট একটি ভূমিকা পালন করেছে তাই নয়, যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তিরক্ষার সংগ্রামে তারা খুবই বিরাট একটি ভূমিকা পালন করবে এবং প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার ব্যাপারেও তারা একটি চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকাই পালন করবে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের আট বছরে মিত্র দেশগুলিকে সাহায্য করার জন্য চীন খুবই বিরাট প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। প্রধানতঃ চীনের জনগণই এই প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। চীনের সৈন্যবাহিনীর বিপুল সংখ্যক অফিসার ও সৈনিকেরা রণক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন এবং আপন রক্ত ঝরিয়েছেন; চীনের শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পপতিরা পশ্চাদ্ভাগে থেকে কঠোর কাজ করে গেছেন, বিদেশে প্রবাসী চীনেরা যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য অর্থদান করেছেন, এবং জনগণের বিরোধী তাঁদের সদস্যবৃন্দ ছাড়া সমস্ত জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই যুদ্ধে তাদের ভূমিকা পালন করেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, তাদের রক্ত ও ঘর্ম দিয়ে চীনের জনগণ দীর্ঘ আট বছর ধরে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে চীনা প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই যুদ্ধে চীনের জনগণ যে ভূমিকা পালন করে এসেছে সে ব্যাপারে সত্যটি যাতে বিশ্ব জানতে না পারে তার জন্য মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে আসছে এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করে আসছে। তাছাড়া, এই আট বছরের যুদ্ধে চীন যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে তার পূর্ণাঙ্গ কোন মূল্যায়ন আজও হয়নি। সুতরাং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য এবং পার্টির নীতি-নির্ধারণের ভিত্তি হাজির করার জন্য বর্তমান কংগ্রেসের উচিত এই সমগ্র অভিজ্ঞতার একটি উপযুক্ত মূল্যায়ন করা।

এ রকম মূল্যায়ন করতে গেলে এটা সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে চীনে এ ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচালক লাইনই রয়েছে। একটি জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয় নিয়ে আসবে আর অন্যটি তাদের পরাজয়কে যে শুধু অসম্ভব করে তুলবে তাই নয়, বরং কোন কোন দিক থেকে আসলে তাদের সাহায্যই করবে এবং আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধেরই ক্ষতিসাধন করবে।

জাপানের প্রতি কুওমিনতাঙ সরকারের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি এবং জনগণকে সক্রিয়ভাবে দমন করার তার প্রতিক্রিয়াশীল আভ্যন্তরীণ নীতির পরিণতি হিসেবে সামরিক ব্যর্থতা, বিশাল অঞ্চল হারানো, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট, জনগণের নিপীড়ন ও দুঃখযন্ত্রণা এবং জাতীয় ঐক্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। চীনের জনগণের সকল জাপ-বিরোধী শক্তিকে কার্যকরভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা জনগণের জাগরণ ও ঐক্যকেই প্রতিহত করেছে। তবু এই রাজনৈতিক জাগরণ ও এই ঐক্যের অগ্রগতি কোন সময়ই রুদ্ধ হয়ে যায়নি, শুধু একটি আঁকাবাঁকা গতিপথ ধরে জাপানী আক্রমণকারীগণ এবং কুওমিনতাঙ সরকারের দ্বিমুখী নিপীড়নের মধ্য দিয়ে তা অগ্রসর হয়েছে। এটা পরিষ্কার, দীর্ঘকাল ধরে চীনে দুটি লাইন চলে আসছে ; একটি হচ্ছে কুওমিনতাঙ সরকারের জনগণকে দমন করার ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের লাইন এবং অন্যটি হচ্ছে, গণযুদ্ধ পরিচালনার জন্য তাদের নিজেদের চেতনা ও ঐক্যকে বৃদ্ধি করার জন্য চীনের জনগণের লাইন। চীনের সকল সমস্যার মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে এইখানেই।

ইতিহাস অনুসরণ করে একটি আঁকাবাঁকা গতিপথ

এই দুই লাইনের প্রশ্নটি কেন চীনের সকল সমস্যার মূল চাবিকাঠি এ কথা যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে তার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধের ইতিহাসটি সংক্ষেপে অনুসরণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

চীনের জনগণের প্রতিরোধ-যুদ্ধ অনুসরণ করে এসেছে একটি আঁকাবাঁকা গতিপথ। শুরু হয়েছে তা অনেক আগে সেই ১৯৩১ সালে। ঐ বছরে ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপানী আক্রমণকারীরা শেনইয়াং দখল করে এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ তারা দখল করে নেয়। কুওমিনতাঙ সরকার প্রতিরোধ না করার নীতিই গ্রহণ করে। কিন্তু কুওমিনতাঙ সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় ও সহায়তায় জনগণ এবং ঐ প্রদেশগুলির সৈন্যবাহিনীর একটি দেশপ্রেমিক অংশ জাপ-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবী-বাহিনী এবং জাপ-বিরোধী সংযুক্ত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং বীরত্বপূর্ণ গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। একটা সময়ে এই নির্ভীক গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ এমন বিরাট আকার লাভ করে যে তাদের বহু বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া শত্রুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। জাপানী আক্রমণকারীরা যখন ১৯৩২ সালে সাংহাই আক্রমণ করে তখন কুওমিনতাঙ-এর দেশপ্রেমিক একটি অংশ কুওমিনতাঙ সরকারকে অমান্য করে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে ঊনবিংশ রুট সেনাবাহিনীকে তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করে। ১৯৩৩ সালে জাপানী আক্রমণকারীরা জেহোল ও চাহার প্রদেশগুলি আক্রমণ করে এবং তৃতীয়-বারের মতো কুওমিনতাঙ-এর একটি দেশপ্রেমিক অংশ কুওমিনতাঙ সরকারের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপ-বিরোধী মিত্র সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে শত্রুকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু জাপানের এই সকল সংগ্রামে যা কিছু সমর্থন তা পুরোপুরি এসেছিল চীনের জনগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য গণতান্ত্রিক গ্রুপ এবং প্রবাসী দেশপ্রেমিক চীনাদের কাছ থেকে, কিন্তু প্রতিরোধ না-করার নীতি অনুসরণকারী কুওমিনতাঙ সরকার এতে কিছুই সাহায্য করেনি। বরং উল্টোদিকে, সাংহাই এবং চাহারের জাপ-বিরোধী দুটো অভিযানই কুওমিনতাঙ সরকার নিজেই বিনষ্ট করে দেয়। ১৯৩৩ সালে, ঊনবিংশ রুট সেনাবাহিনী ফুকিয়েনে জনগণের যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তাকেও কুওমিনতাঙ সরকার ধ্বংস করে দেয়।

ঐ সময়ের কুওমিনতাঙ সরকার প্রতিরোধ-না-করার নীতিটি গ্রহণ করেছিল কেন? তার প্রধান কারণ ছিল তা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা ও চীনা জনগণের ঐক্যকে ১৯২৭ সালেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।

১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব গ্রহণ করে কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করেছিলেন, ঐ কংগ্রেসে কমিউনিস্টগণ অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেস রুশদেশের সঙ্গে মৈত্রী, কমিউ-নিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং কৃষকশ্রমিকদের সহায়তাদানের তিনটি মহান নীতি গ্রহণ করে, ওহামপোয়া মিলিটারী একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে এবং কুও-মিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের সকল অংশের একটি জাতীয় যুক্ত-ফ্রন্ট গড়ে তোলে। তার ফলে ১৯২৪-২৫ সালে কোয়ানতুং প্রদেশের প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তিগুলির বিনাশসাধন করা হয়, ১৯২৬-২৭ সালে পরিচালিত হয়, বিজয়ী উত্তরমুখী অভিযান যার মধ্য দিয়ে ইয়াংসি ও পীতনদী বরাবর অধি-কাংশ অঞ্চলেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র যুদ্ধবাজদের সরকারের পরাজয় ঘটে এবং জনগণের মুক্তিযুদ্ধ চীনের ইতিহাসে কোনদিন যা দেখা যায়নি এ রকম বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। উত্তরমুখী অভিযানের এরকম একটি সংকটময় জটিল মুহূর্তে ১৯২৭ সালের বসন্তকালের শেষের দিকে এবং গ্রীষ্মের প্রথমদিকে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ ‘দল থেকে বিতাড়নের’ ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে চীনের জনগণের মুক্তির মূর্তরূপ কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণের সকল অংশকে নিয়ে গঠিত জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দেয় এবং তার সকল বিপ্লবী নীতিকেই চুরমার করে দেয়। মাত্র গতকালের মিত্রবাহিনী চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের জনগণই তার শত্রু হয়ে গেল আর গত-কালের শত্রুরা, সাম্রাজ্যবাদীরা ও সামন্তবাদীরা এখন তার মিত্র হয়ে উঠল। তাই দাঁড়ালো অবশেষে, আকস্মিক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণ পরিচালিত হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরুদ্ধে আর সেই সুমহান, দুর্দান্ত গতিসম্পন্ন ও উদ্দীপ্ত বিপ্লবটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তারপর ঐক্যের বদলে দেখা দিল গৃহযুদ্ধ, গণতন্ত্রের স্থান দখল করে নিল একনায়কতন্ত্র এবং আলোকোজ্জ্বল চীনে নামল অন্ধকারের কৃষ্ণছায়া। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণ মাথা নত করল না, পরাজয় মেনে নিল না, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না। তারা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, রক্ত মুছে ফেলে, নিহত কমরেডদের সসম্মানে

কবর দিয়ে আবার সংগ্রামে নেমে গেল। বিপ্লবের মহান পতাকা উচ্চে তুলে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াল এবং চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জনগণের সরকার স্থাপন করল, ভূমি সংস্কার কার্যকর করল, গড়ে তুলল জনগণের সৈন্যবাহিনী—চীনের লালফৌজ—এবং চীনের জনগণের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে রক্ষা করল আর সম্প্রসারিত করে দিল। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা খারিজ করে দিয়েছিল —জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতন্ত্রীরা সেগুলিকেই এগিয়ে নিয়ে চললেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি প্রদেশে জাপানী আক্রমণকারীদের হামলার পর ১৯৩৩ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেসব কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ ও লালফৌজকে আক্রমণ করছিল তাদের কাছে জাপানকে সম্মিলিত-ভাবে প্রতিরোধের স্বার্থে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করল, প্রস্তাবের তিনটি শর্ত হল—আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে এবং জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করে তুলতে হবে। কিন্তু কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করল।

তারপর থেকে কুওমিনতাঙ সরকারের গৃহযুদ্ধের নীতি ক্রমেই হিংস্র রূপ গ্রহণ করতে লাগল, অন্যদিকে চীনের জনগণের কণ্ঠে ক্রমেই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার ও জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জোর দাবি বিঘোষিত হল। সাংহাই ও অন্যান্য বহু স্থানে নানারকম জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক সংগঠন গড়ে উঠল। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সালের মধ্যে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে ইয়াংসি নদীর উত্তরের ও দক্ষিণের লালফৌজের মূল বাহিনী অবর্ণনীয় দুঃখ-বিপদ তুচ্ছ করে উত্তর-পশ্চিম চীনে চলে গিয়ে ওখানকার লালফৌজের ইউনিটগুলির সঙ্গে মিলিত হল। এই দুবছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নতুন পরিস্থিতির উপযোগী পূর্ণাঙ্গ ও নতুন একটি রাজনৈতিক লাইন—জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের এবং নয়া-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের লাইনটি গ্রহণ করে এবং তাকে রূপায়িত করে চলতে থাকে। ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর পিপিং-এর ছাত্রসাধারণ আমাদের পার্টির নেতৃত্বে একটি নির্ভীক দেশপ্রেমিক আন্দোলন শুরু করে; তারা চীনের জাতীয় মুক্তির অগ্রবাহিনী[১] গড়ে তোলে এবং চীনের সমস্ত বড় বড় শহরে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৩৬ সালের ১২ই

ডিসেম্বর, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনী এবং সপ্তদশ রুট সেনাবাহিনী—জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে আগ্রহী কুওমিনতাঙ-এর দেশপ্রেমিক এই দুটি বাহিনী একত্রে মিলিত হয়ে জাপানের সঙ্গে আপোষ করার এবং দেশের জনগণকে হত্যা করার প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ নীতির সাহসিকতাপূর্ণ বিরোধিতা করে সিয়ানের বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটায়। কুওমিনতাঙ-এর অন্যান্য দেশপ্রেমিকেরাও কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের ঐ সময়কার নীতিতে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। এই পরিস্থিতি-তেই কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাদের গৃহযুদ্ধের নীতি পরিত্যাগ করে এবং জনগণের দাবিগুলি মেনে নেয়। সিয়ানের ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধান একটি দিকপরিবর্তনকারী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; নতুন এই পরিস্থিতিতে আভ্যন্তরীণ সহযোগিতা রূপায়িত হয়ে ওঠে এবং জাপানের বিরুদ্ধে জাতিজোড়া প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৩৭ সালের মে মাসে লুকৌচিয়াওএর ঘটনার[২] সামান্য কিছু আগে আমাদের পার্টি ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে এবং ঐ সম্মেলনে ১৯৩৫ সাল থেকে অনুসৃত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন রাজনৈতিক লাইনটি অনুমোদিত হয়।

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই লুকৌচিয়াও-এর ঘটনা থেকে ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে উহানের পতন পর্যন্ত কুওমিনতাঙ জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে তুলনামূলকভাবে সক্রিয়ই ছিল। ঐ সময়ের ব্যাপক জাপানী আক্রমণ এবং সমগ্র জনগণের ক্রমবর্ধমান দেশপ্রেমিক ঘৃণার অভিব্যক্তির জন্য জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে কুওমিনতাঙ সরকার তার নীতির মূল ভারকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যার ফলে জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও জনগণের সংগ্রামে একটি বিরাট জাগরণ নিয়ে আসা সহজতর হয় এবং একটা সময়ের জন্য নতুন ও অগ্রগতিসঞ্চারী একটা পরিবেশ রচিত হয়। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্রীরা সহ সমগ্র জনগণই একান্তভাবে আশা করেছিলেন যে কুওমিনতাঙ সরকার এই সুযোগটি গ্রহণ করে, জাতির সামনে যখন দারুণ বিপদ ও জনগণ যখন উদ্দীপনায় ভরপুর তখন গণতান্ত্রিক সংস্কার ও ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। এমনকি তুলনামূলকভাবে সক্রিয় প্রতিরোধের ঐ দুটি বছরেও কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ গণযুদ্ধের জন্য জন-গণকে সমবেত করার বিরোধিতা অব্যাহত রাখে এবং জাপ-বিরোধী ও গণ-তান্ত্রিক অভিযানে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসে নানা বাধা-

নিষেধ আরোপ করে। যদিও কুওমিনতাঙ সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী পার্টিসমূহের প্রতি তার পূর্বেকার মনোভাব খানিকটা পরিবর্তন করেছিল তবু তা তাদের সমান মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে ও তাদের কার্যকলাপে নানা বিধিনিষেধ অব্যাহতভাবেই আরোপ করে চলতে থাকে। বিরাট সংখ্যক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীদের তখনো তা জেলে আটক করে রেখেছিল। সর্বোপরি, ১৯২৭ সালে গৃহযুদ্ধ চালাবার পর তা যে মুষ্টিমেয় অভিজাতদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তাই কুওমিনতাঙ সরকার চালিয়ে যেতে লাগল যার ফলে সমগ্র জাতির সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারী গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা অপূর্ণই রয়ে গেল।

এই অধ্যায়ের একেবারে শুরুতেই আমরা কমিউনিস্টরা জাপানের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের দুটি বিকল্প লাইন সামনে তুলে ধরে বলেছিলাম—হয় গ্রহণ করতে হবে বিজয়ের পথে এগিয়ে চলার সর্বব্যাপ্ত গণযুদ্ধের পথ, আর নয়তো গ্রহণ করতে হবে আংশিক যুদ্ধের পথ যাতে জনগণ নির্যাতিতই থেকে যাবেন আর পরিণামে পরাজয়কেই তা ডেকে আনবে। আমরা এটাও দেখিয়ে দিয়েছিলাম, যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী আর অপরিহার্যভাবে তার পথে দেখা দেবে অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও দুঃখ-বিপদ কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আপন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে চীনের জনগণ নিশ্চিতভাবেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে।

গণযুদ্ধ

ঐ একই অধ্যায়ে কমিউনিস্ট-নেতৃত্বাধীন লালফৌজের যে প্রধান বাহিনী-গুলি উত্তর-পশ্চিম চীনে চলে এসেছিল তাদের নতুন করে নামকরণ করা হল চীনের জাতীয় বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনীর অষ্টম রুট সেনাবাহিনী হিসেবে এবং চীনের লালফৌজের যে গেরিলা ইউনিটগুলি ইয়াংসি নদীর দুই তীরে নানা-স্থানে রয়ে গিয়েছিল তাদের নতুন নামকরণ করা হল চীনের জাতীয় বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী। প্রথমটি চলে গেল উত্তর চীনের যুদ্ধফ্রণ্টে আর দ্বিতীয়টি গেল মধ্য চীনের যুদ্ধফ্রণ্টে। গৃহযুদ্ধের যুগে চীনের যে লালফৌজ ওহামপোয়া মিলিটারী একাডেমির এবং জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর উত্তরমুখী অভিযানকালের দিনগুলির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও বিকশিত করে চলেছিল তা একটা সময়ে বহু লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু

হওয়ার মধ্যেই দক্ষিণাঞ্চলের ঘাঁটি এলাকাসমূহে কুওমিনতাঙ সরকারের পরিচালিত নিষ্ঠুর ধ্বংসের তাণ্ডবের ফলে, লং মার্চের সময় আমাদের ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য কারণে তা হ্রাস পেয়ে মাত্র কয়েক হাজারে এসে দাঁড়ায়। ফলে অনেকে এই সৈন্যবাহিনীকে একান্ত তাচ্ছিল্যই করতেন এবং ভেবেছিলেন জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রধান ভরসা কুওমিনতাঙ-এর ওপরই ন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু জনগণই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। জনগণ জানত ঐ সময়কার তাদের অল্প সংখ্যা সত্ত্বেও অষ্টম রুট সেনাবাহিনী এবং নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী হচ্ছেন উচ্চমানসম্পন্ন, একমাত্র তাঁরাই যথার্থ গণযুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবেন এবং একবার যখন তাঁরা জাপ-বিরোধী যুদ্ধফ্রন্টে পৌঁছে যাবেন এবং ওখানকার ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন তখনই তাঁদের সামনে সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর জনগণ সঠিক বিচারই করেছিল। এই মুহূর্তে আমি যখন এই রিপোর্ট রাখছি তখন আমাদের সৈন্যবাহিনী বেড়ে ৯,১০,০০০এ উপনীত হয়েছে এবং আমাদের যে সশস্ত্র গ্রামীণ গণ-রক্ষীবাহিনীকে এখনো তাদের দৈনন্দিন উৎপাদনের কাজ থেকে সরিয়ে আনা হয়নি তাদের সংখ্যা বেড়ে বাইশ লক্ষের অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যাগত দিক থেকে আমাদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী (আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ-এর সকল ইউনিটকে হিসেবে ধরে) কুওমিনতাঙ বাহিনীর চেয়ে অনেক ক্ষুদ্রতর হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে নিয়োজিত জাপানী ও ক্রীড়নক সৈন্যদের সংখ্যা ও যুদ্ধের ফ্রন্টগুলির পরিমাপ হিসেবে ধরলে, তার কার্যকর সংগ্রাম-সামর্থ্যের বিচার করলে, অভিযানকালে তা যে জনসমর্থন পায় তার বিচার করলে এবং তার রাজনৈতিক মান, সংহতি ও ঐক্যের বিচার করলে তা ইতিমধ্যেই প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রধান বাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সৈন্যবাহিনী শক্তিমান তার কারণ এই বাহিনীর সকল সৈনিকই রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ থেকে শৃংখলাপরায়ণ; তাঁরা একযোগে এসেছেন, আর তাঁরা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির বা সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করেন না, তাঁরা লড়ছেন সমগ্র জাতি ও ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থের জন্য। এই সৈন্যবাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে চীনা জনগণের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো এবং সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে তাদের সেবা করা।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই এই সৈন্যবাহিনীর অদম্য মনোবল রয়েছে

এবং সকল শত্রুকে পরাজিত করতে ও কোন সময়ই পরাজয় মেনে না নিতে তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যত বাধাবিপত্তি দুঃখ-বিপদই আসুক না কেন, যতক্ষণ একজন সৈন্যও বেঁচে আছেন, ততক্ষণ সংগ্রাম তিনি চালিয়েই যাবেন।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই এই সৈন্যবাহিনী নিজের সৈনিকদের মধ্যে এবং বাইরের সাধারণ লোকজনের সঙ্গে এমন লক্ষণীয় ঐক্যস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। আভ্যন্তরীণ দিক থেকে এই বাহিনীতে অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে, উচ্চতর ও নিম্নতর স্তরের মধ্যে এবং সামরিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক কাজকর্ম ও বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের নানাবিধ সহায়ক কাজকর্মের মধ্যে ঐক্য রয়েছে ; এবং বাইরের দিক থেকে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে, সৈন্যবাহিনী ও সরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী ও বন্ধু সৈন্যবাহিনী-গুলির মধ্যে ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন যে কোন কিছুকে জয় করাই হচ্ছে অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই, শত্রুবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের জয় করে নিয়ে আসার এবং যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ব্যবহারের একটি সঠিক নীতি এই সৈন্যবাহিনীর রয়েছে। ব্যতিক্রমহীনভাবে শত্রুবাহিনীর যে ব্যক্তিরাই আত্মসমর্পণ করবেন, যাঁরা আমাদের পক্ষে চলে আসবেন বা যাঁরা অস্ত্র বিসর্জন করার পর সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানানো হবে এবং যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা হবে। কোন যুদ্ধবন্দীকেই হত্যা করা, দুর্ব্যবহার করা অথবা অপমান করা নিষিদ্ধ।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই, এই সৈন্যবাহিনীর গণযুদ্ধের জন্য অপরিহার্য রণনীতিগত ও রণকৌশলগত একটি ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নমনীয় গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে এই বাহিনী সুদক্ষ এবং তা সচল যুদ্ধবিগ্রহেও সুদক্ষ।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই, এই সৈন্যবাহিনী গণযুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য রাজনৈতিক কাজকর্মের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং তার লক্ষ্য হচ্ছে বাহিনীর নিজের সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করে তোলা, বন্ধু সৈন্যবাহিনী-সমূহের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা এবং জনগণের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা, শত্রু-বাহিনীগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া এবং যুদ্ধে বিজয়কে সুনিশ্চিত করা।

এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলেই, গেরিলা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অভিযান

পরিচালনাকালেও সমগ্র সৈন্যবাহিনীটি দুটি যুদ্ধবিগ্রহের অন্তর্বর্তী সময়কে এবং ট্রেনিংলাভের নানা সময়ের ফাঁকটুকুকে শস্য উৎপাদনের ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করতে সমর্থ এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে তাকে কাজেও লাগিয়েছে এবং এভাবে পুরোপুরি, আধাআধি বা অংশতঃ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে যাতে করে অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তিকে তা জয় করে নিতে পেরেছে, জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে পেরেছে এবং জনগণের উপরকার বোঝাকে হাল্কা করে দিতে পেরেছে। বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি এলাকাসমূহে বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার অস্ত্রনির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত সম্ভাবনাকেই তারা কাজে লাগিয়েছে।

তাছাড়া, এই সৈন্যবাহিনী এইজন্যই শক্তিশালী যে, জনগণের আত্মরক্ষাকারী বাহিনী এবং সশস্ত্র গণরক্ষীবাহিনী—অর্থাৎ জনগণের বিশাল এমন সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছে যারা এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে সংগ্রাম করে চলে। চীনের মুক্ত এলাকাসমূহে সকল নরনারী, যুবক থেকে মধ্যবয়সী সবাইকে জনগণের আত্মরকাকারী বাহিনীতে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের কাজকর্ম পরিত্যাগ না করার ভিত্তিতেই সংগঠিত করে তোলে। আত্মরক্ষাকারী বাহিনীর চমৎকার যে অংশটি সৈন্যবাহিনী বা গেরিলা ইউনিটে যোগ দেননি তাঁদেরকেই সশস্ত্র গণরক্ষীবাহিনীতে নিয়ে আসা হয়। এই সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সহযোগিতা ছাড়া শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব হতো।

সর্বশেষে, এই সৈন্যবাহিনী এইজন্যই শক্তিশালী যে এই বাহিনীটি দুটি অংশে—মূলবাহিনী এবং আঞ্চলিক বাহিনীতে বিভক্ত, আগেরটি যে-কোন অঞ্চলে যখনই প্রয়োজন সেখানেই সংগ্রামের জন্য চলে যেতে সমর্থ এবং পরেরটি তার নিজের অঞ্চলকে রক্ষা করতেই নিয়োজিত থাকে এবং আঞ্চলিক গণরক্ষী ও আত্মরক্ষাকারা বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে শত্রুকে আক্রমণও করতে পারে। এই শ্রম-বিভাজন জনগণের সর্বান্তঃকরণ সমর্থনই লাভ করেছে। এই সঠিক শ্রম-.বভাজন ছাড়া, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি শুধু মূল-বাহিনীর ভূমিকার ওপরই মনোযোগ দেওয়া হতো—তবে, চীনের মুক্ত অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতিতে শত্রুকে পরাজিত করা অনুরূপভাবে অসম্ভব হতো। আঞ্চলিক বাহিনীগুলির অধীনে বহুসংখ্যক সশস্ত্র টীম গড়ে তোলা হয়েছে যারা সুশিক্ষিত এবং তারই জন্য সামরিক, রাজনৈতিক ও জনগণের কাজের দিক

থেকে সেগুলি খুবই উন্নততর মানসম্পন্ন, তাঁরা শত্রুর লাইনের সুদূর পশ্চাৎ অঞ্চল পর্যন্ত চলে যান, শত্রুর ওপর সেখানে আঘাত হানেন এবং জনগণকে জাপ-বিরোধী সংগ্রামে জাগিয়ে তোলেন ও বিভিন্ন মুক্ত অঞ্চলের যুদ্ধফ্রণ্টের সামরিক অভিযানের ব্যাপারে এভাবে সহায়তা করেন। এই সমস্ত ব্যাপারেই তাঁরা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন।

তাঁদের গণতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বাধীনে চীনের মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত জাপ-বিরোধী জনগণকেই আহ্বান জানানো হয়, তাঁরা যেন শ্রমিক, কৃষক, যুব ও নারীদের সংগঠনের, সাংস্কৃতিক, পেশাগত এবং অপরাপর সংগঠনের সদস্য হন এবং ঐ সংগঠনগুলি আবার সর্বান্তঃকরণে সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনে নানা কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাদের কাজ শুধুমাত্র সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য জনগণকে সমবেত করা, সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য নিয়ে যাওয়া, সৈনিকদের পরিবারগুলির যত্ন নেওয়া বা সৈনিকদের বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করাই নয়; গেরিলা ইউনিটগুলিকে, গণরক্ষী ও আত্মরক্ষাকারী বাহিনীগুলিকে সমবেত করে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ অভিযান চালানো, শত্রুর বিরুদ্ধে মাটিতে মাইন পুঁতে রাখা, শত্রু সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ করা, বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরদের খুঁজে বের করা, যানবাহনের ব্যবস্থা করা, আহতদের রক্ষা করা এবং সামরিক বাহিনীর অভিযানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা —এই সবগুলিও তাঁদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে মুক্ত এলাকার সকল লোকজনেরাই উৎসাহভরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজকর্মে অংশগ্রহণ করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রতিটি মানুষকে সমবেত করা। এবং বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহ যাতে তাদের অবসর সময় তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের যথেষ্ট আত্ম নির্ভর হয়ে ওঠার অভিযানের পরিপূরক হিসেবে যোগ করার জন্য কাজ করে তা সুনিশ্চিত করা এবং এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ-যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য যাতে উৎপাদনের একটি অভিযান জাগিয়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করা। চীনের মুক্ত অঞ্চলে শত্রু প্রচণ্ড তাণ্ডব চালিয়েছে, তাছাড়া বন্যা, খরা, কীটপতঙ্গাদির উপদ্রব তো লেগেই আছে। কিন্তু ওখানকার গণতান্ত্রিক সরকার সংগঠিতভাবে ঐসব বাধাবিপত্তিগুলিকে জয় করার জন্য জনগণকে পরিচালনা করছেন এবং তার

ফলে এক্ষেত্রে কীটপতঙ্গাদি বিনাশের গণ-অভিযানে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সময় ত্রাণকার্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে; আর এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে অব্যাহত রাখাও সম্ভবপর হয়েছে। এক কথায়, সবকিছুই যুদ্ধফ্রন্টের জন্য, সবকিছুই জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয়ের জন্য এবং চীনের জনগণের মুক্তির জন্য—এই হচ্ছে সাধারণ শ্লোগান, এই হচ্ছে চীনের মুক্ত অঞ্চলের সমগ্র সেনাবাহিনী ও সমগ্র জনগণের সাধারণ কর্মনীতি।

এই হচ্ছে সত্যিকারের গণযুদ্ধ। একমাত্র এরকম একটা গণযুদ্ধ চালিয়েই আমরা জাতীয় শত্রুকে পরাজিত করতে পারব। গণযুদ্ধের প্রতি ঠিক তাদের চরম বিরোধিতার জন্যই কুওমিনতাঙ ব্যর্থ হয়েছে।

একবার যখন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠবে, চীনের মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী তখন আরও অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং জাপানী আক্রমণ-কারীদের চূড়ান্ত পরাজয়ই সাধন করবে।

দুটি যুদ্ধফ্রন্ট

একেবারে শুরু থেকেই চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধে দুটি ফ্রন্ট রয়েছে, একটি হচ্ছে কুওমিনতাঙ ফ্রন্ট আর অন্যটি হচ্ছে মুক্ত অঞ্চলের ফ্রন্ট।

১৯৩৮ সালের অক্টোবরে উহানের পতনের পর জাপানী আক্রমণকারীরা কুওমিনতাঙ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে তাদের রণনীতিগত আক্রমণ বন্ধ করে দেয় এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ মুক্ত অঞ্চলের ফ্রন্টেই তাদের মূল বাহিনীগুলিকে সমবেত করে; একই সঙ্গে কুওমিনতাঙ সরকারের মধ্যেকার পরাজয়বাদী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে জাপানী আক্রমণকারীরা ঘোষণা করে দিল যে, তারা কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে শান্তির ব্যাপারে আপোষ করতে ইচ্ছুক এবং চীনা জাতিকে প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই নীতিটি গ্রহণ করে তারা দেশদ্রোহী ওয়াং চিং-ওয়েইকে চুংকিং পরিত্যাগ করতে লোভ দেখায় এবং নানকিং-এ তাকে দিয়ে একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কুওমিনতাঙ সরকার তখন থেকে তার নীতি বদলাতে শুরু করে, ক্রমে ক্রমে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ থেকে জোর সরিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরুদ্ধেই তা জোর দিতে থাকে। সামরিক ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজেদের সামরিক শক্তিকে অক্ষত রাখার জন্য, কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের প্রতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে, মুক্ত অঞ্চলের ফ্রন্টের বিরুদ্ধেই তা তার সমরশক্তিকে

নিয়োজিত করে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের পুরো শক্তি নিয়ে মুক্ত অঞ্চল আক্রমণের সুযোগ করে দেয় এবং 'নিজেরা পর্বতশীর্ষে বসে থেকে দুটো বাঘের লড়াই দেখতে থাকে।'

১৯৩৯ সালে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল 'বিদেশী পার্টিগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি' গ্রহণ করে এবং জাপ-বিরোধী জনগণ ও পার্টিগুলিকে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিকে যা কিছু অধিকার তাঁরা অর্জন করেছিলেন তা থেকেও বঞ্চিত করে। তারপর থেকে কুওমিনতাঙ অঞ্চলগুলিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টিগুলিকে এবং সবচেয়ে বেশি করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে কুওমিনতাঙ সরকার আত্মগোপন করতে বাধ্য করে। প্রতিটি প্রদেশে, প্রতিটি অঞ্চলে জেলখানাগুলি ও বন্দীশিবিরগুলি কমিউনিস্ট, তরুণ দেশ-প্রেমিক এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত বন্দীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে গেল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে কুওমিনতাঙ সরকার জাতীয় ঐক্য ভেঙে দেওয়ার জন্য তিনটি ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ অভিযান[৩] চালিয়েছে এবং এভাবে গৃহযুদ্ধে গুরুতর বিপদই সৃষ্টি করেছে। এই সময়েই তা নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীকে 'ভেঙে দেওয়ার' জন্য হুকুম জারী করে এবং দক্ষিণ আনহুইতে এই সৈন্যবাহিনীর নয় হাজারেরও বেশি সৈন্যকে হত্যা করে—এই ঘটনায় সমগ্র দুনিয়াই স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই মুহূর্তেও মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যদের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ-এর আক্রমণ বন্ধ হয়নি এবং তা বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। একই সঙ্গে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা নানারকমের অপবাদ ও কুৎসা ছড়িয়ে চলেছে। তারাই 'বিশ্বাসঘাতক পার্টি', 'বিশ্বাসঘাতক সৈন্যবাহিনী', 'বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল', 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের অন্তর্ঘাত সৃষ্টি ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তোলা' ইত্যাদি বাছা বাছা বদনাম ও গালমন্দ আবিষ্কার করেছে কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং মুক্ত অঞ্চলগুলিকে নিন্দা জ্ঞাপনের মতলব নিয়ে। এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নলিখিত শ্লোগান সহ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে: 'প্রতিরোধে অবিচল থাকুন এবং আত্মসমর্পণের বিরোধিতা করুন! ঐক্যে অবিচল থাকুন এবং ভাঙন প্রতিরোধ করুন। প্রগতিতে অবিচল থাকুন এবং পশ্চাৎগমনকে প্রতিরোধ করুন!' এই পাঁচ বছরে আমাদের পার্টি এইসব সময়োচিত শ্লোগান নিয়ে কাজ করে তিনটি প্রতিক্রিয়াশীল ও জন-বিরোধী

কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ অভিযানকেই সদর্পে প্রতিহত করে দিয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংকটকে অতিক্রম করেছে।

কুওমিনতাঙ যুদ্ধফ্রণ্টে এই বছরগুলিতে গুরুতর রকমের কোন সংগ্রামই হয়নি। জাপানী আক্রমণের মূল ধারা মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধেই নিবদ্ধ ছিল। ১৯৪৩ সালের মধ্যে মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ চীন আক্রমণকারী জাপানী সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৬৪ ভাগ এবং তাঁবেদারবাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগের বিরুদ্ধেই লড়াই করে চলেছে, অন্যদিকে কুওমিনতাঙ ফ্রণ্টে জাপানীদের শতকরা ৩৬ ভাগ এবং তাঁবেদারদের ৫ ভাগ সৈন্যই নিয়োজিত রয়েছে।

১৯৪৪ সালে জাপানী আক্রমণকারীরা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত চীনের ট্রাঙ্ক রেলপথটি অবিরাম যাত্রাপথ হিসেবে জোর করে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য[8] অভিযান শুরু করে; আতঙ্কগ্রস্ত সৈন্যবাহিনীগুলি কোনরকম প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই হোনান, হুনান, কোয়াংসি এবং কোয়ানতুং প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল শত্রুর করতলগত হয়ে পড়ে। তার আগে দুই ফ্রণ্টে নিয়োজিত শত্রুবাহিনীর সংখ্যায় অনুপাতগত তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। তা সত্বেও এই মুহূর্তে চীনে জাপানের মোট ৫,৮০,০০০ সৈন্যের ৪০টি ডিভিশনের মধ্যে (উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটিকে এর মধ্যে ধরা হয়নি), ৩,২০,০০০ জাপানী সৈন্যের ২২½টি ডিভিশন অর্থাৎ মোট সৈন্যের শতকরা ৫৬ ভাগ মুক্ত এলাকায় নিয়োজিত রয়েছে এবং ২,৬০,০০০ সৈন্যের ১৭½টি ডিভিশনের অনধিক শত্রুসৈন্য কুওমিনতাঙ ফ্রণ্টে নিয়োজিত রয়েছে। দুই ফ্রণ্টে নিয়োজিত তাঁবেদার সৈন্যের অনুপাতে মোটেই কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এটাও দেখিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে (নিয়মিত ও আঞ্চলিক সৈন্য সহ) তাঁবেদার বাহিনীর আট লক্ষাধিক সৈন্য মুখ্যতঃ গড়ে উঠেছে আত্ম-সমর্পণকারী কুওমিনতাঙ সেনাপতিদের অধীনস্থ ইউনিটগুলিকে নিয়ে বা আত্মসমর্পণের পর কুওমিনতাঙ অফিসাররা যে ইউনিটগুলি গড়ে তুলেছে তাদের নিয়ে। এই তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীকে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা আগেভাগেই 'ঘোরাপথে জাতিকে রক্ষা করার' তথাকথিত একটি মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতক তত্ত্ব এনে দিয়েছে এবং তাদের আত্মসমর্পণের সময় থেকেই তাদের নৈতিক ও সাংগঠনিক মদৎ জুগিয়ে আসছে এবং জাপানী আক্রমণ-

কারীদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চীনের জনগণের মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আক্রমণে তাদের পরিচালিত করে আসছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলেরা বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীকে, মোট ৭,৯৭,০০০-এর কম নয়, সমবেত করেছে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও অন্যান্য মুক্ত অঞ্চল অবরোধ ও আক্রমণ করার জন্য। এই গুরুতর পরিস্থিতিকে কুওমিনতাঙ সরকারের সংবাদ চেপে রাখার নীতির মাধ্যমে বহু সংখ্যক চীনা ও বিদেশীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।

চীনের মুক্তি অঞ্চল

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন চীনের মুক্ত এলাকার জনসংখ্যা এখন ৯,৫৫,০০,০০০। উত্তরে ভেতর মঙ্গোলিয়া থেকে দক্ষিণে হাইনান দ্বীপ পর্যন্ত তা বিস্তৃত; শত্রুরা প্রায় যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই তারা অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী অথবা কর্মরত অন্য কোন গণফৌজের দেখা পাচ্ছে। এই বিশাল মুক্ত বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে উনিশটি প্রধান প্রধান মুক্ত অঞ্চল, লিয়াওনিং, চাহার, সুইয়ুয়ান, শেনসি, কানসু, নিংসিয়া, শানসি, হোপেই, হোনান, শানতুং, কিয়াংসু, চেকিয়াং, আনহুই, কিয়াংসি, হুপে, হুনান, কোয়ানতুং এবং ফুকিয়েন প্রদেশের কমবেশি অঞ্চল তারই অন্তর্ভুক্ত। এই সকল মুক্ত অঞ্চলগুলিকে পরিচালনার কেন্দ্র হচ্ছে ইয়েনান। পীতনদীর পশ্চিমে অবস্থিত ১৫,০০,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল হচ্ছে এই উনিশটি অঞ্চলের একটি, সারা চীনের বিশাল মুক্ত এলাকা জুড়ে এই অঞ্চলগুলি ছড়িয়ে রয়েছে এবং তার মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে যথার্থই অল্প জনবসতি রয়েছে চেকিয়াং প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ও হাইনান দ্বীপের এলাকা দুটিতে। এটা জানেন না বলেই অনেক মনে করেন চীনের মুক্ত এলাকা বুঝি মূলতঃ শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল নিয়েই গঠিত। কুওমিনতাঙ সরকারের অবরোধের জন্যই এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি মুক্ত অঞ্চলেই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সমস্ত প্রাথমিক প্রয়োজনীয় নীতিগুলি কার্যকর করা হয়েছে, জনপ্রিয় নির্বাচিত সরকার রয়েছে অর্থাৎ আঞ্চলিক কোয়ালিশন সরকার রয়েছে, হয় এ ধরনের সরকার ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে না হয় সেগুলি স্থাপন করা হচ্ছে, এইসব সরকারগুলিতে কমিউনিস্টরা, অন্যান্য জাপ-বিরোধী পার্টিগুলির প্রতিনিধি

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বা দল-বহির্ভূত লোকজনেরা রয়েছেন, সহযোগিতা করছেন। এই মুক্ত অঞ্চলগুলিতে জনগণের সমগ্র শক্তিকেই সমবেত করা হয়েছে। তার ফলে, শত্রুর ভয়াবহ চাপ, কুওমিনতাঙ-এর সামরিক অবরোধ ও আক্রমণ এবং বিদেশী সাহায্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলি দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও একটানা উন্নতিলাভ করেছে, শত্রুর কবলিত এলাকা কমিয়ে এনেছে এবং নিজের এলাকা সম্প্রসারিত করেছে। গণতান্ত্রিক চীনের তা আদর্শরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়নের এবং মিত্রদেশগুলির সামরিক সহায়তায় চীনের জনগণের মুক্তিসাধনের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনের মুক্ত এলাকার সশস্ত্রবাহিনী, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং জনগণের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীগুলি জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শুধু বীরত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাই নয়, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের গণতান্ত্রিক নীতিগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও তারা আদর্শ স্থাপন করেছে। ১৯৩৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার ঘোষণাপত্রে জোর দিয়ে বলেছিল 'চীনের আজ প্রয়োজন ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি, আমাদের পার্টি সেগুলির পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত'; চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলিতে তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলা হয়েছে।

কুওমিনতাঙ এলাকা

নিজের একনায়কতন্ত্রী শাসনের ব্যাপারে অবিচল কুওমিনতাঙ-এর মুখ্য শাসকচক্র জাপানের প্রতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের একটি নীতি এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করেছে। তার ফলে, তার সশস্ত্রবাহিনী আজ তার মূল আকারের অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে এবং তার অধিকাংশই তাদের সংগ্রাম-সামর্থ্য কার্যতঃ হারিয়ে বসেছে। এই গোষ্ঠী ও ব্যাপক জনগণের মধ্যে একটি গভীর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্যের ও রিক্ততার ব্যাপক অসন্তোষ ও পরিব্যাপ্ত বিদ্রোহের এক গুরুতর সংকটই দেখা দিয়েছে। এতে করে শুধু যে যুদ্ধে তার ভূমিকা লক্ষণীয়ভাবে নগণ্য হয়ে পড়েছে তাই নয়, চীনের জনগণের জাপ-বিরোধী সকল শক্তিগুলির সমাবেশ ও ঐক্যের পথে তা একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুওমিনতাঙ এর মুখ্য শাসকচক্রের নেতৃত্বাধীনে এরকম একটি গুরুতর

পরিস্থিতি কেন দেখা দিয়েছে? এটা দেখা দিয়েছে তার কারণ এই চক্র হচ্ছে চীনের বৃহৎ জমিদারগণ, বৃহৎ ব্যাঙ্কমালিক এবং বৃহৎ মুৎসুদ্দিদেরই প্রতিনিধি। মুষ্টিমেয় যে লোকদের নিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল স্তরটি গড়ে উঠেছে তারা কুওমিনতাঙ সরকারের অধীনস্থ সমস্ত প্রধান প্রধান সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে একচেটিয়া করতলগত করে রেখেছে। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষা করাকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে। 'সবকিছুর ওপরে জাতি' এ কথা তারাও বলে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে জাতির বিপুল সংখ্যাধিকের দাবির কোনই মিল নেই। 'সবকিছুর ওপরে রাষ্ট্র' এ কথা ওরাও বলে কিন্তু তারা যা বোঝাতে চায় তা হচ্ছে সামন্ত-ফ্যাসিবাদী বৃহৎ জমিদার, বৃহৎ ব্যাঙ্কমালিক ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিদের একটি রাষ্ট্র এবং মোটেই জনগণের গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র তা নয়। তাই জন্য, জনগণের অভ্যুত্থানের ভয়ে তারা ভীত, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভয়ে তারা ভীত এবং জাপানের বিরুদ্ধে সামরিক সমাবেশের ব্যাপারে তারা ভীত। এখানেই নিহিত রয়েছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে তাদের নিষ্ক্রিয় নীতির এবং জনগণের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির মূল কারণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের দুমুখো নীতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, একদিকে জাপানকে প্রতিরোধ করছে কিন্তু অন্যদিকে তারা অনুসরণ করছে নিষ্ক্রিয় একটি যুদ্ধনীতি এবং তদুপরি জাপানীরা সব সময় ওদের আত্মসমর্পণে লুব্ধ করার লক্ষ্যবস্তু করে রেখেছে। তারা চীনের অর্থনীতিকে বিকশিত করে তোলার কথা বলে, কিন্তু আসলে তারা তাদের নিজেদের আমলাতান্ত্রিক পুঁজির অর্থাৎ বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক ও মুৎসুদ্দিদের পুঁজিরই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। আর এভাবে চীনের অর্থনীতির প্রাণ-প্রবাহগুলিকেই তারা কৃষক, শ্রমিক, পেটি-বুর্জোয়া ও একচেটিয়া নন এমন বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়ন করে নিজেদের একচেটিয়া কব্জায় নিয়ে আসে। তারা 'গণতন্ত্রকে' বাস্তবে প্রয়োগ করার কথা বলে এবং 'রাষ্ট্র ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার' কথা বলে কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য জনগণের আন্দোলনকে তারা নিষ্ঠুরভাবে দমনপীড়ন করে এবং সামান্যতম গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রচলন করতেও অস্বীকার করে। তারা বলে 'কমিউনিস্ট সমস্যা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিকভাবেই তার সমাধান হওয়া উচিত,' কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তারা সামরিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে

এবং অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ঠুর দমনপীড়ন চালায়; আর মনে করে কমিউনিস্ট-পার্টি হচ্ছে ওদের 'এক নম্বর দুশমন' আর জাপানী আক্রমণকারীরা ওদের কাছে 'দুই নম্বর দুশমন' মাত্র। দিনের পর দিন তারা গৃহযুদ্ধ বাধাবার প্রস্তুতি এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; তারা বলে একটি 'আধুনিক রাষ্ট্রই' তারা কায়েম করতে চায়, কিন্তু বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক ও মুৎসুদ্দিদের সামন্ত-ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র বজায় রাখার জন্যই তারা মরীয়া হয়ে প্রয়াস চালায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখলেও আসলে তারা তার প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন। 'ইউরোপের আগে এশিয়া' এই কথাটি যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী-দের সুরে সুর মিলিয়ে কপচাতে কপচাতে তারা ফ্যাসিষ্ট জার্মানির জীবদ্দশাকে প্রলম্বিতই করতে চায়, যার আসল অর্থ দাঁড়ায় চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের ফ্যাসিষ্ট শাসনসহ সকল দেশের তাবৎ ফ্যাসিষ্টদেরই জীবদ্দশাকে বাড়ানোর অপচেষ্টা, তথাপি অন্যদিকে একই সঙ্গে তারা নানা কূটনৈতিক ছলাকলা চালায় আর এমন হাবভাব দেখায় যেন তারা একেবারে খাঁটি ফ্যাসি-বিরোধী বীর। পরস্পর-বিরোধী এই দুমুখো নীতি মূলের দিকে তাকালে দেখা যাবে তার সবগুলিরই উৎস হচ্ছে বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্ক মালিক ও মুৎসুদ্দিদের সামাজিক স্তরটি।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও কুওমিনতাঙ সমমতাবলম্বী একটি রাজনৈতিক দল নয়। যদিও তা বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক ও মুৎসুদ্দিদের স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রণাধীন তবু ঐ দলটিকে পুরোপুরি এই চক্রের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না। কিছু কিছু কুওমিনতাঙ নেতৃবৃন্দ এই চক্রের অন্তর্ভুক্ত নন এবং এই চক্রটি তাঁদের অবজ্ঞাই করে, দূরে সরিয়ে রাখে এবং তাঁদের আক্রমণ করে। তার অনেক কর্মী ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ এবং তিন-গণনীতি অনুসরণকারী ইয়ুথ লীগের বহু সভ্যই এই চক্রের নেতৃত্ব সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ এবং কিছু কিছু অংশ তার বিরোধিতাই করেন। কুওমিনতাঙ সৈন্য-বাহিনী সম্পর্কে, সরকারী সংস্থা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সম্পর্কেও কথাটি খাঁটি। এই সবগুলি সংগঠনেই বেশ কিছু সংখ্যক গণতান্ত্রিক লোকজন রয়েছেন। তদুপরি, খোদ এই চক্রটিই যেহেতু কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে তাই তাও সুসংবদ্ধ একটি চক্র নয়। কুওমিনতাঙকে

সমমতাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল একটি সংস্থা মনে করা নিঃসন্দেহে ভুল হবে।

বিপরীত চিত্র

চীনের জনগণ মুক্ত অঞ্চল ও কুওমিনতাঙ অঞ্চলের মধ্যেকার সুস্পষ্ট বিপরীত চিত্রটি দেখতে পেয়েছে।

এই তথ্যগুলি কি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়? এখানে দেখা যাচ্ছে দু'টি লাইন, একদিকে গণযুদ্ধের লাইন আর অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের লাইন যা গণ-যুদ্ধের বিরোধী; একটি চীনের মুক্ত অঞ্চলের কঠিন পরিস্থিতিতে কোনপ্রকার বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই এগিয়ে চলেছে বিজয়ের দিকে, আর অন্যটি বৈদেশিক সাহায্য পেয়েও কুওমিনতাঙ এলাকার একান্ত অনুকূল পরিস্থিতিতে এগিয়ে চলেছে পরাজয়ের পথে।

কুওমিনতাঙ অস্ত্রশস্ত্রের অভাবকেই এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেখাতে চাইছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করা যায়, দুয়ের মধ্যে অস্ত্রের অভাব কার—কুও-মিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর, না মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর? চীনের সকল সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে মুক্ত অঞ্চলের বাহিনীরই অস্ত্রের অভাব সবচেয়ে তীব্র, তাদের একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে শত্রুর কাছ থেকে যেগুলি দখল করা হয় সেগুলি বা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তৈরী করা যা কিছু অস্ত্রপাতি।

এটা কি সত্য নয় যে প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীগুলির চেয়ে কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী অনেক ভালভাবে অস্ত্রসজ্জিত? অথচ দেখা যাচ্ছে, সংগ্রাম-সামর্থ্যের বিচারে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট।

কুওমিনতাঙ-এর সংরক্ষিত বিশাল জনবল রয়েছে, তবু তাদের ভ্রান্ত সংগ্রহ-নীতির জন্য তাদের লোকবলের জোগান দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে যদিও শত্রু কর্তৃক একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ করতে হচ্ছে তবু চীনের মুক্ত অঞ্চলের অন্তহীন লোকবল জোগানের সামর্থ্য রয়েছে কারণ তার রয়েছে গণরক্ষীবাহিনী ও আত্মরক্ষীবাহিনীর এমন একটি ব্যবস্থা জনগণের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যা একান্ত সুপ্রযুক্ত বলে সর্বত্র তাকে প্রয়োগ করা চলে, কেননা লোকবলের অপব্যয় ও অযথা অপচয়ের পথ এখানে পরিহার করা হয়ে থাকে।

যদিও কুওমিনতাঙ-এর শস্যবহুল বিশাল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে এবং

জনগণ সাত থেকে দশ কোটি তান প্রতিবছর তাকে সরবরাহ করে তবু তার সৈন্যবাহিনী সব সময় খাদ্যাভাবে ভুগছে এবং তার সৈন্যগণ নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ-দেহ কেননা খাদ্যশস্যের বিরাট অংশই যাদের হাত দিয়ে তা যায় তারা আত্মসাৎ করে ফেলে। কিন্তু যদিও চীনের অধিকাংশ মুক্ত এলাকাই শত্রুর লাইনের পেছনে পড়ে গেছে এবং শত্রু তার 'সবকিছু পুড়িয়ে দেওয়ার, সবাইকে হত্যা করার ও সবকিছু লুট করার' নীতি অনুসারে ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়েছে, তাছাড়া উত্তর শেনসির মতো কিছু অঞ্চল একেবারে মরুভূমি সদৃশ,—তা সত্ত্বেও কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা আমাদের চেষ্টার মাধ্যমে খাদ্যসমস্যা সাফল্যের সঙ্গেই সমাধান করেছি।

কুওমিনতাঙ অঞ্চল এক গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে; অধিকাংশ শিল্পই দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং কাপড়চোপড়ের মতো নিত্য-ব্যবহার দ্রব্যাদিও মুক্তরাষ্ট্র থেকে তাকে আমদানি করতে হচ্ছে। কিন্তু চীনের মুক্ত অঞ্চলে কাপড়চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি করে সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে শ্রমিক, কৃষক, দোকান কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছেন। মুক্ত এলাকাতে সকল মানুষেরই খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কাজ রয়েছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে—জাতীয় সংকটকে মুনাফা-খোরীর কাজে লাগিয়ে সরকারী কর্মচারীরা সমস্ত লজ্জা ও শালীনতাবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে একই সঙ্গে বেনিয়া আর অভ্যস্ত ঘুষখোর হয়ে উঠেছে। চীনের মুক্ত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সহজ-সরল জীবনযাত্রা আর কঠোর শ্রমশীলতা, কর্মীরা তাঁদের নিয়মিত কাজ ছাড়াও উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করেন; সততাকে খুবই উচ্চ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং দুর্নীতিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে জনগণের কোন স্বাধীনতাই নেই। চীনের মুক্ত অঞ্চলে জনগণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

কুওমিনতাঙ শাসকেরা আজ যে বিশৃংখলার সম্মুখীন তার জন্য কাদের দায়ী করা যায়? তারা নিজেরা ছাড়া আর অন্য কাদের দায়ী করা যাবে? যথেষ্ট সাহায্য না দেওয়ার জন্য বিদেশীদের দায়ী করা চলে, না কুওমিনতাঙ-

সরকারের একনায়কতন্ত্রী শাসন, দুর্নীতি ও অপদার্থতাকেই তার জন্য দায়ী করতে হয়? উত্তর কি খুবই পরিষ্কার নয়?

কারা 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে আর রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলছে?

এইসব অকাট্য প্রমাণের আলোকে বলা চলে না কি যে কুওমিনতাঙ সরকার নিজেই চীনের জনগণের প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে এবং আমাদের দেশকে বিপন্ন করে তুলছে? পুরো দশটি বছর এই সরকার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রেখেছে, জাতীয় প্রতিরক্ষাকে চূড়ান্তভাবে অবহেলা করে জনগণের বিরুদ্ধেই তার অসির ফলাটি ঘুরিয়ে ধরেছে এবং তার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতির ফলে তা উত্তর-পূর্ব চীনের চারটি প্রদেশকে জলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছে। জাপানী আক্রমণকারীরা যখন মহান প্রাচীরের দক্ষিণদিকে এগিয়ে আসছিল, তা নামকেওয়াস্তে এক ঝটকা প্রতিরোধ সৃষ্টি করেই লুকৌচিয়াও থেকে পিছু হটে পালিয়ে সোজা চলে গেল কিউচৌ প্রদেশে। তা সত্ত্বেও এই কুওমিনতাঙই অভিযোগ করছে 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করছে এবং রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলছে' (১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি দেখুন)। তার একমাত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, জনগণের সকল অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করেছে এবং তা জাপানকে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করে চলেছে। কুওমিনতাঙ-এর যুক্তি-ধারা চীনের জনগণের যুক্তি-বিচারের ধারা থেকে এমনই আলাদা যে বহু সমস্যার ব্যাপারে একটা সাধারণ ভাষা খুঁজে না পেলেও বিস্ময়ের কিছুই নেই।

এখানে দুটি প্রশ্ন রয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, হেইলুংকিয়াং প্রদেশ থেকে লুকৌচিয়াও এবং লুকৌচিয়াও থেকে কিউচৌ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এমন বিশাল, এমন জনসমৃদ্ধ একটা অঞ্চলকে ছেড়ে আসতে কুওমিনতাঙ সরকারকে কী বাধ্য করেছে? প্রথম দিকের তার জাপানকে প্রতিরোধ না করার নীতি, তার পরের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি এবং জনগণকে বিরোধিতা করার নীতি ছাড়া তা আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, জাপানী ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীর নিষ্ঠুর ও দীর্ঘস্থায়ী

আক্রমণকে চুরমার করে দিতে, এমন বিশাল অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে এবং জাতীয় শত্রুর কবল থেকে এমন বিপুল সংখ্যাকে মুক্ত করতে চীনের মুক্ত অঞ্চলকে ঠিক কী জিনিসটি এই সামর্থ্য এনে দিয়েছে ? এটা কী সঠিক লাইন, গণযুদ্ধের লাইন ছাড়া আর কী হতে পারে ?

'সরকারী ও সামরিক আদেশের প্রতি অবাধ্যতা'

কুওমিনতাঙ সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই বলেও অনবরত অভিযোগ করছে যে তা 'সরকারী ও সামরিক আদেশের প্রতি অবাধ্যতা' প্রদর্শন করছে। আমাদের যা বলা দরকার তা হচ্ছে শুধু এইটুকুই যে সৌভাগ্যবশতঃ চীনের কমিউনিস্টগণ চীনের জনগণের সাধারণ বুদ্ধির অংশীদার হিসেবে সেইসব 'সরকারী ও সামরিক আদেশকে' মান্য করেনি; কারণ বাস্তবে তার পরিণাম দাঁড়াত যে মুক্ত এলাকাগুলি চীনের জনগণ জাপানী আক্রমণকারীদের কবল থেকে প্রচুর বাধাবিপত্তি ও দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে উদ্ধার করেছে সেগুলি তাদের হাতেই সঁপে দেওয়া। এ রকম কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে ১৯৩৯ সালের 'বিদেশী পার্টিসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাদি', ১৯৪১ সালের 'নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া' সম্পর্কে এবং 'পীতনদীর প্রাক্তন গতিপথের উত্তর অঞ্চলে সরে যাওয়া' সম্পর্কে আদেশাবলী, ১৯৪৩ সালের 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিলোপসাধন' সম্পর্কিত আদেশ, ১৯৪৪ সালে 'একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে দশ ডিভিশন ছাড়া সমস্ত সৈন্য-বাহিনী ভেঙে দেওয়ার' জন্য আমাদের প্রতি আদেশ এবং কুওমিনতাঙ সরকার আমাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনাকালে তাঁরা যাকে অভিহিত করেছেন 'একটা সুবিধাদান হিসেবে' তদনুযায়ী তাদের একনায়কতন্ত্রী সরকার কটি পদের বিনিময়ে কিন্তু কোন কোয়ালিশন সরকার গঠন না করেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে এবং আঞ্চলিক সরকারকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে এই সম্পর্কিত প্রস্তাবটি। সৌভাগ্যের কথা আমরা এ ধরনের জিনিসকে মান্য করিনি এবং এভাবে অন্ততঃ অক্ষত একটি ভূভাগকে এবং বীর জাপ-বিরোধী একটি ফৌজকে চীনের জনগণের জন্য বজায় রেখেছি। এই 'অবাধ্যতার' জন্য চীনের জনগণের কি নিজেদের অভিনন্দিত করা উচিত নয় ? কুওমিনতাঙ সরকারের কি এটা মনে করা উচিত নয় যে জাপানী আক্রমণকারীদের হেইলুং-কিয়াং থেকে কিউচৌ পর্যন্ত বিশাল জনবহুল অঞ্চল উপহার দানের পর নিজের

ফ্যাসিষ্ট সরকারী হুকুমনামা ও পরাজয়বাদী সামরিক আদেশের মাধ্যমে তা যথেষ্টই করেছে? জাপানী আক্রমণকারী এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরা এইসব 'সরকারী ও সামরিক আদেশকে' স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু একজন সৎ চীনা দেশপ্রেমিক কি এইগুলিকে স্বাগত জানাতে পারবেন? যদি একটি কোয়ালিশন সরকার, শুধু আকারে নয় বাস্তবেও না থাকে, ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র নয় যদি গণতান্ত্রিক একটি সরকার না থাকে, তবে কি এটা ভাবা যায় যে, মুক্ত অঞ্চলে জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছেন এবং এমন গণফৌজ গড়ে তুলেছেন যা প্রতিরোধ-যুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছে, চীনের জনগণ চীনের কমিউনিস্ট-দের কি ঐ মুক্ত অঞ্চল ও গণফৌজকে পরাজয়বাদী, ফ্যাসিষ্ট ও একনায়কতন্ত্রী কুওমিনতাঙ সরকারকে উপঢৌকন দিয়ে দিতে অনুমতি দেবেন? মুক্ত এলাকা ও গণফৌজ না থাকলে চীনের জনগণের জাপ-বিরোধী লক্ষ্য কি আজ যা হতে পেরেছে তা হতে পারত? আর চীনা জাতির ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াত তা কি কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব?

গৃহযুদ্ধের বিপদ

আজ পর্যন্ত কুওমিনতাঙ-এর মূল শাসকগোষ্ঠী একনায়কতন্ত্র ও গৃহযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতেই অবিচল রয়েছে। বিশেষ একটি মিত্র দেশের সৈন্য-বাহিনী চীনের মূল ভূখণ্ডের বিরাট অংশকে জাপানী আক্রমণকারীদের কবল থেকে নিষ্কণ্টক করে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি অনেকদিন থেকে চালিয়ে আসছে এবং এখন তাকে জোরদার করে তুলছে এমন বহু লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। তারা এইটিও আশা করছে যে চীনে কিছু কিছু মিত্র দেশের সেনাপতিগণ, গ্রীসে ব্রিটিশ সেনাপতি স্কোবি[৫] যা করে আসছে, সেই এক কাজই করবে। স্কোবির ও প্রতিক্রিয়াশীল গ্রীক সরকারের সম্পাদিত কসাইবৃত্তিকে তারা সহর্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আবার ১৯২৭-৩৭ সালের গৃহযুদ্ধের ঘূর্ণিঝড়ে তা চীনকে ডুবিয়ে দিতে মতলব ফাঁদছে। 'জাতীয় বিধান-সভা আহ্বানের' ও 'রাজনৈতিক সমাধানের' ধূম্রজালের আড়ালে তা সংগোপনে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। আমাদের দেশবাসীরা যদি এই প্রস্তুতি লক্ষ্য না করেন, এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে না দেন এবং তার সমাপ্তি না ঘটান —তবে একদিন হঠাৎ করে গৃহযুদ্ধের কামানের গর্জন শুনে তাঁদের হতচকিতই হয়ে উঠতে হবে।

আলাপ-আলোচনা

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলির সম্মতিলাভের পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের কাছে এই দাবি হাজির করে যে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা, নতুন চীন গড়ে তোলা এবং গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান করা হোক এবং একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গড়ে তোলা হোক। নিঃসন্দেহে তা ছিল সময়োচিত একটি দাবি এবং কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাপক জনগণের উষ্ণ সমর্থন তাতে লাভ করা যায়।

কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান, কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা এবং অপরিহার্য গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রচলনের জন্য কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলাপ-আলোচনাই আমরা করেছি, কিন্তু তা আমাদের সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছে। কুওমিনতাঙ শুধু তার একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসানে এবং একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে অনিচ্ছুক তাই নয়, একান্ত প্রয়োজনীয় জরুরী গণতান্ত্রিক সংস্কারের একটিও—যেমন, গোয়েন্দা পুলিশের অবসান, জনগণের স্বাধীনতাকে খর্ব করে এমন প্রতিক্রিয়াশীল আইন ও হুকুমনামাগুলি খারিজ করা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, রাজনৈতিক পার্টিগুলির আইনানুগ মর্যাদার স্বীকৃতি, মুক্ত অঞ্চলের স্বীকৃতি, এবং মুক্ত অঞ্চলে অবরোধ সৃষ্টিকারী ও আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাহার ইত্যাদি কোনটিই প্রচলন করতে তা রাজী হয়নি। ফলে, চীনে রাজনৈতিক সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে উঠেছে।

দুটি সম্ভাবনা

সামগ্রিকভাবে, এই পরিস্থিতির এবং আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থার আলোকে আমি এখানে উপস্থিত সবাইকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের পথে আমরা অবাধে ও সহজে এগিয়ে যাব এটা প্রত্যাশা না করতেই বলছি। না, তা অবাধ ও সহজ হবে না। আসলে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে—একটি শুভ আর অন্যটি অশুভ। একটি সম্ভাবনা বা ভবিষ্যৎ হচ্ছে, ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব অব্যাহত থাকবে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কার গ্রাহ্য হবে না, জাপানী আক্রমণকারীদের নয়, জনগণকে বিরোধিতা করাই অব্যাহত থাকবে এবং জাপানী আক্রমণকারীরা পরাজিত হওয়ার পর

এমনকি একটা গৃহযুদ্ধও বেধে যেতে পারে, চীন এভাবে আবার তার দুঃসহ পুরানো অবস্থাতেই নিক্ষিপ্ত হবে এবং স্বাধীনতা, মুক্তি, গণতন্ত্র, ঐক্য, সমৃদ্ধি ও শক্তিহীন হয়েই পড়ে থাকবে। এই সম্ভাবনা বা ভবিষ্যৎ এখনো রয়েছে, তার সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি বা অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং জনগণের বর্ধিত রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগঠিত শক্তির জন্য তা আপ্‌সে উধাও হয়েও যায়নি। এই সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ বাস্তবে রূপলাভ করবে এ কথা দেশের মধ্যে কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীলচক্র এবং বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী-মানসিকতা সম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রত্যাশা করছে। এই হল একটি দিক যা হিসেবে রাখা চাই।

কিন্তু অন্য একটি সম্ভাবনা রয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতির ও ওপরের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিচারের আলোকে, আমরা অধিকতর আস্থা ও সাহস নিয়ে দ্বিতীয় সম্ভাবনা বা ভবিষ্যতের জন্য প্রয়াসী হতে পারি। তা হচ্ছে, সকল বাধাবিপত্তি জয় করার, সমগ্র জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, কুওমিনতাঙ-এর ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব অবসানের, গণতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকর করার, জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে সংহত ও সম্প্রসারিত করার, জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার এবং মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী নয়া চীন গড়ে তোলার সম্ভাবনা। যাঁরা আশা করেন এই সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ চীনে বাস্তব হয়ে উঠবে তাঁরা হচ্ছেন চীনের জনসাধারণ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলি এবং বিদেশে আমাদের যাঁরা সমান বলে ভাবেন সেই জাতিগুলি, প্রগতিশীলেরা ও জনসাধারণ।

আমরা ভাল করেই জানি আমরা কমিউনিস্টরা সমগ্র চীনা জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে এখনো বিরাট বিরাট বাধাবিপত্তি ও অসংখ্য প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হব এবং এখনো আমাদের সামনে রয়েছে সুদীর্ঘ আর আঁকাবাঁকা বন্ধুর যাত্রাপথ। কিন্তু এটাও আমরা একইভাবে ভাল করেই জানি, সমগ্রভাবে চীনা জনগণের সঙ্গে মিলে, আমরা সমস্ত বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকগুলিকে জয় করতে পারব এবং ইতিহাস চীনের ওপর যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছে তা আমরা সুসম্পাদন করতে পারব। আমাদের এবং সমগ্র জনগণের মহান কর্তব্য হচ্ছে প্রথম সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎকে পরিহার করা এবং আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে দ্বিতীয় সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে যাওয়া

মূলতঃ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সমগ্র চীনা জনগণ সহ আমাদের কমিউনিস্টদেরই অনুকূল। এটা আমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলেছি। আমরা আশা করি কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ বিশ্বের সাধারণ গতিধারা এবং চীনের জনমতের অভিব্যক্তির আলোকে তাঁদের বর্তমান ভ্রান্ত নীতিগুলি পরিবর্তন করতে সৎ সাহস দেখাবেন যাতে করে আমরা যুদ্ধ জয় করতে পারব, চীনের জনগণের দুঃখ-দুর্দশাকে লাঘব করে আনতে পারব এবং অচিরেই একটি নয়া চীন প্রতিষ্ঠালাভ করবে। এটা বুঝতে হবে, পথ যত আঁকাবাঁকা ও বন্ধুরই হোক না কেন, চীনের জনগণ স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভের এই কর্তব্যটি সুনিশ্চিতভাবেই সুসম্পাদন করবে এবং সেই সময়টিই এখন সমাগত। বিগত শতাব্দীকালের অসংখ্য শহীদদের অপূর্ণ মহান আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়ণের দায়িত্ব আমাদের যুগের মানুষদের কাঁধে সমর্পিত হয়েছে এবং আমাদের স্তব্ধ করার সকল প্রয়াসই নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

৪। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি

চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের দুটি লাইন নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। এই আলোচনার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত বহু চীনা জনগণই জানেন না এই যুদ্ধে আসলে কী ঘটছে। কুওমিনতাঙ অঞ্চলের ও বিদেশের অনেকেই কুওমিনতাঙ সরকারের অবরোধের নীতির জন্য অন্ধকারে রয়ে গেছেন। ১৯৪৪ সালে একদল চীনা ও বিদেশী সাংবাদিক এখানে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বেড়াতে আসার পূর্বে চীনের মুক্ত অঞ্চল সম্পর্কে তাঁরা আসলে কিছুই জানতেন না। এই দলটি ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেহেতু কুওমিনতাঙ সরকার মুক্ত অঞ্চলের খবর বাইরে জানতে দিতে একান্ত আতঙ্ক-গ্রস্ত তাই তারা দোর বন্ধ করে দিয়েছে এবং আর কোন সাংবাদিককেই এখানে আসতে দিতে অস্বীকার করেছে। একইভাবে তা কুওমিনতাঙ অঞ্চল সম্পর্কে সত্যকে চেপে রেখেছে। সুতরাং, আমি মনে করি 'এই দুটি অঞ্চল সম্পর্কে যথাসম্ভব সত্যিকার ছবি জনসাধারণকে দেওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। একমাত্র যখন চীনের সমগ্র পরিস্থিতি জনগণ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে তখনই তারা বুঝতে পারবে কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ-এর মধ্যে কর্মনীতিগত এমন পার্থক্য কেন এবং কেনই-বা দুই লাইনের মধ্যে এরকম

একটা সংগ্রাম চলছে। একমাত্র তখনই জনগণ বুঝতে পারবে যে দুই পার্টির মধ্যেকার বিরোধ কোন অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন বা অনেকে যা অভিযোগ করেছেন সেরকম কোন খুঁতখুঁতে বাদবিবাদ মাত্র নয় বরং তা হচ্ছে এমন একটি নীতিগত বিরোধ যার ওপর কোটি কোটি মানুষের জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে।

চীনের বর্তমান এই গুরুতর পরিস্থিতিতে স্বদেশের জনগণ, গণতন্ত্রী ব্যক্তিগণ ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি এবং অন্যান্য দেশে যাঁরাই চীনের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁরা সকলেই আশা করেন অনৈক্যের স্থানে ঐক্য দেখা দেবে, গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হবে এবং তাঁরা সকলেই আজকের গুরুতর বহু সমস্যার সমাধানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কী তা জানতে চাইবেন। আমাদের পার্টির সদস্যরা অবশ্যই এইসব বিষয়ে আরও গভীরতর আগ্রহ নেবেন।

যুদ্ধে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের আমাদের নীতি সব সময়ই পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট এবং যুদ্ধের আট বছরে তা পরীক্ষিত হয়েছে। আমাদের কংগ্রেসকে আমাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথনির্দেশ হিসেবে তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

চীনের সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান প্রধান কর্মনীতি সম্পর্কে আমাদের পার্টি যে কয়টি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এখানে আমি তা ব্যাখ্যা করছি।

আমাদের সাধারণ কর্মসূচী

চীনের জনগণের সকল জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করার, জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এবং স্বাধীন, মুক্ত, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী নয়া চীন গড়ে তোলার জন্য চীনের জনগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সমস্ত জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির একটি সর্বসম্মত সাধারণ কর্মসূচীর জরুরী প্রয়োজন রয়েছে।

এ ধরনের একটি সাধারণ কর্মসূচীকে সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট এই দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমে আমরা সাধারণ ও পরে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করব।

জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে এবং নয়া চীন

গড়ে তুলতে হবে—এই মূল বিষয়ে আমরা কমিউনিস্টরা এবং জনগণের বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই চীনের বর্তমান বিকাশের স্তরে নিম্নলিখিত মৌল প্রস্তাবনার ব্যাপারে সহমত পোষণ করি। প্রথমতঃ, বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের একনায়কত্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী ও জন-বিরোধী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চীনে আমাদের চাই না কারণ কুওমিনতাঙ-এর মূল শাসকগোষ্ঠীর আঠারো বছরের সরকার ইতিমধ্যেই তার পরিপূর্ণ দেউলিয়াপনা প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ, চীনে সম্ভবতঃ আর পুরানো ধাঁচের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব—একটি নিছক জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র—প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয় এবং তাই তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত হবে না, কারণ একদিকে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল প্রমাণ করেছে এবং অন্যদিকে, দীর্ঘকাল ধরে নতুন একটি উপাদান উপস্থিত হয়েছে অর্থাৎ চীনের জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণী তার নেতা চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে বিরাট শক্তির প্রকাশ সহকারে আবির্ভূত হয়েছে এবং কৃষকজনগণের, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। তৃতীয়তঃ, একই সঙ্গে চীনের জনগণের পক্ষে বর্তমান স্তরে যখন বিদেশী এবং সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম অসমাপ্ত রয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অভাব রয়েছে তখন তাদের পক্ষে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলন করাও সম্ভব নয়।

তাহলে আমরা কী প্রস্তাব করছি? আমরা প্রস্তাব করছি, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর আমরা চাই নয়া-গণতন্ত্র বলে অভিহিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে, অর্থাৎ তা হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপুলতম সংখ্যাধিক জনগণের গণতান্ত্রিক মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি যুক্তফ্রন্ট।

তা হবে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যা চীনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চাহিদা যথার্থভাবে পূরণ করবে, কেননা তা প্রথমেই লক্ষ লক্ষ শিল্পশ্রমিকের এবং কোটি কোটি হস্তশিল্পী ও কৃষিশ্রমিকদের সম্মতি অর্জন করবে এবং আসলে তা অর্জন করেই চলেছে; দ্বিতীয়তঃ, তা চীনের ৪৫ কোটি জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ অর্থাৎ ৩৬ কোটি কৃষকজনগণের সম্মতি পাবে এবং তৃতীয়তঃ, বিপুল সংখ্যক শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দ এবং দেশপ্রেমিকদের সম্মতিলাভ করবে।

অবশ্য এই শ্রেণীসমূহের মধ্যে এখনো নানা দ্বন্দ্ব রয়েছে, বিশেষ করে দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে শ্রমিক ও পুঁজির মধ্যে; এবং তার ফলেই শ্রেণীসমূহের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব দাবি আছে। এইসব দ্বন্দ্বের ও বিভিন্ন রকম দাবির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কপটতার নামান্তর ও ভুল হবে। কিন্তু নয়া-গণতন্ত্রের সমগ্র স্তরে ঐ দ্বন্দ্বগুলি, ঐ বিভিন্ন দাবিগুলি বেড়ে তাদের সকলের সাধারণ দাবিকে ছাড়িয়ে যাবে না এবং তা ছাড়িয়ে যেতে দিলেও চলবে না; তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। এরকম সামঞ্জস্য সাধিত হলে, ঐ শ্রেণীগুলি একত্র হয়ে নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্তব্য-গুলি সম্পাদন করবে।

নয়া-গণতন্ত্রের যে রাজনীতির কথা আমরা বলছি তা বৈদেশিক নিপীড়ন এবং আভ্যন্তরীণ সামন্ততান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী নিপীড়নকে উৎখাত করে দেবে এবং তারপর পুরানো ধাঁচের নয়, নয়া-গণতান্ত্রিক এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যা হবে সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণীসমূহের এক যুক্তফ্রন্ট। আমাদের এই ধ্যানধারণাগুলি ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে ডাঃ সান লিখেছিলেন:

> বিভিন্ন আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তা সাধারণতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া করতলগত এবং তা সাধারণ মানুষকে নিপীড়নের নিছক একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, কুও-মিনতাঙ-এর গণতন্ত্রের মূলনীতি হল এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে সমগ্র সাধারণ মানুষই তার অংশীদার, এবং মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা নয়।

এই হচ্ছে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের একটি মহান রাজনৈতিক নির্দেশ। চীনের জনগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমস্ত গণতন্ত্রী ব্যক্তিদের এই নির্দেশকে মান্য করতে হবে, দৃঢ়ভাবে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে এবং যেসব ব্যক্তি ও গ্রুপগুলি তাকে অমান্য করবে বা তার বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাতে হবে এবং নয়া-গণতন্ত্রের এই সম্পূর্ণ সঠিক রাজনৈতিক মূলনীতিকে রক্ষা করতে হবে ও বিকশিত করে তুলতে হবে।

নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংগঠনিক মূলনীতি হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, জনগণের কংগ্রেসগুলি প্রধান কর্মনীতিসমূহ নির্ধারণ করে দেবে এবং তারাই

সর্বস্তরে সরকারকে নির্বাচন করবে। তা হবে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ তা হবে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রিকতা এবং কেন্দ্রীভূত পরিচালনাধীন গণতন্ত্র। এই হচ্ছে একমাত্র ব্যবস্থা যা গণতন্ত্রকে পূর্ণ অভিব্যক্তি দেবে, বিভিন্ন স্তরের গণ-কংগ্রেসের হাতে থাকবে পূর্ণ ক্ষমতা এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনকে তা সুনিশ্চিত করবে এবং প্রতিটি স্তরে কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীনে স্ব স্ব স্তরের গণ-কংগ্রেসগুলি কর্তৃক তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্যগুলি তারা কার্যকর করে যাবে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে যা যা অপরিহার্য তাকে সুনিশ্চিত করবে।

নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য সশস্ত্রবাহিনী না থাকলে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা যাবে না। শক্তির অন্যান্য সকল সংস্থার মতোই নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী হবে জনগণেরই সশস্ত্রবাহিনী এবং তা তাদের রক্ষা করবে; পুরানো ধাঁচের যে সৈন্যবাহিনী ও পুলিশবাহিনী প্রভৃতি মুষ্টিমেয়ের সম্পত্তি ছিল এবং জনগণকে নিপীড়ন করত তার সঙ্গে এদের কোনই মিল নেই।

নয়া-গণতন্ত্রের যে অর্থনীতির কথা আমরা বলছি তাও হবে ডা: সান ইয়াৎসেনের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ভূমি সমস্যার প্রশ্নে ডাঃ সান 'কৃষকের হাতে জমি'র কথা বলেছিলেন। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশ্নে ডাঃ সান তাঁর উপরে উধৃত ইস্তাহারে বলেছিলেন :

> মালিকানা চীনদেশীয় হোক বা বিদেশীয় হোক, যে প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া চরিত্রের অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত বড়—যেমন ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমানপথের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ—সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাতে ব্যক্তিগত পুঁজি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করতে পারে; এই হচ্ছে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের মূল নীতি।

বর্তমান স্তরে, অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ডাঃ সানের এই ধ্যানধারণাগুলির সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

কিছু কিছু লোক সন্দেহ করেন যে, চীনের কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিকাশের বিরোধী, ব্যক্তিগত পুঁজির এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার বিরোধী, কিন্তু তাঁরা ভুল করেন। বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নই চীনের জনগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিকাশের পথে নিষ্ঠুর বেড়ি পরিয়ে রেখেছে, ব্যক্তিগত

পুঁজির বিকাশকে ব্যাহত করছে এবং জনগণের সম্পত্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা যে নয়া-গণতান্ত্রিক কর্তব্যের কথা বলছি তা এই বেড়িগুলিকে দূর করে দিতে চায়, এই ধ্বংসের তাণ্ডবকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, জনগণ যাতে অবাধে তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সমাজকাঠামোর মধ্যে থেকে বিকশিত করে তুলতে পারে এবং ব্যক্তিগতভাবে এমন পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্বাধীনভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে যা 'জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য করবে না', তার পক্ষে হিতকরই হবে—তাকে সুনিশ্চিত করবে এবং সকল উপযুক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির রূপকেই তা রক্ষা করবে।

ডাঃ সানের মূলনীতিগুলি এবং চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনুসারে চীনের জাতীয় অর্থনীতিতে বর্তমান স্তরে থাকবে রাষ্ট্রীয় বিভাগ, ব্যক্তিগত বিভাগ এবং সমবায়ী বিভাগ। কিন্তু এই রাষ্ট্র নিশ্চয়ই 'মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার' হবে না, তাকে হতে হবে এমন একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এবং 'সমগ্র সাধারণ মানুষই হবে তার অংশীদার'।

অনুরূপভাবে নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে 'সমগ্র সাধারণ মানুষই হবে তার অংশীদার' অর্থাৎ তাকে হতে হবে একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও গণ-সংস্কৃতি এবং কোন পরিস্থিতিতেই এই সংস্কৃতি 'মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার' হবে না।

এই হচ্ছে সেই সাধারণ বা মৌলিক কর্মসূচী যার কথা আমরা বর্তমান স্তরের জন্য, সমগ্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের জন্য বলছি। এটি হচ্ছে আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী, তার সঙ্গে রয়েছে সমাজতন্ত্রের ও সাম্যবাদের আমাদের ভবিষ্যৎ বা সর্বোচ্চ কর্মসূচী। নিম্নতম কর্মসূচীটি কার্যকর হলে চীনের রাষ্ট্র ও চীনের সমাজ এক কদম এগিয়ে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক থেকে নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী যে বিভাগগুলির কথা আমাদের কর্মসূচীতে রয়েছে সেগুলি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক উপাদান। কিন্তু এই কর্মসূচীর রূপায়ণ চীনকে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করে তুলবে না।

আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের রাজনৈতিক অভিমত গোপন করে রাখি না। সুনিশ্চিতভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে, আমাদের ভবিষ্যৎ বা সর্বোচ্চ কর্মসূচী হচ্ছে চীনকে এগিয়ে সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদে নিয়ে যাওয়া।

আমাদের পার্টির নাম এবং আমাদের মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দ্বার্থহীনভাবে ভবিষ্যতের এই পরম আদর্শের কথাই বলছে, যে ভবিষ্যৎ অতুলনীয় আলোকে ও গৌরবদীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত। পার্টিতে যোগদানের পর প্রত্যেক কমিউনিস্টেরই দুটি সুপরিচ্ছন্ন লক্ষ্য অন্তরে গাঁথা হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে বর্তমানের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং অন্যটি হচ্ছে ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ এবং সাম্যবাদের শত্রুদের সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও, তাদের অমার্জিত ও অজ্ঞতাপ্রসূত কুৎসা, তিরস্কার আর ঠাট্টা-বিদ্রূপকে আমরা শক্তভাবেই মোকাবিলা করে যাব। অবশ্য যথার্থ সংশয়ী সৎ মানুষদের আমরা সদিচ্ছা সহ, ধৈর্য ধরে এবং কোন আক্রমণ না করে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলব। এ সব খুবই পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট আর দ্ব্যর্থহীন কথা।

কিন্তু চীনের সকল কমিউনিস্ট এবং সাম্যবাদের অনুরাগীকেই বর্তমান স্তরের লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তাদের সংগ্রাম করতে হবে বিদেশী ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে চীনের জনগণকে তাদের দুঃসহ ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলার জন্য যার প্রধান কাজ হবে কৃষকজনগণকে মুক্ত করা, ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতির চীন গড়ে তোলা এবং মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী চীন গড়ে তোলা। আমরা আসলে ঠিক এই কাজটিই করছি। চীনের ব্যাপক জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে আমরা কমিউনিস্টরা বিগত চব্বিশ বছর ধরে এই লক্ষ্য সামনে রেখেই বীরের মতো সংগ্রাম করে চলেছি।

যদি কোন কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট দরদী সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের কথা বলেন কিন্তু এই লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হন, তিনি যদি এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে খাটো করে দেখেন, একটু জিরিয়ে নিতে চান, সামান্য পরিমাণেও মন্থরতায় আশ্রয় নেন, সামান্যতম অশ্রদ্ধা ও আনুগত্যের অভাব দেখান, নিরুত্তাপ ভাব দেখান, নিজের রক্ত বিসর্জনে বা তার জন্য জীবনদানে অনিচ্ছা দেখান তবে জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক এরকম একজন লোক সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতিই অল্পাধিক বিশ্বাস ঘাতকতা করছেন এবং বুঝতে হবে তিনি নিশ্চিতভাবেই একজন রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সাম্যবাদের জন্য দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী নন। সমাজতন্ত্রে উপনীত হতে হয় গণতন্ত্রের স্তরের মাধ্যমে এই হচ্ছে মার্কসবাদের বিধান। আর চীনে গণতন্ত্রের জন্য এই

সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া, নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় বিভাগ বিকশিত না করে, ব্যক্তিগত পুঁজি এবং সমবায়ী বিভাগের -বিকাশ না করে, একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও গণ-সংস্কৃতি অর্থাৎ নয়া-গণতন্ত্রের সংস্কৃতি গড়ে না তুলে এবং কোটি কোটি জনগণের মুক্তি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটিয়ে—অর্থাৎ সংক্ষেপে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নতুন ধাঁচের আনুপূর্বিক একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা নিছক স্বপ্ন দেখার সামিল।

কিছু কিছু লোক বুঝতেই পারেন না কেন কমিনিউস্টরা পুঁজিবাদকে ভয় পাওয়া দূরে থাক, বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের বিকাশের কথাই বলছেন। আমাদের উত্তরটি সহজ-সরল। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রের নিপীড়নের স্থলে একটা পরিমাণ পুঁজিবাদী বিকাশ শুধু যে খানিকটা অগ্রগতি তাই নয়, তা একটা অপরিহার্য প্রক্রিয়াও বটে। এতে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী দুয়েরই হিত সাধিত হয় এবং সম্ভবতঃ প্রথমোক্তদেরই অধিকতর হিত সাধিত হয়। আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদ নয় বরং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রই চীনে আজ অপ্রয়োজনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে; বস্তুতঃ পুঁজিবাদ তো আমাদের খুবই কম রয়েছে। বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই যে চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর কিছু কিছু মুখপাত্ররাই খোলাখুলি পুঁজিবাদের বিকাশের কথা বলতে লজ্জায় কুঁকড়ে যান, যা বলেন তাও বলেন আভাসে-ইঙ্গিতে। এমন অন্য কিছু লোকও আছেন যাঁরা চীনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুঁজিবাদের বিকাশকে সরাসরি অস্বীকার করে বসেন, এক লাফে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলেন এবং 'এক ধাক্কায়' তিনি গণ-নীতি ও সমাজতন্ত্রের কাজগুলি সেরে ফেলতে চান। স্পষ্টতঃই এই অভিমতগুলি হয় চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতারই প্রকাশ আর নয়তো তা হচ্ছে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীরই গলাবাজির কপট চালাকি। সমাজ বিকাশের মার্কসীয় বিধানের আমাদের জ্ঞান থেকে, আমরা কমিউনিস্টরা এ কথা খুব পরিষ্কার করেই বুঝি যে চীনে নয়া-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে অর্থনীতির ব্যক্তিগত পুঁজির অংশটি বিকাশ (যদি অবশ্য তা জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করে) রাষ্ট্রীয় অংশের এবং ব্যক্তিগত ও সমবায়ী যে অংশের পরিচালনার ভার থাকছে শ্রমজীবী জনগণের ওপর তার পাশাপাশি থেকে সমাজ

সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া, নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় বিভাগ বিকশিত না করে, ব্যক্তিগত পুঁজি এবং সমবায়ী বিভাগের বিকাশ না করে, একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও গণ-সংস্কৃতি অর্থাৎ নয়া-গণতন্ত্রের সংস্কৃতি গড়ে না তুলে এবং কোটি কোটি জনগণের মুক্তি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটিয়ে—অর্থাৎ সংক্ষেপে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নতুন ধাঁচের আনুপূর্বিক একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা নিছক স্বপ্ন দেখার সামিল।

কিছু কিছু লোক বুঝতেই পারেন না কেন কমিনিউস্টরা পুঁজিবাদকে ভয় পাওয়া দূরে থাক, বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের বিকাশের কথাই বলছেন। আমাদের উত্তরটি সহজ-সরল। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রের নিপীড়নের স্থলে একটা পরিমাণ পুঁজিবাদী বিকাশ শুধু যে খানিকটা অগ্রগতি তাই নয়, তা একটা অপরিহার্য প্রক্রিয়াও বটে। এতে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী দুয়েরই হিত সাধিত হয় এবং সম্ভবতঃ প্রথমোক্তদেরই অধিকতর হিত সাধিত হয়। আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদ নয় বরং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রই চীনে আজ অপ্রয়োজনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে; বস্তুতঃ পুঁজিবাদ তো আমাদের খুবই কম রয়েছে। বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই যে চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর কিছু কিছু মুখপাত্ররাই খোলাখুলি পুঁজিবাদের বিকাশের কথা বলতে লজ্জায় কুঁকড়ে যান, যা বলেন তাও বলেন আভাসে-ইঙ্গিতে। এমন অন্য কিছু লোকও আছেন যাঁরা চীনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুঁজিবাদের বিকাশকে সরাসরি অস্বীকার করে বসেন, এক লাফে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলেন এবং 'এক ধাক্কায়' তিনি গণ-নীতি ও সমাজতন্ত্রের কাজগুলি সেরে ফেলতে চান। স্পষ্টতঃই এই অভিমতগুলি হয় চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতারই প্রকাশ আর নয়তো তা হচ্ছে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীরই গলাবাজির কপট চালাকি। সমাজ বিকাশের মার্কসীয় বিধানের আমাদের জ্ঞান থেকে, আমরা কমিউনিস্টরা এ কথা খুব পরিষ্কার করেই বুঝি যে চীনে নয়া-গণতন্ত্রের রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে অর্থনীতির ব্যক্তিগত পুঁজির অংশটি বিকাশ (যদি অবশ্য তা জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করে) রাষ্ট্রীয় অংশের এবং ব্যক্তিগত ও সমবায়ী যে অংশের পরিচালনার ভার থাকছে শ্রমজীবী জনগণের ওপর তার পাশাপাশি থেকে সমাজ

প্রগতিকে সহজতর করার স্বার্থেই প্রয়োজন রয়েছে। অন্তঃসারশূন্য বা প্রতারণাপূর্ণ কথার চালাকিতে আমরা কমিউনিস্টরা বিভ্রান্ত হই না।

এমন কিছু কিছু লোক আছেন, আমরা কমিউনিস্টরা যখন বলি যে 'তিন গণ-নীতিরই আজ চীনের প্রয়োজন, আমাদের পার্টি তাদের পূর্ণ রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত', তখন তাঁরা আমাদের সন্দেহ করেন। তাঁদের এটা বুঝতে না পারার কারণ হচ্ছে, ১৯২৪, সালে কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন যে তিন গণ-নীতির কথা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন এবং আমরা যা :গ্রহণ করেছিলাম, তার মূলটিই তাঁরা ধরতে পারেননি, তাঁরা বুঝতে পারেননি যে বর্তমান স্তরে আমাদের পার্টির কর্মসূচীর অর্থাৎ আমাদের নিম্নতম কর্মসূচীর মূল বক্তব্যের সঙ্গে তার মিল আছে। এটা দেখিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে, ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতির সঙ্গে বর্তমান স্তরে আমাদের পার্টির কর্মসূচীর কিছু কিছু মূল বক্তব্যেরই শুধু মিল রয়েছে, সব কিছুতেই তার মিল নেই। আমাদের পার্টির নয়া-গণতন্ত্রের কর্মসূচী ডাঃ সান-এর মূলনীতিগুলির চেয়ে অবশ্যই অনেক পূর্ণাঙ্গ, বিশেষ করে আমাদের পার্টির তত্ত্ব, নয়াগণতন্ত্রের কর্মসূচী ও প্রয়োগ ডাঃ সান-এর মৃত্যুর পরবর্তী কুড়ি বছরে চীন বিপ্লবের বিকাশের মধ্য দিয়ে অনেক বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং তার আরও বিকাশ সাধিত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মর্মবস্তুর দিক থেকে আগেকার, পুরানো তিন গণ-নীতির চেয়ে স্বতন্ত্র-ভাবে এই তিন গণ-নীতি হচ্ছে নয়া-গণতন্ত্রেরই কর্মসূচী; স্বভাবতঃই, সেগুলি হচ্ছে 'চীনের আজ যা প্রয়োজন' এবং তারই জন্য 'তাদের পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে আমাদের পার্টি প্রস্তুত'। আমাদের তথা চীনের কমিউনিস্টদের কাছে আমাদের পার্টির নিম্নতম কর্মসূচীর জন্য সংগ্রাম এবং ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তথা নতুন তিন গণ-নীতির জন্য সংগ্রাম মূলতঃ (যদিও সর্বাংশে নয়) এক এবং অভিন্ন বিষয়। সুতরাং অতীতে ও বর্তমানে যেমন, চীনের কমিউনিস্টরা ভবিষ্যতেও বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে কার্যকর করার ব্যাপারে সবচেয়ে ঐকান্তিক এবং সবচেয়ে দৃঢ় রূপকার হিসেবেই নিজেদের প্রমাণিত করবেন।

কিছু কিছু লোকের সন্দেহ আছে এবং তাঁরা ভাবেন যে একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব ও একদলীয় প্রথা প্রচলন করে বসবে। আমাদের

উত্তর হচ্ছে এই যে, গণতান্ত্রিক শ্রেণীসমূহের মৈত্রীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নীতিগত দিক থেকেই ভিন্ন। কোন সন্দেহ নেই, আমাদের নয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে শ্রমিকশ্রেণীর এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে, কিন্তু নয়া-গণতন্ত্রের পুরো স্তরটি জুড়ে চীনে একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব বা একটি পার্টির সরকার সম্ভব নয় আর তাই সে চেষ্টা করা উচিতও হবে না। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাদের মনোভাব যদি বৈরীভাবাপন্ন না হয়ে সহযোগিতামূলক হয় তবে এরকম সকল দল, সামাজিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার আমাদের দিক থেকে কোন কারণই নেই। রুশ ব্যবস্থাটি রুশীয় ইতিহাসের দ্বারা রূপায়ীত হয়ে উঠেছে; রাশিয়াতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে উচ্ছেদ হয়েছে, সবচেয়ে নতুন ধাঁচের গণতন্ত্রের অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জনগণ শুধু বলশেভিক পার্টিকেই সমর্থন করে এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী সব কটি পার্টিকেই তারা খারিজ করে দিয়েছে। এই সবকিছুর মধ্য দিয়েই রুশীয় ব্যবস্থাটি রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা খুবই প্রয়োজনীয় এবং ওখানে তা খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এমনকি রাশিয়াতেও বলশেভিক পার্টি সেখানে একমাত্র পার্টি হলেও, রাষ্ট্র-শক্তির বিভিন্ন সংস্থাতে যে ব্যবস্থাটি এখনো অনুসৃত হয় তা হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং পার্টি-সদস্য ও পার্টি-বহির্ভূত লোকজনদের মৈত্রীবন্ধনের একটি ব্যবস্থা এবং তা সরকারী সংস্থায় শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও বলশেভিকদের কাজ করার একটি ব্যবস্থা নয়। বর্তমান স্তরের চীনা ব্যবস্থাটি চীনের ইতিহাসের বর্তমান স্তরের দ্বারা রূপায়িত হচ্ছে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিশেষ ধরনের একটি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শক্তি, রাশিয়ান ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এক রূপেই তা এখানে প্রচলিত থাকবে যা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত অর্থাৎ তা হবে গণতান্ত্রিক শ্রেণীগুলির মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শক্তির একটি রূপ।

আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী

সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রতিটি যুগের জন্যই আমাদের পার্টির একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকা চাই। নয়া-গণতন্ত্রের আমাদের সাধারণ কর্মসূচী

সমগ্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর জুড়ে অর্থাৎ কয়েক দশক ধরে অপরিবর্তিতই থাকবে। কিন্তু এই স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে বা হচ্ছে এবং তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীকেও তদনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে, নয়া-গণতন্ত্রের আমাদের সাধারণ কর্মসূচী উত্তরমুখী অভিযান, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগগুলি জুড়ে একই থেকে গেছে কিন্তু এই তিনটি যুগে আমাদের শত্রু ও মিত্ররা একই থেকে যায়নি।

চীনের জনগণ এখন নিজেদের নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে দেখতে পাচ্ছে :

(১) জাপানী আক্রমণকারীরা এখনো পরাজিত হয়নি ;

(২) চীনের জনগণকে জরুরী কর্তব্যজ্ঞানে একত্র হয়ে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে, সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে দ্রুত সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, মিত্রদেশগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে হবে ; এবং

(৩) কুওমিনতাঙ সরকার জাতীয় ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করছে এবং এ ধরনের একটি গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী কী, বা অন্য কথায়, জনগণের আশু দাবিগুলি কী কী ?

নিম্নলিখিত দাবিগুলিকে আমরা উপযুক্ত এবং সর্বনিম্ন দাবি বলে মনে করি :

জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের জন্য এবং মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য সকল শক্তিকে সমবেত কর ;

কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান কর এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার ও যুক্ত সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা কর ;

জনগণের বিরোধিতাকারী এবং জাতীয় ঐক্য বিনাশকারী জাপানের সমর্থক লোকজনদের, ফ্যাসিস্টদের ও পরাজয়বাদীদের শাস্তি প্রদান কর এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোল ;

গৃহযুদ্ধের বিপদ সৃষ্টিকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তিদান কর এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি সুনিশ্চিত কর ;

বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তিদান কর, শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর এবং জাপানীদের দালালদের শাস্তিদান কর ;

প্রতিক্রিয়াশীল গোয়েন্দা বিভাগ ও তার দমনপীড়নের সমস্ত কার্য-কলাপের বিলোপসাধন কর এবং বন্দী শিবিরগুলি ধ্বংস কর ;

জনগণের বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের, সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে দমন করার উদ্দেশ্যে রচিত সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুন এবং হুকুমনামা খারিজ কর এবং জনগণের পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা সুনিশ্চিত কর ;

সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও গ্রুপের আইনানুগ মর্যাদা স্বীকার কর ;

দেশপ্রেমিক সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও ;

চীনের মুক্ত এলাকা অবরোধকারী ও আক্রমণকারী সকল সৈন্য-বাহিনীকে সরিয়ে নাও এবং তাদের জাপ-বিরোধী যুদ্ধফ্রণ্টে প্রেরণ কর ;

জাপ-বিরোধী সশস্ত্রবাহিনীগুলিকে এবং জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত চীনের মুক্ত অঞ্চলের সরকারগুলিকে স্বীকৃতি দাও ;

মুক্ত অঞ্চলগুলি ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সংহত ও সম্প্রসারিত কর এবং সমস্ত হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার কর ;

জাপ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের জনগণকে গোপন সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলতে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে সাহায্য কর ;

চীনের জনগণকে নিজেদের সশস্ত্র করে তুলতে, নিজেদের ঘরবাড়ি ও নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে অনুমতি দাও ;

কুওমিনতাঙ-এর সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলীর অধীন যে সৈন্যবাহিনীগুলি অবিরাম যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে, জনগণকে নিপীড়ন করছে এবং তাদের প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ নয় এমন সৈন্যবাহিনীগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে, সেই সৈন্যবাহিনীগুলিকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ঢেলে সাজাতে হবে এবং যেসব সেনাপতি এই মারাত্মক পরাজয়গুলির জন্য দায়ী তাদের শাস্তি দিতে হবে ;

সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থার এবং অফিসার ও সৈনিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করতে হবে ;

যাতে যুদ্ধফ্রণ্টে সৈনিক ও অফিসারেরা পারিবারিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে সংগ্রাম করতে পারেন তার জন্য জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সংগ্রামরত পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ;

যুদ্ধে দৈহিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন এমন সৈনিকদের এবং দেশের জন্য যাঁরা জীবন দান করেছেন সেইসব সৈনিকদের পরিবারবর্গকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং সৈন্য-বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের পুনর্বাসনের এবং জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে ;

যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্পকে বিকশিত করে যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করতে হবে ;

মিত্রদেশগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত সামরিক ও আর্থিক সাহায্যকে পক্ষ-পাতহীনভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধে রত সকল সৈন্যবাহিনীকে ভাগ করে দাও;

দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের শাস্তি দাও ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের প্রচলন কর ;

মাঝারি ও নিম্নস্তরের সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়াও ;

চীনের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দাও ;

দমনপীড়নমূলক **পাও-চিয়া** ব্যবস্থার বিলোপসাধন কর[৬] ;

যুদ্ধের জন্য শরণার্থী হয়েছেন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছেন এমন সকলকে ত্রাণমূলক সাহায্যদান কর ;

চীনের হৃত অঞ্চল উদ্ধারের পর ঐসব অঞ্চলের জনগণ শত্রুকবলিত থাকাকালে যে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছেন তা দূর করার জন্য ব্যাপক আকারে ত্রাণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ কর ;

অতিরিক্ত গুরুতর করভার ও বিভিন্ন ধরনের লেভির অবসান কর এবং সুসংহত প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা চালু কর ;

গ্রামীণ ভূমি-সংস্কার প্রবর্তন কর, খাজনা ও সুদ হ্রাস কর, চাষীদের অধিকার সুরক্ষিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর, নিঃস্ব কৃষকদের অল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা কর এবং যাতে কৃষিগত উৎপাদনের সম্প্রসারণ সহজ হয় তার জন্য কৃষকদের সংগঠিত হতে সাহায্য কর ;

আমলাতান্ত্রিক পুঁজিকে বে-আইনী ঘোষণা কর ;

বর্তমান অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অবসান কর ;

বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ কর ;

ব্যক্তিগত শিল্পগুলিকে ঋণলাভে, কাঁচামাল ক্রয়ে এবং উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বাজারজাত করতে সহায়তা দান কর ;

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত কর, বেকারদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা কর এবং যাতে শিল্পগত উৎপাদনের প্রসার সাধিত হয় তারজন্য শ্রমিকদের সংগঠিত হতে সাহায্য কর ;

শিক্ষাক্ষেত্রে কুওমিনতাঙ-এর মতান্ধ প্রচারের অবসান কর এবং একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক এবং গণ-সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচলন কর ;

শিক্ষকদের ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অপরাপর কর্মীদের জীবনযাত্রাকে সুনিশ্চিত কর এবং শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সুনিশ্চিত কর ;

যুব, নারী ও শিশুদের স্বার্থ সুরক্ষিত কর—তরুণ শরণার্থী ছাত্রদের সাহায্যদান কর, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ও সমাজপ্রগতির ক্ষেত্রে হিতকর সকল কাজকর্মে সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণে সহায়তা করার জন্য যুব ও নারীদের সংগঠিত হতে সাহায্যদান কর, বিবাহের ব্যাপারে স্বাধীনতা ও নরনারীর মধ্যে সমতা সুনিশ্চিত কর এবং তরুণ-তরুণী ও শিশুদের হিতকর শিক্ষাদান কর ;

চীনের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলিকে উন্নততর সুযোগ-সুবিধা দান কর এবং তাদের স্ব-শাসনের অধিকার দাও ;

বিদেশে বসবাসকারী চীনাদের স্বার্থরক্ষা কর এবং যাঁরা মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছেন তাঁদের সহায়তা দান কর ;

জাপানী নিপীড়নের কবল থেকে পালিয়ে যেসব বিদেশী লোকজন চীনে চলে এসেছেন তাঁদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে সাহায্য করতে হবে ;

চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নত কর।

এই দাবিগুলি অর্জন করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের অবসান এবং একটি গণতান্ত্রিক অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, এমন একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায় পেছনে রয়েছে জাতিজোড়া সমর্থন এবং যার মধ্যে থাকবেন জাপ-বিরোধী সমস্ত

পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণ এবং দল-বহির্ভূত ব্যক্তিগণ। এই প্রাথমিক শর্তটি পূর্ণ না হলে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এবং স্বভাবতঃই সমগ্র দেশে যথার্থ কোন পরিবর্তন নিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এই দাবিগুলির মধ্যে চীনের ব্যাপক জনগণের এবং মিত্র দেশগুলির গণতান্ত্রিক জনমতের ব্যাপক অংশের আন্তরিক কামনাই প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

সমগ্র জাপ-বিরোধী পার্টিগুলির স্বীকৃত সর্বনিম্ন সুনির্দিষ্ট একটি কর্মসূচী একেবারে অপরিহার্য এবং আমরা তাদের সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত কর্মসূচীটির ভিত্তিতে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি। বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন রকম দাবি-দাওয়া রয়েছে কিন্তু তাদের সবাইকেই সাধারণ কর্মসূচী সম্পর্কে একমত হতে হবে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এরকম একটি কর্মসূচী জনগণের দাবির স্তরেই রয়েছে; সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য গোপন সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার সাংগঠনিক বিষয়টি ছাড়া জাপানী অঞ্চলে এই কর্মসূচীর রূপায়ণ ঐ অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধারের ওপর নির্ভর করে রয়েছে; মুক্ত অঞ্চলে এই কর্মসূচীটি ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে এবং অব্যাহত গতিতে তাকে কার্যে প্রয়োগ করে যেতেই হবে।

উপরে চীনের জনগণের যে আশু দাবিগুলি বা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীটি বিবৃত হল তার সঙ্গে এমন বহু গুরুতর যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্যা জড়িত রয়েছে যেগুলি নিয়ে আরও বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই সমস্যাগুলিকে নীচে বিশ্লেষণ করার সময় আমরা কুওমিনতাঙ-এর মূল শাসকচক্র যেসব ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করে তার কোন-কোনটার আমরা সমালোচনা করব এবং একই সঙ্গে অন্যান্য লোকজনেরা কিছু কিছু যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার জবাব দেব।

১। জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দাও, মাঝপথে কোন আপোষরফা করতে দিও না

কায়রো সম্মেলন[১] সঠিকভাবেই জাপানী আক্রমণকারীদের বিনাশর্তে আত্মসমর্থন করতে হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু জাপানী আক্রমণ-

কারীরা এখন পর্দার আড়ালে আপোষে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করছে এবং কুওমিনতাঙ সরাকারের জাপান-অনুগামী চক্রটি নানকিং-এর তাঁবেদার সরকারের মাধ্যমে জাপানের গোপন দূতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আঁটছে এবং এসবের এখনো সমাপ্তি ঘটানো হয়নি। সুতরাং, মাঝপথে আপোষরফার বিপদ এখনো সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়নি। কায়রো সম্মেলন আরেকটি ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি প্রদেশ, তাইওয়ান ও পেংহু দ্বীপগুলি চীনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তার বর্তমান কর্মনীতির বিচার করলে, কুওমিনতাঙ সরকার ইয়ালু নদী পর্যন্ত লড়াই করে এগিয়ে যাবে এবং সমস্ত হৃত অঞ্চল উদ্ধার করবে, এই সম্ভাবনার ওপর ভরসা করা যায় না। এই পরিস্থিতিতে চীনের জনগণ কী করবে? তাদের দাবি করা উচিত—কুওমিনতাঙ সরকারকে জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে এবং মাঝপথে কোন আপোষরফা তা করতে পারবে না। আপোষরফার সকল চক্রান্তকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। চীনের জনগণকে দাবি করতে হবে—কুওমিনতাঙ সরকারকে তার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতির পরিবর্তন করতে হবে এবং তার সমস্ত সামরিক শক্তিকে জাপানের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধবিগ্রহে নিয়োজিত করতে হবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনী—অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং জনগণের অন্যান্য বাহিনীকে সম্প্রসারিত করে তোলা, এবং শত্রুরা যেসব স্থানে পৌঁছেছে সেইসব স্থানেই ব্যাপক আকারে তাদের নিজেদের উদ্যোগে জাপ-বিরোধী সশস্ত্রবাহিনীগুলিকে বিকশিত করে তোলা, সরাসরি মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের উচিত সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা; কোন ওবস্থাতেই শুধুমাত্র কুওমিনতাঙ-এর ওপর চীনের জনগণের একান্তভাবে নির্ভর করা উচিত নয়। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা চীণের জনগণের একটি পবিত্র অধিকার। যদি প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করে, তাদের জাপ-বিরোধী কার্যকলাপকে দমন করে বা তাদের শক্তিহানি ঘটায় তবে চীনের জনগণের উচিত যদি বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয় তবে আত্মরক্ষার জন্য শক্ত হয়ে পাল্টা আঘাত হানা। কারণ চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের ঐ ধরণের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতামূলক অপকর্ম শুধু জাপানী আক্রমণকারীদেরকেই সহায়তা করে ও মদৎ জোগায়।

২। কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান কর এবং গণতান্ত্রিক একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা কর

জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকর করা অপরিহার্য। কিন্তু যদি কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান না করা হয় এবং গণতান্ত্রিক একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা না করা হয় তবে তা সম্ভবপর হবে না।

কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্র আসলে কুওমিনতাঙ-এর মধ্যেকার জন-বিরোধী চক্রেরই একনায়কতন্ত্র এবং এই একনায়কতন্ত্রই চীনের জাতীয় ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, কুওমিনতাঙ-এর যুদ্ধফ্রন্টে পরাজয়ের পর পরাজয় রচনা করছে এবং চীনের জনগণের জাপ-বিরোধী শক্তিগুলির সমাবেশ ও ঐক্যের পথে তাই হচ্ছে প্রধান বাধা। গত আট বছরের প্রতিরোধ-যুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই একনায়কতন্ত্রের অশুভ ব্যাপারটি সম্পর্কে চীনের জনগণ সম্পূর্ণভাবে অবহিত হয়ে উঠেছে এবং তারা স্বাভাবিকভাবেই তার আশু অবসান দাবি করছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্রটি গৃহযুদ্ধেরও জন্মদাতা এবং এই একনায়কতন্ত্রটিকে যদি অবিলম্বে বিনাশ করা না হয় তবে তা আবার তাদের ওপর গৃহযুদ্ধের দুর্বিপাককে চাপিয়ে দেবে।

এই জন-বিরোধী একনায়কতন্ত্র অবসানের জন্য চীনের জনগণের দাবি এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে 'রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের আশু অবসান ঘটাতে' সম্মত হয়েছে, এ থেকে দেখা যাচ্ছে 'এই রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব' তথা একদলীয় একনায়কতন্ত্র জনগণের সমর্থন এবং জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্য মর্যাদার কী পরিমাণ হানি ঘটিয়েছে। চীনে একটি লোকও 'রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের' এই দাবি জানানোর বা একদলীয় একনায়কতন্ত্র কোনপ্রকারে হিতকর বা তার সমাপ্তি বা 'অবসান ঘটনো' উচিত নয় এই দাবি জানানোর দুঃসাহস রাখে না — এটা পরিস্থিতির একটি বিরাট পরিবর্তনেরই সূচক।

এটা সুনিশ্চিত এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে তার 'অবসান ঘটবে'। কিভাবে তার অবসান ঘটানো হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, অবিলম্বে তার অবসান ঘটাও এবং একটি অস্থায়ী

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার কায়েম কর। অন্যরা বলছেন, একটু অপেক্ষা কর, 'জাতীয় বিধানসভা' আহ্বান কর এবং একটি কোয়ালিশন সরকারের হাতে নয়, 'জনগণের হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরিয়ে দাও'।

এর অর্থ কী ?

এর অর্থ হচ্ছে, এটা করার দুটি পথ আছে, একটি হচ্ছে সৎ পথ আর অন্যটি হচ্ছে অসৎ পথ।

প্রথমে সৎ পথের কথা বলা যাক। সৎ পথ হচ্ছে অবিলম্বে কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করা, কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি, ডিমোক্র্যাটিক লীগ এবং দল-বহির্ভূত লোকজনদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং চীনের জনগণের যে আশু দাবিগুলি আমরা ওপরে বিবৃত করেছি তার ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক করণীয় কর্তব্যকর্মের কর্মসূচী ঘোষণা করা। বিভিন্ন দলের ও দল-বহির্ভূত লোকজনের প্রতিনিধিদের একটি গোলটেবিল সম্মেলন আহ্বান করে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং ঐকমত্যে উপনীত হওয়া ও তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করাই উচিত কাজ হবে। এই হচ্ছে ঐক্যের পথ এবং চীনের জনগণ তাকে দৃঢ়ভাবেই সমর্থন জানাবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে অসৎ পথ। এই অসৎ পথটি হচ্ছে জনগণের এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টির দাবিকে অবহেলা করা এবং কুওমিনতাঙ-এর জন-বিরোধী গোষ্ঠী কর্তৃক সাজানো তথাকথিত একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের বায়না ধরা এবং তাকে দিয়ে একটি 'সংবিধান' গ্রহণ করানো যা আসলে হবে গণতন্ত্র-বিরোধী এবং যার লক্ষ্য হচ্ছে এই গোষ্ঠীটির একনায়কত্বকেই মদৎ দেওয়া, এবং ঐ বে-আইনী 'জাতীয় সরকারের' গায়ে আইনানুগতার একটি অঙ্গরাখা পরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, কয়েক কুড়ি কুওমিনতাঙ সদস্যকে নিয়োগ করে, জনগণের ঘাড়ে তাদের চাপিয়ে দিয়ে এবং জনগণের লেশমাত্র সমর্থনের ভিত্তি যার নেই সংগোপনে গড়ে তোলা ঐরকম একটি সরকারকে সামনে রেখে 'জনগণের হাতে রাষ্ট্রশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হল' এই ভান করা অথচ আসলে তা কিন্তু কুওমিনতাঙ-এর অন্তর্ভুক্ত ঐ একই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতেই 'তাকে ফিরিয়ে দেওয়া'। যে-কেউই তার বিরোধিতা করবে তাকেই 'গণতন্ত্র' ও 'ঐক্যের' ক্ষতিসাধনকারী বলে অভিযুক্ত করা হবে এবং এই অভিযোগই তখন

তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশদানের 'কারণ' হয়ে দাঁড়াবে। এটি হচ্ছে বিভেদ সৃষ্টির পথ এবং চীনের জনগণ তাকে দৃঢ়ভাবেই বিরোধিতা করবে।

আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বীরপুরুষেরা এই বিভেদ সৃষ্টির নীতির সঙ্গে তাল রেখে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণের প্রস্তুতি করছে তা সম্ভবতঃ তাদের ধ্বংসের পথেই নিয়ে যাবে। তারা তাদের গলায় একটি ফাঁস পরছে, তাকে শক্ত করে আটকাচ্ছে এবং এই ফাঁসই হচ্ছে তাদের 'জাতীয় বিধানসভাটি'। তাদের মনোগত বাসনা হচ্ছে 'জাতীয় বিধানসভাকে' একটি জাদুদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে প্রথমে কোয়ালিশন সরকার গঠনকে প্রতিহত করা, দ্বিতীয়তঃ, তাদের একনায়কতন্ত্র বজায় রাখা এবং তৃতীয়তঃ, গৃহযুদ্ধের একটি যুক্তি খাড়া করা। কিন্তু ইতিহাসের বিচারধারা বয়ে চলেছে তাদের মনোগত বাসনার প্রতিকূলে এবং তারা দেখতে পাবে 'যে পাথরটি তারা তুলেছে তা তাদের পায়ে পড়ে সবগুলি আঙ্গুলকেই থেঁতলে দিয়েছে'। কারণ এটা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, কুওমিনতাঙ অঞ্চলের জনগণের কোন স্বাধীনতাই নেই এবং জাপানের কবলিত অঞ্চলের জনগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, অন্যদিকে যে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে স্বাধীনতা রয়েছে তাকে কুওমিনতাঙ সরকার স্বীকারই করে না। এই যখন অবস্থা, তাই জাতীয় প্রতিনিধি কি করে পাওয়া যাবে? 'জাতীয় বিধানসভা' আসবে কোথা থেকে? যে জাতীয় বিধানসভা নিয়ে ওরা এত হৈ-হল্লা করছে, আট বছর আগে গৃহযুদ্ধের যুগেই তার সকল আকার-প্রকার সহ কুওমিনতাঙ একনায়কতন্ত্র তা বানিয়ে রেখেছিল। যদি এইরকম একটি বিধানসভা আহ্বান করা হয়, সমগ্র জাতি অনিবার্যভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং তখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বীরপুরুষেরা এই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে? যাই হোক, এই মেকী জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করলে তা তাদের ধ্বংসের পথেই নিয়ে যাবে।

কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্ব অবসানের জন্য আমরা কমিউনিস্টরা দুটি পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছি। প্রথমটি হচ্ছে, বর্তমান স্তরে সমস্ত পার্টি দল-বহির্ভূত লোকজনের প্রতিনিধিদের মধ্যেকার সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে একটি অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পরবর্তী স্তরে, স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা এবং একটি নিয়মিত কোয়ালিশন সরকার গড়ে তোলা। এই উভয় ক্ষেত্রেই

গঠিত হবে একটি কোয়ালিশন সরকার যাতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সমস্ত শ্রেণী ও সমস্ত দলের প্রতিনিধিরাই আজকে জাপানের বিরুদ্ধে এবং আগামীকাল জাতীয় গঠনকর্মের সংগ্রামে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণ কর্মসূচীর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবেন।

কুওমিনতাঙ বা অন্যান্য পার্টি, গ্রুপ বা ব্যক্তিগণের মনোগত বাসনা যাই হোক, তা তাঁরা পছন্দ করুন বা না করুন, তাঁরা এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন বা না থাকুন—চীন একমাত্র এই পথই গ্রহণ করতে পারে। এটি হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক বিধান, একটি অপ্রতিরোধ্য গতিধারা যাকে কোন শক্তিই প্রতিহত করে দিতে পারবে না।

এই সমস্যা ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের অন্য সকল সমস্যার ব্যাপারে আমরা কমিউনিস্টরা ঘোষণা করছি যে যদিও কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ এখনো গোঁয়ারের মতো ভ্রান্ত নীতিই আঁকড়ে রয়েছেন এবং আলাপ-আলোচনাকে সময় কাটাবার ও জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করছেন তবু যে মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের বর্তমান ভ্রান্ত নীতিগুলি খারিজ করে দিতে ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের ব্যাপারে সম্মতি জানাবেন আমরা তখনই তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে রাজী আছি। কিন্তু এই আলাপ-আলোচনার ভিত্তি হওয়া চাই প্রতিরোধ, ঐক্য এবং গণতন্ত্রের সাধারণ মূলনীতিগুলি আর এই সাধারণ মূলনীতি থেকে বিচ্যুত তথাকথিত যে-কোন ব্যবস্থা, পরিকল্পনা বা ফাঁকা ঘোষণাবাণী যত মধুর স্বরেই প্রচারিত হোক না কেন আমরা তাতে সম্মত হব না।

৩। জনগণের জন্য স্বাধীনতা

বর্তমানে চীনের জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম মূলতঃ জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। কিন্তু কুওমিনতাঙ সরকার তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রেখে এবং হাত-পা বেঁধে রেখে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে বাধা দিচ্ছে। যদি এই সমস্যার সমাধান না হয়, তবে জাতির জাপ-বিরোধী সকল শক্তিকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব। জনগণ যাতে নিজেদের ঐক্যের বন্ধনকে গড়ে তুলে জাপানকে প্রতিরোধ করার স্বাধীনতা পেতে পারে, ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং গণতন্ত্র জয় করে আনতে পারে ঠিক তারই জন্য আমাদের কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত দাবিগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে: একদলীয় একনায়কত্বের অবসান করতে হবে; একটি কোয়ালিশন

সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে; গোয়েন্দা পুলিশের বিলোপসাধন করতে হবে; দমনপীড়নমূলক আইনকানুন ও হুকুমনামাগুলিকে খারিজ করে দিতে হবে; বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর, জাপানের অনুগামী ব্যক্তিদের, ফ্যাসিষ্ট ও দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মচারীদের শাস্তিদান করতে হবে; রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে; সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের আইনানুগ মর্যাদা স্বীকার করতে হবে; মুক্ত অঞ্চল অবরোধকারী ও আক্রমণকারী সৈন্যদের প্রত্যাহার করতে হবে; মুক্ত অঞ্চলগুলিকে স্বীকৃতি দান করতে হবে; পাও চিয়া প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে; এবং অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও গণ-আন্দোলন সংক্রান্ত এ ধরনের বহু দাবিই উত্থাপন করা হয়েছে।

সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, কারও অনুগ্রহের দান হিসেবে তা পাওয়া যায় না। চীনের মুক্ত অঞ্চলে ইতিমধ্যেই জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে এবং স্বাধীনতা তাদের অর্জন করতেই হবে। চীনের জনগণের স্বাধীনতা যত বেশি হবে, তাদের সংগঠিত গণতান্ত্রিক শক্তি যত বেশি জোরদার হবে, অস্থায়ী ও ঐক্যবদ্ধ কোয়ালিশন সরকার গঠনের সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। একবার গঠিত হওয়ার পর, এই কোয়ালিশন সরকার তার পক্ষ থেকে জনগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে এবং এভাবে তার ভিত্তিকেই সুসংহত করে তুলবে। একমাত্র তখনই জাপানী আক্রমণকারীদের উচ্ছেদসাধনের পর সমগ্র দেশব্যাপী স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে, একটি জাতীয় বিধানসভা গড়ে তোলা যাবে। নিয়মিত ও ঐক্যবদ্ধ সংহত একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে। জনগণের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে কোন জাতীয় বিধানসভা সম্ভব নয় বা জনগণ কর্তৃক যথার্থভাবে নির্বাচিত সরকার গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। এটা কি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়?

বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা—এইগুলি হচ্ছে জনগণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা। চীনে একমাত্র মুক্ত এলাকাগুলিতেই এই স্বাধীনতাকে পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

১৯২৫ সালে মৃত্যুশয্যা থেকে তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন ঘোষণা করেছিলেন:

চল্লিশ বছর ধরে জাতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে চীনের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার অর্জনের জন্য আমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী করে তুলেছে যে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের জনগণকে জাগাতে হবে এবং পৃথিবীর সেই-সব জাতির সঙ্গে সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যারা আমাদেরকে সমান বলে গণ্য করে।

ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের যে অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তারা জনগণকে জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে জনগণকে নিপীড়নই করছে, তাদেরকে বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের, সংঘ গঠনের, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। জনগণকে যারা যথার্থভাবে জাগিয়ে তুলছে, তাদের স্বাধীনতা ও অধিকারকে রক্ষা করছে সেই কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং মুক্ত অঞ্চলগুলিকে তারা 'বিশ্বাসঘাতক পার্টি,' 'বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী' এবং 'বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল' ইত্যাদি অপবাদে ভূষিত করেছে। আমরা আশা করি, সত্য ও মিথ্যার এই উল্টোপাল্টা ব্যবহারের শীঘ্রই সমাপ্তি ঘটবে। তা যদি আরও দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে, তবে চীনের জনগণ তাদের সকল ধৈর্যই হারিয়ে ফেলবে।

৪। জনগণের ঐক্য

জাপানী আক্রমণকারীদের ধ্বংস করার জন্য, গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য এবং নতুন চীন গড়ে তোলার জন্য বিভক্ত চীনকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা একান্ত প্রয়োজন; এই হচ্ছে চীনের জনগণের ঐতিহাসিক কর্তব্য।

কিন্তু চীনকে কেমন করে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে? একজন সর্বময় নায়কের স্বৈরাচারী ঐক্যের মধ্য দিয়ে, না জনগণের গণতান্ত্রিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে তা ঐক্যবদ্ধ হবে? য়ুয়ান শী-কাইয়ের[৮] সময় থেকে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা স্বৈরাচারী ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু ফল কী দাঁড়িয়েছে? তাদের যা অভিলাষ ছিল তার উল্টোটিই ঘটেছে, যা পাওয়া গেল তা ঐক্য নয়, বিচ্ছেদ; এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ক্ষমতার আসন থেকে হুমড়ি খেয়ে বিদায় নিতে হয়েছে। য়ুয়ান শী-কাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুওমিনতাঙ-এর জন-বিরোধী চক্র স্বৈরাচারী ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিল, পুরো দশটি

বছর ধরে তারা গৃহযুদ্ধ চালিয়ে এসেছে, ফল হয়েছে শুধু এইটুকু, জাপানী আক্রমণকারীদের তারা আসতে দিয়েছে আর ওরা নিজেরা পালিয়ে ওমেই পাহাড়ে[৯] আশ্রয় নিয়েছে। আর এখন ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে তারা আবার স্বৈরাচারী ঐক্য স্থাপনের তত্ত্ব নিয়ে চিৎকার জুড়েছে। কিন্তু কাদের কাছে তারা চিৎকার জুড়েছে? কোন সৎ দেশপ্রেমিক চীনা কি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন? উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের ষোলো বছরের শাসনে আর একনায়কতন্ত্রী কুওমিনতাঙ-এর আঠারো বছরের শাসনে জীবন কাটানোর পর জনগণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিচার করার দৃষ্টিলাভ হয়েছে। তারা চায় জনগণের গণতান্ত্রিক ঐক্য এবং একজন সর্বময় নায়কের স্বৈরাচারী ঐক্য তারা চায় না। অনেক আগে ১৯৩৫ সালেই, আমরা কমিউনিস্টরা জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি উপস্থিত করেছিলাম এবং তারপর থেকে ঐ ঐক্যের জন্যই আমরা সংগ্রাম করে এসেছি। ১৯৩৯ সালে, কুওমিনতাঙ যখন 'বিদেশী পার্টিগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের' প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করছিল, আত্মসমর্পণের, বিভেদের আর পশ্চাদ্‌গামিতার বিপদকে আসন্ন করে তুলেছিল এবং তাদের স্বৈরাচারী ঐক্যের তত্ত্ব নিয়ে চিৎকার করছিল, আমরা তখন আবার ঘোষণা করেছিলাম: আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে নয়, ঐক্য হওয়া চাই প্রতিরোধকে ভিত্তি করে; তা হওয়া চাই ঐক্যের ভিত্তিতে, ভাঙনের ভিত্তিতে নয়; ঐক্য চাই পশ্চাদ্‌গামিতার ভিত্তিতে নয়, চাই প্রগতির ভিত্তিতে। প্রতিরোধের ভিত্তিতে, ঐক্য ও প্রগতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংহতিই হচ্ছে যথার্থ সংহতি এবং অন্যটি হচ্ছে মেকী জিনিস। ছবছর কেটে গেছে, কিন্তু সমস্যা সেই একই রয়ে গেছে।

জনগণের যদি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র না থাকে তবে কি ঐক্য সম্ভব? যখনই তাদের এই দুটি থাকবে তখনই ঐক্য হবে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও কোয়ালিশন সরকারের জন্য চীনের জনগণের আন্দোলন একই সঙ্গে ঐক্যের জন্যই আন্দোলন। আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীতে যখন আমরা স্বাধীনতার জন্য অনেকগুলি দাবি হাজির করেছিলাম, আমরা ঐ সঙ্গে ঐক্যই চেয়েছিলাম। এটা তো খুবই সহজ সাধারণ বুদ্ধির কথা, কুওমিনতাঙ-এর জনবিরোধী গোষ্ঠীর একনায়কতন্ত্রের যদি অবসান না ঘটানো হয় এবং যদি একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে কোন গণতান্ত্রিক সংস্কারই যে শুধু কার্যকর করা অসম্ভব হবে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে

জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয়ের জন্য সমবেত করা অসম্ভব হবে তাই নয়, তাতে করে শুধু গৃহযুদ্ধের সর্বনাশই অবধারিত হয়ে উঠবে। কুওমিনতাঙ-এর অন্তর্ভুক্ত অনেক লোকজন সহ পার্টি ও পার্টির বাইরের এত বহু সংখ্যক গণ-তন্ত্রীরা সর্বসম্মতভাবে কোয়ালিশন সরকার দাবি করছেন কেন? কারণ বর্তমানের সংকটের কথা তাঁরা খুব পরিষ্কারভাবেই জানেন এবং এ কথা বোঝেন যে তা অতিক্রম করার এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ও জাতীয় গঠনকার্যের উভয়ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এ ছাড়া অন্য কোন পথই নেই।

৫। গণফৌজ

জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ রকম একটি সৈন্যবাহিনী না থাকলে চীনের জনগণের পক্ষে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা, একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা, জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা বা নয়া চীন প্রতিষ্ঠা করা কোনটিই সম্ভব নয়। বর্তমানে যে সশস্ত্রবাহিনী সম্পূর্ণভাবে জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা হচ্ছে মুক্ত অঞ্চলের অষ্টম রুট সেনাবাহিনী এবং নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী; আকারে এইগুলি খুব বড় নয়, প্রয়োজনের তুলনায় দেখলে সংখ্যায় এরা অল্পই। তবু জন-বিরোধী কুওমিনতাঙ গোষ্ঠী মুক্ত অঞ্চলের এই সৈন্যবাহিনীগুলির ক্ষতিসাধন করার জন্য ও তাদের ধ্বংস করার জন্য অবিরাম ষড়যন্ত্র করেই চলেছে। ১৯৪৪ সালে কুওমিনতাঙ সরকার তথাকথিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে দাবি জানায় যে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে' মুক্ত অঞ্চলের চার-পঞ্চমাংশ সশস্ত্র বাহিনীকে 'ভেঙে' দিতে হবে। ১৯৪৫ সালে অত্যন্ত সাম্প্রতিক আলোচনকালে তা আরও দাবি জানিয়েছে যে মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত সশস্ত্রবাহিনীকেই কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এবং তারপরই তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে 'আইনানুগ মর্যাদা' দেবে।

এই লোকেরা কমিউনিস্টদের বলছে, 'তোমাদের সৈন্যবাহিনীকে আমাদের হাতে অর্পণ কর, আর তারপরই তোমাদের আমরা স্বাধীনতা দেব।' তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী যে রাজনৈতিক দলের সৈন্যবাহিনী থাকবে না সে-ই স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৪-২৭ সালে যা কিছু স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, তা করেছিল ঐ সময়ে তাদের যে ছোট একটি সশস্ত্র-বাহিনী ছিল.তার দৌলতেই এবং কুওমিনতাঙ সরকারের 'পার্টি শুদ্ধিকরণ ও

হত্যাকাণ্ডের নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায়। আজ চীনের ডিমোক্র্যাটিক লীগ ও কুওমিনতাঙ-এর অন্তর্ভুক্ত গণতন্ত্রীদের যেহেতু কোন সশস্ত্রবাহিনী নেই, তাই ওদের কোন স্বাধীনতা নেই। কুওমিনতাঙ শাসনাধীন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও প্রগতিমুখী সংস্কৃতি-কর্মীবৃন্দ, শিক্ষা ও শিল্প জগতের লোকজনদের কথা ধরুন—গত আঠারো বছর ধরে তাদের কারও কোন সশস্ত্রবাহিনী ছিল না আর তাই কোন স্বাধীনতাও তাদের ছিল না। তাহলে কি এই দাঁড়িয়েছিল যে এই সকল গণতান্ত্রিক পার্টি ও জনগণের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁরা সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন 'সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিলেন', 'বিশ্বাসঘাতক এলাকা' গড়েছিলেন এবং 'সরকারী ও সামরিক আদেশ' লংঘন করেছেন বলে? মোটেই তা নয়। বরং উল্টো, তাঁরা এই কাজগুলির কোনটি করেননি তার জন্যই তাঁদের কোন স্বাধীনতা ছিল না।

'সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রের ব্যাপার'—কথাটা সম্পূর্ণ সত্য এবং পৃথিবীতে কোথাও কোন সৈন্যবাহিনী নেই যা রাষ্ট্রের আওতাধীন নয়। কিন্তু সেটা কি ধরনের রাষ্ট্র? ঐ রাষ্ট্র কি বৃহৎ জমিদার' বৃহৎ ব্যাঙ্কমালিক ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিদের সামন্ততান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী একটি রাষ্ট্র, না ব্যাপক জনগণের নয়া-গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র? একমাত্র যে ধরনের রাষ্ট্র চীনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা হচ্ছে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এই ভিত্তিতেই তার চাই একটি নয়া-গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার, চীনের সমস্ত সশস্ত্রবাহিনী থাকবে এরকমের একটি সরকারের হাতে যাতে করে তা জনগণের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে পারবে এবং কার্যকরভাবে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবে। যে মুহূর্তে চীনে নয়া-গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে উঠবে, চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলি তখনই তার হাতে নিজেদের সশস্ত্রবাহিনীকে তুলে দেবে। কিন্তু একই সঙ্গে কুওমিনতাঙ-এর সকল সশস্ত্রবাহিনীকেও তার হাতে তুলে দিতে হবে।

১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছিলেন, 'আজকের এই দিনটি জাতীয় বিপ্লবের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত করছে।...তার প্রথম পদক্ষেপ হবে সশস্ত্রবাহিনীকে জনগণের সঙ্গে এক করে দেওয়া এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হবে তাদের জনগণের সশস্ত্রবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।'[১০] এই কর্মনীতির প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী হয়ে উঠেছে 'জনগণের সশস্ত্রবাহিনী' অর্থাৎ গণফৌজ এবং তা নানা বিজয় অর্জন

করেছে। তার আগে উত্তরমুখী অভিযানের প্রাথমিক দিকে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ডাঃ সানের 'প্রথম পদক্ষেপটি' গ্রহণ করে এবং বিজয় অর্জন করে। উত্তরমুখী অভিযানের পরের দিকে তারা 'প্রথম পদক্ষেপটি'ও পরিত্যাগ করে বসে, জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তারা ক্রমেই বেশি বেশি করে দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত:হয়েছে ; আভ্যন্তরীণ যুদ্ধকালেই এদের আসল শক্তি দেখা যায় কিন্তু যখন বিদেশীদের সঙ্গে লড়তে হয় তখন তাদের আসল শক্তির কোন দেখাই মেলে না। কুওমিনতাঙ-এর প্রতিটি দেশপ্রেমিক অফিসারকেই ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের মনোভাবটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে নবরূপ দান করতে হবে।

পুরানো সৈন্যবাহিনীগুলিকে রূপান্তরিত করার সময় যেসব অফিসারকে আবার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এমন সকল অফিসারকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান করতে হবে তাঁদের অচল সাবেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করার জন্য এবং সঠিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য যাতে করে তাঁরা নিজ কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেন এবং গণফৌজকে সেবা করে যেতে পারেন।

সমগ্র জাতিরই কর্তব্য হচ্ছে চীনের জনগণের সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করা। গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকে না। এই প্রশ্নে ফাঁকা কোন তত্ত্বকথার অবকাশ নেই।

আমরা কমিউনিস্টরা চীনের সৈন্যবাহিনীর রূপান্তর সাধনের কাজে আমাদের সমর্থনদান করতে প্রস্তুত আছি। ঐ সামরিক বাহিনীগুলির মধ্যে যারাই চীনের মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীগুলির বিরোধিতা করার পরিবর্তে জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক, তাদেরই মিত্র সৈন্যবাহিনী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী তাদেরকে যথোপযুক্ত সহায়তাদানই করবে।

ভূমি সমস্যা

জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং নয়া চীন গড়ে তোলার জন্য ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারসাধন ও কৃষকদের মুক্ত করা একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য। প্রকৃতির দিক থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আমাদের এই বিপ্লবের বর্তমান যুগে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের 'কৃষকের হাতে জমির' নীতিটিই সঠিক।

আমরা কেন এ কথা বলছি যে বর্তমান যুগে আমাদের বিপ্লব হচ্ছে প্রকৃতির দিক থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক? আমরা বোঝাতে চাই যে, বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণভাবে বুর্জোয়া নিপীড়ন নয় বরং জাতীয় ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নেরই অবসান অর্থাৎ বিপ্লবে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হবে তা সাধারণভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধনের দিকে নয় বরং তাকে রক্ষা করার দিকেই পরিচালিত এবং এই বিপ্লবের ফলে চীনকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে শ্রমিকশ্রেণী নিজের শক্তিবৃদ্ধি করে তুলতে সমর্থ হবে যদিও বেশ খানিকটা দীর্ঘকাল ধরে পুঁজিবাদ উপযুক্ত পরিমাণে এখানে বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে। 'কৃষকের হাতে জমির' অর্থ হচ্ছে সামন্ত শোষকদের হাত থেকে জমি কৃষকদের হাতে দিয়ে দেওয়া, সামন্ত জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং সামন্তবাদী ভূমি সম্পর্কের বন্ধন থেকে তাদের মুক্তিদান করা ও এইভাবে কৃষিপ্রধান দেশটিকে শিল্পপ্রধান একটি দেশে রূপান্তরিত হওয়াকে সম্ভবপর করে তোলা। 'কৃষকেব হাতে জমির' দাবিটি তাই প্রকৃতির দিক থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, তা প্রলেতারীয়-সমাজতান্ত্রিক দাবি নয়। এটা শুধুমাত্র কমিউনিস্টদের নয়, সকল বিপ্লবী গণতন্ত্রীদেরই দাবি। পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে চীনের পরিস্থিতিতে একমাত্র আমরা কমিউনিস্টরাই এই দাবিটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখে থাকি এবং নিছক মুখের কথা হিসেবে তাকে না রেখে বাস্তবে তাকে প্রয়োগ করি। বিপ্লবী গণতন্ত্রী কারা? বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে একনিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া, কৃষকেরাই হচ্ছেন বৃহত্তম অংশ। কৃষকদের বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক লেজবিশিষ্ট ধনী কৃষকগণ ছাড়া সকল কৃষকেরাই সক্রিয়ভাবে 'কৃষকের হাতে জমি' দাবি করেন। শহুরে পেটি-বুর্জোয়ারাও বিপ্লবী গণতন্ত্রী এবং 'কৃষকের হাতে জমি' তাদের পক্ষেও হিতকর প্রমাণিত হবে কারণ তা কৃষির উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের সহায়ক হবে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী হচ্ছে একটি দোদুল্যমান শ্রেণী—তারাও 'কৃষকের হাতে জমির' দাবি অনুমোদন করে কারণ তাদেরও বাজারের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তাদের অনেকের ভয়ও আছে যেহেতু তাদের অনেকেরই ভূমি সম্পত্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা রয়েছে। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন ছিলেন চীনের একেবারে প্রথমদিকের বিপ্লবী গণতন্ত্রী। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লবী অংশের এবং শহুরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী ও কৃষকজনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সশস্ত্র

বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন এবং 'ভূমিস্বত্ব সমীকরণের' ও 'কৃষকের হাতে জমির' তাঁর মূল বক্তব্য তিনি হাজির করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন করেননি। আর যখন কুওমিনতাঙ-এর জন-বিরোধী অংশ ক্ষমতা করতলগত করল, তারা পুরোপুরি তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করে বসল। এই চক্রটিই এখন একগুঁয়েভাবে 'কৃষকের হাতে জমির' বিরোধিতা করছে কারণ তারা হচ্ছে বৃহৎ জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক আর মুৎসুদ্দিদেরই প্রতিনিধি। একমাত্র বিশেষ করে কৃষকদের প্রতিনিধিত্বকারী কোন রাজনৈতিক দল যেহেতু চীনে নেই এবং যেহেতু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন আনুপূর্বিক ভূমি-সংক্রান্ত কর্মসূচী নেই, তাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের এবং অন্য সকল বিপ্লবী গণতন্ত্রীদেরও নেতা হয়ে উঠেছে কেননা তাই হচ্ছে একমাত্র পার্টি যা আমূল ভূমি সংস্কারের একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে এবং তাকে কার্যকর করেছে, কৃষকদের স্বার্থে ঐকান্তিকতার সাথে সংগ্রাম করে এসেছে এবং মহান মিত্র হিসেবে কৃষকদের বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেছে।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং ডাঃ সানের 'কৃষকের হাতে জমিকে' বাস্তবে প্রয়োগ করেছিল। কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, ডাঃ সানের অযোগ্য অনুগামীদের এই দঙ্গলটিই তারপর তাদের নখদন্ত বিস্তার করে দশটি বছর ধরে 'কৃষকের হাতে জমির' বিরুদ্ধে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এসেছে।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 'কৃষকের হাতে জমির' কর্মনীতি পরিবর্তন করে খাজনা ও সুদ হ্রাসের কর্মনীতি গ্রহণ করে একটি বড় রকমের সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগটি দিয়ে ঠিকই করা হয়েছে কারণ এতে করে কুওমিনতাঙকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ে আসার সহায়তা হয়েছে এবং মুক্ত অঞ্চলে যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের কৃষকদের সমবেত করার পথে জমিদারদের প্রতিরোধ শিথিল হয়েছে। যদি বিশেষ কোন বাধা দেখা না দেয়, আমরা যুদ্ধের পরেও এই নীতি অব্যাহত রাখতে রাজী আছি, প্রথমে সারাদেশে খাজনা ও সুদ হ্রাসের নীতিটি প্রসারিত করা হবে এবং তারপরই 'কৃষকের হাতে জমির' ব্যবস্থা চালু করার জন্য ধীরে ধীরে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু যারা ডাঃ সানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে তারা 'কৃষকের হাতে জমি' দূরে থাক খাজনা ও সুদ হ্রাসেরই বিরোধিতা করছে। কুওমিনতাঙ সরকার নিজেই 'শতকরা পঁচিশ ভাগ খাজনা হ্রাস করা' ও অন্যান্য যেসব হুকুমনামা জারী করেছিল তা কার্যে প্রয়োগ করেনি; একমাত্র মুক্ত অঞ্চলে আমরাই তা কার্যকর করেছি এবং এই অপরাধের জন্য মুক্ত অঞ্চলকে ওরা 'বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল' বলে অভিহিত করেছে।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধ চলাকালে একটি 'জাতীয় বিপ্লবের' স্তর এবং অন্যটি 'গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকার বিপ্লবের' স্তর তথাকথিত এই দুই স্তরের তত্ত্বটি আবির্ভূত হয়েছে। এই তত্ত্ব ভুল।

'ভয়াবহ এক শত্রুর মুখোমুখি হয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কার বা জনগণের প্রশ্নটি উত্থাপন করা উচিত নয়; জাপানীরা বিদায় নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল' – যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় প্রতিহত করার মতলব নিয়ে কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটি এই আজব তত্ত্ব হাজির করেছে। তবু এমন লোক দেখা যাচ্ছে যারা এই তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করছে এবং তার একান্ত অনুগত স্তাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ভয়াবহ এক শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলা এবং তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকার প্রশ্নের সমাধান না করলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না'—চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই কথাটিই বলে আসছে এবং তাছাড়া এটাকে কাজে প্রয়োগ করে চমৎকার ফলই লাভ করেছে।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের যুগে খাজনা ও সুদ হ্রাস এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্কার যুদ্ধেরই স্বার্থসাধন করে। যুদ্ধ-প্রয়াসের ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রতিরোধকে শিথিল করার জন্য আমরা জমির ওপর তাদের মালিকানার বিলোপসাধন করা থেকে বিরত রয়েছি এবং শুধুমাত্র খাজনা ও সুদই হ্রাস করছি; একই সঙ্গে, আমরা তাদের সম্পদকে শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছি এবং আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত জমির মালিকদের যুদ্ধ সংক্রান্ত এবং সরকারের সমবেত কার্যক্রমে জনগণের অন্যান্য প্রতিনিধিদের পাশাপাশি অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছি। ধনী কৃষকদের সম্পর্কে বলা যায়, আমরা তাদের উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহ দিয়েছি। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা পথেরই তা অঙ্গ এবং তা একান্তই অপরিহার্য।

এই হচ্ছে দুই লাইন। হয় গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকার সমস্যার সমাধানের জন্য চীনের কৃষকদের প্রয়াসের প্রাণপণ বিরোধিতা করতে হবে ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়তে হবে, জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অকর্মণ্য ও একেবারে অসমর্থ হয়ে পড়তে হবে; আর নয়তো মোট লোকসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ চীনের কৃষককে তাঁদের প্রয়াসে দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে, সবচেয়ে মহান এক মিত্রবাহিনীকে সপক্ষে পেয়ে বিশাল সংগ্রামী শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে কুওমিনতাঙ সরকারের লাইন, পরেরটি হচ্ছে চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলির লাইন।

সুবিধাবাদীদের লাইন হচ্ছে এই দুটির মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে থাকা, কৃষকদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা অথচ খাজনা ও সুদ হ্রাসের ব্যাপারে, কৃষকদের সশস্ত্র করে তোলার ব্যাপারে অথবা গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ়তার অভাব প্রদর্শন করা।

তাদের আওতাধীন সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করে কুওমিনতাঙ-এর জনবিরোধী চক্রটি সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও গোপন জঘন্য সামরিক ও রাজনৈতিক, রক্তাক্ত ও রক্তপাতহীন এই উভয় পথেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে এসেছে। এই সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে দুই পার্টির মধ্যেকার এই বিরোধ মূলত দেখা দিয়েছে কৃষি সম্পর্কের প্রশ্নে। ঠিক কোথায় আমরা কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরক্তি উৎপাদন করেছি? তা কি এইখানটিতেই নয়? এক্ষেত্রে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরাট সাহায্য জুগিয়ে এই গোষ্ঠীটি কি তাদের কাছ থেকে আনুকূল্য ও উৎসাহলাভ করেনি? চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে আস্তর্ঘাত সৃষ্টি ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করা', 'বিশ্বাসঘাতক পার্টি', 'বিশ্বাসঘাতক সৈন্যবাহিনী', 'বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল' এবং 'সরকারী ও সামরিক আদেশ অমান্য করা' প্রভৃতি যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা কি ঠিক এক্ষেত্রে জাতির প্রকৃত স্বার্থে সততার সঙ্গে কাজ করার জন্যই আরোপ করা হয়নি?

কৃষকেরাই হচ্ছেন চীনের শিল্পশ্রমিকদের উৎস। ভবিষ্যতে আরও কোটি কোটি কৃষক শহরে ও কল-কারখানায় কাজ করতে যাবেন। চীনকে যদি শক্তিশালী জাতীয় শিল্প ও বহু সংখ্যক আধুনিক নগর গড়ে তুলতে হয় তবে গ্রামাঞ্চলীয় অধিবাসীদের শহরাঞ্চলীয় অধিবাসীতে পরিণত করার দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

কৃষকরাই হচ্ছেন চীনের শিল্পজাত পণ্যের প্রধান ক্রেতা। একমাত্র তাঁরাই খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে জোগান দিতে পারবেন এবং উৎপাদিত পণ্যদ্রবের বিপুল পরিমাণকে ব্যবহার করবেন।

কৃষকেরাই হচ্ছেন চীনের সৈন্যবাহিনীর উৎস। সৈনিকেরা হচ্ছেন সামরিক পোশাক পরিহিত কৃষকমাত্র, জাপানী আক্রমণকারীদের তাঁরা হচ্ছেন চরম শত্রু।

কৃষকেরাই হচ্ছেন চীনের বর্তমান স্তরে গণতন্ত্রের সপক্ষের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। ৩৬ কোটি কৃষকজনগণের ওপর নির্ভর না করলে চীনের গণতন্ত্রীরা কিছুই করতে পারবেন না।

কৃষকেরাই হচ্ছেন চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরের প্রধান ভাবনার বিষয়। ৩৬ কোটি কৃষককে বাদ দিয়ে দিলে, 'নিরক্ষরতার অবসান', 'শিক্ষার জনপ্রিয়তাসাধন', 'জনগণের জন্য সাহিত্য ও শিল্প' এবং 'জনস্বাস্থ্য' ইত্যাদি কথাবার্তা অনেকখানি ফাঁকা আওয়াজ হয়ে দাঁড়ায় না কি ?

এই কথা বলে অবশ্যই আমি জনগণের বাকী অংশ অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে আদৌ অবহেলা করছি না, বিশেষ করে, যে শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছেন রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সচেতন এবং স্বভাবতঃই সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনকে নেতৃত্বদানের যোগ্য তাকে অবহেলা করছি না। এক্ষেত্রে কেউ যেন ভুল বুঝে না বসেন।

শুধু কমিউনিস্টদের পক্ষেই নয় বরং চীনের প্রত্যেকটি গণতন্ত্রীর পক্ষেই এই বিষয়গুলি আয়ত্ত করা একান্ত অপরিহার্য।

ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার হওয়ার পর, এমনকি খাজনা ও সুদ হ্রাসের মতো অত্যন্ত প্রাথমিক সংস্কারের পর, কৃষকরা উৎপাদনের ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তারপর কৃষকেরা যখন ক্ষেতের কাজের সংগঠনে নানা-প্রকার সাহায্যলাভ করেন এবং স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে ধাপে ধাপে অন্যান্য সমবায়ী কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন তখন উৎপাদিকাশক্তিগুলিই বিকশিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে কৃষি খামারগুলি শুধু যৌথ; ব্যক্তিগত কৃষক অর্থনীতির ভিত্তিতে (অর্থাৎ কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে) পারস্পরিক সাহায্যের শ্রমসংগঠন, যেমন শ্রম-বিনিময়কারী টীম, পারস্পরিক সাহায্যকারী টীম ও সমপরিমাণ কাজের বিনিময়কারী গোষ্ঠীই হতে পারে, তা সত্ত্বেও শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বেড়ে যাবে এবং ফলন হয়ে দাঁড়াবে

রীতিমত বিস্ময়কর। চীনের মুক্ত অঞ্চলে এ ধরনের সংগঠন ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং এখন থেকে তাকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করে তুলতে হবে।

এটাবলা দরকার শ্রম-বিনিময়কারী টীমের অনুরূপ সমবায়ী সংগটন কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে কিন্তু অতীতে একমাত্র এই পথের মধ্য দিয়েই তারা তাদের দুঃসহ নিঃস্বতাকে যথাসাধ্য ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করত। আজ চীনের মুক্ত অঞ্চলে এই শ্রম-বিনিময়কারী টীমগুলি আকার ও মর্মবস্তু দুই দিক থেকেই ভিন্ন রকমের; এইগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে উৎপাদন বৃদ্ধির এবং উন্নততর জীবনের জন্য প্রয়াসের ক্ষেত্রে কৃষকজনগণের হাতিয়ারস্বরূপ।

শেষ বিচারে চীনের যে-কোন রাজনৈতিক দলের নীতি ও প্রয়োগের ভাল বা মন্দ, অল্প বা অধিক যে প্রভাবই জনগণের ওপর সৃষ্টি হবে তা নির্ভর করছে তাতে করে জনগণের উৎপাদিকাশক্তিগুলির বিকাশ সাধিত হচ্ছে কিনা বা কতখানি' হচ্ছে এবং তা ঐ শক্তিগুলিকে রুদ্ধ করছে না মুক্ত করে দিচ্ছে তার ওপর। চীনের সামাজিক উৎপাদিকাশক্তিগুলিকে মুক্ত করে দেওয়া যাবে একমাত্র জাপানী আক্রমণকারীদের ধ্বংস করে দেওয়া, ভূমি সংস্কার কার্যকর করা, কৃষকজনগণকে মুক্তিদান করা, আধুনিক শিল্প গড়ে তোলা এবং মুক্ত; স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী নয়া চীন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে— এবং তা চীন জনগণের অনুমোদনই লাভ করবে।

এটা দেখিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা গ্রামাঞ্চলে কাজ করার জন্য আসেন তাঁদের পক্ষে গ্রামীণ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা খুব সহজ নয়, কেননা গ্রামাঞ্চল এখনো বিক্ষিপ্ত, পশ্চাদ্‌পদ, ব্যক্তিগত অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তদুপরি মুক্ত অঞ্চলগুলি শত্রু কর্তৃক একটি অন্যটির থেকে বিচ্ছিন্ন ও গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করতে না পেরে তাঁরা প্রায়ক্ষেত্রেই অনুপযুক্ত মনোভাব গ্রহণ করেন এবং গ্রামীণ সমস্যা ও গ্রামীণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে শহরের জীবন ও কর্মধারার দৃষ্টিকোন থেকে অগ্রসর হন এবং এভাবে নিজেদের গ্রামাঞ্চলের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন ও কৃষকদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলতে ব্যর্থ হন। শিক্ষার মাধ্যমে এটিকে দূর করা প্রয়োজন।

চীনের অসংখ্য বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীকে কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। কৃষকেরা তাঁদের সাহায্য

চান এবং তাঁদের সাহায্যের অপেক্ষা করছেন। তাঁদের উৎসাহ নিয়েই গ্রামাঞ্চলে যেতে হবে, তাঁদের ছাত্রদের খোলস ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং মোটা কাপড় পরতে হবে এবং স্বেচ্ছায় একেবারে তুচ্ছ হলেও সেই সকল কাজই করতে এগিয়ে যেতে হবে; কৃষকেরা যা চান তা-ই তাঁদের শিখতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের সংগ্রামে তাঁদের জাগিয়ে তুলতে ও সংগঠিত করে তুলতে সাহায্য করতে হবে, চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে তা হচ্ছে অন্যতম একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কর্তব্য।

জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর, তারা ও মুখ্য বিশ্বাসঘাতকেরা যে জমি জবরদখল করেছিল আমরা তা বাজেয়াপ্ত করে নেব এবং যেসব কৃষকের কোন জমি নেই বা অল্প জমি আছে তাঁদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেব।

৭। শিল্পের সমস্যা

জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য এবং নয়া চীন গড়ে তোলার জন্য শিল্পের বিকাশসাধন প্রয়োজন। কিন্তু কুওমিনতাঙ সরকার সবকিছুর জন্যই বিদেশের ওপর নির্ভর করছে এবং তার আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি জনগণের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে ছোটখাট কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠানই চোখে পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষে দেউলিয়া হয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি। রাজনৈতিক সংস্কারের অনুপস্থিতির জন্য সমস্ত উৎপাদিকাশক্তিই ধ্বংস হয়ে পড়ছে এবং এটা শিল্প ও কৃষি উভয়ের ক্ষেত্রেই সঠিক।

মোটামুটিভাবে বলা যায় চীন স্বাধীন, মুক্ত, গণতান্ত্রিক এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার আগে শিল্পের বিকাশ অসম্ভব। জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে স্বাধীনতার প্রত্যাশা। কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্বের বিলোপসাধন করার অর্থ হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ও ঐক্যবদ্ধ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং চীনের সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে জনগণের সশস্ত্রবাহিনীতে রূপান্তরিত করা, ভূমি সংস্কার কার্যকর করা এবং কৃষকদের মুক্ত করার অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ঐক্যের প্রত্যাশা। স্বাধীনতা, মুক্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্য ছাড়া যথার্থ ব্যাপক আকারে শিল্প গড়ে তোলা অসম্ভব। শিল্প ছাড়া কোন দৃঢ়সংবদ্ধ জাতীয় প্রতিরক্ষা, জনগণের

কল্যাণ, জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধি অসম্ভব। ১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধের[11] থেকে ১০৫ বছরের এবং বিশেষ করে কুওমিনতাঙ ক্ষমতায় আসার পরবর্তী আঠারো বছরের ইতিহাস এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চীনের জনগণকে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। দরিদ্র ও দুর্বল চীন নয়, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী চীন বললেই বোঝায় ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক নয়, স্বাধীন চীনকে; আধা-ঔপনিবেশিক নয়, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক চীন বললেই বোঝায়, বিভক্ত নয়, ঐক্যবদ্ধ চীনকে। আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং বিভক্ত চীনে বহু মানুষ বহু বছর ধরে শিল্পের বিকাশ, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, জনগণের কল্যাণসাধন এবং জাতির সমৃদ্ধি ও শক্তির স্বপ্ন দেখে এসেছেন কিন্তু তাঁদের সকল স্বপ্নই চুরমার:হয়ে গেছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বহু শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক এবং ছাত্ররা তাঁদের নিজেদের কাজ ও অধ্যয়নে ডুবে রয়েছেন; রাজনীতির প্রতি কোন মনোযোগই তাঁরা দেননি এবং ভেবেছিলেন তাঁরা তাঁদের জ্ঞান দিয়ে দেশের সেবা করতে পারবেন, কিন্তু তাও একটি নিছক স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই একটা শুভ লক্ষণ, এই শিশুসুলভ স্বপ্নগুলি চুরমার হয়ে যাওয়ার ফলে শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে চীনের যাত্রা শুরু হয়েছে। যুদ্ধে চীনের জনগণ অনেক কিছুই শিখেছে; তারা জানে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয়ের পর তাঁদের নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তুলতে হবে, যে চীন হবে স্বাধীন, মুক্ত, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী এবং যার মধ্যে এই গুণগুলি পরস্পর যুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে। যদি তারা তা করে তবে চীনের সামনে অপেক্ষা করেছে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ। নয়া গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা চীনের সকল অংশে প্রসারিত হলে পর চীনের জনগণের উৎপাদিকাশক্তিগুলি উন্মুক্ত হয়ে উঠবে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়েই তা বিকশিত হয়ে উঠবে। অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক জনগণ প্রতিদিন এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠছে।

নয়া-গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন অর্জিত হবে, চীনের জনগণ ও তাদের সরকারকে তখন বেশ কয়েক বছর ধরে ধাপে ধাপে ভারী ও হাল্কা শিল্প গড়ে তোলার জন্য বাস্তব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে এবং চীনকে একটি কৃষি প্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করে তুলতে হবে। অর্থ-নীতির একটি দৃঢ়ভিত্তি না থাকলে, বর্তমানের চেয়ে অনেক অগ্রসর কৃষি না

থাকলে, জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাধান্যের ভূমিকা গ্রহণ করে আছে এমন বৃহদায়তন শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যথোপযুক্ত বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা না থাকলে নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সুসংহত করে তোলা যাবে না।

সারা দেশের সকল গণতান্ত্রিক দল ও শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের সহযোগিতাক্রমে আমরা কমিউনিস্টরা এই লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত আছি। এই প্রয়াসে চীনের শ্রমিকশ্রেণী এক বিরাট ভূমিকাই পালন করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই চীনের শ্রমিকশ্রেণী সচেতনভাবে চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। ১৯২১ সালে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছে এবং চীনের মুক্তিসংগ্রাম তার পর থেকে এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। পরবর্তী তিনটি যুগে, উত্তর-মুখী অভিযান, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগে চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি চূড়ান্ত কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে এবং চীনের জনগণের মুক্তির ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান সৃষ্টি করেছে। জাপানী আক্রমণকারীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার সংগ্রামে এবং বিশেষ করে বিরাট বিরাট মহানগরগুলির ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান লাইনগুলির পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে চীনের শ্রমিকশ্রেণী একটি বিরাট ভূমিকাই পালন করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে যে জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পর চীনের শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়াস ও অবদান আরও বেড়ে যাবে। শুধু নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করাই চীনের শ্রমিকশ্রেণীর কাজ হবে না, তাকে চীনের শিল্পায়ন ও তার কৃষির আধুনিকীকরণের জন্যও কাজ করতে হবে।

নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে শ্রমিক ও পুঁজির স্বার্থের সুসঙ্গতি সাধনের কর্মনীতিই গৃহীত হবে। একদিকে তা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী দৈনিক আট থেকে দশ ঘণ্টা কাজের প্রচলন করবে, উপযুক্ত বেকার-ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলি রক্ষা করবে; অন্যদিকে তা সুপরিচালিত রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে বিধিসঙ্গত মুনাফা সুনিশ্চিত করবে যাতে করে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উভয় অংশই এবং শ্রমিক ও পুঁজি দুপক্ষ মিলেই শিল্প উৎপাদনকে বিকশিত করে তুলতে পারবে।

জাপানের পরাজয়ের পর চীনে জাপানী আক্রমণকারীদের ও মুখ্য দেশ-

দ্রোহীদের সকল প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সরকারের হাতে সেগুলিকে অর্পণ করা হবে।

৮। সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা

বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়ন চীনের জনগণের ওপর যে দুর্বিপাক চাপিয়ে দিয়েছে তাতে করে জাতীয় সংস্কৃতিও প্রভাবিত হয়েছে। প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীবৃন্দ এবং শিক্ষাদাতারাই বিশেষ করে দুর্ভোগ ভুগেছেন। বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলার জন্য আমাদের চাই জনগণের জন্য বিরাট সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষাদাতা, আর চাই জনগণের বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার, সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাধারণ অজস্র সংস্কৃতিকর্মী। তাঁদের জনগণের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। জনগণকে সুদক্ষভাবে সেবা করলে সকল বুদ্ধিজীবীকেই সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং মূল্যবান জাতীয় ও সামাজিক সম্পদ বলেই তাঁদের গণ্য করা হবে। চীনে বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাটি বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের ফলে আমাদের দেশ সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদ্পদ এবং বুদ্ধিজীবীদের জনগণের মুক্তির সংগ্রামের জরুরী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। বিগত অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এবং বিশেষ করে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধের আট বছরে বহু বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী জনগণের মুক্তির সংগ্রামে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকাই পালন করেছেন। আসন্ন সংগ্রামে তাঁরা আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সুতরাং জনগণের সরকারের কর্তব্য হচ্ছে জনগণের মধ্যেকার মননশীলতার দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন সবাইকেই ধারাবাহিকভাবে বিকশিত করে তোলা এবং একই সঙ্গে বর্তমানের সম্ভাব্য সকল হিতকর বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং তাঁদের নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

নয়া চীনের পক্ষে জনগণের শতকরা আশি ভাগের নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

সকল দাসত্বমূলক মনোভাবসম্পন্ন সামন্ততান্ত্রিক এবং ফ্যাসিষ্ট সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনগণের মধ্যেকার আঞ্চলিক ও অন্যান্য সকল ব্যাধির প্রতিরোধ ও দূরীকরণের জন্য উদ্যোগী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণের জন্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থা করতে হবে।

পুরানো ধাঁচের সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষাকর্মী ও চিকিৎসকদের যথোপযুক্ত নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারেন এবং জনগণকে সেবা করার জন্য নতুন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেন।

চীনের জনগণের সংস্কৃতি ও শিক্ষা হবে নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থাৎ চীন তার নিজের নতুন একটি জাতীয়, বৈজ্ঞানিক এবং গণ-সংস্কৃতি ও শিক্ষারই প্রচলন করবে:

বৈদেশিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা যায় তাকে দূরে সরিয়ে রাখা ভুল হবে বরং তার মধ্যে যা প্রগতিশীল যথাসম্ভব তাকে গ্রহণ করে চীনের নয়া-সংস্কৃতির বিকাশে তাকে ব্যবহার করতে হবে; তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করাও ভুল হবে বরং সমালোচনার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করে চীনের জনগণের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের জনগণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা একটি আদর্শ হতে পারে। অনুরূপভাবে, প্রাচীন চীনের সংস্কৃতিকে পুরোপুরি খারিজ করে দেওয়া বা অন্ধভাবে তার অনুকরণ করা চলবে না বরং তাকে বিচারশীলভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে তা চীনের নতুন সংস্কৃতির প্রগতিকে সাহায্য করতে পারে।

৯। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সমস্যা

কুওমিনতাঙ-এর জন-বিরোধী চক্রটি চীনে বহু জাতিসত্তা রয়েছে এ কথাই অস্বীকার করে এবং হান জাতিসত্তা ছাড়া আর সবাইকেই তারা 'উপজাতি' বলে অভিহিত করে। চিং রাজবংশ ও উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিই সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সম্পর্কে তারা অনুসরণ করে চলেছে, সর্ববিধ উপায়ে তাদের নিপীড়ন ও শোষণ করে চলেছে। ১৯৪৩ সালে ইখচাও লীগের মঙ্গোলদের হত্যাকাণ্ড, ১৯৪৪ সালে সিংকিয়াং-এর সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের বিরুদ্ধে সশস্ত্র দমনমূলক অভিযান এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কানসু প্রদেশে হুই জনগণের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযান তার পরিষ্কার উদাহরণ। এইগুলি হচ্ছে হান-উগ্রজাত্যভিমানের ভ্রান্ত ভাবাদর্শ ও কর্মনীতিরই প্রকাশ।

১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন লিখেছিলেন যে 'কুওমিনতাঙ-এর জাতীয়তাবাদের মূলনীতির দ্বিবিধ অর্থ রয়েছে, প্রথমতঃ, তা হচ্ছে চীনা জাতির মুক্তিসাধন এবং দ্বিতীয়তঃ, তা হচ্ছে চীনের সকল জাতিসত্তার সমান অধিকারের স্বীকৃতি' এবং 'কুওমিনতাঙ এই সুস্পষ্ট ঘোষণাই করছে যে তা চীনের সকল জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করে এবং স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ চীন সাধারণতন্ত্র (সমস্ত জাতিসত্তাসমূহের একটি স্বাধীন সংঘ) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধবাজ-বিরোধী বিপ্লবের বিজয়ের পর প্রতিষ্ঠিত হবে।'

এখানে বর্ণিত ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের জাতিসত্তা সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ একমত। কমিউনিস্টদের সক্রিয়ভাবে সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জনগণকে এই সংগ্রামে সাহায্য করতে হবে, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন নেতৃবৃন্দসহ তাদের সকলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ও বিকাশের জন্য সাহায্য করতে হবে এবং জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা যাতে তাদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে পারে সেই ব্যাপারেও তাদের সাহায্য করতে হবে। তাদের কথ্য ও লিখিত ভাষা, তাদের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এবং উত্তর চীনের মুক্ত অঞ্চলসমূহ বহু বছর ধরে মঙ্গোলীয় ও হুই জাতিসত্তা সম্পর্কে যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তা সঠিক এবং তারা যে কাজ করেছে তা ফলপ্রসূই হয়েছে।

১০। বৈদেশিক নীতির সমস্যা

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আটলান্টিক সনদ এবং কায়রো, তেহেরান ও ক্রিমিয়ায়[১২] অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে একমত, কারণ এই সিদ্ধান্তসমূহ ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের পরাজয়ে এবং বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে মৌলিক নীতির কথা বলে তা হচ্ছে নিম্নরূপ: চীন সকল দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে ও তাকে জোরদার করে তুলবে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা হবে ও বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখা হবে, জাতীয় স্বাধীনতা

ও সমতার প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ ও মৈত্রী বৃদ্ধি করা হবে এই মৌল শর্তাধীনে সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্ন, যেমন যুদ্ধে সামরিক অভিযানের সংহতিসাধন, শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠান, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রশ্নের সমাধান করবে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডাম্বারটন ওকস সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী এবং ক্রিমিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। সানফ্রান্সিসকোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রসঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মেলনকে তা স্বাগত জানাচ্ছে। এই সম্মেলনে চীনের জনগণের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করার জন্য তা চীনের প্রতিনিধিদলে তার নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে।[১৩]

আমরা মনে করি, কুওমিনতাঙ সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বৈরিতার অবসান করতে হবে এবং চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের দ্রুত উন্নত করে তুলতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নই হচ্ছে প্রথম দেশ যে চীনের সঙ্গে অসমান চুক্তিগুলি বাতিল করে দিয়েছে এবং নতুন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন চুক্তি সম্পাদন করেছে। ১৯২৪ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক আহূত কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের সময়ে এবং পরবর্তী উত্তরমুখী অভিযানকালে সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল একমাত্র দেশ যা চীনের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। ১৯৩৭ সালে যখন জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হল তখনো সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল প্রথম দেশ যা, জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চীনকে সাহায্য করেছিল। এই সাহায্যের জন্য চীনের জনগণ সোভিয়েত সরকার ও জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোন সমস্যারই চূড়ান্ত ও আনুপূর্বিক সমাধান সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়।

আমরা সকল মিত্রদেশের সরকারকে এবং সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকারকে চীনের জনগণের বক্তব্যের প্রতি গুরুতর মনোযোগ প্রদানের জন্য এবং তাদের ইচ্ছার প্রতিকূল বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে তাদের সঙ্গেকার মৈত্রীকে ক্ষুণ্ন না করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা মনে করি, যদি কোন বিদেশী সরকার চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করে এবং চীনের জনগণের গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের বিরোধিতা করে তবে তা গুরুতর ভুলই করবে।

বহু বিদেশী সরকার চীনের সঙ্গে সম্পাদিত তাদের অসমান চুক্তিগুলি বাতিল করে দেওয়ার এবং নতুন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন চীনের জনগণ সেগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু আমরা মনে করি, নিছক সমতাভিত্তিক চুক্তি সম্পাদন করা থেকেই এটা বোঝায় না যে চীন যথার্থ সমমর্যাদা অর্জন করে ফেলেছে। যথার্থ ও প্রকৃত সমমর্যাদা কোন সময়ই বিদেশী সরকারগুলির দান-দক্ষিণার ব্যাপার হতে পারে না, চীনের জনগণকেই তাদের আপন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মূলতঃ তা অর্জন করতে হবে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলাই হচ্ছে তা অর্জন করার পথ; অন্যথায় তা হবে শুধু নামমাত্র ব্যাপার, আর তা প্রকৃত স্বাধীনতা ও সমতা হবে না। অর্থাৎ বর্তমান কুওমিনতাঙ সরকারের নীতি অনুসরণ করে চীন কোন সময়ই যথার্থ স্বাধীনতা ও সমতা অর্জন করতে পারবে না।

আমরা মনে করি, জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয় ও নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের পর জাপানী জনগণের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে তাদের নিজস্ব গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করার প্রয়োজন রয়েছে যাতে করে জাপানী ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল সহ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হবে। জাপানী জনগণের যদি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকে তবে জাপানী ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি সুনিশ্চিত করা অসম্ভব।

আমরা মনে করি, কায়রো সম্মেলনে কোরিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা সঠিক। চীনের জনগণের কর্তব্য হচ্ছে কোরিয়ার জনগণকে স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করা।

আমরা আশা করি, ভারত স্বাধীনতা অর্জন করবে। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারত শুধু ভারতীয় জনগণেরই প্রয়োজন নয়, তা বিশ্বশান্তির জন্য অপরিহার্য।

বার্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশগুলি সম্পর্কে আমরা আশা করি যে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয়ের পর ঐসব দেশের জনগণ তাদের অধিকার প্রয়োগ করে তাদের নিজস্ব স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। থাইল্যাণ্ড সম্পর্কে বলা যায়, তাকে ইউরোপের ফ্যাসিষ্ট তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মতোই গণ্য করতে হবে।

আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে এইটুকুই বক্তব্য।

আবার বলা দরকার, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর কোন বিষয়ই সমগ্র জাতির সমর্থনপুষ্ট একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার ছাড়া জাতীয় স্তরে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

চব্বিশ বছর ধরে চীনের জনগণের মুক্তির জন্য তার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এমন এক মর্যাদা অর্জন করেছে যে কোন রাজনৈতিক দল বা সামাজিক গোষ্ঠী বা কোন চীনা ও বিদেশী যদি চীন সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে তার অভিমতকে অবহেলা করেন তবে তাঁরা গুরুতর ভুলই করবেন এবং নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হবেন। আগে ছিলেন এবং আজও এমন লোক রয়েছেন যাঁরা আমাদের অভিমতকে অবহেলা করতে চেষ্টা করেন এবং তাঁদের আত্মম্ভরী পথই অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এরা সকলেই কানাগলিতে এসে আটকে পড়েছেন। কেন এমনটি হল? তার সোজা কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের অভিমতগুলি চীনের জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে চীনের জনগণেরই সবচেয়ে বিশ্বস্ত মুখপাত্র এবং যে-কেউই তাকে সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হবে সে কার্যত: চীনের জনগণকেই সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হবে এবং তার পরাজয় অবধারিত।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলের কর্তব্য

আমি এখানে আমাদের পার্টির সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। কোন সন্দেহ নেই, ঐ কর্মসূচীগুলি শেষ পর্যন্ত চীনের সর্বত্রই কার্যকর হবে; চীনের জনগণের সামনে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে এই সম্ভাবনার দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এইমুহূর্তে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে, শত্রুকবলিত অঞ্চলে এবং মুক্ত অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি বর্তমান, তাই আমাদের কর্মসূচী কার্যকর করার ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে; পরিস্থিতির বিভিন্নতা বিভিন্ন কর্তব্যের সৃষ্টি করেছে। এই কর্তব্যগুলির কয়েকটি আমি ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি এবং অন্যান্য কয়েকটির বিশ্লেষণ এখনো প্রয়োজন।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে জনগণ দেশপ্রেমিক কার্যকলাপে অবাধে লিপ্ত হতে পারে না এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অবৈধ বলেই গণ্য করা হয়, তবু

নানাবিধ সামাজিক স্তরের লোকজনেরা, গণতান্ত্রিক পার্টি ও ব্যক্তিবর্গ বেশি বেশি করে সক্রিয় হয়ে উঠছেন। বর্তমান বছরের জানুয়ারি মাসে চীনের ডিমোক্র্যাটিক লীগ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান ও কোয়ালিশন সরকারের প্রতিষ্ঠা দাবি করেছেন। জনগণের বিভিন্ন অংশও অনুরূপ ঘোষণা করেছে। কুওমিনতাঙ-এর মধ্যেও বহু মানুষ তাঁদের নিজ দলের নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের কর্মনীতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সংশয় ও অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, জনগণের থেকে তাঁদের পার্টির বিচ্ছিন্নতার বিপদ সম্পর্কে. তাঁরা বেশি বেশি করে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং তাঁরা সময়োপযোগী গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন। চুংকিং ও অন্যান্য স্থানে শ্রমিক, কৃষক, সাংস্কৃতিক মহল, ছাত্র, শিক্ষাসংক্রান্ত মহল, নারী সমাজ, শিল্প ও ব্যবসায়ী মহল, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, এমনকি কিছু কিছু সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এই তথ্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে সমস্ত নিপীড়িত স্তরগুলি ক্রমেই একটি সাধারণ লক্ষ্যে এসে সমবেত হচ্ছে। বর্তমান আন্দোলনগুলির একটি দুর্বলতা হচ্ছে, সমাজের মূল অংশগুলি এখনো ব্যাপক আকারে তাতে যোগ দেয়নি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শক্তিগুলি, যেমন কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক, নিম্নস্তরের সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকেরা যাঁরা এমন তীব্র যন্ত্রণায় রয়েছেন তাঁরা এখনো সংগঠিত হয়ে ওঠেননি। অন্য দুর্বলতা হচ্ছে, এই আন্দোলনে লিপ্ত গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের অনেকেই মৌলিক নীতির ব্যাপারে অর্থাৎ ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমেই যে অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে এই ব্যাপারে এখনো অস্পষ্ট ও দ্বিধান্বিত রয়েছেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি নিপীড়িত স্তরের লোকজনদের, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক গোষ্ঠীদের ধীরে ধীরে জেগে উঠতে ও ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করছে। কুওমিনতাঙ সরকারের কোন দমনপীড়নই এই আন্দোলনের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারছে না।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলের সমস্ত নিপীড়িত স্তর, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক গ্রুপগুলিকে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যাপক আকারে প্রসারিত করে তুলতে হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রামে, কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা, জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজয় ও নয়া চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মুক্ত অঞ্চলের জনগণকে সম্ভাব্য সর্ববিধ উপায়ে তাদের এই সংগ্রামে সাহায্যদান করতে হবে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে কমিউনিস্টগণকে জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতিই অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। সাধারণ লক্ষ্যের এই সংগ্রামে কেউ অতীতে আমাদের বিরোধিতা করে থাকলেও আজ যদি তিনি আমাদের বিরোধিতা না করেন তবে তাঁর সঙ্গেও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে।

জাপানীদের অধিকৃত অঞ্চলের কর্তব্য

অধিকৃত অঞ্চলে যাঁরাই জাপানের বিরোধিতা করেন তাঁদের ফরাসী ও ইতালীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হিসেবে সংগঠন ও আত্মগোপনকারী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্টরা আহ্বান জানাবেন যাতে করে যখন সময় আসবে তখন তাঁরা যেন ভেতর থেকে বাইরের আক্রমণরত সৈন্যদের সঙ্গে সুসমন্বয় রেখে একই সঙ্গে আঘাত হানতে পারেন এবং জাপানী আক্রমণকারীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। অধিকৃত অঞ্চলে জাপানী আক্রমণকারীদের এবং তাদের আজ্ঞাবাহী দাসানুদাসদের হাতে আমাদের ভাই ও বোনেরা যে অনাচার-অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তার ফলে সমগ্র চীনদেশ-বাসীদের ক্রোধ জ্বলে উঠেছে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মুহূর্তটি দ্রুত এগিয়ে আসছে। যুদ্ধের ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে অর্জিত বিজয় এবং আমাদের অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনীর অর্জিত বিজয় অধিকৃত অঞ্চলের জাপ-বিরোধী মনোভাবকে নতুন প্রেরণাদান করেছে এবং তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। তাঁরা দ্রুত সংগঠিত হয়ে ওঠার জন্য ও যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি অর্জনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। সুতরাং অধিকৃত অঞ্চলের আমাদের কাজকে মুক্ত অঞ্চলের কাজের সমান পর্যায়ের গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিপুল সংখ্যক কর্মীবাহিনীকে ওখানে কাজ করার জন্য প্রেরণ করতে হবে। ওখানকার জনগণের মধ্যেকার বিপুল সংখ্যক সক্রিয় কর্মীদের শিক্ষাদান করে উন্নত করে তুলতে হবে এবং আঞ্চলিক ঐসব কাজকর্মে তাঁদের অংশগ্রহণ করতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি প্রদেশে আমাদের গোপন কার্যকলাপকে তীব্রতর করে তুলতে হবে—অন্য যে-কোন অঞ্চলের চেয়ে অধিককাল ধরে

এই চারটি প্রদেশ অধিকৃত হয়ে রয়েছে এবং এই অঞ্চলটি হচ্ছে একটি মূল শিল্পাঞ্চল এবং ওখানে জাপানী আক্রমণকারীদের বিপুল সংখ্যক সৈন্যেরও সমাবেশ রয়েছে। এই হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে জনসাধারণ দক্ষিণে পালিয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে আমাদের সংহতিকে জোরদার করে তুলতে হবে।

সকল অধিকৃত অঞ্চলেই কমিউনিস্টদের ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতিটি অনুসরণ করে যেতে হবে। আমাদের অভিন্ন শত্রুর উচ্ছেদসাধনের জন্য যে-কেউই জাপানী আক্রমণকারী এবং তাদের আজ্ঞাবাহী দাসানুদাসদের বিরোধী তার সঙ্গেই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

শত্রুকে যারা সাহায্য করছে এবং তাদের দেশবাসীর বিরোধিতা করছে এমন সকল তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী, তাঁবেদার পুলিশ ও অন্যান্যদের সতর্ক করে দিতে হবে যে তারা যেন অবিলম্বে তাদের কার্যকলাপের অপরাধমূলক প্রকৃতিটি অনুধাবন করে, যথাসময়ে তার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের দেশবাসীর সাহায্য করে তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। অন্যথায় জাতি শত্রুর পতনের দিনেই সুনিশ্চিতভাবে তাদের উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করবে।

ব্যাপক সমর্থন রয়েছে তাঁবেদারদের এমন সকল সংগঠনের প্রতি বুঝিয়ে রাজী করানোর নীতিই কমিউনিস্টদের গ্রহণ করতে হবে যাতে করে যে সাধারণ মানুষ বিপথগামী হয়েছে জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে আমাদের সপক্ষে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়। একই সঙ্গে শত্রুর সেইসব সহযোগী যারা অনুতপ্ত নয় এবং সবচেয়ে অপরাধে অপরাধী, হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের পরই যাতে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণও জোগাড় করতে হবে।

যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রকাশ্য সহযোগীদের চীনের জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী ও জনগণের অন্যান্য সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণে লেলিয়ে দিয়ে জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে তাদের যথাসময়ে অনুতাপ করার জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। অন্যথায় হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার হওয়ার পর জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা-কারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও তাদের অপরাধের জন্য নিশ্চিত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তাদের প্রতি এ ব্যাপারে কোনরকম করুণাই প্রদর্শন করা হবে না।

মুক্ত অঞ্চলের কর্তব্য

মুক্ত অঞ্চলসমূহে আমাদের পার্টি সমগ্র নয়া-গণতান্ত্রিক কর্মসূচীকে কার্যে প্রয়োগ করে লক্ষণীয় সুফললাভ করেছে এবং জাপ-বিরোধী বিপ্লব শক্তিসঞ্চয় করেছে। এখন থেকে এই শক্তিকে সববিধ উপায়ে বিকশিত ও সুসংহত করে তুলতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীকে জাপানীদের ও তাঁবেদারদের কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব এমন সকল জায়গাতেই ব্যাপক আক্রমণ চালাতে হবে যাতে মুক্ত অঞ্চলকে সম্প্রসারিত করা যায় এবং শত্রুকবলিত অঞ্চলকে হ্রাস করে আনা যায়।

কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে রাখা চাই যে শত্রু এখনো শক্তিশালী এবং মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আরও আক্রমণ তারা চালাতে পারে। আমাদের অঞ্চলগুলির সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে সকল সময় শত্রুর এই আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং মুক্ত অঞ্চলগুলিকে সর্ববিধ উপায়ে সুসংহত করার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী, গেরিলা ইউনিট ও সশস্ত্র গণরক্ষী বাহিনী এবং আত্মরক্ষী বাহিনীগুলিকে আমাদের সম্প্রসারিত করে তুলতে হবে এবং তাদের ট্রেনিং ও সংহতিকে দ্রুততর করে তুলে তাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে করে আক্রমণকারীদের চূড়ান্ত পরাজয় সাধনের জন্য যথেষ্ট শক্তি গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়।

মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীকে সরকারকে সমর্থন করতে হবে এবং জনগণের যত্ন নিতে হবে, অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীকে সহায়তা করার কাজে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিকদের পরিবারগুলির ভালভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণকে নেতৃত্বদান করতে এগিয়ে আসতে হবে। এভাবে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও অনেক উন্নততর হয়ে উঠবে।

আঞ্চলিক কোয়ালিশন সরকারের ও গণ-সংগঠনের কাজকর্মে কমিউনিস্টগণকে নয়া-গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সকল জাপ-বিরোধী গণতন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।

অনুরূপভাবে সামরিক কাজকর্মে কমিউনিস্টদের জাপ-বিরোধী যেসব গণতন্ত্রীরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী, তা তাঁরা মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর

সদস্য হোন আর নাই হোন, তাঁদের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে।

শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের যুদ্ধ ও উৎপাদন সংক্রান্ত কাজকর্মে উদ্দীপনা বাড়িয়ে তোলার জন্য আমাদের আনুপূর্বিকভাবে খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কর্মনীতিকে কার্যকর করে তুলতে হবে এবং শ্রমিক ও অফিস-কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হবে। মুক্ত অঞ্চলের কর্মীবাহিনীকে নিরলসভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম শিখে নিতে হবে। সম্ভব্য সকল শক্তিকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের এবং সৈনিক ও জনগণের জীবিকার মান উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রমের ব্যাপারে নৈপুণ্য অর্জনের অভিযান শুরু করতে হবে এবং শ্রমবীর ও আদর্শ কর্মীদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করতে হবে। জাপানী আক্রমণকারীদের বড় বড় শহর থেকে যখন বিতাড়িত করে দেওয়া সম্ভব হবে, আমাদের কর্মীদলকে তখন দ্রুত শহরের অর্থনৈতিক কাজকর্ম কি করে চালাতে হয় তা শিখে নিতে হবে।

মুক্ত অঞ্চলের জনগণের এবং বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করে তোলার জন্য এবং বিরাট সংখ্যক কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের কাজকর্মকে বিকশিত করে তুলতে হবে। এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কাজে নিযুক্ত কর্মীদের গ্রামাঞ্চলের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে উপযুক্ত আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

মুক্ত অঞ্চলের সকল কাজকর্মে জনবল ও বৈষয়িক সম্পাদকে যথাসম্ভব অল্পই ব্যয় করতে হবে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা অনুসারে অপব্যয় ও অযথা ব্যয় পরিহার করতে হবে। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করা ও নয়া চীন গড়ে তোলা এই দুয়ের জন্যই তা প্রয়োজন।

মুক্ত অঞ্চলের সকল কাজকর্মে স্থানীয় লোকেরাই যাতে আঞ্চলিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারে তার জন্য একান্ত যত্ন নিতে হবে এবং অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ লোকজনদের মধ্য থেকে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কর্মীদের খুঁজে বের করতে হবে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত কমরেডরা যদি স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হয়ে উঠতে না পারেন এবং যদি তাঁরা সমস্ত অন্তর দিয়ে, একান্ত যত্নসহকারে এবং আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় কর্মীদের

সাহায্য না করেন এবং একেবারে নিজেদের ভাই-বোনের মতো তাঁদের যত্ন না নেন তবে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান কর্তব্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব।

অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী বা অন্য যে-কোন সশস্ত্র বাহিনীর কোন ইউনিট যখন কোন স্থানে এসে উপস্থিত হবে তখনই স্থানীয় কর্মীদের পরিচালিত শুধু গণরক্ষী বা আত্মরক্ষী বাহিনী নয়, স্থানীয় ও আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীও গড়ে তোলার জন্য সেখানকার জনগণকে সাহায্য করতে হবে। এসবের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক লোকজনদের দ্বারা পরিচালিত নিয়মিত বাহিনী ও নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন দল যথাসময়ে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এটা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য। তা না করা হলে, আমরা সুদৃঢ় জাপ-বিরোধী ঘাঁটি গড়ে তুলতে পারব না, গণফৌজকেও সম্প্রসারিত করতে পারব না।

অবশ্য আঞ্চলিক জনগণকেও তাদের দিক থেকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত বিপ্লবী শ্রমিকদের ও জনগণের বাহিনীদের আন্তরিক সমাদর জানাতে হবে এবং সাহায্য করতে হবে।

গোপন অন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারীদের মোকাবিলা করার প্রশ্নে প্রত্যেককেই সতর্ক করে দিতে হবে। জাতীয় স্বার্থের প্রকাশ্য শত্রুদের ও আন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারীদের সহজেই চিহ্নিত করে দেওয়া ও তাদের সম্পর্ক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়; কিন্তু যারা গোপনে আড়ালে থেকে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সহজ নয়। তাই এই কাজটিকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং একই সঙ্গে এদের মোকাবিলা করার সময় আমাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার নীতি অনুসারে চীনের মুক্ত অঞ্চলে সমস্ত ধর্মাচরণই অনুমোদিত। প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক, ইসলাম, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী লোকজনেরা যতক্ষণ আইনকানুন মান্য করে চলবেন, জনগণের সরকার তাঁদের রক্ষা করবে। ধর্মে বিশ্বাস করা বা না করার অধিকার সকলেরই আছে; এক্ষেত্রে কোনরকম জবরদস্তি বা বৈষম্যমূলক আচরণ কোনটিই অনুমোদন করা হবে না।

মুক্ত অঞ্চলসমূহের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন, প্রতিরোধ-যুদ্ধে তাদের কাজকর্মকে জোরদার করে তোলা, কুওমিনতাঙ অঞ্চলের জনগণের জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য করা, অধিকৃত অঞ্চলে আত্ম-গোপনকারী জনগণের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে সাহায্য করা এবং জাতীয় ঐক্য

জোরদার করা এবং কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নগুলি আলোচনা করার জন্য চীনের মুক্ত অঞ্চলসমূহের একটি গণ-সম্মেলন ইয়েনানে যথাশীঘ্র সম্ভব আহ্বান করা হোক—এই মর্মে আমাদের কংগ্রেসের উচিত জনগণের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করা। যেহেতু চীনের মুক্ত অঞ্চলসমূহ এখন জাপানকে প্রতিরোধ করার ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য জনগণের সংগ্রামের মূল ভারকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই সমগ্র দেশের জনসাধারণ আমাদের ওপর তাদের ভরসা স্থাপন করেছে এবং তাদের নিরাশ না করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য। এ ধরনের একটি সম্মেলন চীনের জনগণের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে বিরাট প্রেরণাই জোগাবে।

৫। সমগ্র পার্টি ঐক্যবদ্ধ হোক এবং তার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সংগ্রাম করুক!

কমরেডগণ, আমাদের করণীয় কর্তব্য এবং তা সম্পাদনের কর্মনীতি কী তা আমরা বুঝতে পেরেছি, এখন এই কর্মনীতিগুলিকে কার্যকর করার ও এই কর্তব্যগুলি সম্পাদনের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব কী হবে?

বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং আমাদের ও সামগ্রিকভাবে চীনা জনগণের সামনে তা অভূতপূর্ব অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে; এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে, এখনো গুরুতর সব সমস্যা রয়ে গেছে। যদি কেউ শুধু উজ্জ্বল দিকগুলিই দেখেন কিন্তু বাধাবিপত্তিগুলি দেখতে না পান, তবে তিনি পার্টির কর্তব্যগুলি সুসম্পাদনের জন্য কার্যকরভাবে সংগ্রাম করতে পারবেন না।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের আটটি বছর সহ পার্টির ইতিহাসের চব্বিশটি বছর ধরে চীনের জনগণের সঙ্গে মিলিতভাবে আমাদের পার্টি চীনা জাতির হয়ে বিপুল শক্তিসঞ্চয় করেছে; আমাদের কাজের সাফল্য খুবই স্পষ্ট এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, এখনো আমাদের কাজে নানা ত্রুটি রয়ে গেছে। যদি কেউ শুধু সাফল্যের দিকটিই দেখেন কিন্তু ত্রুটিগুলি দেখতে না পান তবে একইভাবে তিনি পার্টির কর্তব্যগুলি কার্যকরভাবে সুসম্পাদন করতে পারবেন না।

১৯২১ সালে জন্মের পর থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি উত্তরমুখী অভিযান,

কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে যুদ্ধ এখনো চলছে—এই তিনটি বিরাট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। একেবারে শুরু থেকেই আমাদের পার্টি নিজেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে কারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সবচেয়ে নির্ভুল ও সবচেয়ে বৈপ্লবিক সারসংক্ষেপ। যখন থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শুরু হল চীনের বিপ্লব তখন থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ ধারণ করল এবং নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুগেরই অভ্যুদয় ঘটল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে সজ্জিত হয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের জনগণের কাছে নতুন একটি কাজের ধারা এনে হাজির করেছে, যে কাজের ধারাটির মূল কথাই হচ্ছে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়সাধন, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা ও আত্মসমালোচনার অনুশীলন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে বিশ্বজনীন সত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োগের অভিজ্ঞতা, তা চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি অপরাজেয় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই হাতিয়ারটি আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে। এই মূলনীতির পরিপন্থী নির্বিচার মতান্ধতা ও অভিজ্ঞতাবাদের সর্বপ্রকার অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি বড় হয়ে উঠেছে এবং অগ্রসর হয়েছে। মতান্ধতার গোঁড়ামি বাস্তব প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাবাদ খণ্ডিত অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বজনীন সত্য বলে ভুল করে বসে। এই দুই ধরনের সুবিধাবাদী চিন্তাই মার্কসবাদের পরিপন্থী। বিগত চব্বিশ বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি সাফল্যের সঙ্গে এইসব ভ্রান্ত চিন্তাধারার মোকাবিলা করে এসেছে এবং আজও সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে নিজেকে মতাদর্শগত দিক থেকে বিরাটভাবে সুসংহত করে তুলেছে। আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা এখন ১২,১০,০০০। তার মধ্যেকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই প্রতিরোধ-যুদ্ধকালে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন এবং তাঁদের মতাদর্শে নানা-রকম আবর্জনা রয়ে গেছে। যুদ্ধের আগে যাঁরা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। গত কয় বছরের শুদ্ধিকরণের কাজের ফলে এক্ষেত্রে খুবই সাফল্যলাভ করা গেছে এবং এইসব আবর্জনা অপসারণের

কাজে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া গেছে। এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং পার্টির মধ্যে এই মতাদর্শগত শিক্ষাকে আরও ব্যাপকভাবে বিকশিত করে তুলতে হবে, 'অতীতের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল পরিহার করার' এবং 'রোগ দূর করা কিন্তু রোগীকে রক্ষা করার' মনোভাব থেকেই এক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। সর্বস্তরের পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরই এটা বুঝতে হবে যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যসাধন করাই হচ্ছে অন্যান্য পার্টির চেয়ে আমাদের পার্টির স্বাতন্ত্র্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। সুতরাং মতাদর্শগত শিক্ষাই হচ্ছে সমগ্র পার্টিকে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করার দিক থেকে মূল চাবিকাঠি স্বরূপ। তা করা না হলে, পার্টি তার করণীয় রাজনৈতিক কর্তব্যের কোনটিই সুসম্পন্ন করতে পারবে না।

অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির চেয়ে আমাদের পার্টির স্বাতন্ত্র্যের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমাদের পার্টি আমাদের জনগণের ব্যাপকতম অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। মনপ্রাণ দিয়ে জনগণের সেবা করাই হচ্ছে আমাদের কাজের মূল কথা এবং কোন সময়ই আমরা নিজেদের এক মুহূর্তের জন্যও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করি না, সকল কাজেই আমরা জনগণের স্বার্থে থেকে অগ্রসর হই ; কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে আমরা কাজ করি না এবং জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার প্রতি আমাদের দায়িত্বের মধ্যে অভিন্নতা স্থাপন করা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত থাকি। কমিউনিস্টদের সব সময় সত্যের সপক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকতে হবে কেননা সত্য জনগণের স্বার্থের অনুকূল। কমিউনিস্টদের সব সময় তাঁদের ভুল সংশোধন করতে প্রস্তুত থাকতে হবে কেননা ভুলভ্রান্তি জনগণের স্বার্থের প্রতিকূল। চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে সঠিক কর্তব্য, সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক কাজের ধারা সব সময়ই একটা বিশেষ সময়ে, বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে জনগণের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং তা অপরিহার্যভাবে জনগণের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রকে জোরদার করে তোলে, কিন্তু ভ্রান্ত কাজকর্ম, ভ্রান্ত কর্মনীতি ও ভ্রান্ত কাজের ধারা সব সময়ই একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে জনগণের দাবির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং তা অপরিহার্যভাবে জনগণের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করে। গোঁড়ামি, অভিজ্ঞতাবাদ, হুকুমদারির মনোভাব, লেজুড়বৃত্তি, সংকীর্ণতাবাদ, আমলাতান্ত্রিকতা ও কাজের ক্ষেত্রে উদ্ধত মনোভাব নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর

এবং অসহনীয় এবং তারই জন্য এসব ব্যাধিতে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের তা দূর করতেই হবে কেননা তা আমাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নই করে রাখে। আমাদের কংগ্রেসের কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র পার্টিকে এই আহ্বান জানানো যেন তা সজাগ থেকে এটা লক্ষ্য রাখে যাতে যেখানে যে- কোন পদেই থাকুন না কেন কোন কমরেডই যেন জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন। প্রতিটি কমরেড যাতে জনগণকে ভালবাসেন, জনগণের বক্তব্যকে মনোযোগ দিয়ে শোনেন পার্টিকে তা শিখিয়ে দিতে হবে; যেখানেই তিনি যান না কেন জনগণের ঊর্ধ্বে অবস্থান না করে তাকে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে হবে, তাদের মধ্যে একেবারে মিশে যেতে হবে; এবং জনগণের বর্তমান স্তর অনুসারে তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে ও তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং ধীরে ধীরে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতেই তাদের নিজেদের সংগঠিত হয়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে এবং ঐ বিশেষ স্থান ও কালের ভিতরের ও বাইরের পরিস্থিতি অনুযায়ী অনুমোদিত অপরিহার্য সংগ্রামে অগ্রসর হতে তাদের সাহায্য করতে হবে। যে-কোন কাজেই হুকুমদারির মনোভাব গ্রহণ করা ভুল হবে কেননা জনগণের রাজনৈতিক চেতনা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় বলে এবং গণ-উদ্যোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নীতি তা অমান্য করে বলে তার মধ্যে দেখা দেয় উগ্রতার ব্যাধিটি। আমাদের কমরেডদের এটা মনে করলে চলবে না যে তাঁরা নিজেরা যা বোঝেন জনগণও তাই বুঝে ফেলেছে; জনগণ তা বুঝেছে কিনা এবং কাজে অগ্রসর হতে প্রস্তুত কিনা জনগণের মধ্যে গেলে এবং অনুসন্ধান করলেই শুধু তা জানা যাবে। তা করলে আমরা হুকুমদারির ত্রুটিটি পরিহার করতে পারব। যে-কোন কাজেই লেজুড়বৃত্তি করা ভুল কেননা জনগণের রাজনৈতিক মানের নীচে পড়ে থাকে বলে এবং জনগণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্বদানের নীতি অমান্য করে বলে তাতে ফুটে ওঠে গড়িমসি করার ব্যাধিটি। আমাদের কমরেডদের এটা ধরে নিলে চলবে না যে তারা নিজেরা যা এখনো বোঝেননি জনগণও বুঝি তা বুঝতে পারেনি। প্রায়ই দেখা যায় জনগণ আমাদের থেকে এগিয়ে আছে এবং তারা আরও এক কদম এগিয়ে যেতে আগ্রহী অথচ আমাদের কমরেডরা তখনো কিছু কিছু পশ্চাদ্‌পদ ধ্যানধারণা নিয়ে পেছনে পড়ে আছেন এবং জনগণের নেতা হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে ঐ কমরেডদের মধ্যে পিছিয়ে পড়া লোকজনদের ধ্যানধারণাই অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে এবং তদুপরি ঐ পিছিয়ে

পড়া লোকজনকেই তাঁরা ব্যাপক জনগণ বলে ভুল করে বসেন। এক কথায়, প্রতিটি কমরেডকেই এটা সযত্নে বুঝিয়ে দিতে হবে যে একজন কমিউনিস্টের কথা ও কাজের চরম পরীক্ষা হচ্ছে তা জনগণের ব্যাপকতম অংশের সর্বোচ্চ স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং তাদের সমর্থন লাভ করতে পারছে কিনা। প্রতিটি কমরেডকেই এটা সযত্নে বুঝতে দিতে হবে যে যতক্ষণ আমরা জনগণের ওপর নির্ভর করব, জনগণের অপরিমেয় সৃজনশীল ক্ষমতার ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় আস্থা থাকবে এবং তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করব ও তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকব ততক্ষণ কোন শত্রুই আমাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারবে না বরং আমরা যে-কোন শত্রুকেই ধ্বংস করে দিতে পারব এবং প্রতিটি বাধা-বিপত্তিকেই জয় করে নিতে পারব।

সততার সঙ্গে আত্মসমালোচনা করা অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির চেয়ে আমাদের পার্টির স্বাতন্ত্র্যের আরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা বলে থাকি, ঘর নিয়মিত ঝাঁট না দিলে মেঝেতে ধুলোবালি জমে, আমাদের মুখ নিয়মিত না ধুলে মুখে ময়লা জমে। 'স্রোতের জল বাসি হয় না এবং দরজার খিলে ঘুন ধরে না' এই প্রবাদের অর্থ হচ্ছে নিয়ত কাজে থাকলে জীবাণু বা অন্য প্রাণীর আক্রমণের বিপদ কম থাকে। নিয়মিত আমাদের কাজকর্ম বিচার করে দেখা এবং এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক কাজের ধারা বিকশিত করে তোলা, সমালোচনা বা আত্মসমালোচনাকে ভয় না করা এবং 'যা জান তাই বল এবং যা বলার স্পষ্ট করে বল', 'বক্তাকে নিন্দা করতে হয় কর কিন্তু তার কথা থেকে সতর্ক হও' এবং 'ভুল করে থাকলে তা শুধরে নাও, না করে থাকলে সজাগ থাক'—ইত্যাদি ও চীন দেশীয় জনপ্রিয় প্রবাদবচনকে কাজে লাগানো—আমাদের কমরেডদের মনকে এবং আমাদের পার্টিদেহকে বিষিয়ে দেওয়ার মতো সকলপ্রকার রাজনৈতিক ধুলোবালি ও জীবাণু প্রতিরোধ করার এই হচ্ছে একমাত্র কার্যকর পথ। 'অতীতের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল পরিহার করা এবং রোগ দূর করা কিন্তু রোগীকে রক্ষা করার' উদ্দেশ্যে পরিচালিত শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের বিরাট কার্যকারিতার কারণই ছিল এই যে আমরা যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করেছিলাম তা ছিল সৎ এবং অকপট, তা দোষ ছাড়ানো বা কপটতার ব্যাপার ছিল না। আমরা চীনের কমিউনিস্টরা যেহেতু চীনের ব্যাপকতম জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থকেই আমাদের সকল কাজের ভিত্তি করে চলি এবং আমাদের লক্ষ্যের ন্যায্যতা সম্পর্কে আমরা

সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসী বলে কোন ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের বড়াই আমরা করি না এবং সব সময়ই এই লক্ষ্যের জন্য জীবন বলি দিতে পর্যন্ত আমরা প্রস্তুত, তাই কোন ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিমত বা কর্মপদ্ধতি যদি জনগণের স্বার্থের পক্ষে অনুপযুক্ত হয় তবে তাকে বরবাদ করে দিতে কি আমরা অনিচ্ছুক হতে পারি? আমরা কি আমাদের পরিচ্ছন্ন মুখকে রাজনৈতিক ময়লা জমে বা জীবাণু-দুষ্ট হয়ে থাকতে দিতে পারি অথবা আমাদের সুস্থ দেহকে কুরে কুরে খেতে দিতে পারি? অসংখ্য বিপ্লবী শহীদেরা জনগণের স্বার্থে জীবন বলিদান করে গেছেন এবং তাঁদের কথা ভাবলে আমাদের অন্তর বেদনায় ভরে ওঠে—তাই আমাদের এমন কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে কি যা আমরা বিসর্জন দিতে না পারি আর এমনকি কোন ভুল থাকতে পারে যাকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইতস্ততঃ করতে পারি?

কমরেডগণ! কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর আমরা ফ্রন্টে চলে যাব এবং কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসরণ করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ান্ত পরাজয় সাধনের জন্য ও নয়া চীন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আমরা আমাদের দেশের সমগ্র জনগণের সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ হব। আবার পুনরাবৃত্তি করে বলি: যদি তাঁরা জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে চান এবং নয়া চীন গড়ে তুলতে চান তবে আমরা যে-কোন শ্রেণী, যে-কোন পার্টি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ হব। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা সংগঠনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার এবং নিয়মানুবর্তিতার নীতির ভিত্তিতে আমাদের পার্টির সকল শক্তিকেই দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তুলব। পার্টির কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র ও সিদ্ধান্তগুলি মেনে চললে আমরা যে-কোন কমরেডের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হব। উত্তরমুখী অভিযানকালে আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ষাট হাজারেরও কম এবং তাঁদের অধিকাংশকেই শত্রু পরে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল; কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধকালে আমাদের সদস্যসংখ্যা ছিল তিন লক্ষেরও কম এবং তাঁদের অধিকাংশকেই একইভাবে শত্রু ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। এখন আমাদের সদস্যসংখ্যা বারো লক্ষেরও বেশি; এবার কিন্তু কোন অবস্থাতেই শত্রুকে আমরা আমাদের ছিন্নভিন্ন করে দিতে দেব না। এই তিনটি যুগের অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমরা লাভবান হতে পারি, যদি আমরা বিনয়নম্র থাকি এবং আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকি, পার্টির অভ্যন্তরে সকল কমরেডের মধ্যে ঐক্য এবং পার্টির বাইরের জনগণের সঙ্গে ঐক্য যদি

আমরা জোরদার করে তুলতে পারি তবে এ বিষয়ে একান্ত নিশ্চিত থাকা চলে যে শত্রু কর্তৃক ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরিবর্তে আমরাই জাপানী আক্রমণকারীদের এবং তাদের আজ্ঞাবাহী কুকুরগুলিকে দৃঢ়ভাবে, পুরোপুরিভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশেষে ধ্বংস করে দিতে পারব এবং তারপর নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তুলতে পারব।

বিপ্লবের তিনটি যুগের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের এবং সমগ্র চীনা জনগণকে এই দৃঢ় বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টা না থাকলে, চীনের জনগণের প্রধান নির্ভরস্থল হিসেবে কমিউনিস্টদের না পেলে, চীন কোনদিনই স্বাধীনতা বা মুক্তি, শিল্পায়ন বা কৃষির আধুনিকীকরণ অর্জনে সমর্থ হবে না।

কমরেডগণ! আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তিনটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে আমরা আমাদের বিরাট রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করতে পারব।

হাজার হাজার শহীদ জনগণের জন্য বীরের মতো জীবনদান করে গেছেন; আসুন আমরা তাঁদের পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরি এবং তাঁদের রক্তে রঞ্জিত পথ ধরেই সামনের দিকে এগিয়ে চলি!

নয়া-গণতান্ত্রিক চীন অচিরেই জন্ম নেবে। আসুন, আমরা সেই মহান দিনটিকে অভিনন্দিত করি!

টীকা

১। চীনের ন্যাশনাল ভ্যানগার্ড কোর বা তার সংক্ষিপ্ত নাম 'ন্যাশনাল ভ্যানগার্ড কোর' হচ্ছে একটি বিপ্লবী যুব সংগঠন। ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনে যে প্রগতিশীল যুবকেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার অনেক সদস্যই এই প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুর লাইনের পেছনে ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতে অংশগ্রহণ করেন। চিয়াং কাই-শেক সরকার ১৯৩৮ সালে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে ন্যাশনাল ভ্যানগার্ড কোর-এর বিভিন্ন সংগঠনকে জোর করে ভেঙে দেয়; পরে মুক্ত অঞ্চলের এই সংগঠনগুলি আরও ব্যাপকতর একটি সংগঠন 'ইয়ুথ কর

ন্যাশনাল স্যালভেশন' সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

২। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপানী হানাদার বাহিনী পিকিং থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লুকৌচিয়াও-এর চীনা বাহিনীকে আক্রমণ করে। দেশজোড়া আন্তরিক, প্রবল জাপ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে চীনা সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ রচনা করে। এই ঘটনা জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের আট বছর ব্যাপী বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-যুদ্ধের সূচনা করে।

৩। তিনটি কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য 'কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এবং জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের দুটি অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য', বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ১৭৪ দেখুন।

৪। একটানা যোগাযোগ পথ হিসেবে চীনের উত্তর-দক্ষিণ ট্রাঙ্ক রেলপথ জোর করে দখল করার এই আক্রমণ অভিযান জাপানী সৈন্যবাহিনী ১৯৪৪ সালের মে মাসে চালিয়েছিল; তাদের লক্ষ্য ছিল ক্যান্টন-হ্যাঙ্কাও বরাবর পুরো রেলপথটি দখল করে নেওয়া তাহলে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে অব্যাহত স্থলপথে যোগাযোগ তারা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলত।

৫। স্কোবি গ্রীসে আক্রমণকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে ইউরোপ মহাদেশে জার্মান হানাদার বাহিনী যখন পরাজিত হয়ে পলায়ন করছিল, তখন স্কোবির সৈন্যবাহিনী গ্রীস আক্রমণ করে এবং লণ্ডনে প্রবাসী প্রতিক্রিয়াশীল গ্রীক সরকারকেও তা সঙ্গে করে নিয়ে আসে। জার্মান হানাদারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনকারী গ্রীক গণ-মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে এই সরকারের আক্রমণ অভিযানকে স্কোবি পরিচালনা ও সহায়তা করে, এবং গ্রীক দেশপ্রেমিকদের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গ্রীসকে রক্তস্নানে ভাসিয়ে দেয়।

৬। **পাও চিয়া** হচ্ছে সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যার সাহায্যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী প্রাথমিক স্তরে তাদের ফ্যাসিষ্ট শাসন কার্যকর করত। ১৯৩২ সালের ১লা আগস্ট, চিয়াং কাই-শেক তাঁর 'জেলাগুলিতে লোকগণনার জন্য **পাও** ও **চিয়া** সংগঠন সংক্রান্ত নিয়মাবলী' ঘোষণা করে। হোনান, হুপে এবং আনহুই প্রদেশগুলি নিয়েই এই কাজ শুরু হয়। এই 'নিয়মাবলী' অনুসারে ব্যবস্থা করা হয় যে পরিবার ভিত্তিতে **পাও** ও **চিয়া** সংগঠন করা হবে; প্রত্যেক পরিপারের, প্রতিটি **চিয়ার** একজন প্রধান থাকবেন, প্রতিটি **চিয়া** গড়ে উঠবে

দশটি পরিবার নিয়ে এবং প্রতিটি পাও গড়ে উঠবে দশটি চিয়া নিয়ে। প্রতিটি প্রতিবেশীকে একে অন্যের কাজকর্মের প্রতি নজর রাখতে হতো এবং কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হতো ; যদি একজনের দোষ হতো তবে সবাইকে শাস্তি পেতে হতো। বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থাও এতে ছিল। ১৯৩৪ সালের ৭ই নভেম্বর কুওমিনতাঙ সরকার সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে এই ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থা তার শাসনাধীন সকল প্রদেশ ও পৌর এলাকাতেই চালু হবে।

৭। ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কায়রো সম্মেলন অনুষ্ঠান করে এবং যে 'কায়রো ঘোষণা' প্রকাশ করা হয় তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে তাইওয়ান ও অন্যান্য কিছু অঞ্চল চীনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৫০ সালের জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই চুক্তি প্রকাশ্যে লংঘন করে ; চীন যাতে তাইওয়ানে নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তার জন্য একটি নৌবাহিনী তাইওয়ানকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা প্রেরণ করে।

৮। য়ুয়ান শী-কাই চিং বংশের শেষের দিকের বছরগুলিতে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের প্রধান। ১৯১১ সালের বিপ্লবে চিং রাজবংশের পতনের পর য়ুয়ান শী-কাই সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ জবরদখল করে নেয় এবং উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিশ্রেণীর প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রথম সরকারটি স্থাপন করে। তার পক্ষে তা করা সম্ভব হয় প্রতি-বিপ্লবী সশস্ত্রবাহিনী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনের জন্য ; তাছাড়া বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর আপোষমূলক মনোভাবকেও সে কাজে লাগায়। ১৯১৫ সালে সে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে দিতে চায় এবং এ ব্যাপারে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনলাভের জন্য জাপানের একুশ দফা দাবি মেনে নেয় যার মাধ্যমে জাপান সমগ্র চীনে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। য়ুয়ান প্রদেশে তার সিংহাসন আরোহণের বিরুদ্ধে ঐ বছরই ডিসেম্বরে একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং দ্রুত তা জাতিজোড়া সাড়া জাগিয়ে তোলে ও সমর্থনলাভ করে। ১৯১৬ সালের জুন মাসে য়ুয়ান শী-কাই পিকিংয়ে মারা যায়।

৯। ওমেই হচ্ছে সেচুয়ান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি বিখ্যাত পাহাড়। এখানে সেচুয়ানের পার্বত্য অঞ্চলের প্রতীক হিসেবেই তা ব্যবহৃত হয়েছে—এটাই ছিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চিয়াং কাই-শেক শাসকগোষ্ঠীর শেষ আশ্রয়স্থল।

১০। 'উত্তর অভিমুখে আমার যাত্রাকালে প্রদত্ত বিবৃতি': ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন, ১০ই নভেম্বর, ১৯২৪।

১১। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বহু দশক ধরে ব্রিটেন ক্রমবর্ধমান পরিমাণে চীনে আফিম পাঠাতে থাকে। এতে করে চীনের জনগণই যে শুধু আফিমে আসক্ত হয়ে পড়েছিল তাই নয়, এর মাধ্যমে ব্রিটেন চীন থেকে সঞ্চিত রূপোও লুণ্ঠন করে নিতে থাকে। চীনে এর ফলে তীব্র প্রতিরোধ জেগে ওঠে। ১৮৪০ সালে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সুরক্ষার আছিলা করে ব্রিটেন চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। লিন সে-সুর নেতৃত্বে পরিচালিত চীনা সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ক্যান্টনের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'ব্রিটিশ সৈন্যদের ঠাণ্ডা করে দেওয়ার' অভিযান সংগঠিত করে যার ফলে ব্রিটিশ আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে হয়। ১৮৪২ সালে দুর্নীতিপরায়ণ চিং রাজত্ব ব্রিটেনের সঙ্গে নানকিং চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির ফলে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, হংকংকে ব্রিটেনের হাতে ছেড়ে দিতে হয় এবং সাংহাই, ফুচাও, আময়, নিংপো ও ক্যান্টনকে ব্রিটেনের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, আর ঠিক হয় চীনে যে ব্রিটিশ পণ্য আমদানি করা হবে তার শুল্ক চীন ও ব্রিটেন যুক্তভাবে ঠিক করে দেবে।

১২। আটলান্টিক সনদ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ১৯৪১ সালে আটলান্টিক সম্মেলনের সমাপ্তির পর ঘোষণা করে। মস্কো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যেকার তেহেরান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। ইয়াল্টাতে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে ক্রিমিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সবকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্বাক্ষরদানকারারা সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জার্মানি ও জাপানের ফ্যাসিষ্টদের পরাজয়ের প্রতিজ্ঞার ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধের পর আক্রমণকারী শক্তিগুলির ও ফ্যাসি-বাদের ভগ্নাবশেষের পুনরভ্যুত্থানের প্রতিরোধে, বিশ্বশান্তি রক্ষায় এবং সমস্ত দেশের জনগণ যাতে তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রলাভের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে তুলতে পারে সে ব্যাপারে তাদের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনতিকাল পরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এই আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি অমান্য করে।

১৩। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সানফ্রান্সিসকোতে পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে চীনের মুক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড তুঙ পি-য়ু যোগদান করেছিলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবের খসড়া আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ডাম্বারটোন ওকস-এ প্রণয়ন করা হয় যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের, যুক্তরাষ্ট্রের, ব্রিটেন ও চীনের প্রতিনিধিরা মস্কো ও তেহেরান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৪ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে মিলিত হন।

১৪। জাপানের আত্মসমর্পণের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং চীনের মুক্ত অঞ্চলের গণ-সম্মেলন আর আহ্বান করা হয়নি যদিও এই সম্মেলনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের পর ইয়েনানে গঠিত হয়েছিল এবং তার একটি উদ্বোধনী সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে সমস্ত মুক্ত অঞ্চল থেকেই প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন।

যে বোকা বুড়োটি পাহাড় সরিয়েছিল

১২ই জুন, ১৯৪৫

আমাদের কংগ্রেস খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমরা তিনটি কাজ করেছি। প্রথমতঃ, পার্টির লাইন নির্ধারণ করেছি যে লাইন হচ্ছে সাহসের সঙ্গে জনগণকে সমবেত করা এবং জনগণের শক্তিকে সম্প্রসারিত করা যাতে করে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জাপানী আক্রমণকারীদের তাঁরা পরাজিত করবেন, সমগ্র জনগণকে মুক্ত করবেন ও গড়ে তুলবেন একটি নয়া-গণতান্ত্রিক চীন। দ্বিতীয়তঃ, পার্টির নতুন গঠনতন্ত্র আমরা গ্রহণ করেছি। তৃতীয়তঃ, পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থা—কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করেছি। এখন থেকে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সারা-পার্টির সদস্যবৃন্দকে নেতৃত্ব দিয়ে পার্টি-লাইনকে কার্যকর করা। আমাদের কংগ্রেস হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজয়ের কংগ্রেস, ঐক্যের কংগ্রেস। প্রতিনিধিরা তিনটি রিপোর্ট সম্পর্কেই চমৎকার মন্তব্যাদি করেছেন।[১] অনেক কমরেড আত্মসমালোচনা করেছেন এবং ঐক্যকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ঐক্যে উপনীত হয়েছেন। এই কংগ্রেস হচ্ছে ঐক্যের, আত্মসমালোচনার ও পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রতীকস্বরূপ।

কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর অনেক কমরেড তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাবেন, বিভিন্ন যুদ্ধফ্রণ্টে ফিরে যাবেন। কমরেডগণ, আপনারা যেখানেই যান না কেন, আপনাদের কাজ হবে পার্টির কমরেডদের মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের লাইনটি প্রচার করা।

কংগ্রেসের লাইন প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বিপ্লবের বিজয় যে সুনিশ্চিত এ বিষয়ে সমগ্র পার্টি ও জনগণের আস্থা জাগিয়ে তোলা। প্রথমে অগ্রবাহিনীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মবলিদানে নির্ভীক হয়ে প্রতিটি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তা বিজয় অর্জন করতে পারে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়; সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক চেতনাকেও আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে করে তারা স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সঙ্গে বিজয় অর্জনের জন্য একযোগে সংগ্রাম করে যাবে। সমগ্র দেশের জনগণকে এই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে যে চীন চীনা

---

[১] চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে এটি হচ্ছে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর সমাপ্তিসূচক ভাষণ।

জনগণেরই, প্রতিক্রিয়াশীলদের নয়। 'যে বোকা বুড়োটি পাহাড় সরিয়েছিল' হচ্ছে একটা প্রাচীন চীনা উপকথা। তাতে বহু প্রাচীনকালের উত্তর চীনে বসবাসকারী এক বুড়োর কাহিনী বলা হয়েছে। 'উত্তর পাহাড়ের বোকা বুড়ো' নামে সে পরিচিত ছিল। তার বাড়িটি ছিল দক্ষিণমুখী এবং তার দোরগোড়া ছাড়িয়েই পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল থাইহাং আর ওয়াংয়ু নামের দুটো উঁচু পাহাড়। তার ছেলেদের ডেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পাহাড় দুটোকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলার জন্য কোদাল হাতে নিয়ে কাজে লেগে পড়ল। আরেক জন 'সাদা দাড়িওয়ালা জ্ঞানী' নামে পরিচিত বৃদ্ধ তাদের দেখে উপহাসভরে বলল, 'তোমরা কী বোকার মতোই না কাজ করছ! তোমাদের কজনের পক্ষে এই বিরাট দুটো পাহাড় খুঁড়ে উপড়ে ফেলা একেবারেই অসম্ভব।' বোকা বুড়ো জবাব দিল, 'আমি মরলে আমার ছেলেরা এ কাজ চালিয়ে যাবে; তারা যখন মরে যাবে তখন আমার নাতিরা, তারপর তাদের ছেলে ও নাতিরা অনন্তকাল ধরে এ কাজ চালিয়ে যাবে। পাহাড় দুটো অনেক উঁচু, কিন্তু তারা আর উঁচু হতে পারবে না এবং আমরা যতটুকু খুঁড়ে ফেলব, ততটুকু তারা নীচুই হয়ে পড়বে। তাহলে কেন আমরা এগুলিকে সমান করে দিতে পারব না?' জ্ঞানী বুড়োর ভুল অভিমত এভাবে খণ্ডন করে দিয়ে তার প্রতিজ্ঞায় অবিচল থেকে প্রতিদিনই সে মাটি খুঁড়ে যেতে লাগল। এই দেখে ভগবান মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তিনি দুজন দেবদূতকে প্রেরণ করলেন, তাঁরা এসে পাহাড় দুটোকে পিঠে করে সরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। আজ চীনা জনগণের মাথার ওপর দুটো প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো বোঝা চেপে রয়েছে। একটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, আর অন্যটি হচ্ছে সামন্তবাদ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অনেকদিন আগেই এই দুটোকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলার ব্যাপারে মনস্থির করেছে। আমাদের অবশ্যই অধ্যবসায় সহকারে অবিরাম কাজ করে যেতে হবে, তাহলে আমরাও ভগবানের মন গলাতে পারব। আমাদের ভগবান কিন্তু চীনা জনগণ ছাড়া আর কেউ নয়। তারা যদি একযোগে উঠে দাঁড়ায় আর আমাদের সঙ্গে মিলে খুঁড়তে শুরু করে তবে এই দুটো পাহাড়কে উপড়ে ফেলা যাবে না কেন?

আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন এমন দুজন আমেরিকানকে আমি গতকাল কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে আমেরিকান সরকার আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, আমরা তা করতে দেব না। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করার আমেরিকান সরকারের নীতির আমরা বিরোধিতা

করি। কিন্তু আমাদের একটা পার্থক্য করতে হবে প্রথমতঃ আমেরিকান জনগণ ও তাদের সরকারের মধ্যে এবং দ্বিতীয়তঃ আমেরিকান সরকারের মধ্যেকার নীতি নির্ধারণকারীদের ও তাঁদের অধীনস্থ সাধারণ কর্মীদের মধ্যে। আমি ঐ দুজন আমেরিকানকে বলেছিলাম, 'আপনাদের সরকারের নীতি নির্ধারণ-কারীদের বলবেন—আমাদের মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে আপনাদের নিষেধ করছি কারণ আপনাদের নীতি হচ্ছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করা, তাই আপনাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যদি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মুক্ত এলাকায় আসতে চান তাহলে আপনারা আসতে পারেন কিন্তু তার আগে একটা চুক্তি হওয়া দরকার। আমরা আপনাদের চোরের মতো অন্ধকারে সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে দিতে পারি না। প্যাট্রিক জে. হার্লি[২] প্রকাশ্যে চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতার বিরুদ্ধে ঘোষণা করার পরও আপনারা কেন মুক্ত এলাকায় এসে যেখানে-সেখানে ঘুরঘুর করে বেড়াতে চান?'

আমেরিকান সরকারের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করার নীতি আমেরিকান প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্লজ্জতারই প্রকাশ। কিন্তু চীনা ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীলদের চীনা জনগণের বিজয় অর্জনকে বাধা দেবার সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বর্তমান বিশ্বের গতিধারায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিই হচ্ছে প্রধান ধারা আর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে একটি প্রতিকূল ধারা মাত্র। এই প্রতিক্রিয়াশীল বিপরীত ধারা জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্রের প্রধান ধারাকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা করছে, কিন্তু এটা কোনদিনই প্রধান ধারায় পরিণত হতে পারবে না। আজ পুরাতন পৃথিবীতে এখনো তিনটি বৃহৎ দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে যে দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে স্তালিন অনেকদিন আগেই বলে গেছেন: প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; এবং তৃতীয়তঃ ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি এবং উপনিবেশ-শাসক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।[৩] তিনটি দ্বন্দ্ব যে কেবলমাত্র আগের মতো বিদ্যমান রয়েছে তাই নয়, বরং সেগুলি আরও তীব্রতর ও ব্যাপকতর হয়েছে। এই দ্বন্দ্বগুলির অস্তিত্ব ও বিকাশের ফলে একটা সময় আসবে যখন সোভিয়েত-বিরোধী, কমিউনিস্ট-বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী বিপরীত যে ধারাটি আজও

বিদ্যমান রয়েছে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

এই সময়ে চীনে দুটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে—কুওমিনতাঙ-এর ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয়[1] কংগ্রেস। এই দুটি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন: একটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নির্মূল করে দেওয়া এবং এভাবে চীনকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করা; অন্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের, চীনের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলিকে উচ্ছেদ করে দেওয়া এবং একটা নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলা এবং এভাবে চীনকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া। এই দুটি লাইনের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত শুরু হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের লাইনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে চীনের জনগণ পরিপূর্ণ বিজয় অর্জন করবে এবং কুওমিনতাঙ-এর প্রতিবিপ্লবী লাইন অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হবে।

টীকা

১। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের তিনটি রিপোর্ট ছিল: কমরেড মাও সে-তুঙ-এর রাজনৈতিক রিপোর্ট, কমরেড চু তের সামরিক রিপোর্ট, এবং কমরেড লিউ শাও-চির পার্টির সংবিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত রিপোর্ট।

২। প্যাট্রিক জে. হার্লি, রিপাবলিকান পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল এই রাজনীতিবিদকে ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে চীনে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, কারণ চিয়াং কাই-শেকের কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতির প্রতি তাঁর সমর্থন চীনের জনগণের দৃঢ় প্রতিরোধ জাগিয়ে তোলে। ওয়াশিংটনে আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯৪৫ সালের ২রা এপ্রিল হার্লি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ঘোষণাটি করেন। বিস্তৃত তথ্যের জন্য এই খণ্ডের 'হার্লি-চিয়াং দ্বৈত সঙ্গীতের চরম ব্যর্থতা' প্রবন্ধটি দেখুন।

৩। দ্রষ্টব্য: জে. ভি. স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি,' **রচনাবলী**, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ষষ্ঠ খণ্ড।

নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৈন্যবাহিনী কর্তৃক উৎপাদন করা সম্পর্কে এবং শুদ্ধিকরণের জন্য ও উৎপাদনের জন্য মহান আন্দোলনসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৫

বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আমাদের সৈন্যবাহিনী চূড়ান্ত বৈষয়িক অসুবিধার সম্মুখীন এবং তা বিক্ষিপ্ত অভিযানে লিপ্ত তখন সৈন্যবাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের পুরো দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গ্রহণ করা একান্ত-ভাবেই অনুমোদনের অযোগ্য, কারণ তা করার ফলে বিপুল সংখ্যক অফিসার ও নীচের তলার লোকজনদের এই দুপক্ষেরই উদ্যোগকে রুদ্ধ করে দেওয়া হবে এবং তা তাদের প্রয়োজন মেটাতেও ব্যর্থ হবে। আমাদের বলা উচিত, 'কমরেডগণ, আসুন সবাই মিলে কাজ শুরু করি এবং বাধাবিপত্তি-গুলিকে দূর করে ফেলি!' যদি উচ্চতর স্তরের নেতৃত্ব সঠিকভাবে কর্তব্য নিরূপণ করতে পারেন, নিম্নতর স্তরের হাতে নিজেদের অসুবিধাগুলিকে নিজেদের চেষ্টায় দূর করার অবাধ অধিকার দেওয়া হয় তাহলে সমস্যাটির সমাধান হবে এবং আসলে সবচেয়ে সন্তোষজনকভাবেই তার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি উচ্চতর স্তরের কাঁধে তাঁদের আসল বহন ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বোঝা সবসময় চাপানো থাকে, তাঁরা যদি নিম্নতর স্তরকে অধিকতর অবাধে কাজ করতে না দেন ও জনগণের আত্মনির্ভরতার উদ্যমকে জাগিয়ে না তোলেন তাহলে উচ্চতর স্তরের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও ফল দাঁড়াবে এই যে উচ্চতর ও নিম্নতর এই উভয় স্তরই একটি সংকটের মধ্যে নিজেদের নিপতিত দেখতে পাবেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনমতেই এতে সমস্যার সমাধান হবে না। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা যথেষ্টভাবেই তা স্পষ্ট করে তুলেছে। 'ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ও বিকেন্দ্রীভূত পরিচালনার' নীতিটি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের মুক্ত অঞ্চলে সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠনের সঠিক নীতি বলে সুপ্রমাণিত হয়েছে।

ইয়েনানের **লিবারেশন ডেইলি** পত্রিকার পক্ষ থেকে এই সম্পাদকীয়টি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

মুক্ত অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীর মোট সংখ্যা ইতিমধ্যেই নয় লক্ষাধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার জন্য আমাদের এই সংখ্যাকে আরও বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুলতে হবে। আমরা এ যাবৎ বাইরের কোন সাহায্য পাইনি। ভবিষ্যতে যদি তা পাইও, তবু নিজেদের জীবিকা নির্বাহের সংস্থান আমাদেরকেই করতে হবে; এক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণার কোন অবকাশই নেই। অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক বাহিনীকে তাঁদের এখানকার স্ব স্ব এলাকা থেকে সরিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে নানা অভিযানে আমরা প্রেরণ করব এবং শত্রুর বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যস্থলে আক্রমণের জন্য তাঁদের কেন্দ্রীভূত করব। এইসব বিরাট বিরাট বাহিনীগুলি কেন্দ্রীভূত অভিযানে লিপ্ত থাকার সময় নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হতে পারবে না এবং অধিকন্তু, পশ্চাদ্ভূমি থেকে তাঁদের বিপুল পরিমাণ রসদ সরবরাহেরই প্রয়োজন দেখা দেবে। স্থানীয়ভাবে নিযুক্ত ও আঞ্চলিক যে সৈন্যবাহিনীগুলি পেছনে থেকে যাবে (এবং তারাও সংখ্যার দিক থেকে সুপ্রচুরই হবে) শুধু তারাই একই সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও উৎপাদনের কাজে আগের মতো নিয়োজিত থাকতে পারবে। এই যখন অবস্থা, এতে কি সন্দেহ আছে যে যুদ্ধ ও ট্রেনিং-এর যতক্ষণ ক্ষতি হচ্ছে না ততক্ষণ সকল সৈন্যগণকেই ব্যতিক্রমহীনভাবে বর্তমান সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনের মাধ্যমে আংশিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে চলা শিখে নিতেই হবে?

আমাদের পরিস্থিতিতে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন যদিও আকারগতভাবে পশ্চাদ্‌পদ ও পশ্চাৎমুখী একটা ব্যাপার তবু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা প্রগতিশীল এবং বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য-সম্পন্ন। আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে বলতে গেলে, শ্রমবিভাজনের নীতি আমরা এখানে অমান্য করছি। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতিতে—দেশের দারিদ্র্য ও ঐক্যহীনতার এই পরিস্থিতিতে (কুওমিনতাঙ-এর মুখ্য শাসক চক্রগুলির অপরাধজনক কার্যকলাপেরই যা পরিণতি) এবং দীর্ঘস্থায়ী ও জনগণের বিক্ষিপ্ত গেরিলা যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে আমরা এই যে কাজ করছি তা হচ্ছে প্রগতিশীল। কুওমিনতাঙ-এর বিষণ্ণ আর জীর্ণশীর্ণ সৈন্যদের দিকে তাকান আর মুক্ত অঞ্চলের আমাদের প্রাণোচ্ছল ও শক্তিমান সৈন্যদের দিকে চেয়ে দেখুন! নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদনের কাজ শুরু করার

আগের আমাদের অসুবিধাগুলির কথা ভাবুন আর এখন আমরা তার চেয়ে কত ভাল আছি তা একবার চেয়ে দেখুন! এখানকার যে-কোন ছুটো সৈন্যবাহিনীর ইউনিট বা ছুটো কোম্পানীকে বলুন এই ছুটি পদ্ধতির মধ্যে একটিকে—অর্থাৎ উচ্চতর মহল থেকে তাদের জীবনধারণের সব উপকরণের জোগান দেওয়া এবং উচ্চতর মহল থেকে অতি অল্প জোগান দেওয়া বা আদৌ কিছু জোগান না দেওয়া অথচ তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা তাদের উৎপাদন করে নেওয়ার, বা অনেকখানি, অর্ধেক বা তাদের যা প্রয়োজন তার অর্ধেকেরও কম উৎপাদন করে নেওয়ার মধ্যে—একটি পদ্ধতি বেছে নিতে বলুন। কোন্ পদ্ধতিতে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যাবে? আত্মনির্ভরতার জন্য উৎপাদন করার জন্য বছর খানেকের গুরুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা নিশ্চিতভাবেই বলবেন যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই উন্নততর সুফল মিলেছে এবং তা-ই তাঁরা গ্রহণ করতে চাইবেন আর নিশ্চিতভাবেই বলবেন প্রথম পদ্ধতিটি খুবই হতাশাজনক এবং তাঁরা তা গ্রহণই করতে চাইবেন না। তার কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীর সকলেরই জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধিত হয়, অন্যদিকে প্রথম পদ্ধতিতে উচ্চতর স্তরের পক্ষ থেকে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন বর্তমান কঠিন বৈষয়িক পরিস্থিতিতে কোনমতেই তাদের পুরো প্রয়োজন মেটানো যাবে না। তাই যাকে মনে হচ্ছে 'পশ্চাদ্পদ' ও 'পশ্চাৎমুখী' পদ্ধতি তা গ্রহণ করার পর, আমাদের সৈন্যবাহিনী নিজেদের জীবনধারণের উপকরণের অভাব দূর করে দিতে পেরেছেন ও তাঁদের জীবিকার মানকে উন্নত করে তুলেছেন যার ফলে প্রতিটি সৈন্যই প্রাণোচ্ছল ও শক্তিমান হয়ে উঠেছেন; তার ফলে, নানা অসুবিধায় নিমজ্জিত জনগণের ওপর থেকে করভার আমরা লাঘব করে দিতে পেরেছি, অর্জন করেছি তাদের সমর্থন, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যেতে পারছি, পারছি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করে তুলতে আর এইভাবে মুক্ত অঞ্চলকে বিস্তারিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছি, শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলকে হ্রাস করে আনতে পেরেছি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের এবং সমগ্র চীনের মুক্তি অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এইগুলি কি বিরাট বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন নয়?।

নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৈন্যবাহিনীর উৎপাদনকার্য শুধু

সৈন্যবাহিনীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করেছে, জনগণের ওপরের বোঝাকে লাঘব করেছে তাই নয়, তা সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করে তোলাও সম্ভবপর করে তুলেছে। তাছাড়া তাতে করে বহু আশু সুপ্রভাবও সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে :

(১) অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। অফিসার ও সৈনিকেরা একত্রে উৎপাদনের কাজ করছেন এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে উঠছেন।

(২) শ্রমের প্রতি উন্নততর মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখন যে ব্যবস্থাটি দাঁড় করেছি তা অতীতের ভাড়াটে ব্যবস্থা বা সার্বজনীন সামরিক ব্যবস্থাও নয়, তা হচ্ছে তৃতীয় একটি ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সমাবেশের একটি ব্যবস্থা। ভাড়াটে ব্যবস্থার চেয়ে তা উন্নততর কেননা তা অসংখ্য বাউণ্ডুলে অকর্মণ্যের ভীড় সৃষ্টি করে না ; কিন্তু তা সার্বজনীন সামরিক ব্যবস্থার মতো তত উত্তম একটি ব্যবস্থা অবশ্যই নয়। তা সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সমাবেশের পদ্ধতিটিই আমরা গ্রহণ করতে পারি, সার্বজনীন সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় সমবেত এই সৈন্যগণকে দীর্ঘকাল ধরেই সৈনিকজীবন যাপন করতে হয় তাই শ্রমের প্রতি এদের মনোভাবে হানি ঘটে এবং তারা এমন বাউণ্ডুলে হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের এমন কিছু খারাপ অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায় যুদ্ধবাজদের সৈন্যবাহিনীতেই যা দেখা যেত। কিন্তু সৈন্যবাহিনী যখন থেকে নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদনের কাজ শুরু করল তখন থেকে শ্রমের প্রতি মনোভাবের উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং তাদের বাউণ্ডুলে চালচলনও দূর হয়ে গেছে।

(৩) শৃংখলাপরায়ণতা জোরদার হয়েছে। যুদ্ধে ও সৈনিকজীবনে শৃংখলা দুর্বল হয়ে পড়েনি, উৎপাদনকার্যে শ্রম-নিয়মানুবর্তিতা তাকে শক্তিশালীই করে তুলেছে।

(৪) সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হয়েছে। যখন থেকে সৈন্যবাহিনী নিজের 'ঘর গুছিয়ে' চলতে শুরু করেছ তখন থেকে জনগণের সম্পত্তির ওপর হামলাদারী কদাচিৎ ঘটেছে বা আদৌ ঘটেনি। সৈন্যবাহিনী ও জনগণ যখন শ্রম বিনিময় করতে ও উৎপাদনের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে শুরু করেছেন তখন থেকে

তাদের মধ্যেকার বন্ধুত্ব শক্তিশালীই হয়ে উঠেছে।

(৫) সরকার সম্পর্কে সৈন্যবাহিনীতে ক্ষোভের গুঞ্জন কমে এসেছে এবং দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে।

(৬) জনগণের বিরাট উৎপাদন অভিযানে তা জুগিয়েছে একটি উদ্দীপনা। যখন থেকে সৈন্যবাহিনী উৎপাদনের কাজে লিপ্ত হয়েছে তখন থেকে সরকার ও অন্যান্য সংগঠনেরও অনুরূপভাবে কাজে লিপ্ত হওয়া অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তাঁরা অনেক বেশি উদ্যম সহকারে কাজে গেলে গেছেন এবং তাছাড়া, সমগ্র জনগণের পক্ষ থেকেও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সার্বিক অভিযান আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তাও অনেক বেশি উদ্যম সহকারে পরিচালিত হয়েছে।

শুদ্ধিকরণের জন্য এবং উৎপাদনের জন্য যে ব্যাপক আন্দোলনগুলি যথাক্রমে ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে শুরু হয়েছিল সেগুলি চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকাই পালন করেছে, একটি পালন করেছে আমাদের ভাবাদর্শগত জীবনে আর অন্যটি পালন করেছে আমাদের বৈষয়িক জীবনে। এই দুটি আন্দোলনের যোগসূত্রকে যদি আমরা যথাসময়ে ধরতে না পারতাম তাহলে বিপ্লবের সমগ্র যোগসূত্রকেই আমরা ধরে ফেলতে ব্যর্থ হতাম এবং আমাদের সংগ্রামের কোন অগ্রগতিই হতো না।

আমরা জানি ১৯৩৭ সালের আগে যাঁরা পার্টিতে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যেকার মাত্র কয়েক লক্ষই এখনো বেঁচে আছেন এবং আমাদের বর্তমানের ১২,০০,০০০ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশ এসেছেন কৃষকজনগণের ও পেটি-বুর্জোয়াদের অপরাপর অংশ থেকে। এইসব কমরেডদের বৈপ্লবিক প্রেরণা খুবই প্রশংসনীয় এবং তা মার্কসবাদী শিক্ষায় দীক্ষালাভে ইচ্ছুক কিন্তু তাঁরা তাঁদের সঙ্গে করে পার্টিতে নিয়ে এসেছেন এমন সব ধ্যানধারণা যা মার্কসবাদের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বা পুরোপুরিই অসঙ্গতিপূর্ণ। ১৯৩৭ সালের আগে পার্টিতে যোগদান করেছেন এমন কিছু কিছু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। এতে করে চূড়ান্ত গুরুতর একটি দ্বন্দ্বের বিপুল একটি অসুবিধারই সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি ব্যাপক একটি মার্কসবাদী শিক্ষা-অভিযান অর্থাৎ শুদ্ধিকরণ অভিযান শুরু না করতাম, তবে কি আমরা নির্বাধাটে এগিয়ে যেতে পারতাম? স্পষ্টতঃই বলা যায়, না, পারতাম না। কিন্তু আজ বিরাট সংখ্যক কর্মীদের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বকে আমরা সমাধান

করেছি বা তা সামাধান করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি—পার্টির মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব, প্রলেতারীয় (পেটি-বুর্জোয়া; বুর্জোয়া ও এমনকি জমিদারশ্রেণীর তবে মূলতঃ পেটি-বুর্জোয়া) মতাদর্শের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ মার্কসীয় ও অ-মার্কসীয় মতাদর্শের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের আমরা সমাধান করেছি বলেই আমরা বিরাট ও দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলে ফেলে অভূতপূর্ব (যদিও পরিপূর্ণ নয়) এমন একটি মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারছি। এখন থেকে আমাদের পার্টি আরও বিশাল বিপুল হয়ে উঠতে পারবে, আর উঠতে তাকে হবেই এবং মার্কসবাদী ভাবাদর্শের মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা আরও বেশি কার্যকরভাবে তার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

এক্ষেত্রে অন্য যোগসূত্রটি হচ্ছে উৎপাদনের জন্য আন্দোলন। আজ আট বছর ধরে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলছে। যখন তা শুরু হয়েছিল, আমাদের খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ তখন যথেষ্টই ছিল। কিন্তু অবস্থা খারাপ হতে হতে আমরা কঠিন অসুবিধায় পড়লাম, খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিল, রান্নার তেলের ও লবণের অভাব দেখা দিল, কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্রের এবং টাকাকড়ির অভাব দেখা দিল। এই কঠিন অসুবিধা, এই দুরূহ দ্বন্দ্ব বিরাট বিরাট জাপানী আক্রমণের অভিযানের এবং কুওমিনতাঙ সরকারের ১৯৪০-৪৩ সালের তিন তিনটি জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের (অর্থাৎ 'কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ অভিযানের') সূত্র ধরে দেখা দিল। আমরা যদি এই অসুবিধাকে দূর করে দিতে ও এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে না পারতাম এবং যদি এই যোগসূত্রটিকে ধরতে না পারতাম তবে কি আমাদের জাপ-বিরোধী সংগ্রাম এমন অগ্রগতি লাভ করতে পারত? স্পষ্টতঃই পারত না। কিন্তু উৎপাদনকে বিকশিত করে তুলতে আমরা শিখেছি এবং এখনো শিখছি, তাই দেখুন, আমরা প্রাণশক্তি ও উদ্যমে আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছি। কোন শত্রুর ভয়েই আমরা আর বিচলিত নই, আগামী কবছরের মধ্যেই আমরা তাদের সবকটির বিরুদ্ধেই বিজয়ী হয়ে উঠব।

তাই, শুদ্ধিকরণ ও উৎপাদনের এই দুটি বিরাট আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

আসুন, আমরা এগিয়ে যাই এবং দুটি বিরাট আন্দোলনকে আমাদের সংগ্রামের অন্যান্য কর্তব্য সুসম্পাদনের ভিত্তি হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে দিই।

তা যদি আমরা করতে পারি তবে চীনের জনগণের পরিপূর্ণ বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

এখন হচ্ছে বসন্তকালীন ফসলের মৌসুম, আমরা আশা করছি, নেতৃস্থানীয় কমরেডরা, সকল শ্রমজীবী ব্যক্তিবর্গ ও জনগণ প্রতিটি মুক্ত এলাকাতেই উৎপাদনকার্যের যোগসূত্রটিকে যথাসময়ে আঁকড়ে ধরবেন এবং গত বছরের তুলনায় আরও বিপুলতর সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়াসী হবেন। যেসব এলাকায় উৎপাদন বিকাশের কাজকর্ম এখনো শিখে নেওয়া হয়নি, বিশেষ করে সেইসব এলাকায় এই বছর বিপুলতর প্রয়াস অবশ্যই আমাদের চালাতে হবে।

হার্লি-চিয়াং দ্বৈত সঙ্গীতের চরম ব্যর্থতা

১০ই জুলাই, ১৯৪৫

চিয়াং কাই-শেকের একনায়কতন্ত্রী রাজত্বকে আড়াল করে রাখার জন্য আহূত চতুর্থ জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের উদ্বোধনী সভা বসেছে চুংকিং-এ ৭ই জুলাই তারিখে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম উদ্বোধনী সভা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কেউই যে উপস্থিত ছিলেন না তা-ই নয়, অন্যান্য গ্রুপেরও বহু পর্ষৎ-সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। মোট ২৯০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৮০ জন উপস্থিত হয়েছেন। উদ্বোধনী সভায় চিয়াং এই কথাগুলি বলেছেন :

> সরকার জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হাজির করছে না ; অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ঐ বিষয়গুলি নিয়ে পুরোপুরি আলোচনা করতে পারেন। সর্বপ্রকার সততা ও নিষ্ঠা সহকারে ঐ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আপনাদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনতে সরকার প্রস্তুত।

জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা সংক্রান্ত গোটা কারবারটার একটা ইতি সম্ভবতঃ এই বছরের ১২ই নভেম্বরই হতে যাচ্ছে। এই কারবারে সাম্রাজ্যবাদী প্যাট্রিক জে. হার্লির একটা কিছু করণীয় নিশ্চয়ই রয়েছে। প্রথমে তিনি খুব জোরেই চিয়াং কাই-শেককে এই ব্যবস্থাটি নিতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন এবং তারই জন্য চিয়াং কাই-শেকের নববর্ষ দিবসের বক্তৃতায়[১] খানিকটা কড়া সুর শোনা গিয়েছিল এবং ১লা মার্চের বক্তৃতায়[২] তা আরও খানিকটা বেশি করেই ছিল কারণ ঐ বক্তৃতায় তিনি ১২ই নভেম্বর 'জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার' ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথাই ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ১লা মার্চের বক্তৃতায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যে প্রস্তাবে, চীনের জনগণের সাধারণ ইচ্ছাই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল তাকে অর্থাৎ সকল পার্টির একটি সম্মেলন আহ্বান করা হোক এবং একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা

সিনহুয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কমরেড মাও সে তুঙ এই সংবাদভাষ্যটি রচনা করে দিয়েছিলেন।

হোক এই প্রস্তাবকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি মহানন্দে একজন আমেরিকান সহ তথাকথিত তিনজনের একটি কমিটি গঠনের ভাবনাটি খেলার ছলে ছুঁড়ে দিয়েছেন যার কাজ হবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র বাহিনী-গুলিকে 'পুনর্গঠিত' করা। তাঁর এইটুকু বলার ঔদ্ধত্যও হয়েছে যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'আইনানুগ মর্যাদা' দানের আগে পার্টিকে তার সৈন্য-বাহিনীকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। এই সবকিছু ব্যাপারেই মহামান্য মিঃ প্যাট্রিক জে. হার্লির মদৎটা ছিল চূড়ান্তরকমেই স্পষ্ট। ওয়াশিংটনে ২রা এপ্রিল একটি বিবৃতিতে হার্লি চিয়াং কাই-শেকের 'জাতীয় বিধানসভাকে' প্রচুর মদৎ জুগিয়েছেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে অস্বীকার করা, তার কাজকর্মের কুৎসাকীর্তন করা, কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্গে সহযোগিতার বিরোধিতা করা এবং এই ধরনের তাবৎ বাক্যজাল বিস্তার সহ সর্ববিধ নোংরা ষড়যন্ত্রেরই তিনি সাফাই গেয়েছেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রে হার্লির আর চীনের চিয়াং কাই-শেকের এই দ্বৈত সঙ্গীতের সুর চীনের জনগণকে বলি দেওয়ার সাধারণ মতলবে এসে রাসভরাগিণীর একেবারে সপ্তমে পৌঁছেছে। তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে রাগিণীটা যেন খানিকটা মিইয়ে এসেছে। চীনা ও বিদেশী উভয়ের মধ্যেই, কুওমিনতাঙ-এর ভিতরে ও বাইরে, বিভিন্ন পার্টির অন্তর্ভুক্ত ও পার্টির বাইরের সকলে সর্বত্র অসংখ্য কণ্ঠে তার প্রতিবাদে আওয়াজ তুলেছেন। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে গালভরা উচ্চকণ্ঠ সব কথাবার্তা সত্ত্বেও হার্লি-চিয়াং-এর এই নষ্টামির আসল লক্ষ্য হচ্ছে চীনের জনগণের স্বার্থকেই জলাঞ্জলি দেওয়া, তাদের ঐক্যকে আরও তছনছ করে দেওয়া এবং বলা চলে যেন চীনের ব্যাপক গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বিস্ফোরক মাইনই পুঁতে রাখা আর এভাবে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সময়কার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য মিত্রদেশের জনগণের সাধারণ স্বার্থেরই ক্ষতিসাধন করা এবং পরবর্তী সময়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনার ক্ষতিসাধন করা। এই মুহূর্তে হার্লি খানিকটা চুপ মেরে আছেন, আরও কি জানি সব ধান্ধা নিয়ে উনি ব্যস্ত রয়েছেন যার ফলে চিয়াং কাই-শেককেও জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের সভার সামনে চতুর বাক্যজাল বিস্তারের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আগে ১লা মার্চে চিয়াং কাই-শেক বলেছিলেন :

আমাদের দেশের অবস্থা অন্যান্য দেশের অবস্থার চেয়ে আলাদা : জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের আগে আমাদের দেশে জনগণের প্রতি-

নিধিত্বকারী কোন দায়িত্বশীল সংস্থাই নেই যার মাধ্যমে সরকার জনগণের সঙ্গে তাদের অভিমত জানার জন্য আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

তাই যদি অবস্থা হয় তবে জেনারেলিসিমো এখনই জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের কাছে গিয়ে 'মনোযোগ দিয়ে' 'মতামত' শুনে নিচ্ছেন না কেন? তাঁর মতে গোটা চীনে 'দায়িত্বশীল কোন সংস্থাই' নেই যার মাধ্যমে 'তাদের অভিমত জানার জন্য জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যায়'; তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা 'সংস্থা' হিসেবে জনগণের রাজনৈতিক পর্ষৎ রয়েছে শুধু খানাপিনা করার জন্য আর তার 'মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য' যদিও তার কোন আইনানুগ ভিত্তিই নেই। তা যাই হোক, যদি জনগণের রাজনৈতিক পর্ষৎ এই মেকী 'জাতীয়' সভা আহ্বানের বিরুদ্ধে একটি শব্দও করে তবে তা ভাঙ্গ কাজই হবে আর ঈশ্বরের অপার করুণাই তার ওপর বর্ষিত হবে, কিন্তু হায়, এর মাধ্যমে তাঁরা যে মহামহিম সম্রাটেরই বিরুদ্ধাচরণ করে বসবেন, অমান্য করে বসবেন সম্রাটের পয়লা মার্চের অনুশাসনকে! অবশ্য, জনগণের রাজনৈতিক পর্ষৎ সম্পর্কে এখনই কোন মন্তব্য করা অসময়োচিত হবে, তার জন্য আমাদের আরও কদিন অপেক্ষা করে দেখতে হবে জেনারেলিসিমোকে 'মনোযোগ দিয়ে শোনার মতো' কী তাঁরা হাজির করেন। একটা বিষয় কিন্তু সুনিশ্চিতঃ জাতীয় বিধানসভার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলার পর থেকে 'নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের' পরম উৎসাহী সমর্থকেরাও আমাদের খোদ 'যুবরাজ' সম্পর্কেই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন; তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন 'শূকরছানাদের একটি পার্লামেন্ট'[৩] আহ্বান করে তিনি যেন তাঁর গলায় একটি ফাঁস পরে না নেন আর তাঁকে তাঁরা য়ুয়ান শী-কাই-এর পরিণামের কথা উল্লেখ করে সাবধান করে দিয়েছেন। কে জানে হয়তো শেষ পর্যন্ত, এর ফলে আমাদের 'যুবরাজ'-এর হাতটি থেমেও-বা যেতে পারে? কিন্তু এটা একেবারে সুনিশ্চিত যে যদি তাঁদের একটি চুলও খোয়াতে হয় তবে তিনি এবং তাঁর চেলাচামুণ্ডারা জনগণকে, একরতি ক্ষমতাও লাভ করতে দেবে না। তার একেবারে সাক্ষাৎ প্রমাণ হচ্ছে জনগণের ন্যায্য সমালোচনাকে মহামান্য সম্রাট 'বল্গাহীন আক্রমণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

··যুদ্ধের পরিস্থিতিতে জাপ-অধিকৃত এলাকায় সাধারণ নির্বাচনের স্পষ্টতঃই কোন প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই দুবছর আগেই কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের এবং যুদ্ধ শেষ

হওয়ার এক বছরের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ঐ সময়ে কোন কোন মহলে তার বল্গাহীন সমালোচনাই করা হয়েছে।

এইসব সমালোচনার কারণ ছিল এই যে ঐ দিনটি অনেক বিলম্বিত হয়ে যেতে পারে। অতঃপর মহামহিম সম্রাট প্রস্তাব করলেন 'যদি দেখা যায় চূড়ান্ত-ভাবে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসা বিলম্বিত হতে পারে এবং এমনকি যুদ্ধ শেষ হয়ে এলেও সর্বত্র দ্রুত শৃংখলা ফিরে আসছে না তবে যুদ্ধের পরিস্থিতিটা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেই জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করা যেতে পারে।' কিন্তু আবার তাকে অনেকখানি চমকে দিয়ে ঐ লোকেরাই আবার 'বল্গাহীন সমালোচনা' শুরু করে দিয়েছে। এতে মহামহিম সম্রাটকে একটি সাংঘাতিক উভয়সংকটে পড়তে হয়েছে। কিন্তু চীনের জনগণকে চিয়াং কাই-শেক ও গোষ্ঠীকে একটি শিক্ষা দিতেই হবে আর বলতে হবে: আপনারা যাই করুন আর বলুন না কেন, জনগণের ইচ্ছাকে অমান্য করার কোন ছলচাতুরিই বরদাস্ত করা হবে না। চীনের জনগণ যা দাবি করছে তা হচ্ছে আশু রাজনৈতিক সংস্কার, যেমন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, গোয়েন্দা বিভাগের অবসান জনগণকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান এবং রাজনৈতিক দলগুলির আইনানুগ মর্যাদার স্বীকৃতিদান। আপনারা এসব কোন কাজই করছেন না, বরং উল্টে 'জাতীয় বিধানসভা' আহ্বানের দিনক্ষণের মতো নকল সমস্যা নিয়ে অনর্থক খেলা করছেন। এতে করে তিন বছরের একটি শিশুকেও প্রতারিত করা যাবে না। যথার্থ নিম্নতম গণতান্ত্রিক সংস্কার ছাড়া ছোট-বড় আপনাদের সকল বিধানসভাই আস্তাকুঁড়েতে নিক্ষিপ্ত হবে। একে 'বল্গাহীন আক্রমণ' বলতে চান বলুন, কিন্তু এ ধরনের প্রতিটি প্রতারণাকেই দৃঢ়ভাবে, পুরোপুরিভাবে, সামগ্রিকভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হবেই এবং তার রেখামাত্র চিহ্নেরই অবশেষে রাখা হবে না। তার কারণ হচ্ছে, এ হচ্ছে নিছক প্রতারণা। জাতীয় বিধানসভা আছে কি নেই তা হচ্ছে এক কথা, কিন্তু নিম্নতম গণতান্ত্রিক সংস্কারসাধন করা হবে কিনা, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। এখনকার মতো প্রথমটি না থাকলেও চলে কিন্তু পরবর্তীটিকে অবিলম্বে প্রচলিত করতে হবে। যেহেতু চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর গোষ্ঠী 'জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আরও আগেই ছেড়ে দিতে চান' তাই 'খানিকটা আগেভাগেই' তাঁরা নিম্নতম গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলি কার্যকর করতে অনিচ্ছুক কেন? কুওমিনতাঙ-এর হে ভদ্রমহোদয়গণ! যখন আপনারা এই শেষ লাইনগুলি পড়বেন, আপনাদের এ কথা মানতেই হবে যে চীনের কমিউনিস্টরা কোনমতেই আপনাদের বিরুদ্ধে 'বল্গাহীন আক্রমণ' করছেন না বরং তাঁরা আপনাদের একটি সোজা প্রশ্নই করছেন। আমরা কি একটা প্রশ্নও করতে পারব না? তাও আপনারা একপাশে সরিয়ে রেখে দেবেন? যে

প্রশ্নের জবাব আপনাদের দিতেই হবে তা হচ্ছে: এটা কি করে হয়, আপনারা যেখানে 'জনগণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতাই ছেড়ে দিতে' ইচ্ছুক সেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রচলন করতে আপনারা এমন অনিচ্ছুক কেন?

টীকা

১। ১৯৪৫ সালের পয়লা জানুয়ারী চিয়াং কাই-শেক যে রেডিও বক্তৃতা করেন তাতে তিনি জাপানী আক্রমণকারীদের হাতে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী গত বছরে যে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করেছে তার কোন উল্লেখই করেননি, বরং জনগণের বিরুদ্ধে অপবাদ রটিয়ে কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়ক-তন্ত্রের অবসানের প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতাই করেছেন, কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার এবং একটি যুক্ত সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী গঠনের যে প্রস্তাব দেশের সমগ্র জনগণ এবং জাপ-বিরোধী সকল পার্টিই সমর্থন জানিয়েছেন তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কতন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার জেদই বজায় রেখেছেন এবং জনগণের সমালোচনার বিরুদ্ধে একটি মুখরক্ষা হিসেবে কুওমিনতাঙ-নিয়ন্ত্রিত 'জাতায় বিধানসভা' আহ্বানের যে প্রস্তাব করেছেন তাকে গোটা জাতিই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

২। ১৯৪৫ সালের পয়লা মার্চ চিয়াং কাই-শেক চুংকিং-এ নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক সমিতির সভায় একটি বক্তৃতা করেন। তাছাড়া তাঁর নববর্ষ দিবসের বক্তৃতায় তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল অভিমতগুলির পুনরা-বৃত্তি করে চিয়াং অষ্টম রুট সেনাবাহিনী ও চতুর্থ সেনাবাহিনীকে 'পুনর্গঠনের' জন্য একজন আমেরিকান প্রতিনিধিসহ তিনজনের একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন যা বস্তুতঃ হচ্ছে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের জন্য প্রকাশ্য আমন্ত্রণ জ্ঞাপন।

৩। ১৯২৩ সালে উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজ সাও কুন পার্লামেণ্টের প্রতিটি সদস্যকে ৫,০০০ রৌপ্য ডলার ঘুষ দিয়ে বশীভূত করে নিজেকে 'চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি' নির্বাচিত করিয়ে নেন। ঘুষদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি প্রচুর কুখ্যাতি অর্জন করেন। এবং ঐ উৎকোচ গ্রহণকারী সদস্যদেরও 'শূকর ছানাদের পার্লামেণ্ট-র সদস্য' হিসেবে অভিহিত করা হতো। কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর এই উপমায় এখানে কুওমিনতাঙ-এর মেকী 'জাতীয় বিধানসভাকে' ঐ 'শূকর ছানাদের পার্লামেণ্ট-এর সঙ্গেই তুলনা করেছেন।

হার্লি-নীতির বিপদ সম্পর্কে

১২ই জুলাই, ১৯৪৫

এটা ক্রমেই বেশি বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে যে নীতি তার রাষ্ট্রদূত প্যাটিক জে. হার্লির মাধ্যমে ব্যক্ত হচ্ছে তা হল চীনে গৃহযুদ্ধের একটি সংকট সৃষ্টি করা। নিজের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি আঁকড়ে ধরে কুওমিনতাঙ সরকার আঠারো বছর আগে তার প্রতিষ্ঠার দিন থেকে গৃহযুদ্ধ ভাঙিয়েই টিকে রয়েছে; শুধু ১৯৩৬ সালের সিয়ানের ঘটনার সময় এবং ১৯৩৭ সালে চীনের বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণাঞ্চলে জাপানী আক্রমণের সময় তা বাধ্য হয়ে একটা সময়ের মতো জাতিজোড়া গৃহযুদ্ধের নীতিটি পরিত্যাগ করে। কিন্তু ১৯৩৯ সাল থেকে বিরামহীনভাবে আবার আঞ্চলিক স্তরে গৃহযুদ্ধ ওরা চালিয়ে আসছে। কুওমিতাঙ সরকার নিজেদের লোকজনদের সমাবেশ করার জন্য প্রথমেই কমিউনিস্টদের 'বিরুদ্ধে লড়াই কর' এই স্লোগানটি ব্যবহার করেছে, অন্যদিকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে গৌণ পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে তাদের সকল সামরিক সমাবেশের লক্ষ্যমুখ আর জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধের দিকে তাক করা নেই, তা নিবদ্ধ রয়েছে চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলি থেকে 'হৃত অঞ্চল পুরুদ্ধারের' দিকে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার দিকে। আমাদের প্রতিরোধে-যুদ্ধের বিজয় এবং যুদ্ধের পর শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠন এই দুটোর দিক থেকেই এই পরিস্থিতিকে আমাদের গুরুতরভাবে হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এটাকে হিসেবের মধ্যে ধরেছিলেন, তার ফলেই তিনি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ অভিযান চালানোর জন্য কুওমিনতাঙকে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে হার্লি যখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে ইয়েনানে এসেছিলেন তখন তিনি কুওমিনতাঙ-এর একদলীয় একনায়কত্ব অবসান এবং গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিকল্পনার সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর সুর বদল করে নিলেন এবং ইয়েনানে তিনি

এই সংবাদভাষ্যটি সিনহুয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লিখিত হয়েছিল।

যা বলেছিলেন তার খেলাপ করলেন। ২রা এপ্রিল ওয়াশিংটনে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতিতে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে সেই একই হার্লি চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী কুওমিনতাঙ অপরূপ সুন্দরী এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি জানোয়ারে পরিণত করে ছেড়েছেন বলে মনে হচ্ছে এবং তিনি সোজাসুজি ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নয়, শুধু চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গেই সহযোগিতা করবে। এটা অবশ্য হার্লির ব্যক্তিগত অভিমতামত নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বেশ এক-দল লোকেরই তা অভিমত। এটা একটা ভ্রান্ত আর বিপজ্জনক অভিমত। এই জটিল মুহূর্তেই রুজভেল্ট মারা গেছেন এবং হার্লি তাঁর পুরো মেজাজ নিয়ে চুংকিং-এর আমেরিকান দূতাবাসে ফিরে এসেছেন। হার্লির মাধ্যমে অভিব্যক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চীন-নীতির বিপদ হচ্ছে এই যে তা কুওমিনতাঙ সরকারকে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতেই উৎসাহী করে তুলছে এবং গৃহযুদ্ধের সংকটকে আরও গভীরতর করে তুলছে। হার্লি-নীতি যদি অব্যাহত থাকে তবে যুক্ত-রাষ্ট্রের সরকারও চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের পচা আস্তাকুঁড়ে অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্রমেই বেশি বেশি করে ডুবে যেতে থাকবে; কোটি কোটি জাগ্রত ও জাগরমান চীনা জনগণের বিরোধিতা একটি অবস্থানেই নিজেকে ঠেলে দেবে এবং বর্তমানের প্রতিরোধ-যুদ্ধে ও ভবিষ্যতের বিশ্বশান্তির পথে তা একটি প্রতিবন্ধই হয়ে দাঁড়াবে। এটা কি পরিষ্কার নয় যে এইটি হবে অনিবার্য পরিণাম? যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের একটা অংশ এই বিপদের কথা ভেবেই হার্লি ধাঁচের চীন-নীতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং তার পরিবর্তন চান কারণ চীনের ভবিষ্যৎ যা দেখা যাচ্ছে তাতে তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন চীনের জনগণের যে শক্তিগুলি স্বাধীনতা, মুক্তি ও ঐক্য দাবি করছেন তাঁরাই অপ্রতিরোধ্য এবং বৈদেশিক ও সামন্ততন্ত্রের নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য বিপুল বিক্রমে এগিয়ে যেতে বাধ্য। আমরা জানি না যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তিত হবে কিনা বা হলেও কখন হবে। কিন্তু একটা বিষয় সুনিশ্চিত। চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সাহায্য করার ও মদৎ জোগানোর এবং বিপুল সংখ্যক চীনা জনগণকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তোলার এই হার্লি-নীতি যদি অব্যাহতই থাকে তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণের ওপর দুঃসহ একটি ভার চাপিয়ে দেবে এবং তাদের অন্তহীন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করবে। এই ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে অবশ্যই বুঝতে হবে।*

কমরেড উইলিয়াম জেড. ফস্টারের কাছে প্রেরিত তারবার্তা

২৯শে জুলাই, ১৯৪৫

কমরেড উইলিয়াম জেড ফস্টার এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কমিটি :

যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সম্মেলনে ব্রাউডার-এর সংশোধনবাদী তথা আত্মসমর্পণবাদী লাইন[১] প্রত্যাখান করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মার্কসবাদী নেতৃত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনরায় স্বমর্যাদায় ফিরিয়ে এনেছে এই সংবাদে আমরা আনন্দিত। এতদ্দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর ও মার্কসবাদী আন্দোলনের এই বিরাট বিজয়ে আপনাদের আমরা উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ব্রাউডারের যে গোটা সংশোধনবাদী-আত্মসমর্পণবাদী লাইন (তাঁর **তেহেরান** নামক পুস্তকে পুরোপুরি অভিব্যক্ত) তার মধ্যে মূলতঃ ফুটে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক-আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী চক্রগুলোর কুপ্রভাব। ঐ চক্রগুলিই এখন চীনে তাদের প্রভাব প্রসারিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তারা কুওমিনতাঙ-এর অন্তর্বর্তী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটির যে নীতি জাতি ও জনগণের স্বার্থ-বিরোধী সেই ভ্রান্ত নীতিকেই সমর্থন করছে এবং এভাবে চীনের জনগণকে গৃহযুদ্ধের গুরুতর বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ও আমাদের দুটি মহান দেশের চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থকেই তারা ক্ষুণ্ণ করছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির অর্জিত ব্রাউডারের সংশোধনবাদী ও আত্মসমর্পণবাদী লাইনের বিরুদ্ধে এই বিজয়, যে মহান লক্ষ্যসাধনের জন্য চীন ও আমেরিকার জনগণ নিয়োজিত রয়েছে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এবং যুদ্ধের পর যে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক বিশ্ব রচনার ব্যাপার নিয়োজিত রয়েছে তাতে লক্ষণীয় অবদান জোগাবে।

১ আর্ল ব্রাউডার ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধকালে

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারা দেখা দেয় এবং ব্রাউডারই ছিলেন তার প্রধান মুখপাত্র। এই দক্ষিণপন্থী ভাবধারা একটি মার্কসবাদ-বিরোধী সংশোধনবাদী-আত্মসমর্পণবাদী লাইন হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে ব্রাউডার তাঁর এই লাইন অনেক বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রকাশ করেন এবং ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে তাঁর দক্ষিণ পন্থী সুবিধাবাদী কর্মসূচী হিসেবে তাঁর **তেহেরান** নামক বই প্রকাশ করেন। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একচেটিয়া, ক্ষয়িষ্ণু ও মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ লেনিনবাদী এই মৌলিক বক্তব্যের সংশোধন করে এবং আমেরিকান পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতিকে অস্বীকার করে তিনি ঘোষণা করলেন—যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদের **নবীন** পুঁজিবাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে (বড় হরফ ব্রাউডারের) এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাধারণ স্বার্থ রয়েছে। তাই তিনি একচেটিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করার ওকালতি করতে লাগলেন এবং শ্রেণী-সমন্বয়ের পথে অনিবার্য সংকট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদকে রক্ষা করায় স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদের এই অবাস্তব মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে এবং একচেটিয়া পুঁজির শ্রেণী-সহযোগিতার আত্মসমর্পণবাদী লাইন অনুসরণ করে ১৯৪৪ সালের মে মাসে ব্রাউডার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির বিলোপসাধনের ব্যবস্থা করেন এবং 'আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন' নামক একটি নির্দলীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। প্রথম থেকেই ব্রাউডারের এই ভ্রান্ত লাইন কমরেড উইলিয়াম জেড. ফস্টারের নেতৃত্বাধীন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি বহু সংখ্যক সদস্যের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ১৯৪৫ সলের জুন মাসে কমরেড ফস্টারের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন একটি প্রস্তাব নিয়ে ব্রাউডারের লাইনকে বাতিল করে, জুলাই মাসে একটি বিশেষ জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে ও এই লাইনকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর যে অবস্থান ছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর সেই অবস্থান আঁকড়ে থাকার জন্য এবং ট্রুম্যান প্রশাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করার জন্য ও পার্টি-বিরোধী উপদলীয় কাজকর্মে যুক্ত থাকার জন্য ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্টি থেকে ব্রাউডারকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়।

জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শেষবারের লড়াই

৯ই আগষ্ট, ১৯৪৫

৮ই আগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারের যুদ্ধ ঘোষণাকে চীনের জনগণ আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কার্য ব্যবস্থা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বহু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করে আনবে। যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং জাপানী আক্রমণকারীদের ও তাদের সমস্ত আজ্ঞাবাহী কুকুরদের চূড়ান্ত আঘাত হানার সময়ই এখন উপস্থিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চীনা জনগণের সকল জাপ-বিরোধী শক্তিকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্রদেশসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর সমন্বয় রক্ষা করে জাতিজোড়া প্রতি-আক্রমণ শুরু করতে হবে। অষ্টম রুট সেনা-বাহিনী, নতুন চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং জনগণের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীকে এই প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সকল আক্রমণকারী ও তাদের যেসব আজ্ঞাবাহী কুকুরেরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করবে তাদের বাহিনীগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে, তাদের অস্ত্রপাতিগুলি এবং জিনিসপত্রগুলিকে দখল করতে হবে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুক্ত অঞ্চলকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং শত্রুর কবলিত অঞ্চলকে হ্রাস করে আনতে হবে। আমাদের সাহসের সঙ্গে এমন সব শত শত, হাজার হাজার সশস্ত্র টীম গড়ে তুলতে হবে যারা শত্রুর কবলিত অঞ্চলের পশ্চাদ্ভাগের অনেক গভীরে ঢুকে যাবে এবং শত্রুর যোগাযোগের লাইনগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য জনগণকে সংগঠিত করে তুলবে এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। অধিকৃত এলাকাসমূহের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে আমাদের সাহসের সঙ্গে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং অবিলম্বে আত্মগোপনকারী বাহিনী গড়ে তুলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি করতে হবে এবং বাইরে থেকে আক্রমণকারী সৈন্যদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। ইতিমধ্যে মুক্ত অঞ্চলের সংহতিসাধনকে অবহেলা করলেও চলবে না। ওখানকার দশ কোটি লোকের মধ্যে এবং যেসব এলাকায় জনসাধারণ যখনই মুক্ত হবে তখনই

তাদের মধ্যে সর্বত্র এই শীতে ও আগামী বসন্তেই আমাদের খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কর্মনীতিটি কার্যকর করতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, সশস্ত্র গণরক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার কাজ জোরদার করতে হবে, সৈন্যবাহিনীর শৃংখলাকে জোরদার করতে হবে, সমস্ত অংশের জনগণের যুক্তফ্রন্টকে বিকশিত করে তুলতে হবে, জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয়ের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই সবগুলিই করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে আরও শক্তি সঞ্চারের জন্য। সমগ্র দেশের জনগণকে গৃহযুদ্ধের বিপদ এড়াবার জন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারকে বাস্তব করে তোলার জন্য প্রয়াসী হতে হবে। চীনের জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে এক নতুন স্তরই সমুপস্থিত হয়েছে এবং দেশের সমগ্র জনগণকেই তাদের ঐক্য ও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এই সংগ্রামকে জোরদার করে তুলতে হবে।